জামায়াতে ইসলামী

অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

জামায়াতে ইসলামী

অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

জামায়াতে ইসলামী: অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশক
সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র
cscsbd.com
চট্টগ্রাম

কপিরাইট
সিএসসিএস

যোগাযোগ
০১৯২৮৬৭২৪০৫
connect.cscs@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৬

মূল্য
চারশত টাকা

Jamaat-e-Islami: Oviggota o Mullayon (Jamaat-e-Islami: Experience & Evaluation), by Mohammad Mozammel Hoque. Published by Centre for Social & Cultural Studies (CSCS), Chittagong, Bangladesh. Price: BDT 400.

অ্যাপলজি –

অগাধ আস্থার মেঘ কেটে গেলে
দেখি শিক্ষক আর শিক্ষা মুখোমুখি
অপারগ আমি
শিক্ষাকেই নিয়েছি বেছে
দুঃখিত
পারলে ক্ষমা করো
ভালো থাকো
আমার পুরনো সুহৃদ সাথী ও বন্ধুরা

ভূমিকা

১. কেন ও কীভাবে শিবিরে যোগদান

আমি ছিলাম একরোখা, একগুঁয়ে, অতি সরল, আত্মভোলা ও চঞ্চল প্রকৃতির একজন পড়ুয়া তরুণ। নামাজ পড়তাম না। এমনকি জুমার নামাজও না। তবে পড়াশোনা করতাম। মনে পড়ে, ক্লাস সেভেনে থাকতেই 'দেনা পাওনা' পড়ে ফেলেছিলাম। ক্লাস ফোর-ফাইভ থেকেই একটানা পড়তাম। অবশ্য তা পাঠ্য বহির্ভূত। যে কোনো কিছু। ভাবলাম, কিছু ইসলামী বইও পড়ি। কী মনে করে যেন একদিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সেই সময়ে ধনিয়ালা পাড়ায় অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে প্রায় দুই হাজার টাকার ইসলামী বই-পুস্তক কিনে নিয়ে আসি। ইসলামী বই পড়া সেই থেকে শুরু। বড় আপার বিয়েতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দশ পারা করে তিন খণ্ডে প্রকাশিত কোরআনের একটা অনুবাদ গ্রন্থও উপহার পড়েছিলো। অজু ছাড়াই সেখান থেকে মাঝে মধ্যে এবরাপ্টলি কিছু কিছু পড়তাম। একাকী হাঁটতাম। আর ভাবতাম।

নতুন পাড়া এলাকার পার্শ্ববর্তী সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতাম। সেখানকার জামায়াতের কিছু লোকের সাথে আমাদের মাঝে মধ্যে বাকবিতণ্ডা হতো। গ্রুপের 'প্রধান তাত্ত্বিক' হিসাবে আমি এসব বিতর্কে নেতৃত্ব দিতাম। সেসবের ডিটেইলস নিয়ে অন্য সময়ে কথা বলা যাবে। তুমুল জামায়াত বিরোধিতার এক পর্যায়ে 'বিকল্প চিন্তা' আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিবো। সময়টা ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি। তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইনি। সেখানকার একজন কর্মচারী রবিউল ভাই একদিন জোহরের নামাজের পর ল্যাবরেটরি মসজিদের ইমাম ও স্থানীয় জামায়াতের দায়িত্বশীল লিয়াকত ভাইয়ের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'ডাক্তারের ভাই তো জামায়াত করতে চায়।' লিয়াকত ভাই চবিতে পড়াশোনা করার সময় উত্তর জেলা শিবিরের দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি আমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর বললেন, ছাত্রদেরকে তো জামায়াতে নেয়া হয় না। তাদের জন্য সমআদর্শের একটা সংগঠন আছে। আমি চাইলে তাদের সাথে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এভাবে শুরু।

একান্তই আত্ম-অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী ও এলাকার মধ্যে আমিই প্রথম 'ইসলামী আন্দোলনে' যোগ

দেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে আব্বার চিকিৎসার সুবিধার্থে আমরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিপরীতে পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকার একটা ভাড়া বাসায় উঠি। সেখানে চবির আরো দুজন সিনিয়র ছাত্রের সাথে মিলে শিবিরের কর্মী হই। ৮৬'র শেষের দিকে শাহজালাল হলের ৬/১-এ নিজের সিটে উঠি। ১৯৮৭ সালে শিবিরের সাথী হই। ১৯৮৮ সালে সদস্য হিসাবে শপথ নেই। ১৯৯২ সালে শিবির হতে বিদায় নিয়েছি। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। আমি কখনো জামায়াতের রোকন না হলেও ১৯৯৪ সাল হতে বরাবরই একনিষ্ঠ কর্মী ছিলাম।

২. জামায়াতের সাথে ছাড়াছাড়ি কীভাবে হলো

কর্মজীবনের প্রথম দশকে শিবির-স্টাইলে দায়িত্বশীলদের যে কোনো কথাকে চূড়ান্ত মনে করতাম। পরবর্তীতে নানা কারণে এই আস্থায় ফাটল ধরে। এক পর্যায়ে মনে হলো, "আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু– সব কিছু আল্লাহর জন্য"– এই আয়াতের আলোকে সংগঠনকে যেভাবে ভেবেছি, ইসলামী আন্দোলন হিসাবে এই সংগঠন অন্তত এখন আর সেই মানে নাই। তারপরও নিয়মিত কাজ করতাম।

এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষ করে ব্লগে, লেখালেখি শুরু করলাম। ভেবেছিলাম আমার লেখালেখি নিয়ে এখানকার সহ-দায়িত্বশীলদের মধ্যে আলোচনা হবে। সংগঠন সংশোধন হবে। কেন্দ্রের অবস্থা যা-ই হোক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনকে অন্তত ব্যতিক্রমী হিসাবে গড়ে তোলা যাবে। এজন্য প্রতিটা লেখাকে প্রিন্ট করে জামায়াতের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিতরণ করতাম। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা পাকিয়ে আড্ডা দিতাম। কোনো বাসায় বা ক্লাবের সামনের মাঠে গোল হয়ে চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলতাম। আমার বাসায় কেউ আসে নাই, খাওয়া-দাওয়া করে নাই কিংবা আমি কারো বাসায় যাই নাই, খাওয়া-দাওয়া করি নাই– এমন কোনো দিন আমার কাটে নাই। একটা কনসেপ্ট গ্রুপ গড়ে তোলাই ছিলো এসবের উদ্দেশ্য। না, এটি হয় নাই। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জোর করে পানি পান করানোর ব্যর্থতার মতো আমার এই পাগলামিপূর্ণ মানসিকতারও একদিন অবসান হলো।

২৯ মার্চ, ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জামায়াতের মূল দায়িত্বশীলদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিম্নোক্ত পরামর্শ লিখিতভাবে (হুবহু উদ্ধৃত) পেশ করেছিলাম:

"১. সাংগঠনিক নেতৃত্ব: তথাকথিত বিশেষ কমিটিকে সাংগঠনিক রূপদান করা অথবা একে কার্যকরভাবে বিলুপ্ত করা এবং সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের মধ্যকার টিম-স্পিরিট আরো বৃদ্ধি করা।

২. সহযোগী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক: সহযোগী সংগঠনকে আদর্শিকভাবে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কোনোক্রমেই তাদের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে চিহ্নিত না হওয়া।

৩. সাদা দলের সাথে সম্পর্ক: 'জাতীয়তাবাদী জামায়াতে ইসলামী' ধরনের মন-মানসিকতার শিক্ষকরা এবং বিএনপির জামায়াতনির্ভর শিক্ষকগণ না চাওয়া সত্ত্বেও সাদা দলকে জামায়াত-বিএনপির একটা জোট হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। নির্বাচনের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিএনপির সকল গ্রুপের প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বকে (সাদা দলের স্টিয়ারিং কমিটিতে) একোমোডেইট করা। নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার মতো পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব পরিহার করা।

৪. ময়দানে সময় দান: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ের জনশক্তি, সাংগঠনিক স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে যথেষ্ট দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান জনশক্তিকে যথাসম্ভব একটা উই-ফিলিংয়ের মধ্যে আনতে হবে। এ জন্য দায়িত্বশীল পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে সাংগঠনিক বৈঠকাদির অতিরিক্ত হিসাবে কর্মী-সমর্থকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিশতে হবে। সাধারণ শিক্ষকদের সাথে ক্লাব, লাউঞ্জ ইত্যাদি কমনপ্লেইসে মেলামেশা করতে হবে। নিজেদেরকে সব সময়ে ব্যস্ত দেখানোকে পরিহার করতে হবে।

৫. অ-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড: উর্ধ্বতন সংগঠনের তল্পীবাহকের ভূমিকা পালনের বর্তমান ত্বরীকা হতে বের হয়ে এসে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন হিসাবে সংগঠনকে গড়ে তুলতে হলে নানামুখী অ-রাজনৈতিক তথা একাডেমিক, কালচারাল ও সোশ্যাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। এজন্য জনশক্তির পটেনশিয়্যালিটি বিবেচনা করে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে।"

এগুলো বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, এ নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করার গরজও তাঁরা অনুভব করেন নাই। এমনকি দুজন সহ-দায়িত্বশীল অভিযোগ করেন, আমি নাকি এসব 'সাংগঠনিক পরামর্শ' সংবলিত লিখিত কাগজ জনশক্তির মাঝেও বিতরণ করেছি! আসলে আমি প্রায়ই বিভিন্ন রিলেটেড ম্যাটেরিয়াল প্রিন্ট করে পরিচিতদের মাঝে বিলি করতাম। দেখতে অনুরূপ কোনো কাগজ সম্পর্কে কেউ তাঁদেরকে হয়তোবা কিছু বলেছেন। যা হোক, আমার তীব্র প্রতিবাদের মুখে বেশ কিছুদিন পরে মূল দায়িত্বশীল একজন সহযোগীকে নিয়ে আমার রুমে এসে জানালেন, তারা আপত্তিকারীদের অভিযোগের সত্যতা পান নাই। আমার দাবি ছিলো, এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মিটিংয়ে আলোচনা হতে হবে। বরাবরের মতোই, এ বিষয়ে একটা পর্যালোচনা সভা করার মতো সময় তাঁরা শেষ পর্যন্তও পান নাই। পুরো বিষয়টাতে আমি ভীষণভাবে হতাশ হই।

জামায়াতের কেন্দ্রের উপর আমার আস্থা অনেক আগেই উঠে গিয়েছিলো। চট্টগ্রাম মহানগরী আমীরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার পর থেকে তাঁদের উপর থেকেও আমার আস্থা উঠে গিয়েছিলো। কখনো ভাবি নাই, তিন দশক একটানা কাজ করা এই ময়দান, অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলেরাও কেন্দ্র বা মহানগরীর দায়িত্বশীলদের মতো সম-জড় প্রকৃতির হবেন। এক পর্যায়ে এটি রিয়েলাইজ করলাম, এই ময়দান ও আমি–

পরস্পরের প্রতি আমরা অলরেডি একজস্টেড! অতএব, অগত্যা নতুন পথ চলার সক্রিয় চিন্তাভাবনা...।

৩. বিকল্প ভাবনার বহিঃপ্রকাশ: সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

২০১২ সালটা এক প্রকার দোটানায় কাটে। ২০১৩ সালের শুরুর দিক হতেই জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও পরিচয়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান ফরম্যাটে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' নামে পুরোদমে কাজ শুরু করি। অন্যরা না করুক, অন্তত আমি নিজে করণীয় কাজটুকু যতটুকু সম্ভব করি– এই ধরনের মাইন্ডসেটের ফলে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি এসব নিয়ে আমার চিন্তাভাবনার নিজস্ব প্লাটফর্ম হিসাবে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রের' প্লাটফরমে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ শুরু করি। ২০০১ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত সিএসসিএস-এর কাজকে জামায়াতের কাজের সম্পূরক বা বিকল্প হিসাবেই ভাবতাম। এই নাম আমারই ঠিক করা। শুরু থেকে আমিই ছিলাম সিএসসিএসের উদ্যোক্তা ও সবকিছু। এ কাজে প্রফেসর ড. আবু সালেহ ও প্রফেসর আবদুন নূর ছিলেন আমার অভিভাবকতুল্য।

সিএসসিএস-এর উদ্যোগে ২০০২ সালের মে মাসে প্রফেসর ড. শমসের আলীকে প্রধান অতিথি করে দিনব্যাপী একটা সেমিনার অনুষ্ঠান করেছিলাম। যাতে প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম সস্ত্রীক পুরো সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং আলাদা দুটি সেশনে বক্তৃতাও করেছিলেন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামপন্থী ডানমনা সব ক'জন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একই মাসে ফরেস্ট্রি ইনস্টিটিউটে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে যে সেমিনার ও ফিল্ম শো করেছিলাম, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পুরো ক্যাম্পাসে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। সিএসসিএসের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেয়ার জন্য এই লেখা নয়। যখন জামায়াতের কাজকর্মে অন্তঃপ্রাণ ছিলাম তখনও যে আমি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতাম, তা বুঝার সুবিধার্থে এসব বলা। জামায়াত ও সিএসসিএস কখনো পরস্পর নির্ভরশীল বা একাকার ছিলো না।

আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলা অনুষদ ভবনে চবি দর্শন বিভাগের ৩২০ নং কক্ষে একটা সেমিনার আয়োজন করেছিলাম। যাতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন গণিত বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল কালাম আজাদ স্যার। প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রফেসর ড. শব্বির আহমেদ, প্রফেসর ড. আবু সালেহসহ ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এতে তৎকালীন নবনির্বাচিত কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর আহমেদ জামাল আনোয়ারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। অনুষ্ঠানের ভিডিও আমার কাছে আছে। তখন প্রফেসর ড. এ.কে.এম. শামসুর রহমান ছিলেন চবি দর্শন বিভাগের সভাপতি।

বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার উপরও আমি প্রথম থেকেই জোর দিয়েছিলাম। যখন চবিতে স্যাটেলাইট টিভি নেটওয়ার্ক ছিলো না, তখন নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে দক্ষিণ ক্যাম্পাসের ৩নং বিল্ডিংয়ের ছাদে ১৪ ফুট ব্যাসের একটা ডিশ এন্টেনা বসিয়েছিলাম।

দক্ষিণ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বাসার সামনের বাগানে ফোটা ফুলের ভিডিও ধারণ করে ‘ক্যাম্পাস ফ্লাওয়ার্স’ নামে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করেছিলাম, যেটি পূর্ব ঘোষণা দিয়ে পুরো ক্যাম্পাসে ডিসপ্লে করা হয়েছিলো। ২০০৫ সালে চবি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে তিন দিনব্যাপী ইরানী চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, যার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ইরানী কালচারাল অ্যাটাশে। এর আগে ২০০৩ সালে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, এমন প্রত্যেক ডানমনা জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে আমি আমার বাসায় হোস্ট করেছি।

আমার বেসিক স্যালারি যখন ২৮‘শ পঞ্চাশ টাকা, তখন ইসলামী ব্যাংক হতে লোন করে ৭০ হাজার টাকায় কম্পিউটার কিনেছিলাম, যে টাকা দিয়ে তখন পার্শ্ববর্তী পাহাড়িকা আবাসিক এলাকায় দুই গণ্ডা জায়গা কিনতে পারতাম। নিজস্ব ভিডিও ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেম ও ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছিলাম এসবের প্রচলন হওয়ার অনেক আগে। আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। সব সময় সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী হয়েছি। আমার বাসায় থাকা বইপত্র ও ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টগুলো ছাড়া আমার কোনো সম্পদ বা অর্থবিত্ত নাই। তরুণদের মাইন্ডসেটকে জানা, বুঝতে পারা, তাদের আস্থা অর্জন করা, বিশ্বকে জানা ও ইতিবাচক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করা– এসবই ছিলো আমার মোটিভ। এখনও পুরো বিষয়কে আমি এই দৃষ্টিতেই দেখি।

৪. CIDS, IRF, Pansophy: আমার কয়েকটি 'ব্যর্থ' উদ্যোগের বয়ান

ইসলাম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী সতীর্থদের সবাই কোনো না কোনো উদ্যোগের সাথে থাকুক, এমনটা চেয়েছিলাম। সেজন্য কয়েকজন সহকর্মীকে উদ্বুদ্ধ করে ‘সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ’ (সিআইডিএস) নামে একটা ফোরাম গড়ে তুলি। তাদেরকে দিয়ে কয়েকটা ডিসকাসশন মিটিংও করাই। 'করাই' বললাম এ জন্য যে, আমার রুমে আমার পক্ষ হতে আপ্যায়নসহ সব খরচ বহন করে এসব প্রোগ্রাম করা হতো। প্রোগ্রামের বিষয় এবং তারিখ আমাকে ঠিক করে দিতে হতো। এসব প্রোগ্রাম চলাকালীন আমি শুধুমাত্র পার্টিসিপেন্ট হিসাবে উপস্থিত থাকতাম। চেয়েছিলাম, তারা ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। না, শেষ পর্যন্তও তা হয় নাই। দেখা গেলো, এসব তাদের কাছ অবসর সময় চর্চার ব্যাপার মাত্র। সিরিয়াস কিছু না।

এরই মাঝে ‘ইসলামিক রিসার্চ ফোরাম’ (IRF) নামে একটা বিকল্প ফোরাম গড়ে তোলার চেষ্টা করি। সেটিরও বেশ কয়েকটা মিটিং ইত্যাদি হয়। এই ফোরামের নামে কয়েকটা সেমিনারও আয়োজন করেছিলাম। এটিও CIDS-এর মতো যতক্ষণ আমি সক্রিয় থাকি ততক্ষণ কিছুটা চলে, যখন আমি নাই, তখন এর কোনো পালস নাই, এমন হয়ে দাঁড়ায়। দেখলাম, এখানকার আলেম পর্যায়ের শিক্ষকগণও নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ‘নবীদের

উত্তরাধিকারী’ দাবি নিয়ে যতটা সোচ্চার, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া’র দাবি অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মতৎপর হওয়ার ব্যাপারে ততটাই অনাগ্রহী। উনাদের নিয়ে অধিকতর অগ্রসর হতে গেলে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। নিজে মাদ্রাসা শিক্ষিত না হওয়ায় নানা বিষয়ে তথ্য জানার জন্য আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদে উনাদেরকে আর ‘বিরক্ত’ করার সাহস পাই নাই।

তারপর কিছু একটা করার তাগিদে চবি দক্ষিণ ক্যাম্পাসে একটা দোকান ভাড়া করলাম। ভেবেছিলাম বইয়ের দোকান করবো। দোকানের নাম (প্যানসফি), লোগো, খাম, রশিদ বই, চালান বই, সিল ইত্যাদি যা যা লাগে সব জোগাড় করলাম। পরিকল্পনা ছিল একজন ফুলটাইম বিক্রয়কর্মী ও ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন খণ্ডকালীন গবেষণা সহকারী নিয়োগ দিবো। ফ্যাকাল্টি আওয়ারের পরে দোকানে বসে সেই ছাত্রকে নিয়ে লেখালেখি-অনুবাদ এসব করাবো। এর আগে বাংলা বিভাগের এক ছাত্রী প্রায় দু’বছর আমার গবেষণা সহকারী হিসাবে কাজ করেছে। আমার ছেলে সন্তান নাই। দুটো মেয়ে। তখন বাসার গ্যারাজে গড়ে তোলা বর্তমান সেটআপও ছিলো না। তো, তেমন নির্ভরযোগ্য কাউকে পেলাম না। এভাবে এগারো মাস যাওয়ার পরে সংগৃহীত সব বইপত্র, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি বাসার গ্যারাজে স্থানান্তরিত করে পড়ালেখায় আছে এমন স্থানীয় দুই সহোদর ভাইকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দিলাম। বাংলা-ইংরেজি টাইপ শেখানো ছাড়া তাদেরকে দিয়ে কাজের কাজ তেমন কিছুই হলো না। বেশ কয়েক মাস পর কয়েকজন ছাত্র আমার সাথে দেখা করতে আসলো। তারা ব্লগে আমার লেখা পড়েছে। সব শুনে তারা খণ্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তাদের মধ্য হতে তিনজনকে নিয়ে বর্তমান ধারায় সিএসসিএস-এর যাত্রা শুরু।

শেষ পর্যন্তও আমি জামায়াতের সাথে থাকতে চেয়েছি। যে জীবন ও আদর্শবোধের কারণে এ আন্দোলনে শরীক হয়েছিলাম, জীবনবাজী রেখে কাজ করেছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছি, সেই জীবন ও আদর্শবোধের অনিবার্য আকর্ষণেই স্বতন্ত্র ধারায় এই নতুন পথ চলা। সংগঠন ও আদর্শের দ্বন্দ্বে আমি আদর্শকেই বেছে নিয়েছি। সফলতা, ব্যর্থতা বা অতীত কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য কোনো ভবিষ্যৎ পরিণতি, এক কথায় কোনো কিছুকেই আমি বড় করে দেখছি না। সময়ের দাবি ও দায়িত্ব পালনকেই আমি মুখ্য বিষয় হিসাবে দেখছি। বর্তমান প্রজন্মের সুন্দর এক আগামীর জন্য জীবনের বাদবাকি সময় স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে চাই।

৫. শক্তিশালী বিকল্প জনপরিমণ্ডল গড়ে তোলার তাগিদেই আমার এই রাজনীতি-নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান

বুঝতেই পারছেন, ব্যক্তি বা সংগঠন বিশেষের চেয়ে আমি নৈতিকতা ও আদর্শবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। বর্তমান সরকারের সাথে জামায়াতের চলমান চরম বৈরী সম্পর্কের সাথে আমার জামায়াত ত্যাগের কোনো সম্পর্ক নাই। ব্যাপারটা কাকতালীয়। যারা আমাকে

জানেন, অন্ততপক্ষে উপরের দেয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণকে যারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন তারা বুঝবেন, নীতিগত বিরোধের কারণেই আমার এই স্বতন্ত্র পথ চলা। কোনো কিছু পাওয়া না পাওয়ার ধার আমি কখনো ধারি নাই। আমি সেই চরিত্রের লোক নই। আমি যা সঠিক মনে করি, তা-ই আপহোল্ড করি।

> "অনেকেই রাজনৈতিক, ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকে কোনো না কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত। তৎসত্ত্বেও কিছু সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের সমাজে আছে যারা কোনো দল বা সংগঠনের সাথে জড়িত নয়। আমাদের পর্যবেক্ষণে, এই সংখ্যাটি দেশের মোট জনগোষ্ঠীর আনুমানিক শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ। এরাই হচ্ছে সিএসসিএস-এর উদ্দীষ্ট ব্যক্তিবর্গ (target people)"।

– সিএসসিএস'র পরিচিতি হতে সংকলিত।

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝবেন, সত্যিকার অর্থে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করার কোনো বিকল্প আমার হাতে ছিলো না। দেশের সেনসিবল বাট সাইলেন্স জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইসলামী মতাদর্শ ও জীবনপদ্ধতির পক্ষে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জনপরিমণ্ডল গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য। এ কাজে প্রচলিত ধরনে নতুন কোনো সংগঠন কায়েমের চিন্তা আমার নাই। আমি সমাজের বেসিক স্ট্রাকচারে কাজ করার বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তাঁর প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রত্যেককে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। চবি কলেজে ১৯৮২ সালে ভর্তি হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত প্রায় তিন যুগ দেশের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ও কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। বুদ্ধিজীবীদের উপযুক্ত কাজের ধরন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আর মুমিনদের পক্ষে সঙ্গত নয় যে তারা একজোটে বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং তাদের মধ্যকার প্রত্যেক গোত্র থেকে কেন একটি দল দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য বেরিয়ে পড়ে না, যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা ফিরে আসে তাদের কাছে, যাতে তারা সাবধান হতে পারে?" - সূরা তওবার ১২২ নং আয়াত। আমি নিজের জন্য এই আয়াতকে গাইডলাইন হিসাবে গ্রহণ করেছি।

৬. জামায়াতের সংস্কারবাদীদের সাথে আমার সম্পর্ক

২০১০ সাল হতে সোশ্যাল মিডিয়ার বিকল্প প্লাটফরমে বয়স, অবস্থান ও বক্তব্যের ঋজুতায় আমার উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। স্বাভাবিকভাবেই জামায়াতের সংস্কারবাদীদের সাথে আমার এক ধরনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে উঠে। প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের সংস্কার প্রসংগে আমার বক্তব্য ছিলো কনসিসটেন্ট। আমি বারে বারে বলেছি, জামায়াত কখনো ভেতর থেকে কোনো মৌলিক পরিবর্তনের দিকে যাবে না, সঠিকভাবে বললে, যেতে পারবে না।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সবাই আমাকে জামায়াতের সংস্কারবাদী মনে করছেন। এক পর্যায়ে ‘আমি কেন জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ তা ব্যাখ্যা করে একটা সিরিজও লিখলাম। এরপরও লোকেরা আমাকে মোটাদাগে জামায়াতের সংস্কারবাদীই মনে করে। তাই ধারণা করছি, এমনকি এই ধরনের লেখালেখির পরেও কেউ কেউ আমাকে জামায়াতের সংস্কারবাদী মনে করবেন। কিছু করার নাই। আমি জামায়াতের সংগঠনবাদীও নই, সংস্কারবাদীও নই। এক সময় জামায়াত করতাম। এখন শুধুই মুসলমান। সিএসসিএস-এর প্লাটফর্মে সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। একে কেউ 'ইসলামী আন্দোলন' মনে না করলেও তেমন অসুবিধা বোধ করি না। সে সময়কার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হওয়া সত্ত্বেও নিছক ডকুমেন্টশেনের উদ্দেশ্যে ‘কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ’ নামে একটা গ্রন্থ আমি প্রকাশ করেছি। এ কারণেও কেউ কেউ আমাকে 'শেষ পর্যন্ত জামায়াতই' মনে করতে পারেন। লোকজনের এহেন ভুল ধারণার কারণে আমার অবশ্য খুব একটা দুঃখবোধ হয় না।

দেখেছি, জামায়াতের ওপর প্রথম পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণাকারী শ্রদ্ধেয় হাসান মোহাম্মদ স্যারকেও অনেকে জামায়াত বা জামায়াতপন্থী মনে করেন। যেহেতু তিনি জামায়াতের ওপর কাজ করেছেন, অতএব তিনি জামায়াত! অথচ, তিনি প্রথম জীবনে বামধারার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে বিএনপির রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে সমর্থন করেন। মনে পড়ে, প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খানের চকবাজারের বাসায় চবি সাদা দলের স্টিয়ারিং কমিটির এক সভায় রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক ড. শামসুদ্দীন স্যার কথা প্রসংগে বলেছিলেন, “আরে, ও তো (প্রফেসর ড. ভূঁইয়া মনোয়ার কবীর) জামায়াত।” এ ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, মনোয়ার স্যার সাদা দলের বিপক্ষ দলের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ছাত্রজীবনে আলী রিয়াজ ও নুরুল কবীরদের সংগে কাজ করেছেন। তাঁর জামায়াত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহলে তাঁর বিভাগেরই একজন সিনিয়র শিক্ষক তাঁকে জামায়াত বললেন কেন? জানতে পারলাম, মনোয়ার স্যারও জামায়াতের ওপর গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফাইন্ডিংস নিয়ে ‘পলিটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ’ শিরোনামে ইংরেজিতে একটি বই লিখেছেন যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত ও সমাদৃত। জামায়াতের ওপর কাজ করার কারণে প্রফেসর ভূঁইয়া মনোয়ারের মতো শিক্ষককেও যেখানে জামায়াত ট্যাগ দেয়া হয়, সেখানে আমার তো আর কথাই নাই। যারা নিছক ধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ না করে ইসলামের মধ্যে এক ধরনের সামগ্রিকতার বিষয়ে কথা বলেন, এমনকি বিপক্ষে বলার পরও তারা অনেকের কাছে শেষ পর্যন্ত জামায়াত হিসাবেই ট্যাগড হন।

পক্ষের লোকদের কাছে জামায়াত মানেই বিকল্পহীন ইসলামী আন্দোলন। জামায়াত মানেই এ দেশে প্রকৃত ইসলাম বা একমাত্র সহীহ ইসলাম। নিরপেক্ষ বা বিপক্ষ লোকদের কাছে জামায়াত মানেই হলো ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে (অপ)ব্যবহারের একটা ব্যাপার। এ কারণে তারা ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ কথাটাকে পরিভাষা হিসাবে চালু করেছেন।

জামায়াত সমর্থন বা এর সমালোচনার দিক থেকে ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন, টেক্সচুয়্যাল দিক থেকে উভয় ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংকেই আমি বাড়াবাড়ি ও ভুল মনে করি। এই ভুল ধারণা গড়ে উঠার পিছনে ঐতিহাসিক বাস্তব কারণ যা-ই থাকুক না কেন, যা ভুল তা ভুলই। এর অবসান জরুরী। এক কথায়, ধর্মের অচলায়তন থেকে ইসলামকে 'উদ্ধার' করতে হবে। ইটসেলফ একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সুসামঞ্জস্য ওয়ে অব লাইফ বা জীবনাদর্শ হিসাবে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। ইসলামকে ইসলাম হিসাবেই ব্র্যান্ড করতে হবে। 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'-এর ধারণাকে শুধুমাত্র চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর মানে হলো, স্পেসিফিক কোনো সংগঠনের সাথে ইসলামকে একাকার করা যাবে না। এটি আমি ভীষণভাবে ফিল করি।

৭. ইসলামী আন্দোলনের প্রকাশ্য সমালোচনা কেন

ইসলামী আন্দোলন অর্থে ইসলামের বুঝজ্ঞান বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। এটি ছিলো সময়ের দাবি। প্রাথমিক তত্ত্বগত দিক থেকে ইসলামী আন্দোলনের এই প্রস্তাবনা ঠিক থাকলেও গড়ে তোলা সংগঠন ব্যবস্থার দিক থেকে তা ভুলভাবে গড়ে উঠে। পরিণতিতে বিংশ শতাব্দীর এই ইসলামী আন্দোলন ফ্যাসীবাদী-সাম্যবাদী ধরনের সর্বাত্মকবাদিতার চোরাবালিতে আটকে পড়ে। একবিংশ শতাব্দীর নবতর প্রেক্ষাপটে ইসলামের জন্য কাজের তাত্ত্বিক ও কর্মপদ্ধতিগত রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আমার ইতিবাচক ও প্রস্তাবনামূলক লেখালেখির একটা বৃহৎ সংকলন সহসাই প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। এসব বিষয় নিয়ে ২০১০ সাল হতেই আমি অব্যাহতভাবে লিখছি। জামায়াতের সংস্কার নয়। বরং ইসলামকে একটা সামগ্রিক জীবনাদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যারা কর্মতৎপর হতে চান, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের আগামীর পথ চলায় সহযোগিতা করা আমার উদ্দেশ্য। বিদ্যমান বা পুরনো ধারা থেকে কাজের নতুন কোনো ধারা বা উদ্যোগ, কেন, কীভাবে ও কোনদিক থেকে স্বতন্ত্র সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। নচেৎ তা বিদ্যমান অচলায়তনের এক নতুন সংস্করণই হবে। পুরাতন বোতলে নতুন মদের মতো যে কোনো 'এডাপ্টিভ রিফর্ম' সমাজে এক ধরনের ধারাবাহিকতা হিসাবে টিকে থাকে, বড়জোর একটা প্রেসার গ্রুপ হিসাবে সময়ে সময়ে অস্তিত্বের জানান দেয় বটে। কিন্তু সমাজের মূলধারা হিসাবে তা কখনো দাঁড়াতে পারে না। তালেগোলে সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব অর্জন আশা করা যায় না। এ কারণে বিদ্যমান বা পুরনো ধারার কোনো সমালোচনা না করে নতুন কিছু করার ফর্মুলা নিয়ে যারা অগ্রসর হতে চান তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ না করলেও তারা যে এ কাজে এক ধরনের ফ্যান্টাসি বা ইউটোপিয়াতে ভুগছেন, তা নিশ্চিত।

আমার কথাবার্তা ও লেখালেখির সাথে যারা পরিচিত তারা লক্ষ করে থাকবেন, ইতোমধ্যে সিএসসিএস-এর পক্ষ হতে আমার তত্ত্বাবধানে শ'খানেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ২০টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। গঠনমূলক সমালোচনা ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমি সমন্বয় করে চলি। এই ভারসাম্য আমি রক্ষা করতে

পেরেছি কিনা সময়ই তা বলে দিবে। ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ওপর ‘ঈমানদার’ জামায়াতের সংগঠনবাদীদের পক্ষ হতে "প্রশাসনের বিরূপ মনোভাবকে প্রশমিত করার জন্য এসব লেখালেখি" – এমন ধরনের অপপ্রচারের আশংকা করছি। কিন্তু কী করা? what is the other way? কোনো কাল্পনিক 'অনুকূল সময়ের' অপেক্ষায় জীবন কাটিয়ে দেয়ার লোক আমি নই।

যা হওয়ার তা হয়েছে। না আমরা অতীতকে বদলাতে পারি। না, বর্তমানকে। একমাত্র ভবিষ্যতই উন্মুক্ত। এই বিপুল সম্ভাবনাকে আমরা অতীতের অন্ধ আবেগের কূপে বিসর্জন দিতে পরি না। আমি নিজ দায়িত্বপালনে বদ্ধ পরিকর। success is not always measured by what we see. কোনো অপপ্রচার বা ভয়-ভীতি আমাকে অতীতেও দমাতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ। নতুন আবহে যারা কাজ করবেন, ইতিহাস হতে তারা কী শিক্ষা নিবেন তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য অন্তর্বর্তী যুগের একজন হিসাবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

৮. গ্রন্থ্ প্রকাশনায় নতুন ধারার সূচনা

এ গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলো মূলত দুই ধরনের। ব্লগ ও ফেইসবুকে আমার নিজের লেখা পোস্ট ও নোট এবং অন্যদের লেখায় আমার করা মন্তব্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখাটির শিরোনাম ও লেখকের নাম এবং যে মন্তব্যের উত্তরে আমার প্রতিমন্তব্য তাও পাঠকবৃন্দের বুঝার সুবিধার্থে উদ্ধৃত করেছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হলেও এতে ধারণার স্পষ্টকরণ সহজতর হবে। বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার পরিবর্তে লেখাগুলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে সময়ানুক্রমকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাই কোনো বিষয়ে আমার বক্তব্যকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখাটির রচনাকালের দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। যাদের সাথে আমার ইতিবাচক অর্থে মন্তব্য বিনিময় হয়েছে তাদের সব ধরনের লেখাজোকা ও কাজকর্মে আমার সমর্থন আছে– এমন নয়। বরং গত সাত বছরে অনেকের সাথেই আমার নীতিগত কারণে নানা মাত্রায় দ্বিমত ঘটেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা বা না থাকার চেয়েও বিষয়বস্তুর ক্লারিফিকেশানই যেহেতু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই তাদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলোকেও সংযোজন করেছি।

এই ধরনের বই দুই দিক থেকে বাংলাদেশে প্রথম। (১) যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত নিজের লেখার সংকলন গ্রন্থাকারে ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছেন তারা সংশ্লিষ্ট পোস্টে পাঠকদের মন্তব্যগুলো বাদ দিয়ে শুধু মূল পোস্টই ছাপিয়েছেন। আমি পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সব প্রাসংগিক মন্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছি। এতে করে যাদের ব্লগিং সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নাই তারাও মন্তব্য-পাল্টামন্তব্যের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় কীভাবে একটা আলোচনা অগ্রসর হয়, তা বুঝতে পারবেন।

প্রচলিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় লেখক-পাঠক মিথস্ক্রিয়া ঘটার সুযোগ থাকে না। এর বিপরীতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখককে সাধারণ পাঠকদের কাছে জওয়াবদিহি করতে

হয়। নিজের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে ডিফেন্ড করতে না পারলে ব্যক্তিগত এস্টাবলিশমেন্ট বা সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে এখানে পার পাওয়া যায় না। সে জন্যই বোধ করি, কনভেনশনাল মিডিয়ায় যারা কন্ট্রিবিউট করেন তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা আসেন না। অন্যদিকে বিকল্প গণমাধ্যমের মত-দ্বিমত সংস্কৃতির সাথে অভ্যস্ত লেখকরা প্রচলিত গণমাধ্যমে সাধারণত লেখেন না। (২) এই বইটির অন্যতম ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রকাশের সাথে সাথে লেখক নিজেই বইটির একটা পিডিএফ ভার্শান নিজের সাইটে আপলোড করেছেন। যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি এর সফট কপি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন।

একটা বই একসাথে লেখা আর একটা বিষয়ে কয়েক বছরের স্বতন্ত্র লেখার সংকলন– দুটি আলাদা ব্যাপার। প্রথমটিতে যে ধরনের বিষয়গত ধারাবাহিকতা থাকে পরবর্তী ধরনে তা বজায় থাকে না। এ কারণে বইটিতে অনেক দ্বিরুক্তি রয়ে গেছে। আশা করি, পাঠক তা বিবেচনা করবেন। ব্লগ-পোস্ট, মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্যসমূহে থেকে যাওয়া নানা ধরনের ভাষাগত ত্রুটিকেও যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে তা নিয়ে আমার গত সাত বছরের লেখাগুলোর একটা অনুরূপ সংকলন সহসা প্রকাশ করার আশা রাখি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhoque.com

সূচিপত্র

২০১০ সাল

জামায়াতের কারবালা ১৯
ক্যাডার সংগঠন হিসেবে রাজনীতিতে অভিষেক ২১
গণতন্ত্রের জন্য মৌলিক আদর্শের সাথে আপস ২৭
৭১ সালে জামায়াতের বিতর্কিত ভূমিকার কারণ অনুসন্ধান ৪৪

২০১১ সাল

৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা আদর্শিক না রাজনৈতিক? ৪৭
জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি ৫০
ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৫৫
অতঃপর কী করণীয়? (পর্ব-১) ৬০
অতঃপর কী করণীয়? (পর্ব-২) ৭১
ইসলামী আন্দোলনের সমালোচনা ৭৬
ইখওয়ান ওয়েবে বাংলাদেশ জামায়াতের নতুন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবনা: ইখওয়ান ও আমাদের খণ্ডিত তুলনা ৮০
সঠিক পথ খুঁজতে গিয়ে পথ হারাতে যাচ্ছি না তো? ৮১
যে কারণে নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থীরা হেরে যায় ৮৩
ইসলামী সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা যেসব কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ৮৯
ইসলামী আন্দোলন বিষয়ক একটি প্রশ্ন ৯০

২০১২ সাল

ইসলামী সংগঠন ও বহুত্ববাদ: জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা ৯৯

জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার এবং জনাব কামারুজ্জামান (শেষ অংশ) ১১১

আর্থিক ও সাংগঠনিক অবকাঠামোর চক্রে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী আন্দোলন ১১২

ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো: বর্ধিত অংশ ১১৮

ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১১৯

এ কি শুধুই কথামালা? নাকি উত্তম শব্দ আর ভাষা সমন্বিত একটি শিল্প? ১৩০

ইসলামী আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ: একটি প্রস্তাবনার খসড়া ১৩৩

২০১৩ সাল

বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিত ও দলগত অবস্থান বিবেচনা ১৬৫

শাহবাগ আন্দোলনে জামায়াতের লাভ ১৭৯

চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য কর্মকৌশল ও জামায়াতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ১৮৯

ভাবাদর্শগত বিজয় সত্ত্বেও দলীয়ভাবে জামায়াতের পরাজয়ের শংকা: উত্তরণের উপায় ১৯৩

End of Hefajat Era? ২০৮

জামায়াতের উচিত ছিল... ২১৩

জামায়াত স্বনামে একাই লড়বে, বিকল্প কিছু করবে না ২১৯

জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদান ২৩৪

আওয়ামী রাজনীতির ভুল-শুদ্ধতা ও জামায়াত রাজনীতির ভবিষ্যত ২৪০

২০১৪ সাল

ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার প্রসঙ্গ ২৪২

বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত ২৬৪

জামায়াতের সংস্কারবাদীদের উদ্দেশ্যে জরুরি এলান ২৭৪

শাপলা চত্বরের বছর পূর্তি ২৭৮

২০১৫ সাল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: মূল্যায়ন ও পরামর্শ ২৮২

কেন আমি কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতায় আর অংশগ্রহণ করবো না ২৯৩

জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার নিয়ে কিছু মন্তব্য ২৯৬

স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি ও দলীয় সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জামায়াতের ডিলেমা ৩০৩

ছাত্রশিবির নিয়ে জামায়াত ও যুবশিবিরের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কিছু খোলামেলা মন্তব্য ও আত্মপক্ষ সমর্থন ৩০৭

২০১৬ সাল

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-১) ৩১৫

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-২) ৩২৫

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-৩) ৩৩৭

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-৪) ৩৪৫

চিন্তার প্যারাডাইম ও প্যারাডাইমের পরিবর্তন প্রসংগে কিছু প্রতিমন্তব্য ৩৫৩

মতাদর্শগত দিক থেকে রাজনীতির ছক ও আজকের বাংলাদেশ ৩৬৫

মতাদর্শগত দিক থেকে রাজনীতির ছক ও আজকের বাংলাদেশ (২য় পর্ব) ৩৬৮

ব্লগারস ইনডেক্স ৩৭৬

ইতিহাসের আলোকে জামায়াত অধ্যয়ন-১১
জামায়াতের কারবালা

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সাধারণত জামায়াতের লোকজন, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দ যে কি পরিমাণে ‘organizationalist’ হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নাকি মূল দায়িত্ব হলো কেন্দ্রের পলিসি বাস্তবায়ন করা! নিয়মিত দৈনিক সংগ্রাম পড়ে সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নেয়া! হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যারা জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁরা কেন্দ্রের পলিসি বাস্তবায়ন করবে, দলীয় প্রকাশনা পড়বে। এটি নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় পলিসি তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোনো অবদান বা অংশগ্রহণকে তাঁরা জরুরি মনে করেন না। সমস্যাটা এখানে। জামায়াত কোন থিংক-ট্যাংক সিস্টেমে বিশ্বাস করে না। অথচ কোরআনে বলা হয়েছে একদল জ্ঞান-গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবে যারা অন্যদেরকে সতর্ক করবে। ভিন্নচিন্তাকে গলাটিপে হত্যা করার কৌশল হলো এ কথা বলা যে, আপনার বক্তব্য লিখিতভাবে দেন। সার্কেলের বাইরের কারো সাথে কোনো ধরনের ক্রস বা ইন্টারেকশানে যাওয়া জামায়াতের নীতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে জামায়াতের সাথে তাবলীগের দারুণ মিল!

হাদীসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, আলেমদের মর্যাদা আবেদের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ আলেমরা জামায়াতে নিতান্তই অবহেলিত। রিপোর্ট রাখা একটি ইজতেহাদী আমল। এটি এমন বিষয়, যা এমনকি আল্লাহর রাসূল (সা) ও সাহাবীদের দ্বারা কৃত নয় এবং মাওলানা মওদূদী তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলন হতে ফুল-টাইমার সিস্টেমসহ যে সব বিষয় ইনকর্পোরেট করেছেন, এটি তার অন্যতম। অথচ দেখি, ঠিক মতো রিপোর্ট লেখেন না বলে আলেমশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে তাঁদের অতুলনীয় মেধা ও সৎচরিত্র সত্ত্বেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। জামায়াতের লোকদের ইন্টেলেকচুয়্যাল ফেসিনেশ্যান তুলনামূলকভাবে বলা যায় অনেক কম। এর অন্যতম প্রমাণ হলো এরা অশিক্ষিত লোকদের মতো বিরোধী পক্ষকে গালি দেয়। অশালীন গালি না দিলেও যে কোনো অশোভন মন্তব্য এরা নির্দ্বিধায় করে বসে। ভিন্ন মতাবলম্বীর চরিত্র হননে এরা খুব ওস্তাদ।

কেউ ভিন্ন মত পোষণ করা মাত্রই তাঁর অতীতের সকল অবদান মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। আমীন আহসান ইসলাহী থেকে শুরু করে মাওলানা আবদুর রহীম- সবার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। শিবিরের সাম্প্রতিক গণ্ডগোলও একই ধরনের ঘটনা। একটা সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন হিসাবে, বিশেষ করে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে জামায়াতে

ইসলামীর ধারা already exhausted কি না- এটি ভাবতে হবে। সংশ্লিষ্টদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে, whether it should be to establish any person or name, or in is only to uphold the ideology...

এম এন হাসান: আপনার কথা কয়জন কতটুকু বুঝল তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি আমার এই সিরিজের পুরো ১১ পর্বের কথা এই এক মন্তব্যে বলে দিয়েছেন, এটা একটা বিশাল গুণ। মাওলানা মওদূদীর এরকম একটি গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন সাইয়েদ কুতুবের ছোট ভাই মুহাম্মদ কুতুব। তিনি বলেছেন, যে কথাটা বুঝানোর জন্য আমাদের অনেক পৃষ্ঠা লিখতে হয় মাওলানা মওদূদী সেই বিষয়টা এক পৃষ্ঠায় বুঝাতে পারেন।

‘একটা সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন হিসাবে, বিশেষ করে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে জামায়াতে ইসলামীর ধারা already exhausted কি না- এটি ভাবতে হবে। সংশ্লিষ্টদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে, whether it should be to establish any person or name, or in is only to uphold the ideology...’

আপনার এ কথার সাথে কঠিনভাবে একমত। অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি অবশেষে আমার পোস্টে আসলেন।

সাইক্লোন: ভাই আপনি অসাধারণ লিখেছেন। তবে আমার কিছু কথা আছে। আপনি যেমন বললেন, ‘*আমীন আহসান ইসলাহী থেকে শুরু করে মাওলানা আবদুর রহীম- সবার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। শিবিরের সাম্প্রতিক গণ্ডগোলও একই ধরনের ঘটনা।*’

এক্ষেত্রে আমি মনে করি প্রত্যেকেই বিবেকের কাছে একেবারে স্বচ্ছ হয়েই সংগঠন ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমি আমার জীবনে এমন কিছু লোক দেখেছি যারা এরকম শত অবহেলা সহ্য করবেন তারপরও সংগঠন থেকে বের হবেন না। আমার মাথায় খেলে না এইগুলি কোন টাইপের লোক?

আহমাদ আব্দুল্লাহ: মাওলানা সারা জীবন উম্মাহর জীবনের যে সমস্যা সমাধানের জন্য সংগ্রাম করলেন তা হচ্ছে অন্ধ তাকলীদ পরিহার করে ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হচ্ছে তাঁর পথ দেখানো আন্দোলনে আজ আনুগত্যের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হচ্ছে তা অন্ধ তাকলীদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/8499

৫ অক্টোবর, ২০১০

ইতিহাসের আলোকে জামায়াত অধ্যয়ন-১২
ক্যাডার সংগঠন হিসেবে রাজনীতিতে অভিষেক

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এই সিরিজের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ ব্লগ সত্যিকারের ব্লগ চর্চায় উত্তীর্ণ হলো বলা যায়। পোস্ট দেয়ার তিন দিন পরেও সমানে কমেন্ট আসছে, আর লেখকও লম্বা-চওড়া জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। তবে যাদের জন্য এ আয়োজন তাঁরা অর্থাৎ জামায়াতের নেতারা কি আদৌ এগুলো পড়ছেন? ‘বাইরের লোকের চিল্লানিতে জামায়াতের কিছু আসে যায় না। জামায়াত আল্লাহর সংগঠন’- জামায়াত নেতাদের সম্ভাব্য রেসপন্স...!

এম এন হাসান: *জামায়াত নেতাদের সম্ভাব্য রেসপন্স...!* ভালো অনুমান করেছেন, ধন্যবাদ।

আহমাদ আব্দুল্লাহ: কঠিন রেসপন্স ঠিক করছেন। Sad but true। সোনার বাংলাদেশ ব্লগের এখন পর্যন্ত সবচাইতে মৌলিক অবদান এই সিরিজটা। দেখা যাক...

কামরুল আলম: আমার ধারণা জামায়াতের অধিকাংশ দায়িত্বশীলই এসব ব্লগিং নিয়ে চিন্তা করবে না। কারণ একসময় টিভির ব্যাপারে তাদের এরকমই ধারণা ছিল যে, ওটা একটা খারাপ জিনিস। আর এখন রীতিমতো টিভি চ্যানেলের মালিক হয়ে গেছেন তারাই।

অন্যরকম: কামরুল আলম, টিভি চ্যানেলের মালিক হওয়ার পেছনে করুণ কিছু ইতিহাস আছে। জামায়াতের দুইজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুটি টিভি চ্যানেলের জন্য আলাদাভাবে লাইসেন্স চান। কিন্তু তৎকালীন সরকারপ্রধান মাত্র একটি চ্যানেলের সুযোগ দেন। এ নিয়ে ঐ দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির মাঝে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব (শুনেছি এটা অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল) শুরু হয়। অতঃপর একজন জয়ী হন। কিন্তু ব্রডকাস্ট মিডিয়ায় তো প্রচুর বিনিয়োগ দরকার। তো সেই বিনিয়োগের জন্য চমৎকার একটি স্লোগান বেছে নেয়া হয়! দেশ ও বিদেশের আনাচ-কানাচে এই স্লোগানের সৎ ব্যবহার করে তাঁরা প্রচুর বিনিয়োগও যোগাড় করতে সমর্থ হন! স্লোগানটি হলো: অধিক লাভ, অধিক সওয়াব! মজার ব্যাপার হলো শেয়ার হোল্ডারদের সাথে প্রথম বার্ষিক মিটিংয়ে এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল আর হৈচৈ শুরু হয়। একজন শেয়ার হোল্ডার এটা নিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রশমিত করেছেন এই বলে, ‘অধিক লাভ, অধিক সওয়াব’ দিয়ে শুরু করলেও এখন তো এই টিভিতে যা দেখানো হয় তা দেখার পর পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে যেতে হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াত সাংগঠনিক বিষয়াদিতে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। একেবারে তাবলীগের মত। তাবলীগের মুরুব্বীরা বলে সব কিছু নাকি 'আল্লাহর ওয়াস্তে' অর্থাৎ এমনি এমনি হয়ে যায়; সেটি ইজতেমার প্যান্ডেল তৈরি থেকে দুনিয়াব্যাপী 'দা'য়ী'দের চলাচল পর্যন্ত সব কিছু...! তাবলীগের লোকদের কথা হলো আমাদের সাথে 'সময় লাগান', সব বুঝে যাবেন। তাঁরা কিন্তু কখনো অন্যদের সাথে 'সময় লাগানো' তো দূরের কথা এমনকি কোরআন-হাদীসও (বুঝে) পড়ে না। জামায়াতের দায়িত্বশীলদের কথাও অনুরূপ। আগে রুকন হয়ে যান, এরপর আপনার পরামর্শ যথাযথ জায়গায় বলতে পারবেন!

আসলে যে কোনো regimented organization-এর একই ফরম্যাট, আদর্শটা যা-ই হোক না কেন। এক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের মিস কোটেশানের দিক থেকে তাবলীগের সাথে জামায়াতের দারুণ মিল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, *তোমরা বের হয়ে পড়ো হাল্কা অথবা ভারী অবস্থায় এবং জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায়।* আর তাবলীগের লোকেরা এ আয়াতকে গাট্টি নিয়ে বের হয়ে পড়ার কাজে ফিট করে। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, *সেসব চোখকে আল্লাহ কখনই দোযখের আগুনে পোড়াবেন না, যেসব চোখ কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার কাজে জেগে ছিলো।* জামায়াতের লোকেরা এটিকে মারামারির এলাকা পাহারা দেয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লাগায়।

আসলে ইসলামের সব সেক্টরের পক্ষেই কোরআন-হাদীসের দলিল বিদ্যমান, মূলধারার তুলনায় তা যতই ডিস্টর্টেড হোক না কেন! আল্লাহর রাসূলের নবুয়তী জীবনের ধারাবাহিকতাকে অগ্রাহ্য করে কোরআন-হাদীসের প্রয়োগ করা হলে এ ধরনের তালগোল হবেই। বিশেষ করে জামায়াত নেতারা 'উলিল আমর'এর যে গৎবাঁধা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে ভাবতে হবে যে, উলিল আমর কোনো মুবাহকে (যা এমনকি নফলের স্ট্যাটাসেও নেই) ওয়াজিবের বাধ্যবাধকতায় আরোপ করতে পারে কি না! রিপোর্ট লেখার বাধ্যবাধকতার এর অন্যতম উদাহরণ।

আমার ধারণায় জামায়াত কখনো নিজ থেকে পরিবর্তন হবে না। কারণ কোনো অপ্রচলিত ভালোকে নিজ থেকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য যে ধরনের নমনীয়তা থাকা দরকার তা অন্তত বাংলাদেশ জামায়াতের নাই। এর জন্য থেরাপি দরকার। এসব ব্লগিং হচ্ছে অত্যন্ত মাইনর থেরাপি। মেজর থেরাপি দরকার এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে। আমি বলছি না, জামায়াতের সবার সাথে সব বিষয়ে কথা বলা উচিত। পরামর্শ করার নিয়ম হলো সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করা। এক্ষেত্রে যারা 'আহলে রায়' হওয়ার যোগ্য তারাই পরামর্শ দিবেন। এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা হলেও সাধারণদের জানার অধিকার থাকে, বাস্তবায়নের দিক থেকে জানার প্রয়োজন থাকে। পরামর্শের মোদ্দাকথা (periphery, line of thought or policy) কী? পরামর্শের গতি

হবে সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে বৃত্তাকার (আহলে রায়'দের মধ্যে), মাঝে মধ্যে বৃহত্তর পরিসরে বৃত্তাকার (কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে)। হযরত উমর (রা) কে যদি সাধারণ গ্রামবাসী সর্বসমক্ষে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে, তাহলে জামায়াতের নেতাদের কেন পাতি-নেতারাও ভয় পায়?

আমাদের আন্তরিকভাবে ভাবতে হবে, আমরা ব্যক্তি বা নামের জন্য কাজ করবো, নাকি ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করবো। যে দেশের লোকেরা তাগুত শব্দের সাথে পরিচিত নয়, যে দেশে মানুষ ইসলামকে ধর্ম মনে করে, যে জমিনে কখনো ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে কখনো প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সুফীবাদ হচ্ছে যেখানে ইসলামের মূলধারা; সেখানে জামায়াতে ইসলামী শাখা-প্রশাখায় দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে! কী অবুঝ কার্যকলাপ! আচ্ছা, জামায়াত কোন ইসলাম কায়েম করতে চায়? নবুয়তের শুরুর ইসলাম? হিজরতের শুরুর ইসলাম? মক্কা বিজয়ের পরের ইসলাম? প্রশ্নটা এ জন্য এসেছে যে, এই তিন ইসলাম বিধি-বিধানের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ও এই দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে আন্দোলনকারীদের আগে মনস্থির করতে হবে। জনগণের কাছে খালি ইসলাম চাই, ইসলাম চাই বলে স্লোগান দিলে হবে না। আগে নিজেরা চিন্তা, গবেষণা, লেখাপড়া করে মুতমাইন হতে হবে। মাওলানা মওদূদীর সত্যিকারের অনুসারী হতে হবে, খালি নাম বেচলে হবে না। তাবলীগের মতো জামায়াতও স্বীয় নেতাদের পীর সাহেব ধরনের মনে করে। বিশেষ করে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে। অথচ ৭১ সালে কোলাবরেশন থেকে শুরু করে নাগরিকত্বের ব্যাপার পর্যন্ত অনেক স্পষ্ট ভুলে উনার ব্যাপক 'অবদান' রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. জামায়াতের সাথে আমার সম্পর্ক 'তায়াওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া'র ভিত্তিতে।

২. যারা মনে করেন সংশ্লিষ্ট ফোরামের বাইরে মুখ খোলা অন্যায়, তাঁরা আমার মন্তব্যে অংশগ্রহণ করে দয়া করে সেই 'অন্যায়' নিজেরা করবেন না।

যাররিনের বাবা: আপনার বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলো পড়েই তারপর মনে হল মন্তব্যের উপরে কিছুটা মন্তব্য করা প্রয়োজন। প্রথমত, একটা আয়াতকে মিসকোট করা বলতে যদি আপনি বুঝিয়ে থাকেন যে জেনেশুনে সেটাকে অপব্যবহার করা, তাহলে এ অপবাদ আমি জামায়াতের দায়িত্বশীলদেরকে সামগ্রিকভাবে দিতে রাজি নই এবং এটা অত্যন্ত অন্যায় অপবাদ। আপনি যদি বুঝাতে চান যে তারা তাদের বোধের সীমাবদ্ধতার কারণে এ ধরনের সিচুয়েশনের জন্য এ আয়াতগুলো যথার্থ বলে মনে করেন তাহলেও মিসকোট

শব্দটি প্রযোজ্য কিনা তা ভেবে দেখবেন। মিসকোট শব্দটির সাথে একটা অনুচ্চারিত ‘ইল মোটিভ’ থাকে বলে বুঝি।

‘থেরাপি দরকার’ এ জাতীয় শব্দচয়ন আসলে ইসলামী আন্দোলনের একজন কল্যাণ আকাঙ্ক্ষীর জন্য শোভনীয় মনে হয় না। আল্লাহর কাছ থেকে মেজর থেরাপি আসুক, তা কি আপনি আসলেই কামনা করেন? নাকি কামনাটা হওয়া উচিত পরীক্ষার বোঝাকে আল্লাহ যাতে সহজ করে দেন, সংগঠনকে তার সঠিক মান ও রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, ছোট-বড় ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত করেন- এই যদি হয় আমাদের মোটিভ, তবে তো এ দেশের মানুষের জন্য মেজর থেরাপি কামনা করাই হবে যথার্থ। কেননা এবারের নির্বাচনে জনমানুষের এক বিপুল অংশই জেনে বুঝে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ম্যান্ডেট দিয়েছে। আপনার ভাষ্যমতে জামায়াতের নেতৃত্বের পাপের বোঝা মোটামুটি শাস্তিযোগ্য পর্যায়ে গিয়েছে, কিন্তু বর্তমান সাফারিংসের কারণে যদি আল্লাহ তা ক্ষমা করেন। বাক্যটা বোধহয় পুনরায় বিবেচনা করার দাবিদার!

জামায়াত, অন্তত কাগজে-কলমে, পূর্ণ ইসলামেরই বাস্তবায়ন চায়, আর তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে বিদায় হজ্জের সময়। আপনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন বর্তমান সিচুয়েশনকে আমরা নবী যুগের কোন সময়ের সাথে মেলাবো, অথবা আমাদের কর্মকৌশলের জন্য কোন স্টেজের দিকে তাকাবো।

একাত্তরের ব্যাপারে আমার কথা হল, তৎকালীন জামায়াত নেতাদের বিবেচনায় যেটা ইসলামী আন্দোলনের জন্য যথার্থ ছিলো, সেরকম একটি চরম অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত (প্রবল জাতীয়তাবোধের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে) তারা নিয়েছিলেন এবং এর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ও খেসারত তারা দিয়েছেন। আজ সময়ের পরিক্রমায় আমরা বলতে পারি সে সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো, দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তো অবশ্যই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সস্তা জাতীয়তাবাদের গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সে জন্য ত্যাগ কুরবানী দেয়ার পেছনে ক্রিয়াশীল নিয়তটি আল্লাহ পছন্দ করেছিলেন বলেই ফিনিক্স পাখির মত ছাই ভস্ম থেকে অত্যল্প সময়ের মাঝে আবার ঝান্ডা উঁচু করে দাঁড়াবার মত লোক পাওয়া গিয়েছিলো। এটা অবশ্যই আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত এবং এর সাথে একমত হওয়া জরুরি নয়।

একজন নেতা হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযম যদি জামায়াতের মত একটি দলের স্পষ্ট ভুল সিদ্ধান্তে অবদান রাখতে পারেন, তবে দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তার লিডারশীপ ক্যারিশমার প্রশংসা করতে হয়। কারণ তিনি শুরা এবং নির্বাহী পরিষদের সকলকে স্পষ্ট ভুল করতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। আর যদি মনে করেন তিনি ও তার পরিষদ বোঝার ভুল থেকে এসব করেছেন, তবে তার জন্য বেনিফিট অফ ডাউট তাদের দেয়া উচিত নয় কি?

এম এন হাসান: আপনার মন্তব্য পড়ে অনেকক্ষণ হাসলাম, বিশেষ করে এই লাইনগুলো পড়ে, *'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা বের হয়ে পড়ো হাল্কা অথবা ভারী অবস্থায় এবং জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায়। আর তাবলীগের লোকেরা এ আয়াতকে গাট্টি নিয়ে বের হয়ে পড়ার কাজে ফিট করে। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, সেসব চোখকে আল্লাহ কখনই দোযখের আগুনে পোড়াবেন না, যেসব চোখ কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার কাজে জেগে ছিলো। জামায়াতের লোকেরা এটিকে মারামারির এলাকা পাহারা দেয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লাগায়।'*

যদিও 'থেরাপী' শব্দটা এখানে শুনতে খারাপ লেগেছে কিন্তু আপনার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। আসলে ব্লগের মাধ্যমে এর শুরু হলো, কিছু সমমনা লোক পাওয়া গেল, কিছু লোক চিন্তার নতুন কিছু উপাদান পেল। আমাদের লোকজন তো outside of the box এ চিন্তা করতে সাহসই করে না। 'উলিল আমর' এর ব্যাখ্যার সাথে একমত, আমি এই ব্লগেরই কোনো এক পোস্টে তা উল্লেখ করেছি। আর তাই আমিও আপনার এই কথার সাথে পরিপূর্ণভাবে একমত, *'আমাদের আন্তরিকভাবে ভাবতে হবে, আমরা ব্যক্তি বা নামের জন্য কাজ করবো, নাকি ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করবো।'* আমার লেখার উদ্দেশ্য তাই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমালোচনা নয় বরং সংগঠন ও সংগঠন পদ্ধতির সমালোচনা।

'একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ও এই দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে আন্দোলনকারীদের আগে মনস্থির করতে হবে।... মাওলানা মওদূদীর সত্যিকারের অনুসারী হতে হবে, খালি নাম বেচলে হবে না।'

উপরিউক্ত কথাগুলো আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কথার সাথে একমত। একটা অনুরোধ থাকবে (not obliged to follow) কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে সমালোচনা না করে বরং পদ, সিস্টেম, procedure, structure ইত্যাদি নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এখানে মন্তব্যের জন্য লেখা বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ায় তা 'চাই ইসলামী আন্দোলনের পেশাভিত্তিক ও বিকল্প ধারা' শিরোনামে পোস্ট করা হয়েছে (http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/1152।

এম এন হাসান: চমৎকার বলেছেন। কনসেপ্ট গ্রুপের আইডিয়াটাও ভালো লেগেছে। পৃথিবীর সব আন্দোলনে এই জাতীয় গ্রুপ বা থিংক ট্যাংকের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও থিংক ট্যাংকের সাথে আপনার বলা কনসেপ্ট গ্রুপের পার্থক্য রয়েছে। আপনি এমন কতগুলো বিষয় তুলে এনেছেন যা আমি চিন্তা করেছিলাম পাশ কাটিয়ে যাবো পরবর্তী আলোচনায়।

দ্বিমত করার মতো তেমন কিছু পেলাম না, তাই নীরব রইলাম। দেখি অন্য কেউ কোনো মতামত নিয়ে আসে কিনা।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই, প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে সত্যটা কে আগে বলবে, কে বেশি উপরে তুলে ধরবে, তাই না? তাই দেখি অন্য কেউ বলে কিনা ভাবলে হেরে যাবেন, যেভাবে আপনার কাছে আমি হেরে গেছি। কারণ, আপনি যা বলেছেন, তা আমার বলা উচিত ছিলো (অবশ্য, লেখার অভ্যাসের দিক থেকে আমি বরাবরই খুব দুর্বল ছিলাম; আমাকে যারা চিনে তাঁরা সবাই এটি জানেন)। So, keep writing, no matter others mind it or not, when you think that it if right.

এম এন হাসান: ভাই, আমরা কেউই হেরে যাইনি। আর হারজিত মাথায় নিয়ে আমি লিখিও না। প্রত্যেকের জীবনে কিছু টার্নিং পয়েন্ট থাকে, আমার এই অধ্যয়ন আমার চিন্তার টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারেন। এর মাধ্যমে কিছু ভাবনা সমমনা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়। আপনি আমার অনেক সিনিয়র হবেন। আপনার আছে প্রচুর অধ্যয়ন এবং সংগঠনকে ভিতর থেকে দেখার অভিজ্ঞতার ভান্ডার। আমার মত জুনিয়রদের কাছে অনেক কিছুই বইয়ে পড়ার বিষয়। এই দুইয়ের কম্বিনেশন করা গেলেই একটা ভালো প্লাটফরম তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/10538

২৫ অক্টোবর, ২০১০

ইতিহাসের আলোকে জামায়াত অধ্যয়ন-১৩
গণতন্ত্রের জন্য মৌলিক আদর্শের সাথে আপস

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সম্ভবত তুরস্কের আবদুল্লাহ গুলই বলেছিলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে একটা গাড়ি যেটি হতে শেষ পর্যন্ত আপনাকে নেমে যেতে হবে। তাই পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্র ইসলামে গৃহীত। (ওয়া আমরুহুম শু-রা বাইনাহুম...) চূড়ান্ত বা লক্ষ্য হিসাবে (as an end) গণতন্ত্র ইসলাম পরিপন্থী। পূর্ববর্তী পোস্টে প্রসঙ্গক্রমে যেটি বলেছিলাম, ইসলামপন্থীরা কোন ইসলাম কায়েম করতে চায়? মনে হতে পারে, এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু এর ইমপ্লিকেশান অত্যন্ত গভীর। মুহাম্মদ (সা)-এর ইসলামের ৩টি মৌলিক পর্যায় রয়েছে: মক্কী পর্যায়, প্রারম্ভিক মাদানী পর্যায় ও বিদায় হজ্ব পরবর্তী পর্যায়। বিধি-বিধানের দিক থেকে এই তিন পর্যায়ে ইসলাম তিন ধরনের।

বাংলাদেশের মানুষের জন্য মক্কী যুগ কি ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে? যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে ইসলামপন্থীরা রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে কেন এতো দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছেন? কারণ, তাঁদের রাজনীতির রোগে পেয়েছে! আমি মানত করেছি, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে একদিন রোজা রাখবো, আর শুধু জামায়াত নিষিদ্ধ হলে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বো। সত্যি! আমার কাছের লোকেরা জানেন, এটি সত্যি কথা। যারা নিজেরা সংশোধন হতে পারে না, তাঁদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সংশোধনী কামনা করা ছাড়া আর কিইবা করা যায়!

যেখানে সুযোগ আছে বা যদি সম্ভব হয় তাহলে মাদানী পর্যায়ের কোনো বিধি-বিধান আমরা পালন করবো। নিজের জন্য যতটা সম্ভব আজিমত (সর্বোচ্চ মান) কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে যতটা সম্ভব রোখসত (ন্যূনতম মান)। আমরা জুমার নামাজ পড়ছি, পড়বো; যাকাত দিচ্ছি, দিবো ইত্যাদি। কিন্তু যদি আমরা দাবি করি, আমাদের জন্য জুমার নামায ফরজ তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধিকেই তার ইমামতি করতে হবে। যাকাতের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। যেমনটি আবু বকর (রা) করেছেন। আমরা দারুল আমানের একটা কনসেপ্ট নিয়ে এসেছি। মনে রাখতে হবে, দারুল আমানের কনসেপ্ট একটি হাল-জামানার ইজতিহাদ মাত্র। ইজতিহাদী বিষয়াদির অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা এর জন্য হতে পারে না।

যাদের নামের পাশে আমরা রাদিআল্লাহু আনহুম/আনহুমা লিখছি, তাঁদের মধ্যকার পূর্ববর্তীরা আমাদের মতো এতো কঠিন ইসলাম পান নাই। বদরী শহীদদের ইসলাম কি অপূর্ণ ছিলো? *আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বী-নাকুম* এর ভুল ব্যাখ্যার কারণে এতো সব conceptual গন্ডগোল হচ্ছে। ভালোভাবে না বুঝার কারণে, বাংলাদেশি ইসলামপন্থীরা বিভিন্ন সমকালীন ইস্যুতে প্রান্তিকে-প্রান্তিকে চলাফেরা করছেন। নারী নেতৃত্ব, গণতন্ত্র ইত্যাদি এর উদাহরণ। আগে conceptually ইসলাম কায়েম করতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাসূল মুহাম্মদ (সা) concept build-up-এর জন্য অধিক সময় ব্যয় করেছেন।

আর জামায়াতের লোকেরা মনে করছে, এক মাওলানা মওদূদী আছেন। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক দিক-নির্দেশনা তো তিনি দিয়ে দিয়েছেনই! গবেষক মাওলানা মওদূদী'র মর্যাদা আমার মূল্যায়নে শাহ ওয়ালীউল্লাহর সমপর্যায়ের। কিন্তু জামায়াত প্রধান মাওলানা মওদূদীর ভুলগুলো অতিবড় (gross) ও অতিস্পষ্ট (obvious)। লেখকের পোস্টে যার অনেকগুলো পয়েন্ট উঠে এসেছে। জামায়াতের অধিকাংশ ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল অঘোষিতভাবে মাওলানা মওদূদীকে পীরের মতো মানেন। আমার ছাব্বিশ বছরের সাংগঠনিক জীবনের এটি অন্যতম অভিজ্ঞতা। ভাবখানা এমন, মাওলানা মওদূদীর কোনো ভুল নাই, থাকলেও তা অতি নগণ্য! এই ট্যাবুকে ভাঙ্গার জন্য আমি মাওলানা মওদূদীর কিছু গ্রস মিসটেক উল্লেখ করছি- (ক) ক্যাডার সিস্টেম, (খ) ব্যক্তিগত রিপোর্টিং সিস্টেম, (গ) ফুল টাইমার সিস্টেম, (ঘ) অর্গানাইজেশনাল রেজিমেন্ট্যাশান, (ঙ) পলিটিক্যাল ইনকনসিসটেন্সি, (চ) অতি রক্ষণশীল নারীনীতি।

নারীনীতি ছাড়া বাকি বিষয়গুলো তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের সে সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিয়েছেন। নারীনীতির ব্যাপারে আলেমদের প্রচলিত নারীবিদ্বেষী ধারার সাথে তিনি একাত্ম হয়েছেন। এই রক্ষণশীল নারীনীতি হচ্ছে যৌনধর্মী। অথচ নারীদেরকে মূলত যৌনতার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা - ইসলাম ও আধুনিকতা, উভয়দিক হতেই অগ্রহণযোগ্য প্রবণতা। বাংলাদেশ জামায়াতের উপর প্রথম পিএইচডিধারী প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ স্যারের সাথে গত ক'দিন আগে এক সন্ধ্যায় অনেক কথা হয়েছে। স্যার একসময়ে কমিউনিস্ট মুভমেন্টের লোক ছিলেন। ওসব বিষয়ে উনার লেখা বইপত্র আছে। তাবলীগের উপরেও স্যারের প্রকাশিত বই আছে। এম এন হাসানের এই সিরিজ পোস্টের তাবৎ 'জামায়াতবিরোধী' লেখার সাথে তিনি একমত। স্যারের আরেক ছাত্র চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো: এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর এমফিল করেছেন, পিএইচডি সাবমিট ও ডিফেন্স করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন জামায়াতের প্রচলিত ধারা হতে ভিন্নধর্মী। আমার প্রতিবেশী প্রফেসর ড. ভূঁইয়া মনোয়ার কবীর স্যারও

জামায়াতের উপরে কাজ করেছেন, বই লিখেছেন। তাঁর মূল্যায়নও জামায়াতের প্রচলিত ধারা হতে ভিন্নধর্মী।

আসলে, বাংলাদেশে ইসলাম কায়েমের কাজ গোড়া হতে নতুন করে শুরু করতে হবে। যদি ইসলামপন্থীরা সত্যিই ইসলাম কায়েম করতে চান। আর যদি পূর্ববর্তী সুফি-দরবেশদের মতো ইসলাম প্রচার করতে চান তাহলে কোনো সমস্যা নাই। বাংলাদেশ ও ইসলাম এ দু'টো অভিন্ন সত্তা হিসাবে ছিল, থাকবে। *আফা তু'মিনু-না বি বা-দিল কিতাব, ওয়া তাকফুরু-না বি বা-দ, বাইনিল হুকমু ইল্লাল্লাহ*, বা *ওয়াজ তানিবুত ত্বগুত* এর আওতায় যদি আমরা মুসলিম হতে চাই, থাকতে চাই তাহলে সবকিছু নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের জীবনকালে এটিকে অন্তত একটা প্রতিষ্ঠিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই শুরু করার এখনই সময়। কারো ওপর কোনো সাফারিংসের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন স্থগিত থাকতে পারে না।

আমি বুঝি না একটা দেশে শুধুমাত্র একটাই ইসলামী আন্দোলন থাকবে কেন? একাধিক থাকলে সমস্যা কি? একই মার্কেটে একই মালিকের কয়েকটি দোকান থাকে। কেন? কারণ, মানুষের প্রকৃতি বৈচিত্র্যপ্রিয়। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট আর মাদ্রাসা স্টুডেন্টের মন মানসিকতাকে আলাদা করে মূল্যায়ন করতে হবে। সম্ভাব্য শ্বশুরের (বয়সের দিক থেকে) সাথে সদ্য পাশ করা যুককটি যখন এক ইউনিটে বসে, তখন কী করে আশা করতে পারেন যে, কাজ হবে? মাস্টার্স করা কর্মীর দায়িত্বশীল যদি পান-দোকানদার হন, তখন কি করে আশা করতে পারেন, কাজ হবে? *'আবাসা ওয়াআল্লা'*-র ভুল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য এমনটি হয়েছে, হচ্ছে। তাই ইসলামী আন্দোলনের জন্য চাই পেশাভিত্তিক বিকল্প ধারা।

এতে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নাই। কারণ এসব আপাত স্বাধীন ধারা তথা কলামগুলো ইসলামের আন্ডার লাইয়িং বেজ-কলামের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে। *ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া'*র- এটিই তাৎপর্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা সবাই মিলে ইসলামের রশিকে আঁকড়ে ধরো। আর আমরা ধরেছি পরস্পরের হাত! যার কারণে ছোটাছুটি। কোনো সম্পর্ক বা কাঠামো যত কঠোরভাবেই মেনটেইন করা হোক না কেন, তা ভাঙ্গতে বাধ্য। যদি না তাতে বাস্তবিকই আদর্শটা বিরাজমান থাকে।

প্রচলিত ধারার ফিক্বাহপন্থীরা যতই হাদীসের দলীল আছে বলুক না কেন, আমরা সাধারণত মাজহাবের কথাই শুনি। এসব হাদীস বিবেচনা করেই তো তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! তেমনি ইসলামীপন্থীদের অনেকে, বিশেষ করে যাদের আমি নাম দিয়েছি 'সংগঠনবাদী', তাঁরা সংগঠনের অতি স্পষ্ট ভুলকেও ভুল হিসাবে স্বীকার করতে নারাজ। প্রকাশ্যে তো নয়ই। স্পষ্টত 'উলিল আমরের' কনসেপচুয়্যাল ফ্লজ বা মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কারণে এমনটা হয়েছে।

তাই ইসলাম কায়েমের আগে ইসলাম বুঝতে হবে। এবং এটি অধ্যাপক গোলাম আযমের ইক্বামতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের পার্থক্যের আলোকে বুঝতে হবে, বুঝাতে হবে। So, again, Islam is a concept, not a bundle of rules. What I think about it and what everybody has to understand it. Thanks.

প্রবাসী মজুমদার: আপনার মতের সাথে আমি যেটা মিলাতে চাই, তা হলো:

১. মক্কায় যদি রাসূল (সা) আবু জেহেলদের অধীনে নির্বাচন করতেন, তিনি নির্ঘাত ফেল করতেন। কারণ যে জনগোষ্ঠী ইসলাম বুঝে না, সে নির্বাচনে প্রার্থী মুহাম্মাদকে (সা) কী বুঝবে?

২. ইসলামী রাজনীতির বিরোধীরা কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামকে আসতে দেবে না। আর আসলেও তুরস্কের মত পর্দার বিধানসহ যাবতীয় বিধান কায়েমে ৮-১০ জন ইসলাম বিরোধী সাংসদ বিরাট বাধা। তাই মদিনায় যেভাবে নির্বাচনবিহীন ইসলাম কায়েম হয়েছিল, তেমনটিই করতে হবে।

৩. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য হতে হলে মন্ত্র পড়তে হয় 'আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করবো না'। এ শপথটাই ইসলাম বিরোধী।

৪. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা থাকতে হবে কত বছরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সে সময়ের মধ্যে যারা পথে নামবে, তারা পেছনে ফিরে তাকাবে না। Do or die.

৫. ইরানী বিপ্লবে ক্যাডার ছিল না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে নির্বাচনে খোমেনী অংশগ্রহণ করেননি। আজ সময় এসেছে অস্তিত্বের লড়াইয়ে চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে একটি যুগান্তকারী বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার।

এম এন হাসান: তাঁদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সংশোধনী কামনা করা ছাড়া আর কিইবা করা যায়! বিষয়টা অনেকের কাছে আবেগের। তবে আল্লাহর ঘোষণা পরিস্কার *"বলুন, যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার আশঙ্কা করো, তোমাদের বাসস্থান যা ভালোবাসো– বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।"* (সূরা তাওবা: ২৪)

আমরা যদি নিজেরা সংশোধন না হতে পারি তাহলে আল্লাহই যথেষ্ট আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। আপনি ২৬ বছর সংগঠনের সাথে থেকে বাস্তবতার আলোকে যা বলছেন তা হয়ত অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কারণ এখানে অনেকের বয়সই ২৬ হয় নি। তাছাড়া গত এক যুগে খুবই ধীরে ধীরে সংগঠনের কেবলা যে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এটা অনেকে উপলব্ধি করলেও আপনার মত অপ্রিয় সত্য কথা বলার সাহস সবার আছে

বলেও মনে হয় না, সাথে সাথে আনুগত্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে ভীত থাকেন। Qualitative approach থেকে সংগঠনের দৃষ্টি Quantitative approach-এ নিবন্ধ হওয়ার কারণেই আপনাকে বলতে শুনি; *মাস্টার্স করা কর্মীর দায়িত্বশীল যদি পান-দোকানদার হন, তখন কি করে আশা করতে পারেন, কাজ হবে?*

ব্যক্তি হিসেবে হাবশী দাসকেও আমীর মানতে সমস্যা দেখি না, কিন্তু নেতৃত্বের মাপকাঠি যখন যোগ্যতা না হয়ে 'সিস্টেমের আনুগত্য' হয় তখনই প্রশ্ন উঠে।

একটা দেশে শুধুমাত্র একটাই ইসলামী আন্দোলন থাকবে কেন? একাধিক থাকলে সমস্যা কি?

বিষয়টা আমারও জিজ্ঞাসা। পাকিস্তানে জামায়াত থেকে যারা বেরিয়ে গেছে তাদের অনেকে আলাদাভাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে গেছেন। ভেলি নাসর বলছেন, *Today the Jama'at is an important political party in Pakistan, but Islamic revivalism in Pakistan has been passed on to other movements, many of which were founded by former Jama'at members, such as Israr Ahmad and Javid Ahmadu'l-Ghamidi*. তবে যারাই বেরিয়ে গিয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন, তারা পলিটিকসে না জড়িয়ে বরং ইসলামী আন্দোলনের জন্যেই কাজ করে গেছেন। ডক্টর ইসরার আহমেদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, তিনি তানজিমে ইসলামী নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা মূলত একটি কুরআনের আন্দোলন। মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহি কোনো দল তৈরি না করলেও প্রচুর বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করে গেছেন। আমাদের দেশে এই ধারাটা গড়ে উঠেনি।

এম এন হাসানের এই সিরিজ পোস্টের তাবৎ 'জামায়াত-বিরোধী' লেখার সাথে তিনি একমত। আমিও কি জামায়াত বিরোধী! কথাটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন?

'দারুল আমানের' কনসেপ্টটা আরেকটু ব্যাখ্যা করার দাবি জানাই। অনেক ধন্যবাদ আপনার কন্ট্রিবিউশনের জন্য।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: প্রতি-মন্তব্যের উত্তর:

১. "মোহাম্মদ নাজমুল হাসানের তাবৎ 'জামায়াত-বিরোধী' লেখার সাথে উনি একমত" – এই কথার মানে হলো, সাদামাটা ভাবে যেসব বক্তব্যকে জামায়াতবিরোধী বলে মনে হচ্ছে বা জামায়াতের ঊর্ধ্বতনরা যেসব বক্তব্যকে জামায়াতবিরোধী বলে মনে করছে, তা। এ বিষয়ে 'শিক্ষক নয়, শিক্ষাই অনুসরণীয়, যদিও তা শিক্ষকের বিরুদ্ধে যায়' এই মূলনীতিকে আমি সামনে রাখি এবং সবাইকে এটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

২. দারুল আমানের কনসেপ্ট:

ইসলামিক পলিটিক্যাল ফিলোসফি অনুযায়ী রাষ্ট্র দু'ধরনের: ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামী রাষ্ট্র তথা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। যে অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে বা যেটি ইসলামী রাষ্ট্র না হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য কিছু বিধি-বিধান পালনে যেখানে মুসলমানদের বাধা নাই- সে ধরনের রাষ্ট্রকে পরবর্তী পর্যায়ের আলেমরা দারুল আমান হিসাবে বলেছেন। যেমন: ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, বর্তমান ব্রিটেন, আমেরিকা। এই হিসাবে বর্তমান বাংলাদেশও দারুল আমান। দারুল আমান দারুল কুফরেরই একটা ধরন। যেমন: নাজ্জাশীর আমলের আবিসিনিয়া। দারুল আমান পর্যায়ের কোনো জনপদে, দারুল ইসলামের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানকে সেটির মূল স্পিরিটে প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন, সফরে সুন্নাত নামাজ পড়া।

সফরে সম্পূর্ণ ফরজ পড়ার অনুমতি নাই কেন? যদিও বা খুব আরামদায়ক সফর হয়? কারণ, এটি এভাবেই রাসূল (সা) বলবৎ করেছেন। এই ধারায় চিন্তা করার ফলশ্রুতিতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই না করলেও তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশে জুমা পড়া নাজায়েয বলেছেন এবং ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। সকল 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বজায় থাকা সত্ত্বেও সেটি যে দারুল কুফর ছিলো- এই বিষয়টার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। এই তত্ত্বের ইমপ্লিক্যাশান ছিলো ব্রিটিশদের যে কোন উপায়ে হঠানো। দেখুন, তাত্ত্বিকদের এটিই কাজ, বাস্তবের একটা মডেল দেয়া এবং সেটিকে পপুলারাইজ করা। পরবর্তীতে মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীসহ অনেকে গণমানুষের হেদায়েতের একটা উপায় হিসাবে জুমার নামাজের প্রচলন করতে গিয়ে দারুল আমানের কনসেপ্ট নিয়ে আসেন।

৩. জামায়াত যদি নিজেকে আল-জামায়াত হিসাবে মনে না করে, তাহলে একাধিক ইসলামী জামায়াত (ইসলামী সংগঠন/দল) থাকতে অসুবিধা নাই। আর জামায়াতে ইসলামী যদি নিজেকে অন্তত বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ (শরয়ী দিক থেকে) ইসলামী দল মনে করে, তাহলে তা কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আল্লাহর রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে আল-জামায়াত (একমাত্র ইসলামী সংগঠন ব্যবস্থা) আর থাকেনি। উল্লেখ্য, আল-জামায়াত হচ্ছে, যে সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে থাকলে কোন মানুষ মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কোথায় ব্লগের সব তাত্ত্বিকেরা? মূল পোস্টদাতা ও চিন্তাশীল পাঠকদের কাছ হতে আমার মন্তব্যের বিষয়ে রেসপন্স আশা করছি! এই পর্ব কি গত পর্বের মতো জমবে না? নাকি, ইতোমধ্যে লেখকদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে?

আমাদের এক অর্গানাইজেশনালিস্ট রুকন সহকর্মীর বক্তব্য মোতাবেক জামায়াতের সেন্ট্রাল দায়িত্বশীলরা ছাড়া বাদবাকি সবার কাজ হচ্ছে, 'কেন্দ্রীয় পলিসির সমর্থনে কথা বলা। কোন পরামর্শ থাকলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে (লিখিতভাবে) জানানো।' আমার

অভিজ্ঞতা হচ্ছে, জামায়াতের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু লেখা পরলোকগত কারো উদ্দেশ্যে পত্র লেখার শামিল!

চবির নবীন জামায়াত দায়িত্বশীলরা (রুকন, অ-রুকন সবাই মিলে) গত নির্বাচনের পর কেন্দ্রে যাবার জন্য খুব তোড়জোড় করেছিলেন। যোগাযোগ করার পর চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীল বললেন, আগে আমাদের সাথে বসেন। সেই বিখ্যাত কবিতা 'নাদের আলী, আমি আর কতো বড় হবো'র মতো সে বসা আর হয়ে উঠেনি। জানি, হয়ে উঠবেও কোনোদিন। শুনেছি, গত জাতীয় নির্বাচনের পরে চট্টগ্রাম মহানগরীতে অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনে চবি'র ক'জন শিক্ষক রুকনের 'অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের' কারণে প্রধান অতিথি হিসাবে আগত কেন্দ্রের দ্বিতীয় শীর্ষতম দায়িত্বশীল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মান নিয়ে প্রচন্ড আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। মসজিদের সামনে রুকন সহকর্মীদের অতিউত্তেজিত কথাবার্তা স্বল্পদূর হতে শুনছিলাম। এমনকি কেউ কেউ পদত্যাগের কথাও বলেছিলেন। ওভার হিয়ার করেছি। কারণ রুকনদের কথা আমি শুনলাম কিভাবে! এমন ক্যাডার সিস্টেম, যেন সপ্ত আসমানের কুদরতী সীমানা!

ইসলামী সংগঠন হওয়ার কারণে আমি বলবো না যে, জামায়াতের জন্য গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রায়কা দরকার। তবে কম্যুনিস্ট আদলে টোটালিটারিয়ানিজমের ভিত্তিতে গড়ে উঠা যে কোনো সংগঠন এক পর্যায়ে হয়তো ইতিহাসে বিলীন হবে (যেমন এককালের মুসলিম লীগ) অথবা মুক্ত-আত্মসমালোচনা ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াবে।

আগের পোস্টের মন্তব্যেই বলেছি, আমি সংস্কারের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেও আশাবাদী নই। ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমার দীর্ঘকালীন সম্পৃক্ততা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে কোনো সংস্কারবাদী আশাবাদের 'অব্যর্থ ব্যর্থতার' নিশ্চয়তা আমি আপনাদের দিতে পারি! ব্লগে এসব আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য আওয়াজ তোলা। ছোটবেলা থেকেই তো ছিলাম পরিচিত ও খ্যাতিমান স্লোগানিস্ট! এখনো রক্তে এক্টিভিজমের বীজ কিলবিল করে। যারা একই সাথে থিওরিস্ট-এক্টিভিস্ট উভয়ই, তাঁদের সাথেই আছি কিংবা খুঁজছি তাঁদেরকে! যাদের এজেন্ডা হলো ইসলাম, শুধুই ইসলাম; কোনো এই বা সেই ইসলাম নয়। নাম থাকতে পারে, প্রকৃত ইসলামে বিশেষ কোন নাম হবে নিতান্ত সাময়িক, কৌশলগত ও নামমাত্র। অথচ নেতারা বক্তৃতা দেন, "এই পতাকার জন্য, এই নামের জন্য আমাদের জীবন দিতে হবে...!" কেন? আমরা কি কোন নাম আর পতাকার উপর ঈমান এনেছি?

হয়তোবা এসব লেখার কারণে আমার চরিত্র হনন করা হবে। আমাকে যারা জানেন তাঁরা (শত্রু-মিত্র সবাই) ভালো করে জানেন যে, আমি যা ভালো মনে করি সেটি বলা ও করার বিষয়ে আমি অটল থাকি। উপযুক্ত সবাই যেখানে গা বাঁচিয়ে চলতে চান, টেকনিক্যালি প্রতিবাদ ও প্রস্তাবনা দিয়ে দায়িত্ব সারতে চান সেখানে কিছু লোককে তো ছাঁচাছোলা কথা

বলতে হবে। উপযুক্ত লোকেরা না দাঁড়ালে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য হলেও কাউকে না কাউকে তো দাঁড়াতে হবে। সবাই যদি আজানের অপেক্ষায় থাকে, তাহলে ওই মসজিদে জামায়াত কায়েম হবার কোনো সম্ভাবনা নাই। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর পক্ষ হতে নবী-রাসূল ছাড়া ঈমানদারেরা সবাই সমমর্যাদার খলিফা। তাই আপন দায়িত্বেই আমাদেরকে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। হোক সে অবস্থান প্রিয় কারো পক্ষে বা বিপক্ষে!

এম এন হাসান: *ইসলামী আন্দোলনে অতীত-বর্তমান সম্পৃক্ততা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ব্লগীয় বা যে কোনো সংস্কারবাদী আশাবাদের ব্যর্থতার নিশ্চয়তা আমি আপনাদের দিতে পারি!*

আমাকে আরো কয়েকজন একই ধরনের কথা বলেছেন, যারা আপনার মত অনেক দিন থেকে সংগঠনের সাথে আছেন। তবে আপনার সাথে আমিও একমত যে, ব্লগে এসব আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য আওয়াজ তোলা। পাবলিকলি আওয়াজ দেয়ার সিস্টেমকেই আমাদের লোকেরা এখনো ‘নাজায়েজ’ সদৃশ মনে করেন। এ অবস্থায় তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমি একটু আওয়াজ দেয়ার চেষ্টা করছি এজন্য যে, আরো কিছু মুয়াজ্জিন বিভিন্ন এলাকা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং গলা ছেড়ে দিয়ে আযান দেবার জন্য প্রস্তুতি নিবে। সাথে সাথে আপনারা যারা মুরুব্বি জেনারেশন তারা এতদিনের নিরবতা ভেঙ্গে নতুনদেরকে পরামর্শ ও গাইডেন্স দিতে এগিয়ে আসছেন এটাই বা কম কিসে। আমি আশাবাদীদের দলে নিজেকে দেখতে চাই।

হয়তোবা এসব লেখার কারণে আমার চরিত্র হনন করা হবে- এর মানে কী বুঝলাম না? কারা করবে এসব?

আপনি বিকল্প চিন্তার কথা বলছেন, আমার মনে হয় এর জন্য অনেক অনেক স্টাডি দরকার, সাথে সাথে যোগ্য নেতৃত্বও প্রয়োজন। আমি এখনো ঐ লেবেলে চিন্তা করার সাহস দেখি না কারো মাঝে। সর্বোপরি আমাদের অনেক বিষয়ে conceptual clarity’র প্রয়োজন, যেগুলো নিয়ে আপনিসহ যারা পড়াশোনা করেন তাদের লেখালেখি করা উচিত। মাওলানা মওদূদী জামায়াত গঠনের আগে মানুষের কাছে কনসেপ্টকে ক্লিয়ার করার জন্য অন্তত ১০-১২ বছর শুধু লেখালেখি, বক্তৃতা, সেমিনার করছেন। We need a framework. আমি মনে করি, We need to think about a purely intellectual movement rather political. এই পোস্টেরই আরো কিছু বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন Everything has been justified in the name of hikmah! এই হিকমার আসল হিকমতটা কি, এটা নিয়ে যদি আলোচনায় কেউ আসেন তাহলে অনেকের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। আপনাকে ধন্যবাদ আবারো।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: চরিত্র হনন প্রসঙ্গ খুবই পরিষ্কার। যেভাবে চরিত্র হনন করা হয়েছে মাওলানা আবদুর রহীমসহ অনেকের। যে-ই ভিন্ন কথা বলবে, শুধুমাত্র ডিটো মারবে না- তারই চরিত্র হনন করা হবে। উপরের মন্তব্যেই আছে, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন করায় ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পলিটিক্স থেকে দূরে থাকতে হবে। তাঁরা কিছু বোঝে না। তাঁরা শুধু সংগঠন করবে। এর বাইরে মাথা ঘামাবে না ইত্যাদি।

দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা, যাদের অনেকের স্টাডির বিষয় সরাসরি কোরআন-হাদীস যেমন ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের টিচাররা, অনেকের (ইসলামী) দর্শন, অনেকের পলিটিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদি, এরা বুঝবেন না; আর কোনোমতে বিএ/এমএ পাশ করা, লেখাপড়ার সাথে যাদের দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ নাই, তাঁরাই নাকি সব বুঝবেন, ‘অথরিটি অব…’!

আমি বলছি না সবাইকে পিএইচডিধারী প্রফেসর হতে হবে। হতে পারে তাঁরা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত। যেমন মাওলানা মওদূদী, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ। মাওলানা আবদুর রহীমকে আমি নন-ইসলামিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত বলছি। ইন্টারে থাকতে আমি তাঁর বই প্রথম পড়ি, ‘বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব’। ভেবেছিলাম, তিনি ইংরেজী শিক্ষিত হবেন। হয়তোবা ইসলামী বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করেছেন। পরে জানলাম, তার বিপরীত! মাওলানা আব্দুর রহীমের ‘মহাসত্যের সন্ধানে’ নামের বইয়ে ফ্রয়েডীয় দর্শন, বিবর্তনবাদ ও মার্কসবাদের যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা অসাধারণ। তাঁর বই পলিটিক্যাল সায়েন্স, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ও ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হয়।

যাহোক, আমি জামায়াতের উন্নাসিক, দাম্ভিক, ভুল বিশ্বাসের কাছে আত্মবিক্রিত, সংগঠন ও ব্যবসা-বাণিজ্য একসাথে করার মতো অগ্রহণযোগ্য পন্থানুসারী এবং সাংগঠনিক সুবিধাভোগী নেতাদের প্রসঙ্গেই এসব কথা বলছি।

আর যারা ভালো মানুষ, তাঁরা এতো ‘ভালো’ যে অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁরা অক্ষম! হয়তোবা স্বীয় পদ-পদবি রক্ষায় অসহায়! আমার কোন পদ-পদবি নাই। হয়তোবা তাই সত্য কথা অকপটে বলতে পারছি। ভুল হলে বলবেন। খালেছ নিয়তে কেউ গালি দিলেও ভালো লাগে। তবে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনায় ভোগে, তাদের সঙ্গ ভালো লাগে না; তাদের জন্য সূরা ফোরকানের ৬৩ নং আয়াত, *‘এবং অজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।’*

পক্ষপাতদুষ্ট: কড়া কথা তো বলছেন অনেক দিন থেকে। ফল কি খুব হচ্ছে? এহতেসাব, শু'রা– এ শব্দগুলোর অপপ্রয়োগ বড়ই বেদনাদায়ক। সবাইকে যার যার পরামর্শ প্রদানের

আহবান জানানো হয়। সবার বক্তব্য শোনা হচ্ছে, বলা হচ্ছে। দেখুন, কত সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ! সবার কথা শেষ হলে সভাপতি নিজের মতের আলোকে একটি সমাপনী কথা রাখেন। অর্থাৎ এটাই কনক্লুশন! কী আশ্চর্য! এ ধরনের শুরা পদ্ধতির আবিষ্কার কি মাওলানা মওদূদী করেছেন?

প্রবাসী মজুমদার: আপনার রেসপন্সের পরিবর্তে বাস্তবতায় দেখতে চাই তার প্রয়োগ। লিখতে গেলে আমিও হয়তোবা লিখতে পারবো অনেক। এটি যত সহজ বাস্তবতা অতটা নয়। আপনি অন্যের চরিত্র যেভাবে হনন করছেন, অন্যকে এমনটি আশা করবেন কেন? আসলে আপনি নিজেই নিজের জন্য সমস্যা। আপনার এ ক্ষোভ শেয়ার করতে চাই না বলে জবাব থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ এর ফলাফল বলতে গেলে জিরো।

ইবনে বতুতা: সবগুলো কমেন্টসহ মূল লেখা পড়লাম। দীর্ঘ সময় লাগল। এম এন হাসান ভাইকে ধন্যবাদ। সুন্দর লিখেছেন। আপনার লেখার সূত্র ধরে আরো অনেক বিশ্লেষণী কমেন্ট এসেছে। জ্ঞানগর্ভ ব্লগ। চিন্তার জগৎ নড়েচড়ে উঠেছে। আমরা অনেকেই এখন এক ধরনের সংস্কার চাইছি। সংগঠনের ভেতর অনেক ত্রুটি গোচরীভূত হয়েছে। সংশোধন চাইছি। কিন্তু সংগঠনের নেতৃত্বকে সংস্কারে রাজি করানো প্রায় অসম্ভব। যেমনটি মোজাম্মেল ভাই বার বার বলে থাকেন। তাহলে কি নতুন কোনো দলের কথা ভাবার সময় এসেছে? কই পাব সেই দল? পরামর্শ চাই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইবনে বতুতা, আপনি যতই সফর করুন না কেন, আপনাকে কোথাও না কোথাও শেষ পর্যন্ত থামতে হবে, আমাকেও, সবাইকে; সেটি হচ্ছে মৃত্যু! আপনি আমি কেউ আল্লাহর কাছে বলতে পারবো না যে, আমরা ভেবেছি, বলেছি বা বলতে চেয়েছি, কিন্তু নেতারা শুনে নাই। তাতে আমার আর কি করার ছিলো! আল্লাহ তো বলেছেন, *তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে* (আলে-ইমরান: ১১০)। এটি তো শুধু অন্যদের তথা সংগঠন বহির্ভূতদের জন্য প্রযোজ্য– এমন নয়। রাসূল (সা) বলেছেন, *সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে*। আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীস পড়েন নি, যেখানে তিনি বলেছেন সর্বোচ্চ মানের ১০টি কাজের অন্যতম হচ্ছে জালিমের সামনে হক্ব কথা বলা? কেউ কি মনে করছেন সংগঠনের ভেতরের লোকরা এর আওতাবহির্ভূত? আমি বলছি না, আলাদা দল করতে হবে। আমি শুধু 'আল-জামায়াতের' প্রচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি।

যদি শিবির আলাদা, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগঠন হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে দু'টি ইসলামী সংগঠন আছে, শিবির ও জামায়াত। যদি শিবির জামায়াতের অঘোষিত অংগ সংগঠন হয়ে থাকে তাহলে জামায়াত ছাত্রদের জন্য যে 'কৌশল' অবলম্বন করেছে তা সংশ্লিষ্ট অপরাপর ক্ষেত্রে করছে না কেন? যদি এ প্রশ্নের উত্তর হয়, 'আপনার এতো

কিছু জানার দরকার নাই, দায়িত্বশীলরা ভালো বুঝবেন', তাহলে আমার কিছু বলার আছে। না বুঝে আমি কোনো কিছু মুখস্থ করতে পারি না, মনে রাখতে পারি না। সেখানে না জেনে, না বুঝে, পুরোপুরি কনভিন্স না হয়ে কেউ কিভাবে জানমাল কুরবানী করে কাজ করবে?

ছাত্রজীবনে কেন আমরা পাগলের মতো কাজ করেছি? এখন কেন উৎসাহ পাই না? তখন কনভিন্স ছিলাম কনসেপ্টে, লিডারশীপে; এখন যার কোনোটাই নাই। জনশক্তির প্রায় পুরোটাই এই আস্থার সংকটে ভুগছে। কিন্তু মুখে কোন রা নাই। এটি এক ধরনের হঠকারিতা। আমি দুঃখিত এটা বলার জন্য। কেউ এই শব্দপ্রয়োগে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু যে রোগ সারাতে মেজর ট্রিটমেন্ট লাগবে (যেমন ওপেন হার্ট সার্জারি), সেখানে ঝাড়ফুঁক বা তৈল মর্দনে কোনো কাজ হবে না।

যা হোক, আপনারা সবাই সংগঠনের সাথেই থাকুন, যেমনটি আমি আছি, তেমনই আছি যেমন ছিলাম বরাবরই। অনুসরণ করুন কোরআনের দেয়া মূলনীতি: তায়া ওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া, ওয়ালা তায়া ওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান।

প্রবাসী মজুমদার: *মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক বলেছেন, 'আমি মানত করেছি, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে একদিন রোজা রাখবো আর শুধু জামায়াত নিষিদ্ধ হলে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বো।'*

আমার নিকট এটিই আপনার আসল চেহারা। আমরা অনেক নিরপেক্ষ কথা বলতে গিয়েই কেন জানি আসল চরিত্রটাই বের করে ফেলি। একটি ইসলামী দলের হাজারো সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। আমাকে আপনাকে নিয়েই তো সে দলটি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য যারা মরিয়া হয়ে কাজ করছে, তাদের বেলায় আপনাকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলতে শুনি না। জামায়াতের বেলায় আপনি এত কট্টর যে এটা মুছে গেল নামাজ পড়বেন। তাহলে আসলে আপনি সে জায়গায় বিকল্প ধারা হিসেবে কাকে চাচ্ছেন? এটা কি মধ্যমপন্থীদের কাজ? আপনার কনসেপ্ট এখানেই আমাকে থামিয়ে দিয়েছে।

দুঃখজনক হলো, আমরা যারা অনেক কিছু জাহির করি, সময়ের বিবর্তে দেখি আমিও সে নিরপেক্ষতা অনেক আগেই হারিয়ে বসে আছি। আপনার ধ্যানধারণার মত মহান প্রভূ হলে কবেই না দুনিয়া শেষ হয়ে যেতো।

রাসূল (সা) তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ। সে রহমতের অনুসারীরা তাঁর মতই তো হওয়া উচিত। কিন্তু আবেগ তাড়িত হয়ে আমরা মাঝে মধ্যে কেমন জানি হয়ে যাই। আপনি আমার চেয়ে অনেক বিজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমি হয়ত প্রাথমিক পর্যায়েরও নই। কিন্তু

খেলোড়ার না হলেও দর্শক হিসেবে তো বলতে পারি, কে ভালো খেলছে। একজন খেলোড়ারের ভুল যে হয় না, এমনটি নয়। তাই বলে কি তাকে অভিশাপ দিতে হবে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জনাব মজুমদার, আপনার নিষ্কলুষ আবেগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। ব্লগের মতো হাল্কা মেজাজের জায়গায় অনেক ভারী কথা বলার কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। যা হোক, মানতের বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে ভাবুন তো– বাংলাদেশে সকল ইসলামী দল নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এতে কি দেশ থেকে ইসলাম ও ইসলামপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? নিষিদ্ধ অবস্থায় ইসলামপন্থীরা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে? না। বরং এ ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে সকল ইসলামী দল ও শক্তি নিজেদের কমন এজেন্ডা ‘ইসলাম’-এর জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে।

দেখুন, জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সাথে বর্তমান সরকার কি জঘন্য আচরণ করছে! অপরাপর ইসলামী শক্তিসমূহ ব্যাপারটাকে জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগের সমস্যা হিসাবে দেখছে। আপনি জানেন, গতবার আওয়ামী সরকার শায়খুল হাদীসকে হত্যা মামলার আসামী করে গ্রেফতার করাসহ ইসলামী শক্তির উপর ক্র্যাকডাউন করার পরিণাামে চার দলীয় জোটের ফর্মুলায় ইসলামী শক্তি সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছিল। অন্ধকার স্বীয় সীমার সর্বোচ্চ মাত্রায় ঘনীভূত না হলে কি ভোর হওয়া সম্ভব? আমি আশংকা করছি, ইসলামমনা ও ইসলামী শক্তি মিলে পুনরায় সরকার গঠন করবে (এতেও অনেকে ভুল বুঝবেন, কেন আমি আশংকা শব্দটি ব্যবহার করেছি!)। সকল ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে সেটি পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিত হবে। শুধুমাত্র জামায়াত নিষিদ্ধ হলে, জামায়াতের লাভ কম হবে। তবে মৌলিক লাভ হবে। নতুন করে আবার শুরু করতে পারবে, তুরস্কের স্টাইলে। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। শিবিরের এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি গত আওয়ামীলীগ আমলে আমাকে আফসোস করে বলেছিলেন, ‘আশা করেছিলাম এবার নিষিদ্ধ করবে, কিন্তু ভাবসাবে মনে হচ্ছে, করবে না!’

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ‘আধুনিক যুগের’ সাথে তাল মিলিয়ে ‘ইসলাম’ কী হবে– তাই নিয়ে কতো গবেষণা, চেষ্টা-সাধনা, আপত্তি কিংবা দাবি! আসলে ‘ইসলাম’ কী? হ্যাঁ, হাদীসে জিবরীলে বলা আছে ইসলাম কী। ইসলাম একটি জীবন পদ্ধতি– এটি সবাই জানে, ইসলামপন্থীরা মানে, আর ইসলামবিরোধীরা তা খণ্ডন করে একে ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এসব অতিপ্রচলিত, পুরনো কথা।

আমি বলতে চাচ্ছি, ‘Islam as a concept’ আর ‘Islam as an embodiment of rules’– এই দুই ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য বুঝতে যারা গণ্ডগোল করে, তারাই এ সব প্রচলিত সমস্যায় হাবুডুবু খায়! পরিণতিতে কোনো একদিকে বা উগ্রপন্থায় আত্মসমর্পণ করে। ইসলাম এক জিনিস, আর ইসলাম কায়েম ভিন্ন জিনিস। স্বল্পবুদ্ধির ‘মোখলেছুর রহমান’দের এ কথার মর্ম বুঝার জন্য বলছি– হক এক জিনিস, আর হক

কায়েম ভিন্ন জিনিস। কনটেন্টের দিক থেকে হক হওয়া আর পদ্ধতিগতভাবে হক হওয়া– এক নয়। ইক্বামতে দ্বীনের পদ্ধতি হলো ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। এভাবে যদি চিন্তা করেন, তাহলে টেলিভিশনে নারীদের অংশগ্রহণ, মুখ খোলা বা বন্ধ ইত্যাদি নিতান্ত অপ্রাসংগিক মনে হবে। ভালো কথা, জাতীয় সংসদে জামায়াতের নারী সদস্যরা থুতনি পর্যন্ত প্রলম্বিত নেক্বাব পড়েছিলেন কোন্ শরীয়া'র ভিত্তিতে? সত্যি কথা হলো, জামায়াত একটি প্রাগ্রসর তথা ডাইনামিক, থটফুল ও কনসিসটেন্ট সংগঠন হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি। এটি বুঝে নতুন কিছু করেন বা না-ই করেন! এই সত্য কথাটি অন্তত স্বীকার করা উচিত।

কেউ যদি কোদাল চাইতে গিয়ে বিব্রতবোধ করে টেকনিক্যালি 'লাঠি' চেয়ে বসে তাহলে সেই লাঠি দিয়ে মানুষের মাথায় বাড়ি দেয়া যাবে, গরু-ছাগলও পিটানো যাবে; কিন্তু মাটি কাটা যাবে না। যখন আপনার লাগবে কোদাল, তখন শুনতে ভালো না লাগলেও আপনাকে কোদালই চাইতে হবে। লাঠি, যার মাথায় একটি সমতল লোহা রয়েছে ইত্যাদি ধরনের মারেফতী কথা দিয়ে যা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে মাটি কাটা যাবে না, চাষাবাদ হবে না। তাই না? অর্থাৎ ইসলাম কায়েমের জন্য ইসলামী সংগঠন লাগবে, সত্যিকার অর্থেই ইসলামী। কথায় বলে, বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়। মাওলানা মওদূদীর (রহ) 'সত্যের সাক্ষ্য' অনুসারে বাস্তবেই, *'আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী'* (সূরা নিসা: ১৩৫) হতে হবে। কানা ছেলের নাম যতই রাখুন পদ্ম-লোচন, সে যে কানা, তা সে না বুঝলেও চক্ষুষ্মান লোকেরা সবাই দেখে, বুঝে এবং জানে।

M.M.Rahman: ভাইয়া, একটা নতুন আধুনিক ইসলামিক সংগঠন কায়েম করে দেখিয়ে দেন আপনার ক্যারিশমা। জামায়াতের দিকে না চেয়ে আপনার জ্ঞান গরিমাকে কাজে লাগান। কোদালকে যে নামেই ডাকা হোক মাটি কিন্তু কাটবে, আমার মতো একজন কৃষকের সে জ্ঞান আছে। গ্রামের কৃষকরা কোদালটাকে ঘুরিয়ে ধাতব অংশ ধরে গরুর পাজরে গুঁতো দেয়। এতে মারেফতের কি দেখলেন?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: খুব কষ্ট লাগে একটি ইসলামী সংগঠনের লোকেরা যখন যুক্তির মোকাবিলায় যুক্তি না দিয়ে তীর্যক মন্তব্য করেন। আবার যখন ভাবি, এই ইসলামী সংগঠন তো এ দেশীয় আলেম শ্রেণীরই একটি শাখা যাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হলো সব কিছুকে নেতিবাচকভাবে দেখা, যে কোনো বুদ্ধিচর্চাগত বিষয়কে অনৈসলামী মনে করা এবং স্বীয় গণ্ডির নিরাপদ অবস্থান হতে গালি দেয়া।

যা হোক, প্রতিটি মানুষই আল্লাহর খলিফা। প্রতিটা মুসলিমই এক একটি সংগঠন। আমরা যে অর্থে সংগঠন বুঝি তা নিছক দুনিয়াবী ব্যাপার। আখেরাতে জবাবদিহিতা হবে ব্যক্তিগতভাবে। নাজাত হবে ব্যক্তিগতভাবে। প্রতিটি মুসলিম প্রতিদিন একাধিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করে। চলার পথে যখন আমরা মসজিদে নামাজ পড়ি তখন আমরা একটা

জামায়াতে শরিক হই, যখন কোনো (জায়েয) কাজে শরিক হই তখনও কোনো না কোনো সংগঠনে অংশগ্রহণ করি। যে কোনো সংগঠনে অংশগ্রহণের ভিত্তি হলো, *'তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো'* (সূরা মায়েদা: ২), তা আপনি জানেন।

এই হিসাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাথেও আমার সম্পর্ক-সম্পৃক্ততা গত আঠার বছর হতে আছে এবং থাকবে, ইনশাআল্লাহ! চট্টগ্রাম অঞ্চলের যে কোনো পুরনো দায়িত্বশীলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হককে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে জানতে পারবেন। কর্মবিমুখ প্রাক্তন দায়িত্বশীলদের অলস সময়ক্ষেপণ হিসাবে আমি সংগঠনের সমালোচনা করি না, এটি আপনি না জানলেও আমাকে যারা জানেন, তাঁরা এটি ভালো করেই জানেন। নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলার সুযোগ ইসলামে নাই। তাই, জেনে নেয়াটা আপনার দায়িত্ব। আমার ইন্টিগ্রেটি নিয়ে আপনি না জেনেই কিছু বলে ফেলেছেন! নেটে আমার নাম, ছবি, প্রোফাইল- সবই বাস্তব। এমনকি সামহোয়্যারইন ব্লগেও আমি নিজ নামে লিখি।

আপনি বলেছেন, *'একটা নতুন আধুনিক ইসলামিক সংগঠন কায়েম করে দেখিয়ে দেন আপনার ক্যারিশমা।'* ভাই, অনেক নবী ছিলেন, যাঁরা এমনকি একজনকেও ঈমানদার বানাতে পারেন নাই। অথচ আপনি একটা দুনিয়াবী সফলতাকে মানদণ্ড ধরে বসে আছেন!

'জামায়াতের দিকে না চেয়ে আপনার জ্ঞান গরিমাকে কাজে লাগান'– এ কথার উত্তর হলো: আমার কোনো এক পোস্টে লিখেছিলাম, আমার বাবা-মা'র পরিবার, আমাদের সামাজিক ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের প্রচলিত ধারার মৌলিক অবদান হলো আজকের এই আমি। তাই বলে আমি কি এগুলোর মধ্যে আটকে থাকবো? অনেক বড় কিছু হওয়ার জন্য, বড় কিছু করার জন্য, আল্টিমেটলি সফল হওয়া তথা 'উলা ইকা হুমুল মুফলিহুনে'র (তারাই হচ্ছে সফলকাম– সূরা বাকারা: ৫) মধ্যে থাকার জন্য এই ফ্যাক্টরগুলো আমাকে গড়ে তুলেছে। সমাজের দশজন হিসাবে পরিচিত গৎবাঁধা বরকন্দাজ হওয়ার জন্য নয়! আপনি সাহিত্য কেমন পড়েন বা পড়েছেন জানি না। তবে হারম্যান হ্যাসের 'সিদ্ধার্থ' যদি পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝবেন গোবিন্দ হওয়াটা সহজ, সিদ্ধার্থ হওয়াটা কঠিন। আমার বান্ধবী-বেগম জানেন, সিদ্ধার্থই আমার আদর্শ যদিও গোবিন্দকে আমি শ্রদ্ধা করি। ইসলামের কথায় সাহিত্য হতে উপমা দিলাম, তাও আবার বিধর্মী বৌদ্ধ সাহিত্যের উদাহরণ! আপনার না হলেও অনেক ইসলামপন্থীর এটিও খারাপ লাগবে, জানি।

কারণ, আপনার না হলেও অনেক ইসলামপন্থীর ইসলাম চর্চা হলো মূলত এক ধরনের ধর্মচর্চা। এসব ইসলামপন্থীদের যারা ইসলামী আন্দোলনের ভেতরে, তারাও সবকিছুকে এক ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখে। যার ফলে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো

কথা বলতে তারা চরম কুণ্ঠাবোধ করেন। এসব 'মোখলেছ' ভাইদের চাটুকারিতার কারণে দায়িত্বশীলরা সংশোধনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্ট্যালিন সংক্রান্ত ক্রুশেভের কাহিনীই এখন বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনের অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা!

M.M.Rahman: ভাইয়া, আপনার জ্ঞান-গরিমাকে শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করি। আমরা হলাম সাধারণ মুসলিম। ইসলামের মৌলিক বিষয় ছাড়া তেমন একটা জ্ঞান নেই। তবে সহজ ভাষায় বলি, জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করার কারণ বাংলাদেশের আরো দশটি ইসলামী দল থেকে তাদের কর্মপদ্ধতি আমার ভালো লেগেছে। অন্যান্য ইসলামী দলের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই, সবাই পৃথক প্লাটফরম থেকে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন, মনে করি। সাহিত্য তেমন একটা পড়া হয় না, নিউজপেপারে যে সমস্ত সাহিত্য ছাপা হয় সেগুলো ছাড়া। দায়িত্বশীলদের সমালোচনা করাকে ধৃষ্টতা মনে করার কারণ নেই, যদি সমালোচনা দলীয় ফোরামে বা যথাস্থানে করা হয়। যত্রতত্র সমালোচনা করা, দায়িত্বশীলদের পিছনে ছিদ্রান্বেষণের জন্য লেগে থাকা ভালো চোখে দেখি না। কারণ দায়িত্বশীলরাও মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন।

জানি, অনেক নবী একজনকেও ঈমানদার বানাতে পারেননি, তাই বলে তাদের নবুওয়তির মধ্যে কোনো কমতি হয়নি। নবীরা হলেন স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারিত প্রতিনিধি বা ইমাম অথবা দ্বীনের দায়িত্বশীল। নবী ও রাসূলদের আনুগত্য করা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। কোনো মানুষ নবী ও রাসূলদের দায়িত্বশীল বা ইমাম বানানোর ক্ষমতা রাখে না। এখানে দুনিয়াবী সফলতা আসবে কেন?

আপনি সমালোচনা করছেন সংগঠনের দায়িত্বশীলদের, যারা নির্বাচিত হয়েছেন দলীয় ফোরামে বা দলের কর্মপদ্ধতিতে। আপনি তো দলের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন পরোক্ষভাবে। কোনো দলের যখন নীতিনির্ধারণী তথা দায়িত্বশীলদের প্রতি আপনার আস্থা বা বিশ্বাস নাই, সেখানে দল আঁকড়ে বসে আছেন কেন? এ জন্য আমার পরামর্শ ছিল আপনি নতুন ইসলামী দল গঠন করুন। আপনি আপনার দায়িত্ব আদায় করুন। দুনিয়াবী সফলতা না পেলেও আখেরাতের জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যাবেন। মোখলেছ ভাইদের মতো চাটুকারিতা না করে, বরং দায়িত্বশীলদের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রাইকা নীতি উপস্থাপন করুন। মিখাইল গর্ভাচেভ যেভাবে USSR ভেঙ্গেছিলেন, দেখেন এ রকম কোনো ভাঙ্গন জামায়াতে ধরাতে পারলে আপনি নিশ্চয় সফলকাম হতে পারবেন।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী আজকের অবস্থানে এসেছে। কর্মী, সমর্থক, দায়িত্বশীলদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিরলস প্রচেষ্টার ফসল আজকের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলরা থানা ও জেলা পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে, উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। একটি

প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁরা দায়িত্বশীল নির্ধারিত হয়েছেন রুকন বা শুরা সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমরাই তাদের দায়িত্বশীল বানিয়েছি তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাঁদের কর্ম সম্বন্ধে। লেলিন বা স্ট্যালিনের শাসন দিয়ে আমরা তাদের কর্মকান্ডের বিচার করবো না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার 'সাংগঠনিক মেজাজ' দেখে খুব অবাক হচ্ছি না। এ রকম মেজাজের লোকদের মধ্যে, বলতে পারেন দিন-রাত থাকি। তবে আপনি বা আপনার মতো 'সংগঠনবাদী'দের নজরে না পড়লেও আপনার বক্তব্যের মধ্যে যে একটা হামবড়া ভাব আছে, সেটি স্পষ্ট! দেখুন, আমি ঝগড়া করার, অর্থাৎ অনর্থক কথার উত্তরে কথা বলার লোক নই। আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি তুলে ধরেছি। আপনার কথাও স্পষ্ট। অবুঝকে আমি সাধারণত অবুঝ বলি না। কারণ, সত্যিকারের অবুঝ কখনোই বুঝবে না কেন তাকে অবুঝ বলা হচ্ছে! *'এবং অজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে তারা বলে দেয়, তোমাদের সালাম।'* (সূরা ফোরকান: ৬৩)

M.M.Rahman: আমাকে বেবুঝই থাকতে দেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: It's your choice. Nobody has to be agreed with anybody else. Everybody has to get his or her own understanding. When everyone's understanding is the same understanding of the unicity (uniqueness) of Allah subhanahu ta'ala, then it is treated as the spirit of jamaat-e Islam (Islamic unity).

এটিই হলো 'ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া'র রিয়েল মিনিং। তাই, কারো সাথে কারো একমত-দ্বিমত হওয়াটা নিছক বাহ্যিক, কথার কথা মাত্র। অন্তত ইসলামের ক্ষেত্রে কারো সাথে কেউ একমত হওয়ার দরকার নাই। ব্যক্তিগত ঐক্যমত কখনোই স্থায়ী হয় না। তবে প্রত্যেকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব ইসলাম এক (একই ধারা অর্থে) হতে হবে। নচেৎ, কদ্দুর যাওয়ার পর হট্টগোল হবে, যেমনটা এখন হচ্ছে। ইসলামপন্থীরা মনে করেন, দেশের মানুষের ইসলাম বুঝায় গলদ আছে; শুধুমাত্র তাঁরাই ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে বুঝেছেন। হ্যাঁ, ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত প্রত্যেকেই ইসলামের মৌলিক দিকগুলো বুঝেছেন, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এঁদের অনেকেই ইসলাম কায়েমের বাস্তবসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন না।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম এক জিনিস আর ইসলাম কায়েমের পদ্ধতি ভিন্ন জিনিস, যেমন করে হক্ব হওয়া আর হক্ব কায়েম করার ব্যাপারটা এক ধরনের নয়। এর প্রথমটি কেউ জানলে ও ব্যক্তিগতভাবে যথাসম্ভব মানলেও দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তাঁর ধারণাগত অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এই ধারণাগত অস্পষ্টতা তথা কনসেপচুয়্যল এমবিগুইটি দূর করার জন্য পূর্ণমাত্রায় মননশীলতার চর্চা হওয়া জরুরী। যে কোন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্বিমত মাত্রকেই

বিপথগামিতা হিসাবে মনে করা হয়। অথচ আক্বলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমনকি শত্রুর সমালোচনা হতেও শিক্ষা গ্রহণ করে।

***M.M.Rahman*:** I don't know what's wrong with you. I am no more interested in your theory. I know what I am and you know who you are. Therefore, forgive or forget. May Allah bless all of us!

*http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul*86/12934

৯ নভেম্বর, ২০১০

ইতিহাসের আলোকে জামায়াত অধ্যয়ন-১৫

৭১ সালে জামায়াতের বিতর্কিত ভূমিকার কারণ অনুসন্ধান

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কি লিখবো, ভাবছি। এ ধরনের একটা আলোচনা খুব চাচ্ছিলাম। লেখককে অনেক ধন্যবাদ।

এম এন হাসান: আরে ভাই, শুরু করেন, দেখবেন অনেকেই এগিয়ে আসছে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ জামায়াতের পক্ষে কোনো রিভিউই করা হয়নি। হলেও কোথাও পাবলিশ হয়নি। আমি যতদূর জানি ১৯৮২ সালের ICS crisis-এর অন্যতম একটা কারণ ছিল এই যে, "They wanted to review Jamat Role in 1971 and findout the way forward to future. But failed".

এই বিষয়টা নিয়ে কোনো কথাই জামায়াত আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে বলেনি। Just 'hide & seek' খেলেছে। ভুল বলি আর শুদ্ধ বলি, ঘটনা তো ইতিহাসে ঘটেই গেছে। এটা তো এমন নয় যে আমাদের আলোচনায় এমন মিরাকুলাস সত্য বেরিয়ে আসবে যে এতে করে কারো ফাঁসি হয়ে যাবে। জামায়াতের সারা জীবনের সবচেয়ে বাজে রাজনৈতিক পরাজয় এই ঘটনা। তার থেকে কি ৭০ বছরের বৃদ্ধ এই সংগঠনের কোন লেসন নেই? এটা হতেই পারে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, ১৯৮২ সালে আবদুল কাদের বাচ্চু ভাই সিপি হওয়ার আগেই তৎকালীন কাপ মিটিংয়ে ৭১ সাল নিয়ে একটা পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়। বাচ্চু ভাই সেটিকে স্টপ না করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। যার পরিণতি...। ১৯৮২ সালে ইরান কানেকশনের (অবশ্য তখন তাজা ইরান বিপ্লবের প্রভাব এড়ানোও কঠিন ছিল) অতিরিক্ত কারণ ব্যতিরেকে, ১৯৮২ এবং ২০১০ সালের রিভোল্ট ব্যর্থ হবার একটা কমন ফ্যাক্টর (কারণ) আছে। আমার দৃষ্টিতে তা হলো: স্বতন্ত্র স্বত্তা হিসাবে দাঁড়াতে না পারা। কেউ বলতে পারেন, ৮২ সালে তো আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। মূলস্রোতকে সংশোধনের চেষ্টা করা অথবা সেটির মধ্য হতে রিক্রুট করার চেষ্টা করা - আমার ধারণায় এ দু'টোই ভুল। মূলস্রোত সংশোধন হবে যদি নিষিদ্ধ হয়ে অস্তিত্বই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সেটি হলে ভালো, কিন্তু তা চাওয়া যাবে না। যুদ্ধের মতো। মূল স্রোত হতে রিক্রুট করতে হলে, প্রথমেই নেগেটিভ কথা বলতে হয়েছে, হবে, যা অনিভিপ্রেত। তাই আমার মতে, যা আছে তা থাক, চলুক, যতটুকু চলে। যারা মনে করছেন, এই গাড়ি মনজিলে পৌঁছবে না, তাঁরা গাড়ি বদল করবে। এক্ষেত্রে গাড়ি তাঁদেরকে বানিয়ে নিতে

হবে। গাড়ি তো বানানো যায় না, গাড়ি (মানে সংগঠন) গড়ে উঠে। এজন্য দরকার থট এক্সচেঞ্জের কাজ করা। একপর্যায়ে একটা নিউক্লিয়াস গঠিত হবে। যে কোনো বিপ্লব বা বিপ্লবী দল একটা চিন্তাগোষ্ঠীকে নিয়েই গড়ে উঠে। ইসলামপন্থীদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব ইসলামে ব্যাপক সমস্যা আছে। সে সব নিয়ে কাজ করাটাই আমার বর্তমান এজেন্ডা। পোস্টের বিষয়গুলো আমার কাছে অনেক পুরোনো।

১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে যখন আমি কর্মী, তৎকালীন একজন কাপ সদস্যসহ একাধিক দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে ১৯৭১ নিয়ে একদিন বাদ ফজর হতে একটানা ৫ ঘণ্টা অর্থাৎ দিনের ১১টা পর্যন্ত কথা বলেছিলাম। একাত্তর বিষয়ক লেখা আছে এ রকমের একটা ম্যাগাজিন (সম্ভবত সাপ্তাহিক বিচিত্রা) কিনে পকেটে পয়সা না থাকায়, ১৯৮৫ সালের শুরুর দিকে, প্রায় ১০ মাইল পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম শহর হতে নতুনপাড়ার বাসায় এসেছিলাম। এসব বিষয় নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। সেটা বোঝানোর জন্য এ দু'টো ঘটনা লিখলাম। একাত্তর, জামায়াত ইত্যাদি নিয়ে না লিখে আমি পুরো বিষয়টাকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে চাই। এদেশের ইসলামপন্থীরা কম-বেশ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাঁরা যতটা ধার্মিক, ততটা বৌদ্ধিক নন। এক ধরনের স্পিরিচুয়াল টেনডেন্সি তাঁদের ইন্টালেকচুয়্যালিটিকে ওভারশ্যাডোড করে রাখে। 'লোক ইসলাম'ই এ দেশীয় ইসলামের মূলধারা। নেতৃস্থানীয় ইসলামী সংগঠনও এ ধারার বাইরে নয়। ইসলামের স্পিরিচুয়্যালিটিকে আমি কোরআনের এই আয়াতের মাধ্যমেই বুঝি: "তাঁরা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি-সংগঠন নিয়ে সব সময়ে চিন্তা-ফিকির করে।"

আমাদেরকে এ রকমই হতে হবে। কোন সময়ে কোন ব্যাপারে আমাদের কী করতে হবে তা আমাদের বিবেক বুদ্ধি তথা আক্বলই বলে দিবে। চলার জন্য কোরআন হাদীসের হাওলা না করে আমি বিবেক বুদ্ধির কথা এজন্যই বললাম যে, কোরআন হাদীস বোঝার জন্যও বিবেক বুদ্ধি লাগবে। আক্বলের রসে ডুবানো না থাকলে রেফারেন্স সহীহ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

এম এন হাসান: ৮২-র ইস্যু নিয়ে সবিস্তারে পোস্ট দেয়ার ইচ্ছা আছে, তাই বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না। তবে আপনার মতামতের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর আপনি কি করতে চান তা যদি শেয়ার করেন সবার সাথে, তাহলে বিভিন্ন জনের মতামত পেলে হয়ত আরো ভালো আইডিয়া বেরিয়ে আসবে। কনফিডেনসিয়াল হলে মেইল বা বার্তায় পাঠাতে পারেন। ধন্যবাদ আবারো।

গাজালা: "১৯৮২ সালে আবদুল কাদের বাচ্চু ভাই সিপি হওয়ার আগেই তৎকালীন কাপ মিটিংয়ে ৭১ সাল নিয়ে একটা পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়।" মোজাম্মেল হকের এ কথার সূত্র কী? তিনি এটা কিভাবে জানলেন?

এম এন হাসান: উনি সম্ভবত তৎকালীন সময় থেকেই সংগঠনের সাথে ছিলেন। সমসাময়িক সংগঠনে কিছু হলে তা জানার জন্য রেফারেন্স যে বলে সে নিজেই। তারপরেও উনাকে মেসেজ দিয়েছি, দেখি উনি কী জবাব দেন। এনিওয়ে, আমার ব্লগ বাড়িতে আপনাকে দেখে ভালো লাগল, আবার আসবেন। সোনার বাংলাদেশ ব্লগে আপনি নতুন, তাই স্বাগতম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ১৯৮২ সালের খন্ডচিত্র: একজন ভাই জানতে চেয়েছেন, ১৯৮২ সালে ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কমিটি গঠন করার বিষয়টি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কিভাবে জানতে পারলেন? মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ১৯৮৮ সালে সদস্য হওয়ার আগ হতেই তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী দায়িত্বশীলদের কাছ হতে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে জানা ও বোঝার চেষ্টা করেছেন। এ ঘটনার বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের বর্তমান সহকর্মী চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলের উপর এমফিল ও সদ্য পিএইচডি সমাপ্ত করা জামায়াতের বর্তমান একজন রুকন, যিনি বহু বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাক্তন সদস্য এবং ১৯৮১/৮২ সালের দিকের সাথী পদে ছিলেন, যুবশিবিরের হাতে মারও খেয়েছেন এমন এক ‘দায়িত্বশীলের’ বক্তব্য হলো, বাচ্চু ভাইয়ের পূর্ববর্তী সিপি এনামুল হক মঞ্জু ভাইয়ের সময়ে এই পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়। বাচ্চু ভাইকে এই কমিটির কাজ বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়া সত্ত্বেও তিনি কাজ চালিয়ে যেতে চাইলেন। অনেক গন্ডগোলের পরে জামায়াত সিদ্ধান্ত দিলো, সব সিনিয়র দায়িত্বশীলরা একযোগে ছাত্রজীবন শেষ করবেন। দেখা গেলো, জামায়াতের ইঙ্গিতে মিলন ভাই ছাত্রজীবন শেষ না করে রয়ে গেলেন এবং পরবর্তীতে সিপি হলেন। এসব বিষয় নিয়ে ঢাবি হতে প্রকাশিত সমাজ নিরীক্ষণে চবি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. ভূঁইয়া মনোয়ার কবীর স্যারের একটা আর্টিকেল আছে। এছাড়াও জামায়াতের উপর আমার এই শিক্ষক প্রতিবেশীর বহুল পঠিত একটা আন্তর্জাতিক প্রকাশনাও আছে (Politics & Development of The Jamaat-e-Islami Bangladesh – Bhuian Md. Monoar Kabir)। সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হলো, ঢাবির বর্তমান প্রফেসর মুজাহিদুল ইসলাম, দৈনিক নয়া দিগন্তের মাসুদ মজুমদার, খেলাফত মজলিশের আজকের দিনের অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের (বাচ্চু ভাই) ইনারা। আমার কাছে যত ডকুমেন্ট ছিলো সব অনেক আগেই (১৯৮৭ সালে সাথী হওয়ার পরপরই) পুড়িয়ে ফেলেছি। জানতে চাইলে এখনো যে কেউ পুরনো দায়িত্বশীলদের কাছ হতে এসব বিষয় জানতে পারবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন। ধন্যবাদ।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/16965

১৬ ডিসেম্বর, ২০১০

ইতিহাসের আলোকে জামায়াত অধ্যয়ন-১৬

৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা আদর্শিক না রাজনৈতিক?

এম এন হাসান

প্রবাসী মজুমদার: নিরপেক্ষ চিন্তা নিয়ে লিখেছেন, ভালো লেগেছে। যারা সবকিছুতেই দলীয় গন্ধ পায়, অন্ধের মত দলের পক্ষে বলতেই হবে, এ ধরনের মনমানসিকতার কারণে বিবেক মরে যায়। সত্যও চাপা পড়ে যায়। এটা ঠিক যে, আওয়ামী লীগ কখনো জামায়াতকে সহ্য করেনি, ক্ষমতার লোভের স্বার্থে। ৭১ পূর্ববতী সময়ে গোলটেবিলে বসে আওয়ামী লীগ জামায়াত একত্রে সিদ্ধান্ত নিলে সবার জন্য কল্যাণকর না হলেও দেশের জন্য হতো। কিন্তু ঘায়েল করার মনমানসিকতা নিয়ে নামা রাজনৈতিক খেলার মাঝে ভারতের মারা কেরামের গূটি পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসলেও এ দলটির দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য আজও এদেশের মানুষেরা ভুগছে।

জামায়াত কর্তৃক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাওয়া কিংবা নিরপেক্ষ থাকা - এর কোনটিই বাস্তবসম্মত ছিল না। মোটকথা, রাজনীতির মাঠে জামায়াত খেলতে পারদর্শী নয়। এ দেশের জনগণ অতি ইসলামপ্রিয় হবার পরও আজ পর্যন্ত জামায়াত জোটবিহীন একটি আদর্শ ও একক জনপ্রিয় দল হিসেবে দাঁড়াতে না পারার মূল কারণ “বস্তা পঁচা গণতন্ত্রের লেবাসে ইসলামের চর্চা। এ গণতন্ত্রই এখন জামায়াতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।” সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জানবাজ কর্মীবাহিনী তৈরির পরিবর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠা, ত্যাগের পরিবর্তে পুঁজিবাদী ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারাই যেন বার বার তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বানরের উপরে উঠার মতই হয়েছে। আপনার গবেষণা ও পরিশ্রমলদ্ধ সিরিজ লিখার জন্য ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মজুমদার ভাইয়ের উল্লেখিত ‘গণতান্ত্রিক ইসলাম’ চর্চার একটা নমুনা দিচ্ছি, একটু আগে চবি’র একজন শিক্ষক এক কাহিনী শোনালেন। তিনি ছিলেন কর্মী। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। হাটহাজারীর আসনে জামায়াতের প্রার্থী ডা. ওমর ফারুকের পক্ষে উনারা জনপ্রতি ৭/৮ টা করে ভোট দিয়েছেন। চবি স্কুল কেন্দ্রে। জাল ভোট। সংগঠনের সিদ্ধান্তে, বাধ্য হয়ে। একজন সাথী ভাই ভোট কেন্দ্র হতে এসে খুব কেঁদেছেন। বলাবাহুল্য, জিহাদ মনে করে এত জাল ভোট দিয়েও সংগঠনের প্রার্থী জিতার ধারে কাছেও যেতে পারে নাই। এটি সাতকানিয়ার চিত্রও বটে। যদিও উনারা জিতেছেন। গতবার। এবং এবারও। কিন্তু এতে করে সাতকানিয়ার মতো মাদ্রাসা ও আলেম অধ্যুষিত এলাকায় যে নৈতিক মানের অবনতি হচ্ছে তা অপূরণীয়!

কথা হচ্ছিল, 'ম্যাক্সিমাম রিক্রুটম্যান্ট, এভারেজ কোয়ালিটি? অর ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি উইথ লো-রেইট রিক্রুটম্যান্ট?' প্রসঙ্গে। আমি বললাম, কোরআনে তো বলা হয়েছে, ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন, ইয়াদয়ুনা ইলাল খাইর...। তাহলে, আমরা কেন সংখ্যাধিক্যের পিছনে ছুটছি? পপুলার ইসলামের মতো ভয়ংকর ভুল কনসেপ্টের পিছনে ছুটছি? ভেবেছিলাম, এ পর্বে লিখবো না। কারণ, ইতোমধ্যেই আপনারা জেনেছেন, ইতিহাস বিশ্লেষণের চেয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় আমার আগ্রহ বেশি। তত্ত্ব আর ইতিহাস পরস্পর সহগামী হলেও অভিন্ন নয়। আমি থিমেটিক এপ্রোচকে প্রেফার করি। পড়াশোনার যে চাকুরি করি, সেখানেও আমার এই মানসিকতা। সংশ্লিষ্টরা আমার এই প্রবণতা সম্পর্কে জানেন।

৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা কি ভুল ছিল? হ্যাঁ, প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি ভুল ছিল। আবার জামায়াত যেসব কারণ বা যুক্তির কথা বলে সে সবের বিবেচনায় বলা যায়, না, ভুল ছিল না। রাজনৈতিক বিষয়ে গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে একাধিক অপশন থাকে। সর্বাধিক সঠিক বিবেচনা করে নেয়া সিদ্ধান্তও পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভুল প্রমাণিত হতে পারে। গেইম থিওরি অনুসারে ব্যাপারগুলোর মধ্যে সব সময়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে। অন্যরা কী করবে, খেলা শেষ পর্যন্ত কোথায় কতটুকু পর্যন্ত গড়াবে - সেটা তো কোনো পক্ষই নিশ্চিত করে বলতে পারে না, নিছক অনুমান করে।

তাই, ৭১ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না মনে করলেও পরবর্তীতে সেটি নিয়ে যে রাখঢাকের পলিসি তথা উন্নাসিকতার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে - তা যে ভুল হয়েছে সেটি তো অতি স্পষ্ট। কোলাবরেশনের উপরি মন্ত্রিত্ব নেয়াটা বোধহয়... (নেতিবাচক কথা যত কম বলা যায়, তত ভালো!?)। যারা আদর্শ নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা প্রায়শই নিজেদের আদর্শ বহির্ভূত বিষয়গুলোকেও আদর্শের মোড়কে ঢাকতে চান। যেমনটি জামায়াতে ইসলামী (এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও) ধারাবাহিকভাবে করে আসছেন। এবিউজ অব আইডিওলজি ইজ আনএভয়েডেবল ইন পলিটিক্স। চেষ্টা করতে হবে, এটিকে কতো কমানো যায়।

জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলো রাজনৈতিকভাবে একদেশদর্শী (ইমম্যাচিউরড)। ১৯৯০ সালের চাকসু নির্বাচনে যদি আমরা বিএনপির সাথে ঐক্য করতাম, তাহলে জিততাম। দায়িত্বশীলরা বলেছিলেন, আদর্শিক ছোট দল যদি পাওয়ার পলিটিক্সের স্বার্থে এমন (আদর্শহীন) বড় দলের সাথে জোট বাঁধে তাহলে আদর্শের মৌলিক ক্ষতি সাধিত হয়। এখন কি এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে? নাকি আপাতত স্থগিত হয়েছে? শুনছি, এখন নাকি জামায়াতের পলিসি হচ্ছে বিএনপিকে শক্তিশালী করা!

দেশের ডান ধারাকে নেতৃত্ব দিতে হলে বিএনপিকে মার দেয়া (ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থে) ছাড়া জামায়াতের কোনো গতি নাই। হতে পারে কোয়ালিটি দিয়ে। অথবা, কেনো দৈব-

দুর্বিপাকে বিএনপি ধ্বংস হয়ে গেলে। এই দু'টির কোনোটিই যদি না হয়, তাহলে যা হবে (এবং হচ্ছেও) তা হলো, জামায়াতের লোকজন (ক্যাডাররা) ক্রমান্বয়ে বিএনপির মতো সুবিধাবাদী ও চরিত্রহীনে পরিণত হবে। কারণ, উচ্চমানের ক্যাডারদেরকে যদি মানহীন কিংবা দুর্বল সাধারণের সাথে অবাধে মিশতে দেয়া হয়, তাহলে সাধারণ পর্যায়ের লোকজন ক্যাডারের মান অর্জন করবে না, কিন্তু ক্যাডাররা নিজেদের উচ্চ মান খোয়াবে। পানি সর্বদা নিচের দিকেই যায়। তাই না? অতঃপর? করণীয়? আপাতত অধিকতর মন্তব্য বা পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। লেখককে ধন্যবাদ।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/20332

৬ জানুয়ারি, ২০১১

৬. পোস্ট

প্রসঙ্গ সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাচন

জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি

বিগত পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী পেয়েছে ৯ হাজারের বেশি, আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী পেয়েছে ৫ হাজারের বেশি আর জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী পেয়েছে ৪ হাজারের বেশি ভোট। এ হিসাবে জামায়াতের প্রার্থী পেয়েছে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভোট। এই রেজাল্ট ছিল প্রত্যাশিত। জামায়াতের কোনো কোনো দায়িত্বশীল চেয়েছিলেন, জামায়াত এবারে পৌরসভার নির্বাচন না করে বিএনপিকে ছেড়ে দিক। কারণ, জেতার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেন নাই? যেখানে জামায়াতের এমপি গতবার এবং এবার নির্বাচিত হয়েছেন?

সংসদ নির্বাচনে মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম জয়লাভের পর পরই মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করে। সাতকানিয়া সদরে জামায়াতের সংগঠন খুবই দুর্বল। মাত্র ৩ জন কর্মী নিয়ে যেখানে একটি সক্রিয় ইউনিট হতে পারে, সেখানে সাতকানিয়া সদরে ১টিও সক্রিয় ইউনিট নাই! সাতকানিয়া সদরে ৩টি পাড়া: সতী পাড়া, চর পাড়া ও বোয়ালিয়া পাড়া। বোয়ালিয়া পাড়া জামায়াত-শিবির হিসাবে পরিচিত হলেও ওখানে মিশ্র অবস্থা। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লোক সেখানে থাকেন। জনগণ আদর্শিকভাবে ততটা উচ্চমানের নয়। সতী পাড়া শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী এলাকা হিসাবে পরিচিত। এরা মূলত আওয়ামী লীগ করে। সন্ত্রাসী টাইপের লোকজন। চর পড়া (প্রকাশ, চোর পাড়া) হলো সাতকানিয়া কলেজ সংলগ্ন এলাকা। সেখানকার লোকজন পাঁচমিশালী ধরনের। এরা মূলত বিএনপি সাপোর্টার। সাতকানিয়া পৌরসভার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা ও লোকজন ওভারঅল ইসলামী চরিত্রের নয়।

বিভিন্ন কারণে সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ভোটপ্রাপ্তি ছিলো আশাতীত। সে হিসাবে পৌরসভায় প্রাপ্ত ভোটে জামায়াত তখন মেজরিটি ছিলো। সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ছাড়া অপর দুই প্রার্থী ছিলেন ‘বহিরাগত’। কর্নেল অলি আহমদ চন্দনাইশের মানুষ আর আওয়ামী লীগের এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম লোহাগাড়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ‘বড় হাইত্যা’ এলাকার। জামায়াত প্রার্থী মাওলানা শামসুল ইসলাম হলেন তূলনামূলকভাবে লোকাল। আওয়ামী পাড়া হিসাবে পরিচিত সতী (স্থানীয় উচ্চারণে ‘হতি পাড়া’) হলো মাওলানা শামসুল ইসলামের নানার বাড়ির এলাকা। তাঁর কিছু মামা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজন সেখানে এখনো আছেন, যারা স্বভাবতই তাঁর পক্ষে ছিলেন। তাঁর বোন বিয়ে

দিয়েছেন লোহাগাড়া আওয়ামী লীগের এক পুরনো নেতার কাছে, যিনি ছিলেন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি মারা গেছেন।

সাতকানিয়া পৌরসভা সরকার থেকে পাশ করিয়ে ‘এনেছেন’ শাহজাহান চৌধুরী এমপি। তখন যদি জেলা আমীর জাফর সাদেককে দিয়ে ইলেকশান করা হতো, হয়তোবা গণজোয়ারের ধাক্কায় তিনি পাশ করে যেতেন। কিন্তু জামায়াত সে সময়ে প্রার্থী দেয় একজন সমর্থককে। যেটি এমনকি জামায়াতের স্ট্যান্ডিং পলিসির ব্যতিক্রম। সে সময়ে নাকি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি। অথচ জনাব জাফর সাদেক তখনো জামায়াতের নেতা ছিলেন। হয়তোবা তখন তিনি পৌরসভা নির্বাচনকে ছোট মনে করেছেন!? উপজেলার আওতায় ১৭টি ইউনিয়ন। উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হয় একটা ইউনিয়নের জামায়াত সভাপতি জনাব নুরুল হককে। সেখানেও যদি জাফর সাদেক ইলেকশান করতেন তাহলেও একটা ইমেজ গড়ে উঠতো, হয়তোবা।

সাতকানিয়া সদরে যারা রুকন আছেন, ৫-৭ জন, তাঁরা কেউই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নন। মানুষ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জামায়াতকে সমর্থন করার কোনো কারণ নাই। অন্যদের জন্য সর্বোচ্চ মান (আযিমত) ও নিজেদের জন্য জায়েযের সর্বনিম্ন সীমা (রোখসত) হলো তাঁদের মুয়ামালাতের প্যাটার্ন। জামায়াতের নেতারা সাধারণত যা করে থাকেন। পৌরসভা হলো বিএনপির কনস্টিটিউয়েনসি। মাহমুদুর রহমান গতবারেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। অথচ, সংসদীয় আসন বা প্রতিনিধিত্ব জামায়াতের। এভাবেই ছিলো সেখানকার পলিটিক্যাল সেট-আপ। এমতাবস্থায় জামায়াত কর্তৃক পৌরসভা ক্লেইম করাটা সাংগঠনিক কৌশল ও রাজনৈতিক শিষ্টাচারের খেলাফ হয়েছে। গতবার যদি জামায়াত পৌরসভায় নির্বাচন না করে ছেড়ে দিত, তাহলে হয়তোবা এবার বিএনপির সাথে একটা দরকষাকষি করতে পারত। এমনও স্ট্র্যাটেজি হতে পারতো যে, লোকটি যেহেতু বোনাফাইড বিএনপি নন, তাহলে তাঁকে সমর্থন দিয়ে অবলাইজড করা ও ক্রমান্বয়ে তাঁকে জামায়াত বানানোর চেষ্টা করা। এর কোনোটাই না করাতে অসম্ভব নয় যে মাহমুদুর রহমানকে দিয়ে আগামীতে বিএনপি সাতকানিয়াতে সংসদ নির্বাচন করতে চাইবে!

বিএনপির পৌরসভা মেয়র মানুষকে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তা অভূতপূর্ব। টাকার হিসাবে তা বহু কোটি টাকা। এমন কোনো কাজ নাই যেটিতে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নাই। অপরদিকে জামায়াত প্রার্থী সংগঠনের বড় নেতা। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক, জনবিচ্ছিন্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মেয়র জামায়াতের হলে এমপির জন্য সহায়ক হবে ইত্যাদি যুক্তির কথা বলা হলেও তিনি জেতার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী ছিলেন। কিসের ভিত্তিতে তা তিনি মনে করেছেন, সেটি স্পষ্ট নয়। জেলা আমীর স্বয়ং জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী থাকায় কেন্দ্রও তাঁর সাথে একমত হয়ে অনুমতি দিয়েছেন। কেন্দ্রের উচিত ছিলো নিরপেক্ষ জরিপ রিপোর্ট নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া। যেখানে এমপি জামায়াতের সেখানে নির্বাচন

না করা বা কোনো জামায়াত প্রার্থী হেরে যাওয়া যদি দু'আনা পরিমাণ ক্ষতির বিষয় হয়, তাহলে দীর্ঘদিনের জেলা আমীর স্বয়ং নির্বাচন করে এক-পঞ্চমাংশ ভোট পাওয়া কয় আনার ক্ষতি? জনগণ ভেবেছে, মেয়র বিরোধী দলের হলেও ব্যক্তিগত ভাবে যা করেছেন তা তো অনেক বেশি। জামায়াত নেতারা জনগণের মনকে বুঝতে সক্ষম হয় নাই।

এ ব্যাপারে অভিজ্ঞজনের অভিমত হচ্ছে, "শরয়ী ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর পরিপক্কতা দরকার।" সাতকানিয়াকে আমরা জামায়াতের গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার নমুনা হিসাবে দেখতে পারি বটে। সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বশীলেরা যেভাবে এককে জন কয়েকটা করে ভোট দিয়েছেন এবং টাকা বিলিয়েছেন তা জামায়াতের ইসলামীর জন্য রাজনৈতিক কলঙ্ক ছাড়া আর কী? এক একটা ভোটে গড়ে ৫০০ টাকা করে খরচ হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে ১ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। অতি উৎসাহী কেউ বলতে পারেন, আপনি কীভাবে জানেন? রেফারেন্স কী? ইত্যাদি। আসলে আমি নিজেই রেফারেন্স, ধরে নেন। আমরা তো একটা ছোট্ট জগতে বাস করি। তাই না? ক্বাবার ভেতরে কেবলা নাই। লাগে না। কি, বুঝলেন? এসব কথা আমার কানে এসেছে। আমি বিশ্বাস করেছি। আপনি করবেন কিনা, তা আপনার ব্যাপার।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

ডার্ক জাস্টিস: সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া, আনোয়ারা ইত্যাদি উপজেলার সাথে পৌরসভার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি কি আসলে বুঝতে পারি না। উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভা চেয়ারম্যানের মধ্যে কি ক্ষমতার দড়ি টানাটানি হয়? প্রশ্নটি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক। আপনার পোস্ট তথ্যবহুল তবে স্থানীয় ছাড়া বাকিদের জন্য এলাকা বিন্যাস বুঝা একটু কঠিন। একটি এলাকার মানুষকে এভাবে ইসলাম বিরোধী বলা কি ঠিক?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামী দলকে জেনে বুঝে যারা ভোট না দিয়ে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে ভোট দেন - তাঁদেরকে কি ইসলামপন্থী বলা যায়?

ইবনে বতুতা: মন দিয়ে পড়লাম। আপনার লেখা আমি বরাবরই মন দিয়ে পড়ি। মন্তব্য করার স্কোপ পেলাম না, শুধু বলব, জামায়াতের সবার এই লেখাটা পড়া উচিত। অতীতের শিক্ষাই ভবিষ্যতের পাথেয়। পাথেয়কে হেলা করা বোকামি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একেবারে ভিতরের খবর। বলতে পারেন, লা রাইবা ফিইহ্। এই 'নির্বাচনী জিহাদের' বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্বে করবো, ইনশাআল্লাহ।

ইবনে বতুতা: ধন্যবাদ, আপনার ব্যতিক্রমী লেখার জন্য। জামায়াতের নেতারাই যদি ভোট কারচুপি করে, তাহলে ইসলামের নাম মুখে নেয়ার অধিকার তাদের আর থাকে কি?

আপনার পরবর্তী লেখার অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহ আপনার কলমকে আরো ক্ষুরধার করুন। সেই সাথে নেতাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করছি।

সব জানা শমসের: মোটেই অবাক হইনি। কারণ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জামায়াত নমিনি আজিজুল হক মানিককে জিতাতে নির্লজ্জ ভোটচুরি করতে দেখেছি! ইসলামকে বিজয়ী করতে কী কসরত!

পরদেশী: আপনি মনে হয় সাতকানিয়ার লোক। আপনি যখন ভোটের এতো হিসেব নিকেশ জানেন, তাহলে আপনি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন না কেন? যেহেতু আপনি জামায়াত ইসলামীর রাজনীতি করেন এবং লেখাজোখা করেন, সাথে আছে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী। দল আপনাকে নমিনেশন না দিলেও বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নিজস্ব ভোটের ক্যারিশমা দেখাতে পারতেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কিছু না বলাই ভালো। দেখুন, কীভাবে আপনার মন্দ কথার উত্তরে সুন্দর কথা বলে মোকাবিলা করলাম...! আগে জানতাম, বাম-নাস্তিকরা অসহিষ্ণু। এখন দেখছি, ইসলামী লোকেরাও কম যান না! লোকেরা দেখুক, আপনার মন্তব্য ও আমার উত্তর।

আবু আফরা: ওখানে মাঝে মাঝে যেতাম চিটাগাং থাকা অবস্থায়। ওখানে গেলে আমারও ঐ রকম মনে হত। তবে ওটা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের যে ঘাঁটি তা আমার সব সময় মনে হয়েছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনাকে দেখে খুশি লাগছে। জাতীয়তাবাদীদের ঘাঁটি হতে পারে বটে, ইসলামেরও হতে পারে। তবে ওখানে জামায়াতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি শংকিত।

মামু ভাগিনা: "জামায়াত প্রার্থী সংগঠনের বড় নেতা। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক, জনবিচ্ছিন্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী।" কীভাবে বুঝলেন? আপনার কাছে এর প্রমাণ আছে? জনবিচ্ছিন্ন হলে তো ভোট একদম না পাবারই কথা? আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে উনি নিজেই প্রার্থী হয়েছেন গায়ের জোরে? আপনার দেয়া তথ্য নির্ভুল, 'লা রাইবা ফিহি' - এর মানে কী? এটা এক ধরনের অহংকার নয় কি?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: উনি অর্থাৎ জাফর সাদেক ভাই আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আমাকে উনি যথেষ্ট স্নেহ করেন। আপনি যা কিছু উদ্ধৃত করেছেন, তা আমার বানানো কথা নয়। এমন কারো যিনি এমন কথা বলতে পারেন। আপনি আমাকে যতই প্রভোক করেন না কেন, আমার তথ্যসূত্র আপনি পাবেন না। বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে করা না করা আপনার ব্যাপার। মতামত নিয়ে দায়িত্ব বা কোনো মনোনয়ন দেয়া জামায়াতের সাংগঠনিক রীতি। একটা হলো ক্লেইম করা। অন্যটা হলো কনসেন্ট নেয়া বা দেয়া। জামায়াত কনসেন্ট

নেয়। জামায়াত তার কর্মী-সমর্থকদেরই ভোট পেয়েছে। সাধারণ জনগণের ভোট পায় নাই। কেন তারা সাধারণ লোকজনের ভোট পায় নাই তা পরবর্তী পর্বে বলার আশা রাখি। ধন্যবাদ।

এম এন হাসান: *সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বশীলেরা যেভাবে এক এক জনে কয়েকটা করে ভোট দিয়েছেন এবং টাকা বিলিয়েছেন তা জামায়াতের ইসলামীর রাজনৈতিক কলঙ্ক।*

আচ্ছা, উপরিউক্ত ঘটনার যেহেতু আপনি নিজেই সাক্ষী, আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি। ২০০৮ এর নির্বাচনের আগে কিছু পত্রিকায় খবর এসেছিল সিরাজগঞ্জে নাকি কুরআন শরীফে হাত রেখে শপথ করানো হত ভোট নিশ্চিত করার জন্য? এই ঘটনা কি আদৌ সঠিক? সিরাজগঞ্জবাসী বা ঐ অঞ্চলের কেউ যদি জানেন, জানাবেন প্লিজ। এগুলো যে ভোটের রাজনীতিতে বাধ্য হয়ে করতে হয়, সেটা বুঝার জন্যই জানা দরকার।

এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ জনের অভিমত হচ্ছে, "শরয়ী ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর পরিপক্কতা দরকার।"

অভিজ্ঞ জনের সাথে একমত। খুবই ভালো লিখেছেন, সিরিজের সাথে আছি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ধন্যবাদ। পোস্ট দেয়ার ইচ্ছা ছিল না। ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে কিছু মন্তব্য দিয়েছি। কোনো এক কমেন্টে সাতকানিয়ার উদাহরণ দিয়ে লিখবো, এমনটা লিখেছিলাম। নিছক ওয়াদা রক্ষা করার জন্য লেখা। দু'একদিনের মধ্যে মন্তব্য করবো, ইনশাআল্লাহ। আমি ভাই চিটাগাংয়ের লোক। সিরাজগঞ্জ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। আমি এসব বাদ-প্রতিবাদে, সত্যিকথা বলতে, কিছুটা বিরক্ত। তবে, ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। আপনি লেগে থাকেন। আমি আপনাদের সাথে আছি।

বুলেন: আমি চট্টগ্রামের নই। তবে চট্টগ্রামে পড়াশোনার সুবাদে চট্টগ্রামের রাজনীতির খোঁজখবর নিতাম। এবারের সাতকানিয়ার পৌরসভা নির্বাচনের আগের নির্বাচনের ২ দিন আগে আমি একজন শিবিরের ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কে জিতবে?"। উনি মনে হয় রেডি করা উত্তর দিলেন, "অবশ্যই বিএনপির প্রার্থী"। অথচ অনেকেই বলছিল, জামায়াত জিতবে। নির্বাচনে বিএনপি জেতার পর আমি বুঝতে পারলাম, ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। আপনার কথায় ওই শিবির নেতার মত অনেকগুলা যৌক্তিক কারণ দেখতে পেলাম। প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জামায়াত যদি আদর্শ মেনে না চলে, ভবিষ্যতে জামায়াতের জন্য কঠিন সময় আসছে, শুধু সাতকানিয়ায় না, পুরো বাংলাদেশে।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/22776

২১ জানুয়ারি, ২০১১

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশঃ কতিপয় পর্যবেক্ষণ

১. কোন এস্টাবলিশমেন্ট নিজেকে এতোটা পরিবর্তন করতে চায় না যেটা ব্যাপকতার দিক থেকে অত্যন্ত গভীর। যাকে আমরা বিপ্লব বলে থাকি।

২. ইসলামী আন্দোলন হিসাবে জামায়াতে ইসলামীতে ব্যাপক সংস্কার দরকার। এ সংস্কারগুলো জামায়াতের কর্মসূচি ও কর্মধারার মধ্যে নাই, এমন নয়। জামায়াতকে জামায়াতের লালিত ও প্রচারিত ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে কার্যকরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধী নীতি, বৃহত্তর জোট গঠনের জন্য ইসলামী আদর্শপন্থীদের চেয়েও শক্তিমান সেক্যুলার শক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সেটির রাজনৈতিক ছাতার নিচে নিজেকে অস্তিত্বহীন করার প্রক্রিয়ায় ফেলে অন্ধ পথ চলা, আন্তর্জাতিক নীতিতে মার্কিনপন্থায় সমর্পিত হয়ে থাকা, পপুলার ইসলামের বিপদজনক তাবলীগপন্থাকে অঘোষিত নীতি হিসাবে মেনে চলা, প্রচলিত ইসলামপন্থীদের অতিরক্ষণশীল নারীবিরোধী কার্যক্রমকে সাংগঠনিক নারীনীতি হিসাবে গ্রহণ করা, সমাজ সংস্কারমূলক ও হত-দরিদ্রদের জন্য উল্লেখ করার মতো কার্যক্রম দৃশ্যমান না থাকা - এসব কারণে এই সংগঠন এখন আর সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। বড়জোর একটা গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী সংগঠন মাত্র।

৪. বিরাটত্বের অহংকার, জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলেরা যা সব সময় করে থাকেন, শুধুমাত্র সাইনবোর্ডধারী বোকাদেরই শোভা পায়। ইসলামী সমাজ বিপ্লবে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটা সংগঠনে একজন ব্যক্তি-মুমিনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। স্পষ্টভাবে দৃশ্যমানভাবে থাকতে হবে। বাজারে, কুড়িয়ে পাওয়া ছাগলের মালিকের সন্ধানে দেয়া মতলবি এলানের মতো উঁচু-নিচু স্বরে বলার মতো হলে, কাজের কাজ কিছু হবে না!

৫. আমার ধারণায় এবং অভিজ্ঞতায়, জামায়াত টিকে থাকবে। ভালোভাবে টিকে থাকবে। একটা সহযোগী ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে; যেমন টিকে থাকবে ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে তাবলীগ জামায়াত, মাদ্রাসাসহ অপরাপর ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ। পীরবাদীদের মুরিদের সংখ্যা বৃদ্ধির মতো জামায়াতের রিক্রুটও বাড়বে। পুকুরে মাছ এতো বেশি যে ফাটা জাল মারলেও অনেক মাছ উঠে! অর্থাৎ বাংলাদেশে মানুষ এতো বেশি ও বিভ্রান্ত যে, সব ছাতার নিচেই লোক-জট ও বিগ শটদের দেখা যায়।

৬. আমার ধারণায় জামায়াত সমাজের মেইন স্ট্রিম হতে অলরেডি পিছিয়ে পড়েছে। ভিক্ষা করার কাজে খাটানোর জন্য কারা যেন সুস্থ বাচ্চাদের পঙ্গু করে দেয়! তেমনি এ দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনার যে বীজ, ইসলামী ছাত্রশিবির, তার পিঠে জামায়াতের সিল লাগিয়ে দিয়ে জামায়াতে ইসলামী স্বীয় কায়েমী স্বার্থ হাসিল করে যাচ্ছে। কথাটা কঠোর কিন্তু সত্যি। বিপরীত স্রোতে সত্য কথা বলার লোক হিসাবে আমার জন্ম। যারা চিনেন, তাঁরা জানেন। সত্যকে পাবার জন্যই এ আন্দোলনে এসেছি।

৭. ছাত্রশিবিরের সাথে জামায়াতের কনফ্লিক্ট পর্যালোচনা করলেই জামায়াতকে বুঝা সম্ভব। ছাত্রশিবিরের সাথে জামায়াতের বার বার যেসব মতবিরোধ হয়েছে তার কোনটাই ছাত্রশিবিরের আদর্শগত ত্রুটির কারণে ছিল না। সহযোগী সংগঠন সংক্রান্ত জামায়াতের থিসিসটাই ভুল। বড় গাছের নিচে ঝোপ-জঙ্গল পর্যন্ত হয় না। আমার ধারণায় ইসলামী সংগঠনের সেক্টর বা কলামগুলো থাকবে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। আন্ডারগ্রাউন্ড কলামে সেগুলো পরস্পর যুক্ত থাকবে, বড়জোর। এ বিষয়ে আমার আলাদা পোস্ট আছে।

৮. জামায়াতের সংস্কার আমার বিবেচনায় এজন্যই সম্ভব নয় যে, পরিবর্তন যা দরকার, আদর্শের নিরিখে তা সম্ভবপর হওয়ার কথা থাকলেও জামায়াতের সাংগঠনিক বর্তমান এস্টাবলিশমেন্টের প্রেক্ষিতে এটি অসম্ভবপ্রায়। এক্সট্রা-অর্ডিনারি ঈমানদার না হলে নিজেকে তো আর কেউ রিফিউট করে না, হদের জন্য নিজেকে পেশ করে না...! এখন সবার দৃষ্টি টাকা বানানো, পজিশন বাগানো, ইলেকশান করা (এটি নাকি জিহাদ!), 'আমি বলেছি' কিংবা 'আমরাও ভাবছি' টাইপের কথা বলে গা বাঁচানো এবং পেছনে সমালোচনা করায় নিয়োজিত।

দায়িত্বশীলদের একটাই জিগির, রুকন হন না কেন? মানুষ হিসাবে কেমন, পেশাগত দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেন কিনা এসব কথা ক্বদাচিৎ বলা হয়। জিজ্ঞাসার মূল বিষয় হলো রিপোর্ট রাখেন কিনা ইত্যাদি। আচ্ছা, এতগুলো রুকন কী করেন? সব কিছুতে সিস্টেমের দোহাই। সিস্টেম গড়ে উঠার পরে যা করণীয় তা দিয়ে সিস্টেম কায়েম হয় না। যেখানে সিস্টেম আছে সেখানে যথাযথ স্থানে পরামর্শ পৌঁছানোই যথেষ্ট হয়। সিস্টেম কায়েম করতে গিয়ে প্রচলিত সিস্টেমকে আন-সিস্টেমেটিক্যালি ভাঙ্গতে হয়! জিহাদ আর ফিৎনার পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক গ্যাপ আছে।

৯. টিকে থাকার এক অদম্য নেশা, নামের এক অর্থহীন আবেগ, ব্যক্তি বিশেষের অপরিহার্যতার এক অলীক ধারণা, জামায়াতকে পেয়ে বসেছে। ফলে পরামর্শ গ্রহণ করার মতো স্বাভাবিক অবস্থা এটি হারিয়ে ফেলেছে। পরামর্শের ক্ষেত্রে দেখতে হয়, পরামর্শটা কতটা ওজনদার। আর উনারা দেখেন, পরামর্শটা কে দিয়েছে। তবুও যদি উপযুক্তদের কথা শোনা হতো...! শুনি যে, অমুক-তমুক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলরা বলেন, ব্রেইন স্টর্ম দরকার, রিথিংক করা দরকার, নারীনীতি ভুল হচ্ছে, শিবিরকে আলাদা রাখাই ভালো,

ইত্যাদি। কই, তাঁরা কেন অন্যদের বোঝাতে পারছেন না? উনারা হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন! তাই যদি হয়, তাহলে এটিও তো প্রশ্ন হিসাবে অনতিক্রম্য হয়ে উঠে, ইসলামী সংগঠন কি মেজরিটি অপিনিয়ন দিয়ে চলা উচিত, না যুক্তির সামঞ্জস্যতায় চলা উচিত? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "হে নবী আপনি যদি অধিকাংশ লোকের কথায় চলেন, তাহলে আপনি বিভ্রান্ত হবেন।" আর জামায়াত নাকি গণতন্ত্র দিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম করবে!

১০. পীরানী ছিলছিলায় যেমন আপনি সবই করতে পারবেন, স্বয়ং পীর ও তাঁর ছিলছিলার সমালোচনা করা ছাড়া। তেমনি জামায়াতে আপনি সবই করতে পারবেন দায়িত্বশীলদের ও কেন্দ্রীয় পলিসির সমালোচনা করা ছাড়া। আমাদের এক দায়িত্বশীল চবি দক্ষিণ ক্যাম্পাস মসজিদের সামনের 'স্ট্যান্ডিং কমিটির' আলাপে অপর একজনকে এই বলে ধমকালেন, "আপনি রুকন হয়ে ফোরামের বাইরে সংগঠনের কার্যক্রম ও পলিসির সাথে দ্বিমত পোষণ করে কথা বলতে পারেন না!"

জামায়াত থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক সিস্টেমে কার্যত বিশ্বাস করে না। যদিও তাদের ইউনিভার্সিটি ডেস্ক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ, আদর্শ শিক্ষক পরিষদ নামীয় কিছু 'বুদ্ধিজীবী-দায়িত্বশীল পুনর্বাসন কেন্দ্র' আছে। জামায়াত ইউনিভার্সিটির টিচারদেরকে দু'পয়সারও পাত্তা দেয় না। যতই তাঁরা ডেডিকেটেড হোন, যতই তাঁরা বিশেষজ্ঞ হোন। সংগঠন করলে আপনাকে ফোঁসফাঁস করে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। কারণ হলো, জামায়াত নিজেকে বাংলাদেশে অঘোষিতভাবে 'আল জামায়াত' স্ট্যাটাসের মনে করে।

জামায়াত সকল দিক থেকে অনেক বেটার, নো ডাউট। বাট ইট ইজ নট দ্যা অনলি অপশন। শরয়ী দিক থেকে 'আল জামায়াত' বলতে যা বুঝায়, এটি তা নয়। যে কারো চেয়ে ভালো হওয়া আর একমাত্র হওয়া এক নয়। এখানে আমার কনসেপ্ট গ্রুপের আইডিয়া যাদের কাছে পরিষ্কার নয়, তাঁরা কিছুটা ভুল বুঝবেন। আমাকে ফোন করতে পারেন। যে কেউ। ব্যস্ততার ফাঁকে অবশ্যই রেসপন্স করবো। আসুন না, ঢাকা চিটাগাংয়ে যারা আছেন, আমরা একত্রিত হই? সামনাসামনি যা-ই বলুন না কেন, কিছু মনে করবো না। এসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে ইনভাইট করলে ইনশাআল্লাহ যাবো।

বি. দ্র.- 'জামায়াত স্বীয় গঠনতান্ত্রিক তথা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিজেকে সংস্কার করবে না বা করতে পারবে না' কেন আমি এমনটা মনে করছি, পরিচিত একজন তা জানতে চাইলে উনাকে হুবহু উক্ত বক্তব্য সম্বলিত একটা মেইল এইমাত্র করলাম। ভাবলাম, ব্লগে দেই। মন্তব্যের উত্তর দেব না ভাবছি। অনেক সময় ব্যয় হয়। রুকন হতে হলে তো এসব সময়কে 'সাংগঠনিক সময়' হিসাবে দেখানো যাবে না, তাই না!? অবশ্য আমার এমনিতেই নিয়মিত কিছু সাংগঠনিক সময় ব্যয় হয়ে যায়, সহযোগী দায়িত্বশীল ও জনশক্তির চাপের কারণে!

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্যঃ

বিরুদ্ধবাদী: সংগঠন ছাড়া আর চলে না, তাই বলছি কোনো সংগঠন করা উচিত। এটা তো নিশ্চিত, জামায়াত আর কখনই নিজেদের সংশোধন করবে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একটা জনপদে ইসলামী শাসন-কর্তৃত্ব একটাই থাকবে। কিন্তু ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ধারা, অন্যকথায় ইসলামী সামাজিক আন্দোলন একটাই থাকতে হবে বা কেউ একজন শুধুমাত্র একটা ধারাতেই একাত্ম হবেন, একই সাথে একাধিক ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দল বা ধারায় থাকতে পারবে না - এসবই ভুল ধারণা। সমালোচনা করা মানে ইনএক্টিভ হওয়া নয়। সমালোচকদের আরো বেশি এক্টিভ হতে হবে। সকল ভালো কাজে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যদিও বলেছিলাম মন্তব্য নয়, তবুও উত্তর দিলাম। ধন্যবাদ।

তারাচাঁদ: মোজাম্মেল ভাই, ওই লোকগুলো কেন ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তাদের mode of deviation-টা কী, এ সংকট উত্তরণের উপায় কী, এ পয়েন্টগুলো ভালোভাবে নোট করুন এবং প্রিন্ট করুন। বড় নেতা, ছোট নেতা, সবাইকে ধরে এনে ভালোভাবে বুঝাতে থাকুন। এদের কাউকে ছাড়বেন না, যতক্ষণ না পুরোপুরি সংশোধন হয়। তারা ভালোভাবে বুঝুক যে তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যারা বুঝতে চান না, তাঁদের বুঝাবার জন্য আমি কী করতে পারি? এসব কথা আমি বিভিন্ন ফোরামেও বলেছি। এখনও বলি। কিন্তু কথার পেছনে তো আর জীবন কাটাতে পারি না। আমি এক্টিভিজমের লোক। নেতৃত্ব না পেয়ে হতাশ হয়ে কথা বলার প্রসঙ্গটি আমার জন্য শত্রুও এলাউ করবে না। এটুকু আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আমি কর্মের শক্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু অন্ধ পথ চলায় আমার ঘোরতর আপত্তি। বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্য আর একটা পোস্ট দিচ্ছি। ধন্যবাদ।

এম এন হাসান: আমি আরেকটু সংযোগ করব কি করব না ভাবছি। আপনি যে সমস্ত পয়েন্ট তুলে ধরেছেন, সেগুলো এতটাই ভ্যালিড যে, যারা জামায়াত সম্পর্কে কিছু স্টাডি করে বা ভেতরের খবর রাখে তারা একে অস্বীকার করলেও ইগনোর করতে পারবে না।

কিছুদিন আগে লন্ডনে একটি সেমিনারের জন্য একটা প্রেজেন্টেশান রেডি করার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। আমি 'স্ট্র্যাটেজিক এনালাইসিস অব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' শিরোনামে একটি প্রেজেন্টেশান তৈরি করেছিলাম। আপনার বলা অনেক কথাই আরো একটু সফট ভাষায় তুলে ধরেছিলাম। যাই হউক, সেই প্রেজেন্টেশান জায়গামত পৌঁছালেও প্রোগ্রামে প্রেজেন্ট করা হয়নি! আপাতত, নো মোর ডিটেইলস। দেখি প্রো-স্ট্যাবলিশবাদী ভাইয়েরা কী যুক্তি নিয়ে আসেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: উনারা কাউকে মাইনাস দিয়েই খালাস! যুক্তি নাই। অবশ্য সত্যের পক্ষে লোক সবসময়ে কমই থাকে। অধিকাংশ লোক তো সত্যপন্থী হওয়ার কথা না।

আরিফ: আপনার এই লেখা আরো একবার চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দিল। আমি আজ পর্যন্ত কোনো দায়িত্বশীল হতে ৫ম দফার বাস্তবায়ন সম্পর্কে একক ব্যাখ্যা পাইনি। সবাই নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে। আর ৪র্থ দফা নিয়ে সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তার সাক্ষী তো আপনি নিজেই। আসলে পুরো সংগঠন আজ চিন্তার বন্ধ্যাত্বের শিকার। আপনাদের উপর তাই অনেক আশা আমাদের।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: পাকিস্তান আমলে 'শিখা গোষ্ঠী' গঠন করেছিলো ইসলামপন্থীরাই। অথচ সেটিকে তাঁরা এগিয়ে নিতে পারেন নাই। বামপন্থা যেটিকে পরে কব্জা করে। যে ঘোরপ্যাঁচ হতে এখনও আমরা বের হতে পারিনি। উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বামধারার আধিপত্যই চলছে। তাই না?

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24139

২৯ জানুয়ারি, ২০১১

৮. পোস্ট

অতঃপর কী করণীয়? (পর্ব-১)

যারা চান ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, জামায়াতে ইসলামীর সাথে বা এর কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন, অথচ ব্লগের কিছু পোস্টে দেখা যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর অনেক সমস্যা আছে বলা হচ্ছে। জামায়াতের নিয়মতান্ত্রিক সংশোধনের আশাও সুদূর পরাহত - কেউ এমন মনে করলে তাঁদের জন্য অতঃপর কী করণীয়? সন্ধ্যায় জামায়াত সংক্রান্ত একটা পোস্ট দেয়ার পরে একজন অপরিচিত ভাই ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার লেখাগুলো তো জামায়াতবিরোধী। কেউ আপনার বক্তব্যের সাথে একমত হলে, আপনার মতে তাঁর কী করা উচিত?"

আমি বললাম, তিনি আমার মতো করবেন। আমি জামায়াতের এক্টিভ কর্মী। নিষ্ক্রিয়তা আমার জীবনে অনুপস্থিত। আর আমার লেখায় জামায়াতের সংগঠনের সমালোচনা থাকায় এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আমি জামায়াতবিরোধী। এটি জামায়াতেরই একটা কৃতিত্ব যে, জামায়াতের এক্টিভ লোকজনও জামায়াতের ওপেন বিরোধিতা করে। এখানে আপনাকে জামায়াতের লালিত ও ঘোষিত আদর্শ, যেটি হলো ইসলাম, এবং জামায়াতের সাংগঠনিক পলিসি ও কার্যক্রমের পার্থক্যকে বুঝতে হবে। দুটো আলাদা। যদিও একটি আরেকটির অনুসরণ করে। তত্ত্ব হলো, যে কোনো সংগঠন যা ইসলাম কায়েম করতে চায়, সেটিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আদর্শ ও সংগঠন সমার্থক হয়ে না দাঁড়ায়। সংগঠনকে আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে গড়ে তুলতে হবে, যতটা সম্ভব।

জামায়াত তো ইসলামের পথ হতে সরে যায়নি, ইসলাম কায়েমের পথ হতেও সরে যায়নি, জামায়াতের আক্বীদায় অ-ইসলামী কিছু ঢুকে পড়েনি। জামায়াতই সবচেয়ে অধিক বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামপন্থী দল। এসবই ঠিক। কিন্তু এসব সত্য থেকে জামায়াত যা অতিরিক্ত দাবি করছে, তা ভুল। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব, অন্তত বাংলাদেশে শরয়ী দৃষ্টিতে 'আল জামায়াত' জাতীয় মনোভাব পোষণ ইত্যাদি। যারা জামায়াতের সংগঠনে সম্পৃক্ত নন, তাঁদেরকে আদতে দুর্বল ঈমানদার বা বিচ্যুত মনে করা ইত্যাদি। জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণতা কারো ইসলামী আন্দোলনের কমিটমেন্টের বা বুঝের ঘাটতিকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। কিন্তু তাই বলে জামায়াতের নেতৃবৃন্দ যদি মনে করেন, অন্যদের কাজগুলো কিছু নয়, বিগ জিরো, সত্যিকারের ইসলামী নয়; তাহলে আমি অকপটে বলবো, জামায়াতের এ ধরনের চিন্তা অগ্রহণযোগ্য।

জামায়াতের আদর্শ নিয়ে আপত্তি নাই, অন্তত আমার নাই; কিন্তু নেতাদের বাস্তব কর্মধারা স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ। 'ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী', 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' -

এসব বইয়ে মাওলানা মাওদূদী এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হতাশাবাদীদের বলছি, আমি হতাশ নই। ঈমানদার হচ্ছেন খেজুর গাছের ডালের মতো, হাদীসে আছে, যা সবসময় সতেজ ও সবুজ থাকে যতক্ষণ তা গাছের সাথে থাকে। তাহলে যতদিন আমরা বেঁচে আছি, ততদিন পর্যন্ত আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কারো আপত্তি নাই। সমস্যা হলো চেষ্টার পথ নিয়ে, চলার বাহন নিয়ে, কৌশল নিয়ে। আপনারা ভাবুন। আমাকে মন্দ বলুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ভাবতে থাকুন গভীরভাবে। তার মানে এই নয়, আগে ভাবনা চিন্তা সব শেষ হোক, পথ ঠিক হোক, তারপরে চলা শুরু করবেন। দেখুন, ভেবেছেন বলেই মুহাম্মদ (সা) নবী হতে পেরেছেন, ইব্রাহীমকে (আ) তাঁর ভাবনা প্রথমে মুশরিক বানালেও পরদিনই তিনি শিরকের মেঘমুক্ত হয়ে তৌহিদের আলো গ্রহণ করে নবী হতে পেরেছেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন, We have to learn to do and we learn by doing. সুতরাং চলতে থাকুন। কাজ করতে থাকুন। যত ভালো কাজ আছে, সবগুলোতে কন্ট্রিবিউট করার প্রতিযোগিতায় লেগে যান।

কর্মবাদী অন্যদের সাথে আমার পার্থক্য হলো আমি কর্মের পাশাপাশি চিন্তনকেও পূর্ণ সক্রিয় রাখতে চাই। আমার অফিস কক্ষের দরজায় বড় বড় হরফে একটা কথা লেখা আছে: "আসুন, আপন আলোয় পথ চলি।" আমি যখন দায়িত্বশীলের নির্দেশে কাজ করি তখন আমি শুধু আনুগত্য করি না, বরং 'দায়িত্বশীলের কথা মানা উচিত' এ কথা ভাবার কারণেই আনুগত্য করি। এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। দেখুন, আমাদের এক মরহুম দায়িত্বশীল বলেছেন, "আমরা এমন এক সংগঠনের কর্মী যারা ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের হুকুম মানে; আবার তাঁদের হুকুমও অন্যরা (আনুগত্যশীলগণ) মানেন।" রাসূল (সা) বলেছেন, "সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

আমি নতুন ধারা গড়ে উঠার কথা বলেছি ও বলছি। নতুন সংগঠন করার কথা কখনো বলিনি। ডিক্লারেশান দিলেই সংগঠন হয় না, যদিও সংগঠন করতে হলে ঘোষণা লাগে। একটা পূর্ণতার ফসল হলো ঘোষণা। সে পূর্ণতাও আবার একদিনে হয় না। এটির একটা পর্যায় লাগে। তবে সব পর্যায়েরও একটা টাইমলাইন থাকে, থাকতে হয়। যাকে আমরা পরিকল্পনা বলে থাকি। যে বিয়েই করেনি সে তো সন্তানের প্যারেন্ট হতে পারবে না।

যেভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যেভাবে শষ্যবীজ ফসল ফলায়, যেভাবে বৃক্ষে ফল আসে সেভাবে বিপ্লব হয়, বিপ্লবী সংগঠন হয়। যথাযথ পদ্ধতিতে কাজ না করে শুধু চাইলেই কোনোকিছু হয় না। এজন্য সমাজ অধ্যয়নকে সমাজবিজ্ঞানও বলা হয়। আমার দৃষ্টিতে, জামায়াতের বর্তমান কর্মধারায় বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ কায়েম হওয়াটা দুরূহ। কারণ গণতন্ত্রনির্ভরতা। মার্কিন কূটনীতিকরা জামায়াতকে যখন সার্টিফিকেট দেয় তখন

জামায়াতের তত্ত্বানুসারেই জামায়াতের ভাবার অবকাশ থাকে বৈকি! আমার সকল কথার মূল কথা হলো, জামায়াত মাক্কী যুগকে এগজস্ট না করে মাদানী যুগের স্বপ্নে বিভোর!

সম্ভবত অধ্যাপক গোলাম আযমের ভুল চিন্তার ফলশ্রুতি এসব। আমি কয়েকবার উনার কাছ হতে সামনাসামনি শুনেছি। তিনি বলছেন, "দেশের মানুষ ইসলাম চায়, সমস্যা হলো নেতৃত্বের।" মানুষ ইসলাম বোঝেই না, চাওয়া তো দূরের কথা। মানুষ চায় ধর্মীয় ইসলাম, যেটি হলো পপুলার এন্ড সিরিয়াস মিসটেক। জামায়াত যদি এসব ইলেকশনের পিছনে কোটি কোটি টাকা না ঢেলে মানুষকে ইসলাম বুঝানোর জন্য কাজ করতো, জামায়াতও লাভবান হতো, দেশও বাঁচতো! গোলাম আযম সাহেবের ফর্মূলা মোতাবেক তাবলীগের লোকজন ব্যাপক হারে জামায়াতে জয়েন করার কথা। বাস্তবে তা হচ্ছে না এবং হওয়ারও নয়। ৩০০ আসনে নির্বাচন করার কথা নাইবা বললাম।

সংগঠনবাদিতার যত রকমের বিপদ, সব জামায়াতকে পেয়ে বসেছে। আমার ধারণায়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ইহতেসাব ইত্যাদির মাধ্যমে) জামায়াতের কাঙ্ক্ষিত সংশোধন হবে না। আর আল্লাহ যদি কোনো ব্যবস্থা করেন, সেটি ভিন্ন কথা! আপনারা বলতে পারেন, আপনি কেমন কর্মী হলেন, সংগঠনের সমালোচনা ব্লগে করেন? আমি তো আর সামহোয়ার বা অন্য ব্লগে লিখছি না। ছদ্মনামেও লিখছি না। আমার টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি লিখে দিচ্ছি। আমি চাচ্ছি, বিষয়টা নিয়ে আপনারা ভাবুন। আপনি হয়তো নিজেকে আনুগত্যশীল মনে করে নিরাপদ ভাবছেন। এটি আপনার স্বনির্মিত সান্তনা মাত্র।

যদিও ব্লগিং অনেক পুরনো প্রযুক্তি; কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পশ্চাৎপদশীল লোকদের মধ্যে আপনি ব্যতিক্রম ও উন্নতদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের লোকজন ই-মেইল পাঠানো শিখছে, আর আপনি রীতিমতো একজন ব্লগার! তাই, আপনার যোগ্যতা দিয়ে আপনি সংগঠনকে কতটুকু হেফাজত করছেন তা ভাবুন। আপনি যদি বিদেশে থাকেন তাহলে ভাবুন তো আপনার পছন্দের 'টার্কিশ এডাপ্ট্যাশান' বাংলাদেশের জামায়াতে আসছে না কেন? রিপোর্ট রাখা, বায়তুল মাল দেয়া, প্রোগ্রামে যাওয়া - এসব নৈমিত্তিক কাজের বাইরে আপনার করণীয় কিছু আছে কি?

মানুষ আপত্তি করে তাঁর ব্যাপারে, যার সাথে সে নিজেকে সংশ্লিষ্ট ভাবে, যার মঙ্গল কামনা করে। সংগঠনের দোষত্রুটি চেপে যাওয়াটা কর্মী বা দায়িত্বশীল হিসাবে আপনার স্বাভাবিক দায়িত্বানুভূতির খেলাপ নয় কি? আপনি বলুন, আমার বিরুদ্ধেও বলুন, তবুও বলতে থাকুন। থামবেন না। মুখ বুজে পড়ে থাকা আর চলার পথে থাকা, এক কথা না। আপনি যতটা শিক্ষিত, এই আন্দোলনের অনেকেই ততটা নন। কোরআনে বলা হয়েছে, একদল থাকতে হবে যারা জ্ঞান-গবেষণা করবে আর জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের সতর্ক করবে তথা নির্দেশনা দিবে। এ দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত আপনি তাঁদের একজন। হোক আপনার মান রুকন, কর্মী অথবা সমর্থক। আসুন, অন্ধ আনুগত্য ও অলস সমালোচনার

প্রান্তিকতাসহ যে কোনো প্রান্তসীমাকে এড়িয়ে আমরা মুমিনের উপযুক্ত মধ্যপন্থানুসারী হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

যাররিনের বাবা: আপনার লেখার ভক্ত হয়ে গেলাম। এই ব্লগে এম এন হাসানের জামায়াত সংক্রান্ত সিরিজ লেখায় আপনার মন্তব্য পড়েছি এবং ক্ষেত্রবিশেষে জবাবও দিয়েছি। আপনার ছাঁচাছোলা সমালোচনার ধার অতিশয় তীক্ষ্ণ থাকায় কিছু ক্ষেত্রে তার তিক্ততা নিয়ে অভিযোগও করেছি। নিজের জ্ঞানের দুর্বলতা এবং কর্মের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন আছি, তাই এ লেখার ডিসেকশন করা আমার আওতার বাইরে। কিন্তু সমালোচক এবং কর্মীর ডায়ালেক্টিক অবস্থান আপনি আত্মস্থ করেছেন বলে আপনার জন্য অকুণ্ঠ স্তুতি...। দুটো ক্লারিফিকেশন চাইছি: একটা হলো "আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে নবী আপনি যদি অধিকাংশ লোকের কথায় চলেন, তাহলে আপনি বিভ্রান্ত হবেন।" অনুগ্রহ করে যদি আয়াত নং অথবা আরবীটা দিতে পারেন খুশি হবো।

দ্বিতীয়টি অবশ্য অনুযোগ। একজন ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম উল্লেখ করাটা কি খুবই জরুরি ছিলো? তাও আবার সম্ভাবনার অনুষঙ্গ যুক্ত করে? ব্যক্তির নামে কোনো কিছু attribute করা হলে তার ওজন কমে, সমালোচনার এবং সমালোচকেরও credibility ক্ষুন্ন হয় বলে আমি মনে করি। জিনিসটা ভেবে দেখবেন আশা করি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সূরা আনআম ১১৬ নং আয়াত। নাম না ধরাই ভালো। সাধারণত। নাম না ধরে কথা বলা মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলা বা হ্যান্ড-গ্লাবস পরে কোনো কিছু হাতে ধরার মতো কৌশলী ব্যাপার। তবে কখনো কখনো সামনাসামনি বলতে হয় বা খালি হাতেই ধরতে হয়। এ সবের মাত্রা (ডাইমেনশন) আছে। ভুলকে ভুল বলা যদি ঠিক হয়, ব্যক্তি যেই হোক, তাঁর নাম কেন ধরা যাবে না? ঠিক আছে, আর নাম নিবো না। তবে যতই বলি অমুকের মা, অমুকের বাপ, বা ওগো... ইত্যাদি, সাড়া না পেলে সরাসরি নাম ধরেই ডাকতে হয়। সংশোধনের জন্য এখন কোরামিনই লাগবে। এন্টিবায়োটিকে ধরবে না। অবশ্য আমি প্রচলিত ধারার সংশোধন আশা করি না। আমার বক্তব্য হলো, তাই বলে ভালো কাজে, যেমন বাতিলকে মোকাবিলা, ব্যক্তিগত তাজকিয়া, সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদিতে সহযোগিতা করতে তো অসুবিধা নাই। দ্বিমত আছে বলে তো বসে থাকতে পারি না। আল্লাহ তো বলেছেন, তোমরা তীব্র গতিতে ছুটে চল...।

kabir: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ভাই, It touches my heart. I gave you plus. Some people will not agree with you. I totally agree. Keep writing.

পারাবত: ভাইরে, এসব কইয়া কি হইব? কিছুক্ষণ পরই আপনার জন্ম পরিচয় লইয়া গবেষণা শুরু হইব। সত্য কইলেই দোষ। পক্ষান্তরে তৈল দিয়া একটা পোস্ট দেন দেখবেন আপনার গলা ধইরা কান্দা লাগাইব।

নেতারাই মূলত স্বার্থপর, কর্মীদের তেমন দোষ নাই। আগে নেতৃত্ব পরে ইসলাম, এইটা মাথায় ঢুকছে। নেতাদের আমার কাছে বক ধার্মিক বলে মনে হয়। অথচ, এক একজন কর্মী আসলেই ইসলামের জন্য ইসলামকে ভালোবেসে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বাংলাদেশে এক ধরনের সাংগঠনিক এস্টাবলিশমেন্ট তৈরি হয়েছে। সবাই ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এ বিষয়ে একমত হন। প্রত্যেকে ঊর্ধ্বতনকে ম্যানেজ করে চলেন। এসব দ্বৈতনীতি আমার ভালো লাগে না। এ জন্যই তো দেখেন, নেতাদের ধরে কী করছে, আর সবাই যার যার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ভালোই আছেন!

মামু ভাগিনা: আজকাল কিছু লোক কথায় নিজেকে বেশ পারফেক্ট মনে করেন বা দেখাতে চান। কাজ হল আসল। আমরা যারা ব্লগিং করি, আমাদের কতজন আমলে স্বচ্ছ, সক্রিয়, ত্যাগে অগ্রগামী। আমাদের, মুসলমানদের এইটাই সমস্যা। জামায়াতের পরিবর্তন আনতে চাই, কিন্তু নিজের পরিবর্তনে আগ্রহী নই। আরে! নিজের পরিবর্তন দিয়েই তো জামায়াতের পরিবর্তন। এখানে আপনার লেখায় শুধু দলীয় সমস্যা পাচ্ছি। ব্যক্তিগত সমস্যা কোথায়? আপনাকে মনে হচ্ছে সমস্যামুক্ত!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সমস্যা থাকবেই। সমস্যা থাকাটা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়ার প্রবণতা। স্বচ্ছতা হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য আর সর্বোচ্চ গোপনীয়তার নীতি হলো পুঁজিবাদী কর্পোরেটতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। আপনি তাবলীগী ফর্মূলায় কথা বললেন, সমাজের সব মানুষ ঠিক হয়ে গেলে সমাজও আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। এটি ভুল ধারণা। সিস্টেম তথা সংগঠন ঠিক না হলে 'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ' ধরনের পরিস্থিতি হতে বাধ্য। এবং হচ্ছেও তাই। আমি সমস্যামুক্ত নই। আমি অকপটে স্বীকার করি আমার যে কোনো ধরনের ভুলকে। আমাকে যারা চিনেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে যাচাই করতে পারেন।

মামু ভাগিনা: আপনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না। তাবলিগ জামায়াতকে নিয়ে আমার লেখা পড়ুন: *sonarbangladesh.com/blog/mamavagina/24134*

"আমি সমস্যামুক্ত নই। আমি অকপটে স্বীকার করি আমার যে কোন ধরনের ভুলকে। আমাকে যারা চিনেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে যাচাই করতে পারেন।"

আপনি তো দেখি ডিফেন্ড করাকেই পছন্দ করেন বেশি।

যাই হোক আপনার লিখায় আরো পথ প্রদর্শনমূলক লেখা আশা করছি যেখানে সমালোচনার পরিবর্তে ভুল দেখানো হবে গঠনমূলকভাবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: গঠনমূলক সমালোচনা কথাটা সুন্দর। এর মাত্রা আছে। কখনো কখনো ছাঁচাছোলা কথা বলতে হয়। দেখুন ইংরেজিতে একটা কথা আছে, you have to call a spade, spade। তাই, আপনাদের ‘সাংগঠনিক অনুভূতিতে’ আঘাত লাগলে আমি দুঃখিত। আপনার জন্য একটা ব্যক্তিগত বিষয় বলছি, আমার আম্মা এক আত্মীয়-দম্পতির সাথে হজ্জে যান। নিয়মানুযায়ী উনাকে বলতে হয়েছে তিনি তাঁদের মাহরাম। হজ্ব হতে ফিরে আসার পর সবার সামনে আম্মাকে আমি বলেছিলাম, আপনার হজ্ব হবে না। আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আম্মা খুব জাঁদরেল মহিলা ছিলেন। কিন্তু এ কথার উত্তরে চুপ করে ছিলেন। আমার বাবার সাথেও আমার এমন অপ্রিয় সত্য বলার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

চবিতে মাস কয়েক আগে ছাত্রদের সাথে পুলিশের ব্যাপক মারামারি হয়। সে ঘটনাকে জামায়াত-শিবিরের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিরীহ ছেলেদের উপরে ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চালানো হয়। তখন পত্রিকায়ও এসেছিলো, প্রশাসন বলেছে, জামায়াতের ৫ জন শিক্ষকের গতিবিধি ফলো করা হচ্ছে। আমি ছিলাম এই পাঁচ জনের এক নম্বর ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে একবার এক্সপেলড হয়েছিলাম, চবি সংশ্লিষ্ট লোকেরা সেটি জানেন। আমি শুধু দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি কোনো হতাশ ইনএক্টিভ লোক নই। নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলা যায় না। এরচেয়ে বেশি বলা হবে খুতবার সময়ে কথা বলতে নিষেধ করে কথা বলার মতো ...। আপনাকে ধন্যবাদ। ভালো লেগেছে।

মামু ভাগিনা: আপনার আম্মার হজ্জ হবে না - এই সিদ্ধান্ত কি অত সহজে দেয়া যায়? এই জন্যই বলি, সমালোচনা গঠনমূলক হলে সমস্যারও সমাধান হয়, কাজও আদায় হয়, উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। আপনাকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই, বুঝার চেষ্টা করুন। আমার আম্মার হজ্জ হয়নি বা হবে না, এটি আম্মাকে আমি কেন বলেছি? এবং আপনাকে কেন বললাম? আমি একটা উদাহরণ হিসাবে এটি বললাম যে, যা আমার কাছে আপত্তি করার মতো মনে হয় সেটি বলার ব্যাপারে আমি কখনো পিছপা হই না - এটুকু বুঝানোর জন্য। সাথে কোনো মাহরাম নেয়ার খরচ বাঁচানোর জন্য তিনি অমাহরামকে মাহরাম দেখিয়ে হজ্জের ভিসা নিয়েছেন। এই মিথ্যা বলাটা যে ঠিক হয়নি, আম্মাকে আমি তা-ই বলেছিলাম। আমাকে যাতে আপনি বুঝতে পারেন, সেজন্য এ ঘটনার কথা আপনাকে বলেছি। ভাবিনি যে এতো বিস্তারিতভাবে বলতে হবে! ধন্যবাদ।

মামু ভাগিনা: আমি আপনার কথা বুঝেই কমেন্টটা করেছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, প্রতিবাদ/সমালোচনা করা যায়। কিন্তু তা যদি গাইডেড হয় তা ব্যাপক গুরুত্বের দাবি রাখে। আপনার সমালোচনার সাবজেক্ট ঠিক আছে। কিন্তু মেথডলজি নট একুরেট। আপনার পাবলিকেশন স্কোপও প্রপার নয়। এইটা জামায়াতের ব্লগ নয়। বহু মানুষের/মতের ব্লগ। আপনি যে স্টাইলে ক্রিটিক করছেন তা নিরেট জামায়াতের ফোরামে বেশ মানাত। এইখানে নয়। আপনি হয়ত আরো যুক্তি দিবেন। কিন্তু যুক্তির পরও যুক্তি থাকে। আপনি দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। তর্ক আপনার বিষয়। আমার মনে হয়, দিস ইজ নট আ প্রপার প্লেইস অব ওপেন ক্রিটিসিজম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দেখলাম এবং আপনি এক্সপেক্ট করছেন না বলে কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম। ব্লগে থাকার জন্য ধন্যবাদ।

hasanalbanna**:** "নিজ নিজ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই।" - এই কথাটা বুঝলাম না।

মামু ভাগিনা: তিনি সবাইকে হয়ত নিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনে করেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: 'ইন্নি জা-য়িলুন ফিল আরদ্বি খালি-ফাহ' বলতে কী বুঝায়? প্রত্যেক মানুষ এক এক জন খলিফা। এই খেলাফতের দায়িত্বকে যারা স্বীকার করেন এবং পালনের চেষ্টা করেন তাঁদের প্রতিনিধি বা প্রধানও হচ্ছেন একজন খলিফা, আমরা খলিফা বলতে সাধারণত যেটা মিন করে থাকি। প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল বলতে খেলাফতের দায়িত্বকেই বুঝানো হয়েছে যাকে এক্বামতে দ্বীনের দায়িত্ব হিসাবেও বলা যায়।

লাল বৃত্ত: মামু ভাগিনা, কেমন আছেন? মনে হয় বেশ ক্ষেপে আছেন? আপনি যা বলেছেন তা কিন্তু সদাচারণের পরিপন্থী। মতের পার্থক্য আছে বলেই না ব্লগে আমরা সবাই মিলে মিশে আছি। কিন্তু এভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে আরো কিছুটা মূল্যবান হয়ে উঠবে আপনার আংগুলের ডগাগুলো, এই আশা করছি।

মামু ভাগিনা: লেখক ও লাল বৃত্তকে: না, আমি ক্ষেপে যাইনি। মাঝে মাঝে মানুষের আবেগ একটু উতলিয়ে পড়ে। আমরা আসলে অন্ধ, আমরা পক্ষপাতিত্বে ব্যস্ত। যাকে এতদিন ধরে ধারণ করে আছি তার বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেক সময় সহ্য হয় না। তাই হয়ত আঘাত পেয়ে আরেকজনকে আঘাত করেছি। আমি এজন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইছি। আশা করি বিষয়টি সে ভাবেই দেখবেন। আর আমার কিছু উত্তর মুছে দিতেও অনুরোধ করছি।

আবু জারীর: জনাব মোজাম্মেল হক সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ। সমালোচনা করা অবশ্যই ভালো, তবে মাত্রা জ্ঞান থাকা দরকার। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কনসেপ্ট আপনার পছন্দ নাও হতে পারে, তবে আমার হয়। দ্বিতীয়ত আমাদের নিয়েই জামায়াত। নেতাদের ত্রুটি তো অবশ্যই ধরিয়ে দিব, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে যদি আমি

নেতা হতাম তাহলে কী সিদ্ধান্ত নিতাম। একই প্রশ্ন আমার মতো আরও পাঁচ জনের কাছে করলে দেখা যাবে ২/৩ রকমের মতামত আসছে। কিছু যাচ্ছে নেতাদের পক্ষে আর কিছু বিপক্ষে। যদি তারা উল্টো সিদ্ধান্ত নিত তাহলেও একই ফল হত। অর্থাৎ বিরোধী মত থাকতই। ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও বিজয়ী হতে পারলে তখন ভুল আর ভুল থাকে না। ভুলটাই শুদ্ধ হয়ে যায়।

আমিও একজন সমালোচক, মাত্রাজ্ঞানে আমারও ত্রুটি থাকতে পারে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জামায়াত বিএনপির সাথে সখ্যতা করলে কর্মীরা বিদ্রোহ করত তা আমি হলফ করে বলতে পারি। আমি তো করতামই! আর একক নির্বাচনের ফলাফলে কর্মীরা মনে কষ্ট পেলেও কেউ বিদ্রোহ করেনি। ২০০৮ এর নির্বাচনে যদি জামায়াত অংশগ্রহণ না করত তাহলেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসত। আর সকল দোষ পড়তো জামায়াতের ঘাড়ে। নির্বাচন করে হেরে গেলেও জনগণ বুঝতে পেরেছে যে নির্বাচনে কী হয়েছিল। নির্বাচন না করলে কর্মী তো বটেই, অর্ধেক রুকনও যে তাবলীগের চিল্লায় চলে যেত তাতে অন্তত আমার সন্দেহ নেই।

তুরস্কের ব্যাপারে আমাদের যে ভুল ধারণাটা আছে তা হল আমরা এরদোগান বা আব্দুল্লাহ গুলের দলকে জামায়াত মার্কা ইসলামী দল মনে করি। আসলে তা নয়। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি একটু বিবেক খাটিয়ে বলুন আজ যদি নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী সাহেব এরদোগানের মত সেভ করে প্যান্ট-শার্ট-কোট পরা শুরু করে তাহলে আমরা কয়জনে তা মেনে নিব? তুর্কির দলটা আমাদের বিএনপি আর জামায়াতের মধ্যবর্তী স্থানে আছে। এ অবস্থায় আমাদের যেতে হলে মাহমুদুর রহমান সাহেবকে আমীরে জামায়াত আর ফরহাদ মজহার সাহেবকে সেক্রেটারি জেনারেল বানাতে হবে। দেশের জনগণ জামায়াতের দিকে তাকিয়ে আছে, এ কথাটা ঠিক। তা না হলে জামায়াতের লোকেরা মেয়র নির্বাচিত হত না। যেখানেই জনগণ উপযুক্ত নেতা পেয়েছে সেখানেই তারা রায় দিয়েছে।

নেতৃত্বের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে দুইটা গুণ অতি জরুরি: (১) দ্বীনদারী আর (২) গণভিত্তি। আমাদের অনেক নেতার দ্বীনদারী আছে কিন্তু গণভিত্তি নেই। আর নেতার গণভিত্তি তৈরিতে কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। আমিও তো কোনো না কোনো পর্যায়ের নেতা। বলুন তো আমাদের লেভেলের একজন আওয়ামী লীগ নেতার যে গণভিত্তি তা আপনার আমার আছে কিনা? যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে আমি অন্যের সমালোচনা করি কীভাবে? এভাবে সমালোচনা না করে বরং স্পেসেফিক ত্রুটি তুলে ধরে সে ব্যাপারে নিজের মতামত দিতে পারি। তবে মতামত দেয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যার ব্যাপারে মন্তব্য করছি তার স্থানে আমি হলে কী করতাম।

আমি যে এলাকায় থাকতাম সে এলাকায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ উচ্চশিক্ষিত লোক ছিল কিন্তু সভাপতি ছিলেন আন্ডার-ফাইভ একজন মুদি দোকানী। এমনটা কেন হল? কারণ

বড় বড় ডিগ্রীধারীরা সংগঠনের হাল ধরার জন্য এগিয়ে আসেনি। এজন্য আপনি কাকে দোষ দিবেন? এবার আমি আমার মতামত দিতে চাই:

১) তিনশত সংসদীয় আসনেই নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনী খরচ স্থানীয়ভাবেই নির্বাহ করতে হবে। যে সকল আসনে আমাদের জেতার সম্ভাবনা আছে কেবল সে সকল আসনেই কেন্দ্র থেকে যতটা সম্ভব সহায়তা করতে হবে। নির্বাচনের পরে প্রয়োজনে ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠনে যে কোন দলকে সহায়তা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা এক বা দুই নম্বর দলে পরিণত হতে না পারব। জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ১২৫টা সিট দেয় তাহলে সরকার গঠন করতে আমারা ২৬টা সিটের সমর্থন দিতে পারব না কেন? যৌথ সরকার হলে তারা যেমনি তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারবে না তেমনি আমারাও আমাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারব না। আবার আওয়ামী লীগ যদি বিএনপিকে নিয়ে সরকার গঠন করে তাহলে তারা যা খুশি তাই করতে পারবে। আর আমাদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করলে অন্তত ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ নেয়ার আগে ১০ বার চিন্তা করবে। আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত। এই ফাঁকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে প্রমাণ করতে হবে যে এত পঙ্কিলতার মধ্যে থেকেও আমরা নিষ্কলুষ থাকতে পেরেছি। এতে কিছু সমালোচনা অবশ্যই হবে তবে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে আরও বেশি।

২) স্থানীয় নির্বাচনের প্রতি জোর দিতে হবে। কারণ স্থানীয় নেতাদের সাথেই গণসংযোগ থাকে বেশি, যেটা সাংসদদের সাথে থাকে না।

৩) সকল নেতা কর্মীকে স্থানীয় সকল জনগণের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। যে কোন নেতা কর্মীর মধ্যে এতটুকু আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, সে যে কোন মানুষকে উপকার করতে পারবে। তা নিজের প্রচেষ্টায় হোক বা সংগঠনের পরিচালিতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতাই হোক।

৪) জাকাত ফিতরা স্থানীয় ভাবে বন্টন করতে হবে। বন্টনের সহায়তার জন্য প্রয়োজনে নেতাদের আমন্ত্রণ করে আনা যেতে পারে।

৫) কোন ভাবেই সাংগঠনিক কাজ বৈঠক, এয়ানত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। মাসের চারটা বৈঠকের একটা হবে সাংগঠনিক আর বাকি তিনটাই করতে হবে দাওয়াতী বৈঠক বা গণসংযোগমূলক। সর্বোপরি মানুষের মাঝে আমাদের মিশে যেতে হবে। প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কাছেই তার এলাকার আন্দোলনের লোকদের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে তা সে দেশেই থাকুক আর বিদেশে। আমি যদি বিদেশে থাকি আর আমার এলাকার এমপি প্রার্থী বা উপজেলা চেয়ারম্যান আমাকে মিসকল দেয় তাহলে আমি কি ফোন ব্যাক করব না? অবশ্যই করব। বরং খুশিও হব। দুঃখের বিষয় হল ফোন থাক দূরের কথা, তারা তো আমাদের চিনেনেই না। এরকম আরও অনেক কিছু আছে যা আমরা সহজেই

করতে পারি কিন্তু করি না। আমি এক রুগীকে পাঠিয়েছিলাম আমাদের এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার রুগীর কথা শুনে বললেন এটা তার কেস না। তিনি অন্য ডাক্তারের কাছে রেফার করলেন। ভালো কথা কিন্তু নিজের ভিজিট ৫০০ টাকা না নিলে কি পারতেন না। ভিজিট নিলেন! রুগী জানেন যে ডাক্তার জামায়াতের লোক। বলুন তো কী ইম্প্রেশন হল? এতটুকু সেক্রিফাইস করতে না পারলে মানুষের ভালোবাসা পাব কীভাবে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার বড় মন্তব্যটা সুন্দর। দ্বিমতের বিষয়গুলোও ভালো লেগেছে। ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নেতাদের ভুল হয় না, এ ধরনের মনোভাব পোষণ করাই খারাপ। কেউ তো নেতাদের মাসুম ঘোষণা করেন না। অথচ বাস্তবে তা-ই করেন। এর লক্ষণ হলো নেতাদের কোনো ভুল সিদ্ধান্তের বিষয়ে বললে ইনাদের 'সাংগঠনিক স্পিরিট' মোচড় দিয়ে উঠে! আচ্ছা, খলিফা উমরকে (রা) যদি সাধারণ গ্রাম্য লোক খুতবা দেয়ার মাঝপথে খলীফার পোষাক সংক্রান্ত একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে জবাবদিহিতার জন্য বাধ্য করতে পারে, আমরা কেন দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারি না? কথা বলতে না দিয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখা নয়, বেটার এন্ড মোর ইসলামিক সিস্টেম হচ্ছে, যে কোনো প্রশ্নকে এন্টারটেইন করে সুন্দর উত্তর দেয়া।

ইবনে বতুতা: খুব সুন্দর লেখা। প্লাস। জামায়াতের মধ্যে অহংকার বেশি। এটা কমানো অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। উদাহরণ: নিজেকে আল জামায়াত মনে করা, সমালোচনায় কর্ণপাত না করা, পরামর্শ দিলে উড়িয়ে দেয়া, নেতাদেরকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করা; নেতাদের কাজের সমালোচনা করাকে কুফরি তুল্য ভাবা, ইত্যাদি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াত একটা ইসলামী সম্প্রদায়ের রূপ নিয়েছে। আন্দোলন হিসাবে দল (কমিউনিটি) এবং সম্প্রদায় হিসাবে দল (কাল্ট) - এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে এ কথা বুঝতে হবে।

পার্টিশন ''৪৭: আমি ইসলামী আন্দোলনের কোনো সক্রিয় কর্মী নই। আমি একজন 'দুর্বল ঈমানের মুসলমান', যে পরিচয় দিতে আমি ভালোবাসি। তবু আপনার লেখাটি ভালো লেগেছে। এটি জামায়াতের কোনো দলীয় ফোরাম না হওয়া সত্ত্বেও এখানে আপনার লেখায় আমি ধারণা করতে পারি যে আপনি জামায়াতের বাইরের মানুষের কাছেও আপনার মননকে শেয়ার করতে চান। যারা জামায়াতের সংগঠনে সম্পৃক্ত নন, তাঁদেরকে আদতে দুর্বল ঈমানদার বা বিচ্যুত মনে করা ঠিক নয় - কথাটি ভালো লেগেছে। সম্ভবত এটিই জামায়াতের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। জামায়াতের গঠনতন্ত্র ও রাজনৈতিক আদর্শ অ্যাবসুল্যটলি গণতান্ত্রিক হলেও এ দেশের জনগণ জামায়াতের দিকে তাকিয়ে নাই। যদি তাই হত, তাহলে জামায়াতের লোকেরাই সব আসনে ফাইট দিতেন। এর কারণ, জামায়াতের সংগঠনের বাইরে এর কোনো গণভিত্তি নেই, যদিও অধিকাংশ নেতাকর্মী দ্বীনদার। এর কারণ ঐ, এর নেতৃত্ব মেগালোম্যানিক, অর্থাৎ ইবনে বতুতার ভাষায় নিজেকে আল জামায়াত মনে করা,

সমালোচনায় কর্ণপাত না করা, পরামর্শ দিলে উড়িয়ে দেয়া, নেতাদেরকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করা, নেতাদের কাজের সমালোচনা করাকে কুফরি তুল্য ভাবা, ইত্যাদি।

এ কারণে দলটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একের পর এক ভুল করে আসছে, যেমন: ”৪৭-এ পাকিস্তান আর ৭১ বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করা। আপনি কারও সেন্টিমেন্টে আঘাত করে তাকে নিজের মতে আনতে পারেন না। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জামায়াতের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে আবার নামটি ফেরত আনা হয়। এটি প্রমাণ করে জামায়াত নেতৃত্ব পাবলিক সেন্টিমেন্ট বুঝে না। নামে কি বা আসে যায়, কর্মই আসল। ইখওয়ান কিন্তু মুসলিম ব্রাদারহুড হতে পেরেছিল। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মত সুবক্তা বাংলা ভাষায় আর কখনও আসবে বলে মনে হয় না। তাকে কেন নির্বাচনের রাজনীতিতে আনার প্রয়োজন পড়ল আমার বোধগম্য হয় না। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতিকদের পিছনে নাচে কিন্তু তাদের ভালো মানুষ মনে করে না। আজ সাঈদী সাহেবের দুরবস্থা দেখলে মনটা কেঁদে ওঠে। যে মানুষটার জন্য একদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে তার বডিগার্ড হয়েছিলাম, আর আজ ওয়াজ শোনার মানুষ পাওয়া যায় না। কী অসুবিধা ছিল তাকে সক্রিয় রাজনীতির বাইরে রেখে ইসলামের মুখপাত্র রাখতে? আজকের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যুগে তিনিই হতে পারতেন নেতা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের পথ প্রদর্শক। নির্বাচনে নারী নেতৃত্ব হারাম প্রচার করে আবার নারী নেতৃত্বকেই গ্রহণ করাটা রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে, কিন্তু ইসলামী আদর্শের সাথে তা সংগতিপূর্ণ নয়। এতে ইসলামের ক্ষতি হয়েছে।

রাসূলের মক্কি জীবন অনুসরণ করে মানুষকে ইসলাম বুঝানোর কাজ করা দরকার ছিল। ইরানের বিপ্লব পূর্ববর্তী যুগে আয়াতুল্লাহর দলটি কোনো ইলেকশনে অংশ নিয়েছিল বলে আমার জানা নেই। মুসলিম ব্রাদারহুড নামে দলের অস্তিত্ব থাকলেও তারা নিজ নামে ইলেকশন না করেও নেতারা নির্বাচিত হচ্ছেন। কারণ তারা মানুষকে ইসলাম বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন এবং নিজেদেরকে গণমানুষের নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে পারছেন।

জামায়াত স্বনামে বা অন্য নামে একটি ইন্সটিটিউট হতে পারত যা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দিত এবং যোগ্য ইসলামী নেতা তৈরি করত। এসব নেতা শুধু জামায়াত নয় অন্য দলে থেকেও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারত। সশস্ত্র বিপ্লব নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই সমাজ পরিবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। আর সে জন্য দরকার জামায়াতের নেতা কর্মীদের আরও বেশি গণমানুষের কাছে আসা। মেগালোম্যানিয়া নয়।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24187

২৯ জানুয়ারি, ২০১১

৯. পোস্ট

অতঃপর কী করণীয়? (পর্ব-২)

যিনি ছাত্রজীবনে সক্রিয়ভাবে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বপালন করেছেন, বৃহত্তর ইসলামী সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে যার নীতিগত ও কৌশলগত আপত্তি আছে, ব্লগে যেসব সমালোচনামূলক লেখা আসে সেসব পড়ে মনে করেন ঠিকই লিখেছে, তিনি বা তাঁর মতো কেউ যখন জানতে চান "আমি এখন কোন দিকে যাব? বা আমরা এখন কী করবো?" তাঁর বা তাঁদের জন্য এ লেখা। আজ দুপুরে নিম্নোক্ত বক্তব্য লিখে এক ভাইকে মেইল করেছি।

খেলাফতের দায়িত্ব

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রতিটি মানুষই আল্লাহর খলিফা। তাই এক্বামতে দ্বীনের দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হবার আগে ফরজে আইন, আর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবার পর ফরজে কেফায়া। তাহলে বুঝতে পারছেন, কোথাও যাবার দরকার নাই। কারণ আপনি ঠিক পথেই আছেন। প্রতিটি মুমিন ইসলামের এক একটি দূর্গ, এক একটি দল, এক একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান অজেয়, যতক্ষণ সেই ব্যক্তি ঈমানের উপর টিকে থাকেন। দল বা সংগঠন বলতে আমরা যা বুঝি তাহলো এই ব্যক্তিক দল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফেডারেশান বা সমন্বয়। এই সমন্বয়ও আবার বৃহত্তর একাধিক দল বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত থাকে। যাকে বলে বৃহত্তর সংগঠন বা নেজাম। এভাবেই আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও এলাকার সমন্বয়ে গড়ে উঠে উম্মাহ। একজন খলিফা হচ্ছেন এই উম্মাহ নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বশীল। এরই নাম খেলাফত। খলিফা হলেন সব খলিফার খলিফা। খেলাফতের এই ধারণা তা-ই, যা কোরআনে 'ইন্নি জায়িলুন ফিল আরদ্বি খলিফাহ' হিসাবে বর্ণিত। খেলাফতের এই দায়িত্ব একাধারে ব্যক্তিক (ইনডিভিজ্যুয়াল), এলাকাগত (টেরিটোরিয়্যাল) ও বহুজাতিক (মাল্টি ন্যাশানাল)। বৈশ্বিক তথা গ্লোবাল।

বিদ্যমান সংগঠনের ব্যাপারে আপত্তি ও এতায়াতের সম্পর্ক

যখন আমরা মসজিদে যাই নামাজ পড়ার জন্য, তখন নিশ্চয়ই ভাবি না, এই ইমাম সাহেব পারফেক্ট কিনা। এমনকি তাঁর কোনো দোষত্রুটি জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এক্বতেদা করতে আমরা পিছপা হই না। ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়ি বলে তাঁর দোষত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে বলতে আমরা দ্বিধা করি না। এবং তিনি সেটি না মানলে সেসব সম্ভাব্য আপত্তির বিষয়ে অন্যদের কাছে বলতেও আমরা কসুর করি না। তাই না? সুতরাং প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনে আপনাকে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। যেসব কাজ নিঃসন্দেহে ভালো সেসবে

সর্বোচ্চ পরিমাণে পারটিসিপেট করতে হবে। কথায় আছে, 'পেটে দিলে পিঠে সয়'। আমি এতো কথা বলি, তৎসত্ত্বেও এখানকার সংগঠনের লোকেরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে, ভালোবাসে ও আপন মনে করে। আর আমিও সংগঠনের এমনকি ক্ষুদ্র স্বার্থেও যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে কখনো দ্বিধা করি না। তাই সর্বদা কাজে থাকতে হবে। কর্মবিমুখতা যেন কখনো আমাদের গ্রাস করে না ফেলে।

সেন্টার ফর সোশ্যাল এন্ড কালচারাল স্টাডিজ (সিএসসিএস)-এর নামে গত ১০ বছর হতে আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছি। সংগঠন এমনকি আমাকে চলচ্চিত্র উৎসবের মতো অনুষ্ঠানে (ইরাক যুদ্ধের সময়) পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে। সংগঠনের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট খুবই যৌক্তিক। তা হলো, আপনি বিপরীত আদর্শের কোনো সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রচলিত ইসলামী সংগঠনের তাত্ত্বিক নীতি আদর্শ তো খুবই ভালো। নেতৃবৃন্দের একাংশের কায়েমী স্বার্থবাদী মনোভাব ও অঘোষিত কিন্তু অতীব শক্তিশালী তথাকথিত কম্যুনিস্টিক সিস্টেম নিয়ে যত বিপত্তি। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাই বলে আমরা বসে থাকতে পারি না। তাই না?

এক্বামতে দ্বীনের দায়িত্ব সম্ভবপরতার দিক থেকে সামষ্টিক, কিন্তু দায়বদ্ধতার দিক থেকে ব্যক্তিগত। তাই খেলাফত তথা এক্বমতের দ্বীনের দায়িত্বকে নিজের ভাবতে হবে। মনে করুন, দুনিয়ার সব মানুষকে হেদায়াতের দিকে ডাকার, দ্বীনের উপরে রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার! তাহলে অন্যদের ত্রুটিগুলোর জন্য মন খারাপ হলেও আপনি বসে থাকতে পারবেন না। প্রত্যেক মুসলমান এক একটা ইসলামী দল, এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান, বিপ্লবের এক একটি সম্ভাবনা। বিশেষ করে আপনার-আমার মতো শিক্ষিত ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অধিকারীরা।

আমার সাথে সংগঠনবাদীদের পার্থক্য

আমি শুধু কাজে বিশ্বাসী নই। তাই 'কিছু না হলেও বলেছি তো' এই সান্তনা নিয়ে চুপ করে থাকার পক্ষপাতী নই। আমি 'ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ'-এর সাথে সাথে 'ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহতেও' সমবিশ্বাসী।

সুতরাং কাজ করতে থাকুন। ভালো কাজের অভাব নাই। তাই বলে খেদমতে দ্বীনের পথ ধরলে হবে না। এক্বামতে দ্বীনের উপরেই থাকতে হবে। সেজন্য সংগঠন বিশেষই একমাত্র বিকল্প নয়। আমি নিশ্চিত, কী করবেন যখন ভাবছেন, তখন করণীয় পেয়ে যাবেন। চলার উপরেই থাকুন, পথ পেয়ে যাবেন। আসলে আপনি পথের উপরেই আছেন! যদি আপনি অলরেডি পথ তথা হেদায়াতের উপর না থাকতেন, তাহলে কোন দিকে যাবেন তা কেন জানতে চাচ্ছেন? পথিকই পথ খোঁজে, ঘুমন্ত ব্যক্তি নয়। মুমিনই নেফাকের আশংকায় ভোগে, মুনাফিক নয়।

এতায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা

সংগঠনবাদীদের অন্যতম ভুল হলো, তারা মনে করেন, তাঁদের কাজের ধারায় যারা শপথ নিল না তাঁরা এতায়াতের বেসিক রিকোয়ারমেন্টই পূর্ণ করলো না। এই তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির পরিণতিতে তার মনে করেন, যখন কোনো জনপদে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যায় তখন একজনই আমীর হবেন যাকে বলা হবে আমীর বা খলিফা। তাঁর বাইয়াতের বাইরে থাকা হবে ইসলামের বাইরে থাকা।

সংগঠনবাদীরা এটিকে হুকুমত কায়েমের প্রচেষ্টার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। ইসলামী নেতৃত্ব এককেন্দ্রিক বটে তবে তা হুকুমত কায়েম হওয়ার পরে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ বা ধারা একটা জনপদে একাধিক হতে পারে। বরং হওয়া উচিত। বিশেষ করে বিদ্যমান বিশ্ব বাস্তবতায়। এ নিয়ে বিস্তারিত কথা আপাতত আর নয়। (দুশ)চিন্তা করবেন না। আপনি পথেই আছেন। সঠিক দিকেই চলছেন। সর্বদা হেদায়াতের জন্য দোয়া করুন। আর লেগে থাকুন আল্লাহর সাথে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি তাঁকে পথ দেখান যে তাঁর সাথে লেগে থাকে (মান আনা-বা ইলাইয়্যা)।

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

অশ্বারোহী: কিন্তু আমার সমস্যা প্রচলিত গণতন্ত্র নিয়ে। কেননা একে অনেকে কুফুরি মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি ওস্তাদ আবুল আ’লা মওদূদীও (রহ)। সুতরাং আমি কী করে প্রচলিত গণতন্ত্রপন্থীদের সমর্থন করবো? প্রচলিত গণতন্ত্র হারাম, এটা জানার পরেও?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হারাম শব্দটা যত কম প্রয়োগ করা যায় তত ভালো। গণতন্ত্র লক্ষ্য (end) হিসাবে অগ্রহণযোগ্য, অন্যতম উপায় হিসাবে গ্রহণযোগ্য। আমার মত। ধন্যবাদ।

ইঞ্জিনিয়ার হাবিব: নবীজী (সা) তো পারতেন কাফির মুশরিকদের প্রোপোজাল মেনে নিয়ে মক্কার নেতা হতে। এরপর তিনি তার মতো ইসলাম একটু একটু করে ইমপ্লিমেন্ট করতেন …। যেখানে নবীজী (সা) এরকম করেননি সেখানে আমরা কেন এটাকে উপায় হিসেবে বেছে নিব? বলতে পারেন, সময়ের দাবিতে। তাহলে নবীজীর (সা) জীবনধারা/কথা/কাজ আমাদের অনুসরণীয়, এই কথাটা কি আর খাটে?

বিজ্ঞানের নিত্যনতুন বিষয় আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব, যা নবীজীর (সা) জীবনীতে স্পষ্ট। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। আর গণতন্ত্র এমন এক আদর্শ, যাতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র মানুষ তথা জনগণ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: রাসূল যা করেননি তা কোনো মুসলমান করতে পারেন না। আর রাসূল যা করেছেন তা বাদ দেয়ার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই। সহীহ কথা। রাসূল মক্কায় সমঝোতা করেননি। কিসের ব্যাপারে? আক্বীদার ব্যাপারে। তাই আক্বীদার ব্যাপারে কোনো ছাড় নাই। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। এমন সব বিষয়ে ক্রমধারা অবলম্বন করতে হবে, যেসবের সোশ্যাল ইমপ্লিক্যাশন আছে। রাসূল (সা) এমনটি করেছেন। বলাবাহুল্য, আক্বীদা (যাকে আমি কনসেপ্ট বলছি) ছাড়া সকল মানবিক আচরণই সমাজসংশ্লিষ্ট এবং টেকসই পরিবর্তনের জন্য সেসব শুধুমাত্র ক্রমধারায় বাস্তবায়নযোগ্য। কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতার পেছনে এটিই ব্যাপার। সে আলোচনার প্রসঙ্গ ভিন্ন। রাসূল (সা) না থাকায় আমরা সব বিধিবিধান একসাথে পেলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামাজিক স্তরে রাসূল (সা) কী করেছেন, সেটি জানতে হবে ও সে অনুসারে কাজ করতে হবে (এবং আমার এ কথাটিও বার বার পড়ে ভালো করে বুঝতে হবে)। ধন্যবাদ।

তারাচাঁদ: ধন্যবাদ মোজাম্মেল ভাইকে চমৎকার একটি পোস্টের জন্য। *মুমিনই নেফাকের আশংকায় ভোগে, মুনাফিক নয়।* অতি উত্তম কথা বলেছেন। সদররুদ্দিন ইসলাহী তার ‘মুনাফেকীর হাকীকত’ বইয়ের ভূমিকায় এ কথাটিই বলেছেন। আপনার এই লেখায় উচ্চশিক্ষিত কিন্তু অন্যের কাছে পরাজিত নয়, এমন একজন মানুষের মনের mirror image পাওয়া গেল। একটা অনুরোধ করছি, বর্তমান সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং এরই সাথে অন্যের কাছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাণী পৌঁছে দেবার কাজ অর্থাৎ খেলাফাতের দায়িত্ব যারা পালন করছেন, তাদের নিয়মিত পরামর্শ দিতে এবং উৎসাহ দিতে ভুলবেন না।

ইবনে বতুতা: অতি সুন্দর পথনির্দেশনামূলক লেখা। অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে কিছু স্পেসিফিক খটকার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। পরে কোনো এক সময় এগুলি নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা রইল।

এম এন হাসান: ‘প্রত্যেক ব্যক্তিই খলিফা, প্রত্যেকেই খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত’ এই আইডিয়ার সাথে সহমত। ‘প্রত্যেককেই এক একটি সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে হবে’ এই বক্তব্যের সাথেও একমত। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকগণ লাইফ টাইম একই কাজ করে না বা একই পোষ্টে থাকে না। তারাও অবসর নেয়। অবসরপ্রাপ্ত সেনারাও যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে ঠিকই এলাকায় ছোট ছোট গ্রুপকে ট্রেইনিং দিয়ে গড়ে তুলতে পারে। সংগঠনকে আমি মনে করি একটা প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেইনিং সেন্টার। পটিয়া মাদ্রাসাসহ অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ছাত্রগণ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে একটা মিশন নিয়ে। এলাকায় এলাকায়, মসজিদে মসজিদে মাদ্রাসায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করে না, আপনি কি দায়িত্বশীলের অনুমতি

নিয়েছেন? অথবা কেউ বলে না, আপনি কি বড় হুজুরের পরামর্শ নিয়েছেন? হুজুর যা বলার, যা শেখানোর তা শিখিয়েই পাগড়ী দিয়েছেন তার ছাত্রদের। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এই বুঝটুকু দরকার, সব সময় সবকিছুর জন্য সংগঠনের দিকে চেয়ে থাকার মানসিকতা পরিহার করে নিজের এবিলিটি অনুসারে কাজ করে যাওয়াই আন্দোলনের দেয়া ট্রেইনিংয়ের স্পিরিট ও নিজেকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার অন্যতম উপায়।

কী জবাব দেব, যেদিন জিজ্ঞেস করা হবে জীবন-যৌবন কোন কাজে ব্যয় হয়েছে? কী জবাব দেব, নিজের জানাটুকু কী কাজে লাগিয়েছি, অন্য কাউকে জানিয়েছি কিনা? তখন যদি বলি, যৌবনে শিবির করেছি, এরপর জামায়াতের সমস্যার কারণে কিছু করিনি, অথবা যদি বলি সংগঠন বলেনি তাই করিনি...। এভাবে যদি আল্লাহকে কেউ কনভিন্স করতে পারব বলে বিশ্বাস করি, তাহলে কিছু বলার নাই। আমি নিজেকে নিয়ে সবসময়ই ভীত থাকি, কারণ জবাব দেয়ার মত কোনো কাজই করতে পারছি না। দোয়া করবেন প্লিজ। এই লেখাটাও ভালো হয়েছে, প্লাস দিলাম।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24548

৩১ জানুয়ারি, ২০১১

ইসলামী আন্দোলনের সমালোচনা

আবু আফরা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কদিন আগে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে জনৈক ভাইয়ের একটা ধারাবাহিক লেখা দেখেছিলাম। আমার কাছে ঐ লেখাটা খুব কাঁচা মনে হয়েছে। কারণ তিনি যেসব রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন সেগুলো খুবই সন্দেহজনক গবেষকদের দ্বারা রচিত। আপনি গবেষণা করতে চান তো ভালো কথা, একটা থিসিস পেলেন বা আর্টিকেল হাতের কাছে পেলেন অমনি সেখান থেকে কিছু নিয়ে লেখা শুরু করলেন, যার অধিকাংশ আপনার নয়, এটা আবার কেমন গবেষণা। মনে রাখা দরকার শুধু পাদটীকা দিয়ে লিখলেই কিন্তু গবেষণা হয় না।

আবু আফরা: ভাই, আপনার সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিমত নেই এই অর্থে যে জামায়াতের পথ পরিক্রমায় এই বিষয়গুলো ঘটেছেও। এই জন্য হাসান ভাইয়ের উত্তরে আমি বলেছি "জামায়াতের ইতিহাস এবং তার টার্নিং পয়েন্টগুলোর উপর আমার ও যৎকিঞ্চিত আলোচনা আছে। সে ক্ষেত্রে আপনার ফাইন্ডিংস এর চেয়ে যে খুব নতুন কিছু, তা দাবি করব না।" কারণ আমার রিসার্চগুলোর রেফারেন্সও হাসান ভাইয়ের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। দেখুন, আপনিও একজন গবেষক। আমরা যারা গবেষণা কাজের সাথে আছি তাদের সামনে যে হাইপোথিসিসকে রাখা হয় সেখানে পৌঁছানোর কড়াকড়ি নীতিমালা মানতে আমরা বাধ্য হই। ওই জায়গায় আমাদের একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হল যদি আমি মাথায় রাখি জামায়াতে ইসলামী ভুল পথে চলেছে, তখন কিন্তু একরকম স্টাডি হয়। আর যদি হাইপোথিসিস রাখি ইসলামী আন্দোলনে চলার পথে জামায়াত কিছু ভুল করেছে, তাহলে স্টাডি হয় অন্য রকম।

জামায়াতের deviation ও diversion-গুলোর উপরে কলম ধরতে যেয়ে ওই পর্যায়ে একটা সমস্যা থেকে অনেকেই বের হতে পারেননি। সেই জিনিসটাই এন এম হাসান ভাইয়ের লেখায় লক্ষ করা গেছে। তার লেখাটাতে আমি ওই কারণে কষ্ট পেয়েছি। তার ফাইন্ডিংসগুলো ইউনিভার্সিটির টিচাররা পছন্দ করেছে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ ভালো-মন্দ জিনিসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররাই তো আগে চিনতে পারে। কিন্তু আমার কষ্ট ছিল অন্য জায়গায়, তা হল যে ফাইন্ডিংসগুলো তিনি নিজের বলেছেন, সেগুলো তো অন্যের বের করা বিষয়। তাহলে গবেষণার এথিক্সটা যাবে কোথায়?

চিটাগাং ইউনিভার্সিটির যে কয়জন স্যার বা বড় ভাই জামায়াতের ব্যাপারে গবেষণা করেছেন, উনাদের সাথে আমার মোটামুটি যোগাযোগ ‘ভায়া মিডিয়াতে’ হলেও আছে। তার মধ্যে জামায়াতের নেয়ার মতো অনেক কিছু আছে। কিন্তু জামায়াত তা নিতে পারবে কি? এটা একটা মারাত্মক প্রশ্ন। যার উত্তরে জামায়াত একটু মুচকি হাসি কেবল উপহার দেবে হয়তো, যা থেকে আপনি নিজেকে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মত অপাংক্তেয় মনে করতে পারবেন।

ইখওয়ান বলুন, জামায়াত বলুন, হাসান তোরাবির দলকে ধরুন, এমনকি মালয়েশিয়ার PAS বলুন - সবার মধ্যে ঐ একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা হল, যেনতেনভাবে ক্ষমতা নেয়ার মাধ্যমে রাতারাতি ইসলাম কায়েম করা। তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী? করণীয় হল ইসলামী আন্দোলনের কনসেপ্টকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নতুন টার্ন নিতেই হবে। তার নেতা, মধ্যমণি, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কারা হবে? ওটা আমাদেরই হতে হবে।

আমাদের মুরুব্বিরা ঐটাই চান আমাদের কাছ থেকে। তারা কখনো আপনাকে আমাকে সময় দেবেন না, তাদের কারো একদম সময় নেই। তারা যে পদ্ধতির সাথে সারা জীবন কাটিয়ে এসেছেন ওখান থেকে ফিরতে বা ফিরাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে আমরা অনেক কিছু পারব। সেই পারার সিপাহসালারদের জন্য ময়দান একদম খালি। আসেন ঐ দিকেই আমরা নতুন নেতৃত্বের সন্ধান দেই।

এই যে আমার ভাই এন এম হাসান বললেন, “অথচ আমি যেভাবে বেড়ে উঠছিলাম, তা তো খারাপ ছিল না। এ্যাটলিস্ট সেক্যুলার জীবনযাপন করে দুনিয়াটাকে উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু আমাকে এমন মন্ত্র শেখানো হল Neither have got this world nor the hereafter... হাজারো যুবকের আদর্শ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তাদের স্বপ্ন নিয়ে যে কাঁটাছেঁড়া করা হল What you want us to do? Leave them unchallenged?”

এটা কোনো রাহবারের কথা নয়। এটা এক পরাজিত, ক্লান্ত, পথভ্রান্ত সৈনিকের এমন কিছু প্রলাপ, যেখানে উমারের মত জেগে ওঠার বজ্র-নিঘোষ বাণী দেখি না। তিনি যখন আমাদের নবীকে (সা) বলেছিলেন, বলুন হে রাসূল, আমরা কি মুসলিম নই? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ উমার, আমরা মুসলিম। উমার বললেন, আমাদের দ্বীন কি সঠিক নয়, আর কাফিরদের দ্বীন কি বাতিল নয়, হে আমার নেতা? মহানবী (সা) বললেন, হ্যাঁ উমার, আমাদের দ্বীন সঠিক। উমার শুধালেন, তাহলে “লিমাযাদ দানিয়্যাতু ফী দ্বীনিনা?” (আমাদের দ্বীনে এত ইনফেরিওরিটি কেন?) কথা শুনে আমাদের রাসূল (সা) সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলন থেকে সর্বসাধারণ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করতে। আমি তো এন এম হাসান ভাইয়ের কাছে আবু বকরের (রা) ঐ কথাই শুনতে চাচ্ছি, যখন

তিনি ৭০% মুসলিমকে স্বধর্মের বৈরী হিসাবে দেখলেন, উমারের কাঁধ ধরে গর্জে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, “আ উমাতুদদ্বীনু ওয়া আবু বাকর হায়্যুন? (আবু বকর জীবিত থাকতে দ্বীন মরে যাবে?) হে উমার! জাহিলিয়্যাতে তো ছিলে সিংহ শার্দুল, ইসলামে এসে কি ভেড়া হয়ে গেলে?”

দেখুন ভাই মোজাম্মেল, যদি ইসলামকে আমাদের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হয়, ইসলামী আন্দোলনকে সামনে নিতে হয়, আসুন সবাই মিলে কাজ করি। মাওলানা মওদূদী, গোলাম আযমরা নিজেদের জবাবদিহি আল্লাহর কাছে নিজেরাই করবেন। কিন্তু আমরা কী করব? আমি আপনার কাছে না শুধু, আমার প্রাণের ভাই এন এম হাসানের কাছেও বলতে চাই, আপনাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে তাক্বৎ দিয়েছেন, আসুন নব্য ক্রুসেডের সামনে তাকে কাজে লাগাই।

মওদূদীর যুগ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে আমাদের ভূখন্ড ও মুসলিমদের আযাদ করার যুগ। আল্লাহর রহমতে তারা অনেকার্থে সে কাজে সাকসেসফুল। এখন আমাদের দেশগুলো আবার সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে নিচ্ছে। ইরাক, আফগান, পাকিস্তান এমনকি আমাদের বাংলাদেশ - সব তো যাচ্ছে। আসেন সবাই সাহাবাদের চেতনা নিয়ে আমাদের বাপ দাদাদের চেয়েও উন্নত পথে এগিয়ে যাই। সব যখন চলে যাচ্ছে, কার কত ভুল হল তার ওজন করে কাদের হাত শক্ত করছি একটু ভেবে দেখবেন কী?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অনেক ধন্যবাদ। জানি না, শুকরিয়া না বলে ধন্যবাদ বলাটা ইসলামী হলো কিনা! যাহোক, ভুলকে ভুল বলার ব্যাপারে আমি অকপট। এটি আমার আশৈশব চরিত্র। ভুল আমি করেছি বা কে করেছে - এসব আমার কাছে ইমম্যাটেরিয়্যাল। আপনার যেহেতু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ আছে, চাইলে জানতে পারবেন।

মেকি মডেল সাজিয়ে রাখার যে ক্যাডার সিস্টেম - কেন এটিকে মেইনটেইন করা অপরিহার্য হবে? শরীয়াহর সেন্স অফ ভিউ থেকে এ ব্যাপারে কী বলা যায়? মৌলিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও একটা কৃত্রিম তথাকথিত ‘ক্লিন সাংগঠনিক ইমেজ’ ধরে রাখার যে পলিসি - আমি কোনোমতেই তাতে একমত হতে পারছি না। পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কথা বলে ভিন্নমতকে ধামাচাপা দেয়ার যে রেওয়াজ, এটি আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আমি প্রবাসী মজুমদার ভাইয়ের সাথে একমত যে, ইসলামী আন্দোলন ফরজ, দল বিশেষ হলো অপশন মাত্র; হতে পারে বেটার দ্যান আদারস। অর্থাৎ এম এন হাসানের এ কথার সাথে আমি একমত যে, ‘‘ইসলাম = জামায়াতে ইসলাম” - এমন নয়।

‘সাংগঠনিক গলদ স্বীকারের মাধ্যমে বিরোধীদের হাত শক্তিশালী করা হয়’ - কেমন অদ্ভূত কথা! সিদ্ধান্তের ভুল স্বীকারের মাধ্যমে কত ক্ষমতাচ্যুত দলকে জনগণ আস্থায় এনে আবার

ক্ষমতায় বসিয়েছে! একবার লিখেছিলাম, কোদাল শব্দটা কারো কাছে শুনতে ভালো না লাগলেও তিনি যদি মাটি কাটতে চান তাহলে তাঁকে কোদালই চাইতে হবে। তা না করে তিনি যদি দা, ছুরি, কাঁচি এসব বলেন তাহলে যা পাওয়া যাবে তাতে মাটি কাটা আর হবে না। কিছুটা খোঁচাখুঁচি হবে হয়তোবা।

সময়ক্ষেপণ ও পদ্ধতি-নির্ভরতার মাধ্যমে যেমন ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, পর্যালোচনাও তাৎক্ষণিক না হলে বেপথু-বিফল হয় - অভিজ্ঞতায় দেখেছি। টু কিল টাইম, টু আস্ক ফর ল্যাংদি সিস্টেম ইজ টু কিল দ্য ক্রিটিসিজম, অর এনি ডিফারেন্স অব অপিনিয়ন। তাই না?

ইসলামে সমালোচনার পদ্ধতি নিয়ে আপনার মতো বিজ্ঞজনের কোনো লেখা পেলে আমার এবং অনেকের উপকার হতো। যদি কষ্ট করে লেখেন, তাহলে তাতে গণসমালোচনা (পাবলিক ক্রিটিসিজম) ও জনজবাবদিহিতার (পাবলিক একাউন্ট্যাবিলিটি) কোনো স্থান আছে কি না, সে বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করবেন, আশা করি। কোনো বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করলে ক্ষমা করবেন এবং ভুল ধরিয়ে দিবেন, অনুরোধ করছি।

http://sonarbangladesh.com/blog/sazadi786/22217

৯ জানুয়ারি, ২০১১

ইখওয়ান ওয়েবে বাংলাদেশ জামায়াতের নতুন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবনা: ইখওয়ান ও আমাদের খণ্ডিত তুলনা

আহমাদ আব্দুল্লাহ

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি পুরনো কথাই আবার বলবো:

১) জামায়াত কখনো পরিবর্তন হবে না। তাই সকল সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এহতেসাব ইত্যাদি যা আছে তা সব প্রকৃত এহতেসাবকে ঠেকানোর (গিলোটিন করার) জন্য।

২) উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবহেতু এ মুহূর্তে বিকল্প কোনো ইসলামী সংগঠন করা সম্ভব নয়।

৩) দেখি না কি হয়, সংগঠনকে বলে দেখি, আমার তো একার চিন্তা বা দায়িত্ব নয়, সবাই মিলে করি - এসব ভেবে বসে থাকা ইক্বামতে দ্বীন সংশ্লিষ্ট কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স সমূহের সাথে সাংঘর্ষিক।

৪) তাই সংগঠনের স্পষ্টত ভালো কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার পাশাপাশি ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে নতুনভাবে ও ব্যাপকভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা ও বুঝজ্ঞানের আন্দোলন শুরু করুন। দেশের মধ্যে যে কোনো জায়গায় ডাকলে আমি যাবো, ইনশাআল্লাহ। সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ডিসকাশন মিটিং ইত্যাদি। এক কথায়, কনসেপ্ট বিল্ডিংয়ের কাজই এখনকার মূল কর্মসূচি হওয়া উচিত। গ্রুপ ডেভেলপ করতে হবে। মুখোমুখি, দীর্ঘ ও ক্রিটিক্যাল আলোচনায় আসতে হবে। জামায়াতকে দিয়ে এসব হবে না। জামায়াত অলরেডি ইসলামী রাজনীতির একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। গতানুগতিকায় টিকে থাকা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দৃশ্যত এর রিক্রুটমেন্ট চলতে থাকা ছাড়া বাস্তবে এর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এ জন্য তাঁদের কোনো আফসোসও নাই। এটি একটি সিলসিলা। ক্বওমী মাদ্রাসা আর তাবলীগ জামায়াতের মতো।

আহমাদ আব্দুল্লাহ: আপনার কথাগুলো হজম করতে কষ্ট হলেও এর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মতো যুক্তি আমার কাছে মজুদ নাই। ইন্টেল্যাকচুয়াল ডিসকোর্সের ব্যাপারে আপনার মত আর আমার মত একদম শতভাগ এক। ইনশাআল্লাহ আমরা দীর্ঘ ক্রিটিকাল আলোচনা শুরু করবই।

http://sonarbangladesh.com/blog/ebong_abd/50458

১১ জুলাই ২০১১

১২. মন্তব্য

ইসলামী আন্দোলনের সংস্কার

সঠিক পথ খুঁজতে গিয়ে পথ হারাতে যাচ্ছি না তো?

অকপট শুভ্র

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অনেক বড় লেখা, পড়লাম। সংক্ষেপে মন্তব্য দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হওয়া থেকে বাঁচার জন্য মন্তব্য না লিখতে চাচ্ছিলাম। তবু ক'লাইন লিখি-

১) প্রায় সবার লেখাতেই প্রান্তিকতা দেখা যাচ্ছে। হয় জামায়াত, না হয় নতুন একটা কিছু। আমি জামায়াতকে ডিফেন্ড করবো না, যদিও আমি জামায়াতের নিয়মিত রিপোর্ট রাখা বহু বছরের কর্মী। আবার জামায়াত-ডিসেকশান মজলিশেও আমি উৎসাহ পাই না।

এটি স্পষ্ট যে, ইসলামী আন্দোলন হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর বহুবিধ সংস্কার অপরিহার্য। তবে আমার এতমিনান হচ্ছে, জামায়াত এসব বাঞ্ছিত সংস্কারের কোনোটাই করবে না। কীভাবে আমি এ রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম, সেটি আপাতত থাক।

২) জামায়াত যদি এ অবস্থায়ই কনটিনিউ করে তাহলে আমি-আপনি কী করবো? 'তায়াওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া'র আলোকে পথ চলবো। পরিষ্কার!

৩) আসুন, আমরা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকি, মত বিনিময় করি, জানার জন্য ও তদনুযায়ী চলার জন্য। জামায়াতে ইসলামী নামে কোনো দলের ব্যানারে কারো হাশর হবে না। ইসলামই সর্বাবস্থায় একমাত্র এজেন্ডা। আমি টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে চাই। তাই হলিস্টিক এপ্রোচ ছাড়া বেপথু হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা!

৪) হ্যাঁ, অনেকের মতো আমিও একমত যে, বাংলাদেশ বাংলাদেশই। এক এক জায়গায় এক এক পরিস্থিতি। আমরা অন্যদের কার্যক্রম অবজার্ভ করতে পারি, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু কাউকে হুবহু নকল করতে পারি না।

৫) তাহলে মডেল? ইসলামী মুভমেন্টের মডেল হবে কোনটি? উত্তর অতি সহজ। ইসলামী আন্দোলনের মডেল হলো ইসলামই, যা ক্লিয়ারলি আছে কোরআন ও হাদীসে।

আমাদের অনেকের এটি ভুল ধারণা হলো, ইসলামী আন্দোলনের মডেল কেবলমাত্র একটি বা এক ধরনের!? ইসলাম এক, একক, অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের মডেল বহু, বহুবিধ, পরিবর্তনীয়, যথেষ্ট নমনীয় (ফ্লেক্সিবল অর্থে) ও ওপেন-এন্ডেড। উইদিন দ্যা ফ্রেম অব ইসলাম।

৬) ইসলামী আন্দোলন করে, অন্তত করে বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, এমন সবাই ইসলামকে মূলত স্পিরিচুয়্যালিটির দিক থেকে মেনে থাকেন। ইসলামকে আধুনিক ইত্যাদি প্রমাণের বিষয়গুলো সাপোর্টিং বা সান্তনা মাত্র। যদিও স্পিরিচুয়্যালিটি ইসলামের মূল, কিন্তু এটিকে তুলে ধরতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে; যাতে স্পিরিচুয়ালিটি সত্যিকার অর্থেই বিদ্যমান।

৭) তাহলে তো সেক্যুলারিজম চলে আসে? না। জনকল্যাণমূলক হওয়ার জন্য সেক্যুলার হওয়ার দরকার নাই। যেমনটি নেই গণতন্ত্রী হওয়ার। হতে হবে মুসলিম, যাতে আছে সব আদর্শের সব ভালো দিক। অথচ নাই সেসবের সীমাবদ্ধতা।

৮) আমাদের ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো (মাদ্রাসা, তাবলীগ, জামায়াত, ছাত্রশিবির ইত্যাদি) শেখায় কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স। এর মূলকথা ও তত্ত্ব খুব কমই শেখায়। শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ, অথেনটিক রেফারেন্স জানা লোকজনের খণ্ডিত জ্ঞান তাঁদেরকে চরম অসহিষ্ণু করে তুলে।

৯) টোটাল নলেজ পেতে হলে অথেনটিক রেফারেন্সগুলোকে সমন্বয় করতে হবে, বাতিঘরের মতো সর্বদা সেগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরকে জ্ঞানী হতে হবে। মানুষকে ইলমের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইলম হতে হবে অনেক বেশি। ইলমই সর্বোচ্চ আমল। আমল যাতে ইলমের বিপরীত না হয়, শুধুমাত্র এটুকু নিশ্চিত করলে চলবে। আমলের পারফেকশান হলো ভুল পন্থা, ফ্যালাসি। নলেজ ইজ দ্যা অনলি এক্সকিউজ ফর ইসলাম।

১০) কারো যদি এটি পড়ে ভালো লাগে, ধন্যবাদ। কারো যদি খারাপ লাগে, দুঃখিত।

আরিফ: দুই দলের অপশাসনের বিপরীতে তৃতীয় শক্তি হিসাবে জামায়াতের উত্থানের যে স্বপ্ন ১০ বছর আগেও এই দেশের মানুষ দেখত তা আজ পুরোই ফিকে হয়ে গেছে। তাই খোঁজ নিলে দেখতে পারবেন সাথী, সদস্য, রুকন, কর্মী বাড়লেও সমর্থক বা ভোটার হ্রাস পেয়েছে। জামায়াতের বর্তমান রাজনীতির মূল কথাই হল দলীয় শীর্ষ নেতাদেরকে তাদের অতীত ভুলের বর্তমান খেসারত হতে রক্ষা করা। সেটার জন্য তারা বিদেশী আধিপত্যবাদীদের পক্ষ নিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের বিরোধিতা হতে বিরত থাকতেও রাজি আছে। অর্থাৎ নেতাদের বাঁচাতে সবকিছু করতে তারা রাজি আছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, মানুষ জামায়াতকে সম্ভাব্য তৃতীয় শক্তি হিসাবে মনে করতো যা এখন করে না। মানুষের স্বপ্নভঙ্গের দায় জামায়াত কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। ইসলামের ভবিষ্যৎ তো গেছেই, দেশের ভবিষ্যৎ হিসাবে জামায়াতের আর কোনো সম্ভাবনা নাই। এখন "জাতীয়তাবাদী জামায়াতে ইসলামী" হিসাবে শুধু টিকে থাকা। বাগাড়ম্বরই একমাত্র সম্বল!

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/50756
১৩ জুলাই, ২০১১

১৩. পোস্ট

যে কারণে নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থীরা হেরে যায়

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি, জামায়াতে ইসলামী একটা ইসলামী সিলসিলা, একটা জীবন্ত ঐতিহ্য। এই অতীব সত্য কথাটার সাথে একেবারে ভুল একটা কথা বলা হয়, জামায়াত করা ছাড়া তো আমাদের আর কিছু করার নাই। কারণ, এটিই তো একমাত্র...! আমি বুঝি না, ইসলামের কর্মী হওয়ার জন্য, ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য জামায়াত ত্যাগ বা জামায়াতের বিরোধিতা কেন জরুরি হবে? কারণ, এরা তো অনেক ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে যা এতটা পরিমাণে অন্যরা করছে না। গাড়িটা কাঙ্ক্ষিত গতিতে চলছে না, তাই বলে কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো?

অতএব, ‘জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম বা আল-ইসলাম’ হলো এক ধরনের প্রান্তিকতা এবং ‘ইসলামের জন্য কাজ করতে চাও তো জামায়াতকে বাদ দাও’ হলো আরেক ধরনের প্রান্তিকতা। এ দুই প্রান্তিকতা তথা চরমপন্থাকে পরিহার করে, আসুন যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই আমরা প্রত্যেকে একেকটি সংগঠন, একেকটি আন্দোলন, একেকটি বিপ্লব হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলি। জামায়াতে ইসলামী সফল বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে তো কোরআন ও সমগ্র হাদীস ভাণ্ডার আছে।

আমরা তো বুঝি, সমাজটা কীভাবে চলে, আন্দোলন কীভাবে করতে হয়, রাষ্ট্র কীভাবে চালাতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তথা খেলাফত আমাদের জীবদ্দশায় (যার কোনো মেয়াদ নাই!) কায়েম হোক বা না হোক আমরা নিজেদের উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক সমাজ পরিবর্তন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যারা বলেন, আমরা কাজ করে যাবো, ফলাফল আল্লাহর হাতে (অনিশ্চিত অর্থে) তাঁরা সংশ্লিষ্ট কোরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। এ সংক্রান্ত কতক সাধারণ বর্ণনা আছে বটে। তবে, কাজের (দুনিয়াবী) ফলাফলের ব্যাপারে স্পষ্ট আয়াত আছে (সূরা নূর: ৫৫)।

ইসলামী আন্দোলন হতে হবে বাস্তব পরিকল্পনা ও উপযুক্ত কর্মকৌশলভিত্তিক। এতে ভিশনের সাথে সাথে থাকতে হবে প্রপার প্ল্যান। বাদ দিতে হবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়ে উঠা সর্বাত্মকবাদী ক্যাডার সিস্টেম, ফুল টাইমার সিস্টেম ও অতিগোপনীয়তার নীতি। অবাস্তব ও অতিধার্মিক (অতিইসলামিক!) নারীনীতিকে বাদ দিতে হবে। অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে সামাজিক ইসলামীকরণের ভুলপন্থা পরিহার করতে হবে। তদস্থলে ব্যক্তির স্বকীয়তা, সৃজনশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।

টাকা ও ক্ষমতা বাগানোর মানসিকতা নিয়ে গতিশীল ও গণমুখী ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলন হয় না, জামায়াতে ইসলামী এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে। সংগঠনকে গণমানুষ ও বাস্তব সমাজ হতে গড়ে উঠতে দিতে হবে। কোনো পর্যায়েই নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়া ঠিক না। যদিও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মূল লক্ষ্য, মনে রাখবেন, আল্লাহর ওয়াস্তে রাজনীতি হয় না, ধর্মচর্চা তথা ধর্মীয় রাজনীতি হতে পারে। দরকার, ইসলামী মতাদর্শের পতাকাবাহী নির্মোহ রাজনীতি। সরকারী প্লট ও শুল্কমুক্ত গাড়ি নিয়ে 'সরকার আমারে দিছে' বলে ইসলামের নামে সংগঠন বিশেষের নেতা হওয়া যায়, সত্যিকারের ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পাবলিক সাপোর্ট পাওয়া যায় না।

প্রেমে পড়ে মানুষ এক পর্যায়ে যেভাবে ভালোবাসা অনুভব করে, মাতৃজঠরে ভ্রুণ যেভাবে বেড়ে উঠে, মাটি হতে গাছ যেভাবে গড়ে উঠে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বকেও সেভাবে গড়ে উঠতে দিতে হবে। নেতৃত্ব নাযিল করা যায় না, করলেও তা প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম না হওয়াই স্বাভাবিক। উল্টো এসব গণবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব নিজেদের অযোগ্যতা ও অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য আদর্শের দোহাই দিয়ে প্রকৃত আদর্শবাদীদেরকেই যথাসম্ভব কোনঠাসা ও নির্মূলের অপ্রকাশ্য নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। আপনারা যা-ই ভাবুন, জামায়াতে ইসলামী স্বীয় নামের পরের অংশকে সামনে আনার মতো ক্রমান্বয়ে যেন হাফ বিএনপি ও হাফ তাবলীগ টাইপের কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। আমার আশংকা...!

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

নোমান সাইফুল্লাহ: *সরকারী প্লট ও শুল্কমুক্ত গাড়ি নিয়ে 'সরকার আমারে দিছে' বলে ইসলামের নামে সংগঠন বিশেষের নেতা হওয়া যায়, সত্যিকারের ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পাবলিক সাপোর্ট পাওয়া যায় না।*

জি স্যার, আপনি সত্য বলেছেন। একটা ঘটনা বলি। একবার আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনে লং মার্চ কর্মসূচি চলছে। তো জামায়াতের কর্মসূচি ছিল রাজশাহী অভিমুখে। এই ঘটনা যিনি বর্ণনা করছেন, তিনি একজন সাথী ছিলেন তখন। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে আমরা আমীরে জামায়াতের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে চলে এসেছি। দেখলাম দুপুর বেলা সকল সাধারণ নেতাকর্মী খেলেন গুড়-চিড়া, আর আমীরে জামায়াতসহ আমরা খেলাম চাইনিজ হোটেলের সুপ। সারারাত কর্মীরা কষ্ট করে রাস্তায় ঘুমালেন। আর আমরা আমীরে জামায়াতসহ ঘুমালাম রেস্ট হাউজে এসি হাওয়ার নিচে। এখন আপনি বলুন এই নেতৃত্বের সাথে সাধারণ জনগণ তো পরের কথা, সাধারণ কর্মীদের সাথে জীবনাচারের কত পার্থক্য! বুঝতে পারছেন, কোথায় ইসলাম, কোথায় আমরা!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: স্ল্যাং ল্যাঙগুয়েজে বলা যায়, খাই-দাই সেক্রিফাইস!

মুহাম্মদ ওমর ফারুক: *জামায়াতে ইসলামী স্বীয় নামের পরের অংশকে সামনে আনার মতো ক্রমান্বয়ে যেন হাফ বিএনপি ও হাফ তাবলীগ টাইপের কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। আমার আশংকা...* সহমত। আপনাদেরকে ভাবতে হবে। কী করতে হবে আসন্ন এই পরিস্থিতি পুরাপুরি গ্রাস করার আগে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াতের সবচেয়ে বড় সফলতা এই যে, তারা অনেককে ইসলামী আন্দোলন শিখিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো এর সর্বপর্যায়ের নেতৃত্ব মোটাদাগে এখন ইসলামী আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত সর্বনিম্ন মানেরও নিচে নেমে গেছে।

বলা হয়, রুকন হন। তারপরে ফোরামে বলেন। যেমন আওয়ামী লীগ বিএনপিকে বলছে, সংসদে আসুন, বলুন, যুক্তিসংগত হলে অবশ্যই গ্রহণ করবো। যদিও ইনুর প্রস্তাবগুলোকে তাঁরা কণ্ঠভোটেও দেয় নাই। ফোরামে বললে যদি হতো তাহলে কামারুজ্জামান সাহেব, মীর কাশেম আলী সাহেব, রাজ্জাক সাহেব ও সাঈদী সাহেবেরা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হতেন না।

মির্জা: আমার কিছু প্রশ্ন আছে:

১। যদি রিপোর্টিং সিস্টেম এবং ক্যাডার সিস্টেম না থাকে তবে কিসের ভিত্তিতে একজনকে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল করা হবে? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

২। আর অতি ধার্মিক নারীনীতি বলতে কি আপনি নিকাবের উপর জোর দেয়াকে বুঝাচ্ছেন? আমি কিন্তু নিকাবকে মোটেও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বাধা মনে করি না। বরং নিকাব পরে ইসলামী আন্দোলনের নারীকর্মীরা অনেক ফিতনা থেকে বেঁচে সংগঠনের কাজ আরো গতিশীলভাবে করতে পারে। তবে এটা হচ্ছে না, এটাই সঠিক। আর ইসলামী আন্দোলনের নারী কর্মীদের প্রচলিত সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে জড়ানো উচিত, এবং সেটা সংগঠনের সমর্থনেই হওয়া উচিত।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার লেখার কিছু অংশ পড়তে পারিনি। হ্যাঁ, আমাদের এক সহকর্মী নেক্বাব পরতেন। এমনকি চাকুরির ইন্টারভিউর সময়েও নেক্বাব খুলেননি। যেহেতু কোয়লিটি ডাজ ম্যাটার, তাই গণমানুষের কাছে যাওয়াই বড় কথা। আমাদের একটা বাড়ি আছে শহরের কাছে। এর পাশে অনেক মিল-ফ্যাক্টরি। শত শত মেয়েরা দিনরাত কাজ করে। অনেকেই পর্দা করে। ইসলামী আন্দোলনের কোনো মহিলা কর্মী কি তাঁদের কাছে যায়? না, যায় না। আমি জানি। আমাদের একটা কলোনিও আছে। তাঁদেরকে আমি খুব কাছ হতে দেখি। তাঁরা অন্ততপক্ষে ছাত্রীদের চেয়ে উন্নত নৈতিকতাবোধ ধারণ করে।

বুলেন: "টাকা ও ক্ষমতা বাগানোর মানসিকতা নিয়ে গতিশীল ও গণমুখী ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলন হয় না, জামায়াতে ইসলামী এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে।"

দুঃখিত, কথাটা মানতে পারলাম না। আপনি বড়জোর জামায়াতের কয়েকজন নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকজনকে এই ভাগে ফেলতে পারেন এর বেশি নয়। কিন্তু আপনার বক্তব্যটি পড়ে মনে হচ্ছে, জামায়াত সংগঠনটি টাকা আর ক্ষমতা বাগানোর দল। এই লাইনে একটু সংশোধনী দিলে খুশি হব।

আপনার কয়েকটি বিষয়ে আমি একমত। যেমন ক্যাডারভিত্তিক প্রথা এবং নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে অতি রক্ষণশীল পন্থা জামায়াতের গণমুখী ভিত্তি তৈরির ক্ষেত্রে একেকটা বড় বাধা। শুধু ক্যাডারভিত্তিক প্রথার কারণেই সবাই আশা করেন এই সংগঠনের ভালো মন্দ বলার সর্বোচ্চ অধিকারী পরিষদ শুধুমাত্র 'রুকনদের একচ্ছত্র'। কিন্তু আমার বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে বলি, রুকনরা সাংগঠনিক কাজের কারণে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে তাদের নিজেদের সংগঠনের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ঐতিহ্যের বাইরে কিছু চিন্তা করার মানসিকতা তৈরির সময় তাদের থাকে না। আপনি মাঠ পর্যায়ের হাজার হাজার কর্মী সমর্থকের কাছে প্রায় একই রকম অভিযোগ শুনলেও দেখবেন এর সমাধান খুব কমই বের হয়। তাছাড়া সংগঠনের বিশাল একটা অংশ তো রয়েছেই যারা মনে করে থাকেন, আমাদের সব ভালো-মন্দ বোঝার জন্য রুকনরা আছেন। বাকিদের কথা শোনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আর নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনীতিতে সফল হওয়া কীভাবে সম্ভব আমি বুঝি না, যেখানে দেশের প্রায় অর্ধেকই নারী?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনি যে বিষয়ে প্রথমে বলেছেন তা জামায়াতের অত্যল্পসংখ্যাক ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। এ কথা আমি মানি, জানি। কিন্তু সংশোধনী বোধহয় প্রয়োজন হবে না। কেননা এই ক্ষুদ্র অংশই সংগঠনের কাণ্ডারী, টপ মোস্ট লিডারস। 'টাকা দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলো, আর ক্ষমতা হাতে নিয়ে সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করো' এই পলিসি আপাতদৃষ্টিতে ভালো। আমিও বলি, ভালো। এ ব্যাপারে আমি একটা সূত্র দিচ্ছি। এটি যদি আপনাকে বোঝাতে পারি তাহলে আমি কি বলতে চেয়েছি বুঝবেন, আশা করি।

Two I's are sometimes inverse ratio, sometimes reverse ratio.

Another I is the determinant.

First two I's are: (1) I for infrastructure and (2) I for ideology.

The determinant one is: I is for Inspiration.

When the inspiration is lower than the Infrastructure, Ideology will be damaged.

On the contrary, no matter how large is the Infrastructure, if Inspiration (true commitment or *jajbah*) is more than that, then Ideology will prevail and be stronger.

Jamaat looked for infrastructural development while losing its true Inspiration.

This is the problem, or you can say, the tragedy of the play!

বুলেন: যাই হোক, আপনার সাথে আমার মতপার্থক্যটা থেকেই গেল! আমি আগেই বলেছি, জামায়াতের দীর্ঘদিনের গড়ে উঠা কাঠামো এখন অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। আর তাই আশু মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এটা কোনো মেজর ইস্যু হওয়া উচিত নয়। কারণ ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই হলো সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে সংস্কার কাজ এগিয়ে নেয়া। কিন্তু আমরা (ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকরা) একদিকে যেমন এতটা বড় মনের অধিকারী হতে পারিনি, অন্যদিকে এখন এসে সেই সংস্কার অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েছে। তাই পুরো বিষয়টা এখন আগের চেয়ে অনেকটাই জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমি মনে করি না আশা একদম শেষ। এখনো যদি সীমিত আকারেও শুরু করা যায়, আজকের মুক্ত মিডিয়ার কল্যাণে খুব তাড়াতাড়িই সবকিছুই ইন্টিগ্রেট করা সম্ভব। শুধু একটা বড় ধরনের নাড়া দেয়া আর অনেকের স্বার্থ অবহেলা ছাড়া বেশি কিছু লাগবে বলে মনে হয় না। আপনার সাথে মিলিয়ে বললে, ‘ট্র্যাজেডি অফ দা প্লে’ হলেও ‘ফিনিশ অফ দা প্লে’ না!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সবাই মনে করছে, (সংস্কারের কাজগুলো) কেউ শুরু করুক, আমি সাথে আছি। রাজার পুকুরে একবাটি দুধ ঢালার মতো!?

আপনার প্রোফাইল ছবিটা বেশ সুন্দর। কিন্তু এই বিলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সবাই মনে করছে, এতো রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। আমার বা আমাদের কি করার আছে? এই বিলীয়মান বিল দখল করে জমির ব্যবসা করা এখন এক ধরনের সাংগঠনিক ট্রেন্ড। ছাত্র নেতারাও বিনা পুঁজিতে (?) এক একটি ইয়েস/নো নামধারী রিয়েল এস্টেটের মালিক/পরিচালক। তাঁরা সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্বপালন করেও পিএইচডি থিসিস লিখতে পারেন! মাশাআল্লাহ। আসলে ফাঁকি দেয়ার রেওয়াজই এখনকার মূলস্রোত। গোবেচারা মুখলেছুর রহমানরা উপরে নিচে কোনোমতে সওয়াবের নিয়তে ঝুলে আছেন। সাংগঠনিকতাবাদেরই এখন জয়জয়কার!

‘ইস! চুপ, চুপ! বেশি কথা বলা যাবে না! এতায়াত নষ্ট হবে! গোনাহ হবে! আখেরাতে নাজাত লাভ ভণ্ডুল হয়ে যাবে!’ - এ অবস্থার নিরসন না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী সংগঠন বাস্তব জমিনে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে বা থাকতে পারবে না। আপনার কাছ হতেও কিছু জানার আশা রাখি।

নিঃসঙ্গ শেরপা: ভাই, যে কথাগুলো আপনার লেখা ও কমেন্টগুলোতে বলেছেন, সংগঠনের জন্য সেগুলো এখন খুবই জরুরি। আফসোসের বিষয় হল, এসব কথা শোনার সময় দায়িত্বশীলদের নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হাশরের ময়দানে আমাদের জবাবদিহিতার সময় তো আর দায়িত্বশীলের রেফারেন্স দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। সংগঠন, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি হচ্ছে দুনিয়াবী ব্যাপার। এসব সিস্টেমের সাপেক্ষে আমরা কে, কী ধরনের কাজ বা ভূমিকা পালন করি - সেটাই আখেরাতে বিবেচ্য হবে। এক কথায়, আখেরাতের হিসাব নিতান্ত ব্যক্তিগত। কেউ কারো জন্য দায়ী হবে না। সুতরাং দায়িত্বশীলরা শুনলো নাকি শুনলো না, সেটা বড় কথা নয়। তাছাড়া, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল নই কি? আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, “সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

শংখচিল: “যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই আমরা প্রত্যেকে একেকটি সংগঠন, একেকটি আন্দোলন, একেকটি বিপ্লব হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলি।”

একেবারে মনের কথা বলেছেন। যদি পারেন ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে একটি পোস্ট দেন। জামায়াতের গণতন্ত্রে যোগদান, অতঃপর বিএনপির অংগসংগঠনে পরিণত হওয়ার কারণে আমার মনে হয়, সঠিক ইসলাম থেকেই তারা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আর ঐ কথাটি ঠিক যে, জামায়াতের ছোট লেভেল অর্থাৎ কর্মী লেভেল অনেক ভালো কিন্তু সত্যিকার অর্থে নেতৃত্ব দিয়েই বিচার হয় ভালো-মন্দের। পড়ে খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিপরীতমুখী। চেতনা তথা পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্র খুবই দরকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি একটি পদ্ধতি ততক্ষণ এটি ঠিক আছে। সমস্যা হলো পাশ্চাত্য গণতন্ত্র শুধুমাত্র পদ্ধতিই নয়, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরম আদর্শ বা মানদণ্ড। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি এর প্রমাণ বা মূল কথা, যা স্পষ্টতই ইসলামবিরোধী। জনকল্যাণের জন্য গণতন্ত্র ইসলামে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। শাসক ন্যায়বান কিনা এটিই মূখ্য বিষয়। ইসলামে গণতন্ত্র অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে অনুমোদিত বটে, তবে বেনিভোলেন্ট ডিক্টেটরশীপ ইজ মোর ইসলামিক দ্যান ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়েস্টার্ন সেন্স। জামায়াত গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব করতে চায় - এটি একটি সোনার পাথর বাটির মতো অবাস্তব বিষয়। যতটুকু আমি বুঝি।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/51748

১৮ জুলাই, ২০১১

ইসলামী সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা যেসব কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ

উমর

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মাশাআল্লাহ! আপনার লেখাটি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন। অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে।

আমাদের এখানে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চট্টগ্রাম মহানগরীর অধীন। দায়িত্বশীলেরা মাসে অন্ততপক্ষে ৭/৮ বার সাংগঠনিক কাজে শহরে যান। যাওয়া-আসা মিলে প্রতিবারে ৩ ঘন্টারও বেশি। তাহলে ভাবুন তো তাঁদের অবস্থা। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টরা মেধাবী হয়ে থাকেন। সে সুবাদে তাঁদের ক্লাস, গবেষণা-ছাত্র, নিজস্ব গবেষণা এসবও বেশি থাকে। চট্টগ্রাম মহানগরীর ৫০/৫৫টা ওয়ার্ডের জন্য যত সাংগঠনিক রুটিন কাজ থাকে তার অধিকাংশ চবি ওয়ার্ডের টিচার দায়িত্বশীলদেরও করতে হয়। নিকট অতীতে রুকনদের মিছিল সমাবেশেও যেতে হতো।

এবার ভাবুন তো, কীভাবে সাংগঠনিক দায়িত্বশীলরা রুটিন কাজের বাইরে অরাজনৈতিক কাজে সময় দেবেন? কেউ তো আর মেশিন কিংবা ফেরেশতা নন। হওয়াটা উচিতও হবে না নিশ্চয়। তাই প্রোগ্রামের সময় ও ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কমাতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন না করে পেশাভিত্তিক সংগঠন করতে হবে। মূল সংগঠন থাকবে আমব্রেলা অর্গানাইজেশান হিসাবে।

http://sonarbangladesh.com/blog/manwithamission/61361

০৭ সেপ্টেম্বর ২০১১

১৫. পোস্ট

ইসলামী আন্দোলন বিষয়ক একটি প্রশ্ন

"আসসালামু আলাইকুম। ব্লগে আপনার লেখা পড়ে অনেকদিন ধরে জমে থাকা একটা খটকা প্রশ্নের উত্তর কামনা করছি। বলতে পারেন, একপ্রকার চিন্তার বিনিময়, যা আপনার সব লেখাতেই উৎসাহ দেয়া থাকে। ধরুন, আজ থেকে ২০ বছর পর বাংলাদেশে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের একটি পরাশক্তি হয়ে উঠলো। আর আমাদের বর্তমান অধঃপতিত গণতন্ত্র দিনে দিনে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে এতটাই দুর্বল করে তুলল যে, ভারতের কাছে আমাদের অর্থনৈতিক প্রাপ্তির বিষয়টাই প্রাধান্য লাভ করলো।

ফলে আমাদের বর্তমান 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' অথবা 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' অর্থনৈতিক চাহিদার কাছে হেরে গেল। সার্বিকভাবে জনগণই চাইল, এখন সময় আমাদের ভারতের অংশ হয়ে যাবার! এর নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই সেক্যুলাররা দিয়ে থাকবে। এর আগেই আরো অনেকগুলো বিষয় দৃশমান হয়ে পড়বে। যেমন ভারতের ওপর চাকুরি, ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লোকজন এত পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে যে, তাদের সফলতাই আমাদের অধিকাংশ স্বার্থবাদী লোকদেরকে ভারতের প্রতি আমাদের বর্তমান বিরোধকে একেবারে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে বাধ্য করবে, যেমনটা কানাডা ও আমেরিকার ক্ষেত্রে ঘটেছে। জাতীয়তাবাদীরা তখন মিন মিন করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে থাকবে যেমনটা ৭১ সালে ডানপন্থীরা ছিল।

আর সেক্যুলাররা বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বের লোভ দেখিয়ে ভারতের প্রদেশ হবার দিকে নিয়ে যাবে, যেমনটা ৪৭ সালে নিয়েছিল (বলে রাখা ভালো ৪৭-এর বিভক্তিকে এখন ধর্মে ধর্মে বিভক্তি বলে সেক্যুলাররাই সবচেয়ে বেশি প্রচারণা চালায়, অথচ তারাই ধর্মের নামে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছিল। ৪৭ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কমপক্ষে ৫ হাজার মানুষের জীবন দেয়ায় যেই সোহরাওয়ার্দী উৎসাহ দিয়েছিলেন, পাকিস্তান তৈরি করে তিনিই আবার পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলারদের গুরু হয়েছেন! আর পাকিস্তান তৈরিতে বাঙালি জনগণ সবচেয়ে এগিয়ে ছিল, কারণ তারা হিন্দু জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল, অর্থাৎ কারণটা শুধুই অর্থনৈতিক)।

তখন হয়ত জাতীয়তাবাদীরা এখনকার আসামের উলফার মত হবে। আর সেক্যুলাররা ভারতের সেক্যুলারদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আরো অধিক শক্তিশালী হবে। আর ইসলামপন্থীরা? অবশ্যই জাতীয়তাবাদীদের সাথেই থাকবে! বর্তমান ইসলামপন্থীদের মানসিকতায় আমার কাছে তাই মনে হয়। তখন হয়ত ইসলামপন্থীরাই বলবে, দেশের

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা শুধু ঈমানী দায়িত্ব নয়, বরং অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে! আর পক্ষে বড় বড় আলেমরাই বলবেন! যেমনটা হয়েছিল ৭১ সালে। আর এর ঠিক উল্টো দিকেই থাকবে জনগণ। যেই জনগণ ৪৭ সালে দেশ তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়ে আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে আলাদা দেশ তৈরি করেছিল নতুন স্বপ্ন নিয়ে, স্বাধীনতার প্রায় ৬০ বছর (ধরে নেয়া!) পরও প্রকৃত স্বাধীনতার সুযোগ না পাওয়া জনগণ যে আবার সেই স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে না, সেই নিশ্চয়তা কি আমরা দিতে পারি? তাহলে, সামারি করলে দাঁড়ায়, 'রাষ্ট্র এবং ইসলাম' নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ইসলামপন্থীদের ৩টি অবস্থান:

প্রথমত, ৪৭ সালে দ্বৈত অবস্থান। মাওলানা মওদূদী (রহ.) প্রথমে ভারত বিভক্তির বিপক্ষে ছিলেন। পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষেই শুধু আসলেন না, বরং সেই উপসংহারে নিয়ে গেলেন, যে ইসলামের নামে পাকিস্তান হয়েছে সে রাষ্ট্রকে যেভাবেই হোক ইসলামী রাষ্ট্রই বানাতে হবে। সেক্যুলাররা তো সেই সুযোগেই সব দোষ ধর্মের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলেন! 'রাষ্ট্র এবং ইসলাম' নিয়ে জামায়াতসহ আরো অনেক ইসলামী দলের ক্রমাগত প্রচারণায় ৭১ সালে একটাই উপসংহারে আসা উচিত ছিল এবং যা হয়েছেও, অর্থাৎ 'রাষ্ট্র = ইসলাম'! আরো সহজ করে বলতে গেলে, 'পাকিস্তান = ইসলাম'! ৭১ সালে জামায়াতের বিতর্কিত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই এই কারণটা বেমালুম ভুলেই যান যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর এই সাইকোলোজিক্যাল এফেক্টের পরিণতি।

জামায়াতের মত একটা ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন (আমার মনে হয়, এটি ছিল তখনকার সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক দল, যার নেতৃত্বে মাওলানা মওদূদীর মত ব্যক্তি, যিনি কিনা এই উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী থিওলজিয়ান) যখন এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসে, 'পাকিস্তান = ইসলাম', তখন কর্মীদের উপর বিষয়টার গুরুত্ব কতটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঘাত করবে, সেটা যারা ছাত্রসংগঠন করেছেন, তারা খুব সহজেই বুঝতে পারার কথা। শুধু তাই নয়, জামায়াতের সাথে তখন বাকি প্রায় সকল ইসলামী সংগঠন যখন একই তালে এই প্রচারণা চালায় যে, 'পাকিস্তান = ইসলাম', তখন আল বদর বা আল শামসের মতো সংগঠনে গিয়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের আকিদা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই তো আমার কাছে বৃথা মনে হয়। অথচ এখনকার ইসলামপন্থীরা তাই করে যাচ্ছেন। বিবেচনায় আনছেন না সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা! যাই হোক, ফলাফল হলো একাত্তরের পর আমাদের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাটাই নেয়া নেয়া উচিত বলে মনে হয়, 'State is not equal to Islam!'

এবার আসুন এখনকার ট্রেন্ডে। অনেকের কাছেই শুনি, ৭১ সালে জামায়াত দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও এখন সবচেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক। এতে আমার সন্দেহ

করা উচিত নয়। কিন্তু এই দেশপ্রেমের ধারণা থেকেই কি আজ থেকে ২০ বছর পড়ে ইসলামপন্থীরা এই উপসংহারে সহজেই আসবে না, 'বাংলাদেশ = ইসলাম'? তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবার অধিকাংশ জনমতের বিপরীতে অস্ত্রধারণ! আবার একসাথে দেশের সকল ইসলামপন্থী দল একই অবস্থায় পড়বে, যেমনটা ৭১ এর পর পড়েছিল!

তাহলে, আমি কি এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি, যেই মাওলানা মওদূদী (রহ.) মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি গড়েছিলেন, সেই আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে সময়ের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে স্রেফ 'জাতীয়তাবাদী' এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে? গত ৭০ বছরেও কি তাহলে তাত্ত্বিকভাবে 'রাষ্ট্র', 'ইসলাম' ও 'জাতীয়তাবাদ' এই তিনটা বিষয়কে আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা গিয়েছে? 'মুসলমানদের রাষ্ট্র' আর 'রাষ্ট্রে মুসলমান' এই বিষয় দুটোকে কি কখনই identify করা গিয়েছে? ইসলামপন্থীদের কি তাহলে রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটাই আবার নতুন করে ভাবা উচিত? তাত্ত্বিকভাবে আপনার কাছে উত্তরগুলো আশা করছি।

আরো একটা বিষয় আপনাকে জানানো দরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ইসলামপন্থীদের অবস্থানটাও কি একই ধাচের নয়? পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বাংলাদেশবিরোধী যত প্রচারণা হয়, তার বেশিরভাগ ওয়েবসাইটেই দেখবেন জামায়াতবিরোধী প্রচারণা। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন বাঙালিই জামায়াত। আমি তো এখন সরাসরিই বলতে পারি, কোনো কারণে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করে, তাহলে সবার আগে সেনাপক্ষে অবস্থান নিবে ইসলামপন্থী ভাইয়েরা। এইখানেও কি হিউম্যান ভ্যালুর সাথে রাষ্ট্রের সংঘাত হয় না? তখনও কি ইসলামকে হিউম্যান ভ্যালুর সাথে যুদ্ধে নিয়ে আসবেন না ইসলামপন্থীরা? আপনার কাছ থেকে একটু তাত্ত্বিক উত্তর পেলে খুশি হবো। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।"

দেশের বাইরে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত এক সহকর্মীর উপর্যুক্ত ইমেইলের উত্তরে আমি লিখেছি, আপনার লেখাটা পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম! মাশাআল্লাহ! আপনার লেখার প্রতিটা বাক্যের সাথে আমি একমত।

অতি সংক্ষেপে আমার মন্তব্য:

১. ইসলাম = জামায়াতে ইসলাম কিংবা ইসলাম = কোনো দেশ বিশেষ (বাংলাদেশ, সৌদি বা অন্য কোনো জমহুরিয়াত), এমনটা আমি মনে করি না।

২. জাতীয়তাবাদকে আমি স্বয়ং খারাপ মনে করি না। জাতীয়তাবাদ বলতে যদি সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝানো হয় তাহলে তা খারাপ। ইসলাম যতটুকু ব্যক্তিগত ততটুকু সামাজিক, যতটুকু আন্তর্জাতিক ততটুকু জাতীয়ভিত্তিক।

৩. পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্র যতটুকু ভালো এবং লক্ষ্য তথা end হিসাবে ততটুকু (অর্থাৎ পুরোটাই!) খারাপ; জাতীয়তাবাদও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ততটুকু ভালো এবং খারাপ হতে পারে।

৪. এ কথাটা অতি বড় সত্য যে, বাস্তবের বড় ভুলগুলোর মূল কারণ তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি। যেমন, জামায়াতে ইসলামীর অতিরিক্ত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বড় কারণ হলো শীর্ষ জামায়াত নেতৃত্বের এই ভুল তত্ত্ব যে, এ দেশের মানুষ ইসলাম চায়, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বই সমস্যা।

৫. এ দেশের মানুষ ইসলামের সঠিক জ্ঞান রাখে না। এরা মূলত এক অস্পষ্ট ও আধ্যাত্মবাদী ইসলাম পছন্দ জনগণ। এঁদেরকে আগে সামগ্রিক অর্থে ইসলাম না বুঝিয়ে দেশে ইসলাম কায়েম করতে যাওয়া বা চাওয়া স্পষ্টতই এক ধরনের শ্রেণীগত বিভ্রান্তি বা ক্যাটাগরি মিসটেক।

৬. সবার আগে যারা ইসলাম কায়েম করতে চান তাঁদের নিজেদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক হতে ইসলামকে ভালো করে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র আক্বীদা বা তত্ত্ব বুঝলে বা মানলে হবে না। বুঝতে হবে চিরায়ত ও সমকালীন উভয় আসপেক্টে ইসলামের প্রায়োগিক তত্ত্ব বা পদ্ধতির আলোকে। মদিনার রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য যারা ইচ্ছুক তাঁদের শুরু করতে হবে নবুয়তী জিন্দেগীর শুরু থেকে, অতঃপর হিজরত থেকে। ফতেহ মক্কা দিয়ে শুরু করলে হবে না। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ানোর তোরজোড়ের দরকার কী?

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

নোমান সাইফুল্লাহ: আপনাকে অনেক দিন মিস করেছি। প্লিজ আপনি নিয়মিত লিখুন। অসাধারণ চিন্তা। এখনকার ইসলামী আন্দোলনের এটাই বড় সমস্যা। আবার এক হয়ে যাওয়ার যে উদাহরণ দেয়া হলো, এটা মনে হয় ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ এদেশীয় এজেন্টের মাধ্যমে ভারত যদি পরিপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের সুবিধা পায়, তাহলে রিস্ক নেয়ার দরকার কী? কারণ ভারতে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তা নিয়ে ভারতই হিমশিম অবস্থায়। হয়ত খুব বেশি দিন তারা আন্দোলনরত জনগণকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। আপনাকে ধন্যবাদ। আবার অনুরোধ আপনি নিয়মিত লিখুন...

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি বা আমার সংশ্লিষ্ট সহকর্মী কেউ মনে করেন না যে, বাংলাদেশ সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতের অঙ্গরাজ্য হতে চাইবে। জাতীয়তাবাদ নিয়ে ইসলামপন্থীদের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান ও ধারণাগত দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার জন্য এই চিত্রকল্প দেয়া হয়েছে। ইসলাম বোঝার জন্য কোরআন-হাদীস ইত্যাদি পড়তে হবে। তবে শুধুমাত্র এটুকু যথেষ্ট নয় এবং তা ঝুঁকিপূর্ণও বটে। রাসূলের (সা) বাস্তব জীবন ও সামাজিক বিবর্তনের নিরিখেই সবকিছু বুঝতে হবে।

লাল বৃত্ত: ওহ! মনে হল নিজের কথাগুলোই পড়ছি। আমি বহুদিন থেকেই ভেবে কূল পাচ্ছি না যে একটা শব্দ তার সমশব্দের সাথে তুলনা চলে। ইসলামের সাথে জাতীয়তাবাদের কনফ্লিক্টই যদি লাগে তাহলে তো এ দেশে ইসলাম কায়েমের আন্দোলনই জায়েজ নাই! তাদেরকে উপমহাদেশে কিংবা সমগ্র বিশ্বে খেলাফত কায়েমের জন্য দৌড়াতে হবে। পরিবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন সমগ্র বিশ্বে ভিন্ন একটি সিস্টেম চলছে তখন সেই সিস্টেমকে ব্যবহারই যদি করবেন, তাহলে আবার সেই সিস্টেমের উপকরণগুলো কীভাবে উপেক্ষা করবেন? জামায়াতে ইসলামীর এই সরলীকরণ এবং রাষ্ট্র = ধর্ম এবং = জাতীয়তা বিষয়গুলোকে এক কাতারে নিয়ে আসাটাই তাদের বিভিন্ন সময়ের ভিন্নধর্মী দুর্বলতর অবস্থানের কারণ। বিষয়গুলো তো এতো সরল নয় যতটা সরল ভাবে তারা বক্তৃতা ও বিবৃতিতে বলে থাকে।

শামিম: আমরা যত সহজে কথাগুলো বলছি অতটা সহজ কি ছিলো ব্যাপারগুলো? আসলে কী তাদের রাষ্ট্র = ধর্ম এ রকম কোনো স্ট্র্যাটেজি ছিলো, না অন্য কোনো চিন্তা বা যুক্তি তাদের ছিল? আমরা বোধহয় একটু বেশিই অনুমান প্রিয়।

লাল বৃত্ত: হয়তো আমরা বেশি অনুমান প্রিয়। কিন্তু সেই অবস্থানটা কোন কারণে ছিলো, এখন তো সেটাও কেউ ব্যাখ্যা করতে রাজি নন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাক্ষাতকারে তো মনে হলো 'রাজাকার', 'আল বদর' কী জামায়াত তা চিনেই না। যে যুক্তি আর যে কথাই অন্তরালে থাকুক না কেন, ২৫ মার্চ রাতের হামলার পর থেকেই তো পূর্ব পাকিস্তান জালিম হয়ে গেলো। তখনো হয়তো মজলুম মুসলমানের পক্ষে সুযোগ সন্ধানী মুশরিকরা থাকায় মুসলিম জালেমদের জুলুমকেই শ্রেয় হিসেব ধরে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে দলীয় এবং রাষ্ট্রীয় সংযোগ অক্ষুন্ন রেখেছে, কেননা দল তো তখনো আলাদা হয়নি। যদি পাকিস্তান আন্দোলন হালাল হয় তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করাটাও তাদের জন্য হালাল ছিলো।

আর যদি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে খিলাফত কায়েমেরই উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে তো মাদানী সাহেবই সঠিক। পাকিস্তান আন্দোলনটাই তাহলে হারাম হয়ে যায়। কেননা জাতীয়তাবাদ যদি ইসলামী হয়, আর তা যদি হয় আমি ছাড়া অন্য সবাই অচ্ছুত আর নিম্ন প্রকৃতির বলে ধারণা করা, তাহলে সেটাতেও ইসলামের সাপোর্ট থাকার কথা নয়। এখানে ঝামেলাটা বেধেছিলো 'দারুল ইসলাম' আর 'দারুল হারব' নিয়ে। কিন্তু সেক্যুলারিজমের ধারকগণ মাওলানা মওদূদী আর সমমনা সব উলামাদের সামনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুলা ঝুলিয়ে নিজেদের উদ্দ্যেশ্য ঠিকই আদায় করে নিয়েছে। হতে পারে ধর্মীয় আইডেন্টিটিতে বিভক্তি হয়েছে কিন্তু মননে খুব একটা পার্থক্য কোনো শাষক গোষ্ঠীরই ছিলো না। তাহলে অবশেষে বিষয়টি কি এ রকম দাঁড়ালো যে পরিস্থিতির কারণে আজ যেটা হালাল কালই তা হারাম?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কেন জানি কীভাবে যেন দৃষ্টিভঙ্গি ও কথাবার্তা মিলে যায়! চাই, এনশিওর করতে, Everybody's right to speak. It is the key to all sorts of intellectuality. And intellectuality is a very special thing that Islam has most. ভালো থাকুন।

তারাচাঁদ: মোজাম্মেল ভাই, ধরুন আজ থেকে ২০ বছর পরে হঠাৎ একদিন বাংলাদেশে 'ইসলামাইজেশন অব এডুকেশন' করে ফেলার সুযোগ আসল। তখন আপনার সাবজেক্ট 'দর্শনের' অবস্থা কি হবে? বছর পাঁচেক আগের কথা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'ইসলামিক স্টাডিজের' কারিকুলাম তৈরি করতে চাইল। ইসলাম বিষয়ে ভুরি ভুরি ডক্টর থাকার পরও কেউ একটা পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম তৈরি করে দিতে পারল না। এটা কি দুঃখের নয়?

এই বছর মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। আগামী বছর যদি সরকার ঘোষণা দেয়, এ বছর থেকে মাদ্রাসায় চার বছরব্যাপী ইসলামী দর্শন কোর্স চালু হবে। সত্যিই এমনটি হলে অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করেছেন? আপনি তো দর্শনের শিক্ষক। আপনাকে যদি শিক্ষামন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন,

'ইসলামাইজেশন অব ফিলসফি'র উপর আপনার কয়টা বই আছে?

ইসলামী দর্শনের উপর চার বছরের অনার্স কোর্স খোলার জন্য একটা কারিকুলাম তৈরি করে দেন তো!

বাতিল দর্শনের চেয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে আপনি কয়টা বই লিখেছেন?

ভ্রাতঃ, এগুলো ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য অতীব প্রয়োজন (prerequisite)। আপনাদের মত শিক্ষকরা একটু অগ্রসর চিন্তা না করলে, আর কারা এ কাজ করবে? ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, শিক্ষিত ইসলামপন্থীরা তাদের নিজের বিষয়কে ইসলামাইজেশন করার প্রয়োজনীয়তা একেবারে ভুলে গিয়ে, যা তার বিষয় নয় এমন ব্যাপারে মত্ত থাকে। যে তিনটি প্রশ্ন আমি রাখলাম, আপনি কি নিশ্চিত যে, এমন প্রশ্ন আল্লাহ আপনাকে করবেন না? এর সুফল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকলেও সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে না। ইসলামী সমাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখি বলে এই প্রশ্ন আমার মনে বারংবার উঁকি দেয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই তারাচাঁদ, (১) আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে আপনি আরলি টুয়েন্টিজ বয়সের কোনো ব্লগার নন। আমি স্ব-নাম, স্ব-ছবি ও স্ব-পরিচয়ে ব্লগিং করি বিধায় আপনি আমাকে স্পেসিফিকলি কথা বলতে পারলেন। তাই না? আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই সত্যিকারের পরিচয়ে লেখালেখি করা উচিত। আমার স্বপ্নের যে কনসেপ্ট গ্রুপ, সেটি গড়ে তোলার জন্য এটি দরকার।

(২) ‘ইসলামাইজেশন অব নলেজ’ বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যদিও এ বিষয়ে একবার আমি একটা সাড়া জাগানো সেমিনার আয়োজন করেছিলাম। বছর কয়েক আগে, চবিতে। ইসমাইল ফারুকী ইত্যাদি আমি পড়েছি। বাংলাদেশে সমকালীন মুসলিম দর্শন নামের কোর্স আমরাই প্রথম চালু করেছিলাম। প্রথম তিন বছর আমি পড়িয়েছি। সমকালীন জ্ঞানতত্ত্বের দুনিয়জোড়া নামকরা কয়েকটা টেক্সট শুধুমাত্র চবিতেই পড়ানো হয়। এবং আমিই এ সবের একমাত্র শিক্ষক।

বিআইআইটি চট্টগ্রামের কার্যকরী সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। সম্প্রতি প্রতিবেশি প্রফেসর আবদুন নুর স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘ইসলামাইজেশন অব নলেজ’ কায়েম হয়ে যাবার পরে এথিইজম এবং এ ধরনের বিষয়াদি পড়ানো হবে কিনা। তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। আমি উনার সাথে প্রবলভাবে দ্বিমত প্রকাশ করেছি। মালয়েশিয়ার আইইউএম-এ পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণারত নেয়ামত উল্লাহ ভাইয়ের সাথে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট অর্থে ‘ইসলামাজেশান অব নলেজের’ ধারণার সাথে অবশ্য আমি পুরোপুরিভাবে একমত। এ বিষয়ে উনার বক্তব্য আমার কাছে রেকর্ড করা আছে। তিনি বিষয়টাকে মূলত কারিকুলাম রিফর্ম হিসাবে তুলে ধরেছেন।

(৩) সাধারণ লোকজন তো বটেই, অতি শিক্ষিত ও উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী নেতৃবৃন্দও সাধারণ কথাবার্তা ও লেখালেখিতে সরাসরি ইসলামকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের অতি স্পষ্ট মোটিভ নিয়ে অগ্রসর হন। অথচ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত যেসব ধারণা, বিশ্লেষণ, যুক্তি প্রক্রিয়া - সেসবকে সিস্টেমেটিকেলি এনালাইজ, সিন্থেসাইজ ও এগজস্ট করার অপরিহার্যতা বোধ করেন না। মাওলানা মওদূদী ইসলামী নৈতিকতার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, আপনি জানেন, ইসলামী নৈতিকতা হচ্ছে মৌলিক মানবীয় গুণাবলির অতিরিক্ত ও উচ্চ স্তরের বিষয়। আমরা সরাসরি গাছের আগায় অবস্থান নিতে চাই, গোড়া ও শেকড় নিয়ে ভাবি না! এটি বুদ্ধিবৃত্তি থেকে শুরু করে রাজনীতি পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

(৪) সে জন্যই আমি সবসময় বলি, আমাদেরকে আগে ইসলাম বুঝতে হবে। যা কিছুতে ইসলামের সিল বা নাম আছে তা ইসলামী আর বাদবাকি সব অনৈসলামী - এটি এক ধরনের চিন্তা। আবার, যা কিছু স্পষ্টত ইসলামবিরোধী নয় এমন সবকিছুই ইসলামী - এটি ভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা। আমাদেরকে ঠিক করতে হবে আমরা কোন পথে যাব? বিস্তারিত মতামত দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

অনুরণন: তারাচাঁদ ভাই, কাল্পনিক কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতে উৎসাহ পাই না, কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন সেটা আসলে খুবই বাস্তব একটা সমস্যা আমাদের জন্য। তাই কয়েক লাইন লিখছি।

প্রথম কথা হচ্ছে ‘ইসলামাইজেশন অব নলেজ’ তত্ত্ব আদতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? এই তত্ত্ব দেয়ার পর ৩৫ বছর চলে গেছে। কিন্তু এক মালয়েশিয়া প্যাট্রনাইজেশন বন্ধ করে দেয়ার পরে আর কিন্তু সেরকম অগ্রগতি হয়নি। আর ইসলামাইজেশন নাকি ইসলামিক - এই বিতর্ক খুব সহজে শেষ হবে বলে মনে হয় না।

একমাত্র অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক গুরুত্ব কিন্তু এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমানে ট্রিপল আইটি এবং আইআইইউএম ছাড়া আর কেউ এটা নিয়ে খুব বেশি কাজ করছে বলে মনে হয় না। কারিকুলাম সংক্রান্ত বিষয় যতটুকু বুঝি, তাতে ডক্টরদের কাজ কিন্তু কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট না। কারিকুলামের উপর ডক্টরেটরা বরং এটা করবেন, আর স্ব স্ব সাবজেক্টের ডক্টররা তাদেরকে সহয়তা করবেন। এটা হল তত্ত্ব কথা।

বাস্তবতা তো আরও ভিন্ন। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিলেবাস বা কারিকুলাম সবই তৈরি হয় সাধারণত আরেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কপি করে। মাঝে মাঝে কেউ বাইরে থেকে ডিগ্রি করে আসলে সে বিষয়ে একটা কোর্স যোগ করেন, যদি যথেষ্ট প্রভাবশালী বা উদ্যোগী হন। দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সাবজেক্টের সিলেবাস বা কারিকুলাম কখনো গবেষণার মাধ্যমে উপযোগিতা পরীক্ষা করে তৈরি বা সংশোধন করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা হলেও সে পর্যায়ে পৌঁছানোর মত অবস্থা আমাদের এখনও হয়নি। আমরা আপাতত অন্যের অর্জিত জ্ঞান পুনর্বিবর্তনের পর্যায়েই আছি। এই জায়গায় ইসলামপন্থী-অনৈসলামপন্থী সবাই সমান। সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ গবেষণাপোযগী না হলে শিক্ষক বা গবেষকরা কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

পুনশ্চ, এতকিছু লেখার পরে যেটা মনে হল সেটা হচ্ছে, ডিম আগে না মুরগি আগে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামাইজেশান অব নলেজের বিষয়ে একটা মজার তথ্য: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের প্রোভিসি প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক মালয়েশিয়াতে ছিলেন দীর্ঘদিন। তিনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন ‘ইসলামাইজেশান অব ফিকাহ’ শিরোনামে! আমার কাছে আছে।

ঈগল: বহুদিন পর আপনাকে পেলাম। ‘দেশ = ইসলাম’ এই ধরনের কনসেপ্ট আপনি পছন্দ করছেন না, কিন্তু এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য, আদতেই সেই দেশটি যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়। কিন্তু ‘পাকিস্তান = ইসলাম’ এটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আপনি জনগণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি একমত হবেন যে, সাধারণভাবে মানুষ পাপ-প্রিয় হয়। দুনিয়ার রূপ যেদিকে বেশি ঝলকায় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেদিকেই যাবে। সেই অর্থে, আগামী দশ বছরে বাংলাদেশ যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়

এবং কোনো যৌক্তিক কারণে এই ইসলামী রাষ্ট্রটি জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, আর এর বিশ বছর পর ভারত অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে বিশ্বের পরাশক্তি হয় তখন দেশের সিংহভাগ জনগণ যদি ভারতের সঙ্গে একীভূত হতে চায়, এটা মেনে নেওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ আছে কি? একীভূত হতে বাধাদানকারীরা যদি ৭১ এর রাজাকারের ভূমিকা নেয় তাতে তো অপরাধ দেখছি না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমরা যা-ই মনে করি না কেন, ইতিহাসের নির্মম সাক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ তথা জনগণ শুধুমাত্র কোনো আদর্শ বিশেষের টানে কোনো স্ট্রাকচারকে যথেষ্ট সময় পর্যন্ত সমর্থন দেয় না, যদি সে আদর্শ তাঁদের বস্তুগত, বৈষয়িক বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে ন্যূনতম সক্ষমতা দেখাতে না পারে। শুধুমাত্র আদর্শিক রাষ্ট্র অবাস্তব। মদীনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা রাসূল (সা) কায়েম করে গেছেন, তা আদর্শিক দিক থেকে পুরোপুরি আদর্শিক হলেও একই সাথে তা ছিল বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বৈষয়িক বিবেচনায় একটি জনকল্যাণমূলক সক্ষম সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/81456

১৬ ডিসেম্বর, ২০১১

১৬. পোস্ট

ইসলামী সংগঠন ও বহুত্ববাদ
জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা

এসবি ব্লগের সকল তাত্ত্বিকদের সমীপে প্রশ্ন, একটা জনপদে একই সময়ে একটি মাত্রই শাসন কর্তৃত্ব থাকে বা থাকতে পারে। দুজন রাজা বা প্রশাসক এক জায়গায় থাকতে পারে না। তেমনি একটা জনপদে ইসলামী হুকুমতও সিঙ্গুলারই হবে। প্রশ্নটা হলো, একটা জনপদে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকারী দল কী শুধু একটাই হবে? আলাদা আলাদা হলেও মূল দলটির অনুমোদন অবলিগ্যাটরি? যদি তা হয়, তাহলে কি ইসলামী রাষ্ট্রে বহুদল বা মতভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকবে? নাকি কম্যুনিস্টিক ধাঁচের সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থা থাকবে?

একটা জনপদে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকারী দল বা গোষ্ঠী একাধিক হওয়াটা যদি শরীয়াহ বিরোধী না হয়, তাহলে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য দল থাকতে পারবে না কেন? ইসলাম কায়েমের পরে প্লুরালিজম অনুমোদন করবেন বলে যারা বলছেন, তাঁরা তৎপূর্বে এখনি সেটি করছেন না কেন? যেহেতু আমি রুকন নই, তাই জামায়াতের গঠনতন্ত্র নিয়ে কথা বলবো না। শিবিরের সদস্য ছিলাম ক'বছর, সেই সুবাদে বলছি, ইসলামবিরোধী নয় এমন যে কোনো সংগঠন বা সংস্থার সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়ে শিবিরের সংবিধানে কোনো বাধা নাই [বা আমাদের সময়ে ছিলো না]।

দেখুন, একই মার্কেটে একই মালিকের ভিন্ন ভিন্ন দোকান থাকে। মানুষ ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতে পছন্দ করে। ইসলাম বা যে কোনো আদর্শের জন্যও তা প্রযোজ্য নয় কি? আসলে 'ইসলামী' বলতে কী বুঝায়? একদল মনে করেন যা যা কিছুতে ইসলামের সিল মারা আছে তা ইসলামী আর বাদবাকি সব অনৈসলামী। আর একদল মনে করেন, ক্যাপসুল ফর্মূলাই ভালো। প্রথমেই সিল মারার দরকার নাই। কাজের ইসলাম আগে, নামের ইসলাম হোক পরে বা ভিতরে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশের জনগণের মন মানসিকতায় এই আকাশ-পাতাল ফারাক সৃষ্টি করেছে। উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা বেদ্বীনি ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বলতে পারেন, কেন? যদিও প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের ধারাগুলো মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষিতদেরকে এক করে চলছে কিন্তু বাস্তবে তা এখনো দুই মেরুতে অবস্থান করছে। আপনি কীভাবে একজন মেডিকেল পড়ুয়ার কাছ হতে মাদ্রাসার ছাত্রদের মতো বিষয়াদি প্রত্যাশা করবেন? পর্দার প্রসঙ্গ এর অন্যতম উদাহরণ হতে পারে।

আমার মতে, জামায়াত কখনো চেঞ্জ হবে না। পরিস্থিতির চাপে কিছুটা হতে পারে বটে, তবে তাতে কোনো তাত্ত্বিক পরিশুদ্ধি নেই, থাকবে না। তাই জামায়াত জামায়াতই

থাকবে। এটি চেঞ্জ হবে কি হবে না বা হওয়া উচিত কিনা - এসব আমার দৃষ্টিতে তেমন অর্থবহ কোনো আলোচনা নয়। জামায়াত একটি উন্নতমানের তাবলীগ। ‘নো অলটারনেটিভ থিওরি’ একটা ভুল তত্ত্ব।

ধর্মবাদীতার রোগ এ দেশের ছোট-বড় সব ইসলামওয়ালাদেরই রয়েছে। আর জামায়াত বুদ্ধিজীবীদের সেলফ স্যাটিসফেক্টরি অটো-সাজেশান হচ্ছে হালনাগাদের টার্কিশ মডেল কপচানো। বাংলাদেশ বাংলাদেশই। তাহলে বলবেন, আপনি কী বলতে চান? আপনার আইডেন্টিটি/মেসেজ পরিষ্কার করুন।

আমি বলতে চাই, যে যেখানে আছেন থাকুন। সব ভালো কাজে অংশগ্রহণ করুন। প্রতিযোগিতা করুন ন্যায় ও সৎ কাজে। ভাবতে থাকুন সমাজকে নিয়ে। বাস্তবকে নিয়ে, আদর্শ তথা ইসলামের আলোকে। আপনি, যিনি এই ব্লগ পড়ছেন, আপনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। তাই বলে একমাত্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। আপনি আল্লাহর অন্যতম খলিফা। নাকি নন? স্বাধীন খলিফা হিসাবে দ্বীন কায়েম আপনার একক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। নাকি নয়? যদিও একক প্রচেষ্টায় তা কায়েম হবার নয়। ‘ওয়াতাছিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া’ মানে একজন আরেকজনের হাত ধরা নয়। প্রত্যেকেই স্বাধীন, তবে একই আদর্শের অনুসারী। আপনার এলাকায় যে সংগঠন আছে বা যেটিকে আপনি বেটার মনে করেন, তার সাথে থাকেন, তাঁদের সকল ভালো কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ করুন। যেমনটি আমরা করি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে।

হাল জামানার সকল সমস্যা সমাধানের সর্বরোগ বটিকা হচ্ছে, আমার মতে, ইন্টারেকটিভ ইনটেলেকচুয়্যালিটি। মানে সবসময় বুঝজ্ঞান অনুসারে কাজ করা। প্রশ্ন করা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্থাপিত বা উত্থাপনযোগ্য যে কোনো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেয়া। এমনকি প্রশ্নটি নিতান্তই ভুল হলেও। সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা যে ভুল তা বুঝিয়ে দেয়া। এক কথায়, সদা-সর্বদা যুক্তি ও বিচার-বিবেচনাভিত্তিক কাজ করা। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধি চলবে না, সেখানে কেন সেটি চলবে না, তা বুঝিয়ে দেয়া।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

ঈগল: এক বা একাধিক সংগঠনের ব্যানারে যতই আমরা কাজ করি না কেন, আমার মনে হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের রাষ্ট্র কায়েম সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ইমাম মাহদীর (আ) আগমন ঘটছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচুর ভবিষৎবাণী করে গিয়েছেন, বিশেষ করে ইমাম মাহদী আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্ব সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্রপন্থী (গণতন্ত্রে আমার এলার্জি আছে) দলগুলি এই ভবিষ্যৎবাণীগুলোর প্রতি চরমভাবে অবহেলা করছে।

তারা যদি গবেষণা করত কোন প্রেক্ষাপটে ইমাম মাহদী এবং ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটবে তাহলে মনে হয় একটি সহী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত।

হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে আমরা যতই মধ্যমপন্থা পরিত্যাগ এবং উদারতাবাদকে গ্রহণ করে ইসলামীকরণ করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার চেষ্টা করি না কেন, এর ফায়দা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই যাবে।

একটি প্রশ্ন করবো, নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় মক্কার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল মারাত্মক শোচনীয়। আমার প্রশ্ন হলো, তিনি সেই সময়কার সামাজিক সমস্যার সমাধান না করে নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই কেন তাওহীদের দাওয়াহ দিতে শুরু করলেন?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কারণ, গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। ক্রমধারা ব্যতিরেকে যত বড় সৌধ নির্মাণ করা হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না। রাজনীতি করা মানেই ইলেকশান করা, বা বর্তমান ধারায় ইলেকশান করা - এমনটা নয়। সরাসরি প্রার্থী না দেয়া সত্বেও রাজনৈতিক ভূমিকা রাখা যায়। অন্যদিকে অরাজনৈতিক দাওয়াহ নামক জিনিসটা মূলত শর্টকাট (?) ইসলাম, যা স্বয়ং রাসূল (সা) জানতেন না (!)। গণতন্ত্র নিয়ে আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। গণতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে মন্দের ভালো, লক্ষ্য বা চূড়ান্ত হিসাবে স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য।

লাল বৃত্ত: সামাজিক সমস্যার সমাধানে যে তিনি তৎপর ছিলেন না এমনটা নিশ্চয়ই তারিক ইবনে হিশাম অথবা সীরাত গ্রন্থগুলোর কোথাও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ নেই, বরং তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই সমাজকে পরিবর্তনকারী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন। আপনার প্রশ্নের এই অংশ 'নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই কেন তাওহীদের দাওয়াহ দিতে শুরু করলেন?' স্পষ্ট করে দিচ্ছে আপনার জবাব। তাওহীদের কাজটি কেবলমাত্র বিশ্বাস সংক্রান্তই যদি হতো তাহলে এটা কেবল গুরুত্বহীনই হয়ে পড়ত না, বরং এটা একটি অথর্ব প্রলাপ বা মন্ত্রই হত যা তৎকালীন পুঁজারিরা জপ করত। বরং এই তাওহীদের মধ্যেই ছিলো সকলের সাম্য জারি রাখা ও অত্যাচারীর জুলুম থেকে সামাজিকভাবে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ভেদাভেদ ভেঙ্গে সকলকে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে কাতারবদ্ধ করা।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে, মানে রাসূল তার জীবনের যে অংশ থেকে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া শুরু করেছেন, সেই সময় থেকেই তাওহীদের দাওয়াহ দেয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু রাসুলের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের সময়টি আমরা যেভাবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করি সেভাবে নিক্ষিপ্ত করার মত নয়। বরং সেই অংশটি যে বাস্তব ও যৌক্তিক শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছে সেটাকে আমরা উপেক্ষা করে চলছি। নুবয়তের জন্য তাকে যে

জনকল্যাণমূলক এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও কল্যাণকামী করে গড়ে তোলা হয়েছে, সেই বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে কোনো খেয়াল না করে আমরা কেবল ২৩ বছরকেই ধরে নিয়েছি 'রাসূলের জীবন' হিসেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন বলছেন, "তোমাদের মধ্যে রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" তখন কি জীবনটাকে ২৩ বছরের কোনো সীমানা দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন?

মোহাম্মদ মামুন রশীদ: ঈগলের সাথে একমত খেলাফতের ব্যাপারে। আমার মত হচ্ছে, গণতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে মন্দের ভালোও নয়। গণতন্ত্র খুব বড়জোড় অতি কঠিন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার ব্যর্থতা (অপারগতা, অনীহা ও কাপুরুষতা) ঢাকার জন্য একটি ব্যান্ড-এইড ফিক্স। কোনো অবস্থাতেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না, ইসলামের বিজয় আসবে না। যে ব্যবস্থার মূলে রয়েছে জাতীয়তাবাদ আর সিংহভাগ মূর্খ মানুষের মতামত নেয়ার প্রক্রিয়া, তা কখনো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আর যেখানে ন্যায়বিচার নেই, সেখানে ইসলাম নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আসলে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কেও আমার 'কথা' আছে। আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতাবাদের সাথে জাতীয়তাবাদকে গুলিয়ে না ফেলি তাহলে জাতীয়তাবাদ খারাপ বা ইসলামবিরুদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না। বিষয়টা আলাদা পোস্টের গুরুত্ব রাখে।

লাল বৃত্ত: রাজনৈতিক ইসলামের যে ধারা তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কারণ, এই ধারার প্রবর্তকদের সামনে কম্পারেটিভলি উন্নত আর কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, যেখান থেকে পরীক্ষামূলক ধারণা অর্জন সম্ভব।

অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর সামনে একটি বিজিত আদর্শ এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প স্বরূপ সমাজতন্ত্রই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠা ব্যবস্থা। যদিও এই ব্যবস্থার অ্যাপ্লাইড ফর্মটা শ্লোগান আর সুন্দর সুন্দর বক্তব্যের মত অতটা ঝাঁঝালো ও পরিচ্ছন্ন ছিলো না। তবুও রক্তে জাগরণ তোলা কিংবা অন্য একটি নির্যাতিত অথবা নিজ অবস্থানগত হীন পরিস্থিতির কারণে মুখ থুবড়ে থাকা আদর্শের জন্য এটা অবশ্যই একটি উদ্দীপক উদাহরণ।

তাই সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইমাম হাসানুল বান্না ও আবুল আ'লা মওদূদীর চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণীতে সমাজতান্ত্রিক ইনফ্লুয়েন্স হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্লুরালিস্টিক ওয়েতে প্রবাহিত করেনি। যার ফলে তাদের চিন্তা বা রচনার কোথাও প্লুরালিজমের বিপক্ষে হয়তো যায়নি, কিন্তু পক্ষপাত করা হয়েছে বলেও উদাহরণ তেমন একটা নেই। তাছাড়া তাদের সময়ে যেখানে সার্বিকভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপস্থিতি ছিলো সেখানে তারাই ছিলেন সর্বেসর্বা বা এর প্রবর্তক, তখন তো প্লুরালিজমের কথা মাথায় আসার কথাও নয়।

কেননা কোনো কিছুর অভাব সেই জিনিসের অস্তিত্বের অভাবকেই প্রকট করে, আর যখন সেই জিনিস উপস্থিত থাকে তখন তার আধিক্যের বিষয়ে চিন্তা করা সম্ভব (যেমনটা আমরা এই পোস্টে পাচ্ছি)।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, আপনার মন্তব্যটা বেশ বাস্তবভিত্তিক। অনেক ধন্যবাদ।

বুলেন: আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় মনে হয়েছে, প্লুরালিজমের ধারণাটা আমাদের ইসলামী আন্দোলনে অটোমেটিক্যালি বিরাজ করছে সেই ৭৮ সাল থেকেই। কিন্তু অন্যান্য প্রভাবকের কারণে মুখ খুলে কেউ স্বীকার করতে রাজি নন। ইসলামী আন্দোলনের মূল ধারণাটা এই শতাব্দীতে যেসব মহান মানুষদের চিন্তা থেকে আসা, সরকারব্যবস্থার ধারণায় তারা সবাই একটা কর্তৃত্ববাদী সরকারের কল্পনাই করেছেন। প্লুরালিজমের ধারণাটাও উনাদের মাঝে অনেক পরে এসেছে। আর আমরা যারা ইসলামী আন্দোলন নিয়ে পড়াশোনা করেছি, সবাই কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে সেইভাবেই অগ্রগামী।

আমার কাছে তাই প্লুরালিজমের ধারণাটা বড় সমস্যা মনে হয় নাই। সবচেয়ে বেশি বড় সমস্যা যা মনে হয়েছে, প্লুরালিজম থেকে রেভ্যুলোশন পর্যন্ত নিতে হলে সব সংগঠনের মধ্যে যে পারস্পরিক ব্রিজ থাকা দরকার সেই মানসিকতা এখনো তৈরি হয় নাই। দেশে বর্তমানে নিরেট খেদমতে ইসলাম থেকে ইকামতে দ্বীনের জন্য যেসব সংগঠন কাজ করছে, সেগুলোর মধ্যে কমন গ্রাউন্ড নাই। আর যখনই আপনি কমন গ্রাউন্ডের কথা বলবেন, বেশিরভাগই মনে করে নিবেন, সবাইকে মিলে এক সংগঠন হবার কথা!

আপনি যেভাবে আইডিয়াটা দিয়েছেন, সবাই যদি নিজ নিজ সংগঠনে যার যার দায়িত্ব পালন করত আর আন্তঃসাংগঠনিক কাজের এজেন্ডা ধীরে ধীরে বাড়াত, তাহলে একটা সময় বড় কিছু চিন্তা করতে পারত। কিন্তু আমাদের ইসলামী আন্দোলনে সবাই মাঝখানের (ইভাল্যুশন প্রসেস) এই দায়িত্বগুলো পালন না করেই সরাসরি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন!

আমাদের পূর্বের জামায়াত যখন পাওয়ার শেয়ারিং করে, তখন পশ্চিমের ইখওয়ানেরও (আংশিকভাবে) যেন তর সইছিল না কবে ক্ষমতায় যাবে! আর আমাদের জামায়াত যখন পাওয়ার শেয়ারিং করে ক্লান্ত তখন ইখওয়ানের মতো বিপ্লবের দিকে নজর একটু বাড়বে এইটা মনে হয় খুব স্বাভাবিক একটা মনস্তাত্ত্বিক ইস্যু। তাই তো ইসলামী আন্দোলন আর ফ্রেশ রাজনীতির মাঝখানের পার্থক্যটা দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। টার্কিশ মডেল তাই যতটা না শখের ব্যাপার ছিল, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমাদের দেশে টার্কিশ মডেল এডাপশানের তাই আমি বিরোধী নই। তবে রাজনৈতিক চাপের মুখে করা হলে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করেই যাব।

লাল বৃত্ত: অনেক সুন্দর বলেছেন। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে প্লুরালিস্টিক মনোভাবের অনুপস্থিতি বা এই কনসেপ্টটা গ্রহণযোগ্য না থাকাটাই ব্রিজ বা আন্তসংযোগের

অনুপস্থিতি নিশ্চিত করছে। কারণ অন্য কেউ আমার কিংবা আমাদের মতো একই কনসেপ্টে ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে, এই বিষয়টা মেনে নেয়ার মানসিকতাটাই ব্রিজ হওয়ার জন্য সহায়ক। এর পরেই না ব্রিজ গঠন।

তাছাড়া এই পুরো রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়টিই এখনো পরীক্ষামূলক অধ্যায় অতিক্রান্ত করছে, তাও ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এক ভূখন্ডের মানুষ আরেক ভূখন্ডের কথা বিবেচনা করে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করছে। সুতরাং মডেল সংক্রান্ত অবয়বের একটা নিরেট উদাহরণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে ভৌগলিক বৈপরীত্য কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছেই।

বুলেন: লাল বৃত্তের প্রতি- আপনি প্লুরালিস্টিক মনোভাবের অনুপস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন, কারণটা হচ্ছে কেউ মুখ খুলে স্বীকার করছে না, পাছে না নিজের নেতৃত্ব শেষ হয়ে যায়! আমি এখানে ব্যক্তির নেতৃত্ব বুঝাচ্ছি না, সংগঠনের নেতৃত্ব। তবে একটা বিষয় স্বীকার করা দরকার, বাংলাদেশে যারাই প্লুরালিজমের আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে যান, উনারাই পরে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যান। আর এই ব্যাপারটাই প্রাকারান্তরালে বর্তমান নেতৃত্বের বৈধতা ও কর্তৃত্ব বাড়িয়ে দেয়।

অন্য কোনো দেশের ইসলামী আন্দোলনে বরং উল্টোটা ঘটে, নতুন আইডিয়া নিয়ে যারা এগিয়ে যান, তারা বর্তমান নেতৃত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেন। উনারা তখন বাধ্য হন প্লুরালিজমের ধারণা স্বীকার করতে। তখনই ব্রিজ তৈরির মানসিকতার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বৈধতা পায়। বাংলাদেশে আপনি খেয়াল করবেন, ব্রিজ তৈরির জোশ তখনি উঠে যখন মাইরের ভয়ে থাকে। এই ব্রিজ তৈরির কাজটাকে যদি রাজনৈতিক কর্মসূচির মতো সাময়িক না করে দীর্ঘকালীন করা যেত, তাহলে আজকে আপনি সেই মানসিকতাটা নিজের চোখের সামনে উপলব্ধি করতে পারতেন।

আমি তো ব্যক্তিগতভাবে প্রতি দুইটা সংগঠনের মাঝখানে ব্রিজ তৈরির জন্য আলাদা আলাদা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কামনা করি! আপনার দ্বিতীয় পারার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

Salam: আবু জারীর ভাইয়ের ব্লগে আপনার মন্তব্য আংশিক এবং মিসলিডিং ছিল, তাই ফাটায়ে দ্বিমত পোষণ করে এসেছি। এখানে, মূল পোস্টে এসে দেখি সব কিছু ঠিকঠাক।

আমার কাছে মনে হয় সময়টাই হচ্ছে নিজে কিছু করে দেখানোর। বই-খাতা-কলম নিয়ে ইউসুফ আল কারজাভী হবার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি আছে শাহ আব্দুল হান্নানের মত প্রফেশনাল হওয়ার। অথবা ব্যারিস্টার রাজ্জাকের মতো সফল প্রফেশনাল কাম রাজনীতিবিদ হবার দরজাও উন্মুক্ত। সারাদিন জামায়াত ইসলামীর নেতৃবৃন্দের পায়জামার নিচে কতটুকু গন্ধ তা খুঁজে বের করতে গেলে তেরো জন নিয়ে গঠিত চৌদ্দ দলের প্রধান হওয়া ছাড়া কাজের কাজ তো কিছুই হবে না।

"জামায়াত কখনো চেঞ্জ হবে না" এটা নিতান্তই আপনার পারসেপশান, এর থেকে বেশি কিছু বলে মনে হয় না। এর ভিত্তি সম্ভবত বর্তমান এবং নিকট অতীতের নেতৃবৃন্দের মানসিকতা, ভুল হলে বলবেন প্লিজ। আমার কাছে মনে হচ্ছে টাইম স্কেলটা আরেকটু বড় করলে টানেলের প্রান্তে আলোর উপস্থিতি পাওয়া যাবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই সালাম, আগে নেন অনেক অনেক নরম-গরম-পরম সালাম! জামায়াত কখানো চেঞ্জ হবে না- এটা আমার কনভিকশান। আমি নিশ্চয়ই অপেক্ষায় থাকবো না আপনার ধারণাগত পরিবর্তন দেখার জন্য। উল্টোভাবে বললে, আমি আমার বক্তব্য সঠিক দেখার জন্যও অপেক্ষা করবো না। তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'তবে'টা এই যে, আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলতে পারি, একদিন বুঝবেন, আমি ঠিকই বলেছিলাম।

ব্লগে আমার লেখা বেশি নয়, যদিও এসবি ব্লগে একেবারে প্রথম দিকে যারা নাম লিখিয়েছিল আমি তাঁদের একজন। তবুও দেখি ব্লগে অনেকে আমাকে চেনে। এর কারণ হতে পারে আমি সেই স্বল্প সংখ্যকদের একজন যারা নিজ নাম ও পরিচয়ে লেখে। তবে আমি ছাড়া অন্য কেউ জামায়াতের বিষয়ে এতটা স্পষ্ট কথা কনসিসট্যান্টলি বলেনি। আমি এখনো মনে করি, আমার ফোর পয়েন্টস সম্পূর্ণ কারেক্ট! আসুন না দেশে থাকলে সামনাসামনি কথা বলি!? ডাকলে আমি যাবো, যেখানেই হোক না কেন।

ঈগল: গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়।

লাল বৃত্ত ভাইকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম নুবয়তের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ১০০% সৎ এবং অনুকরণযোগ্য। হিলফুল ফুজুল এবং ছোটখাটো সমস্যা সমাধানে তিনি যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত তাঁর যেসব সংস্কারমূলক কাজ, তা কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে ভিন্নমতালম্বী, তাই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখনই তিনি আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াহ দিতে শুরু করলেন তখনই সমাজে সৃষ্টি হলো আলোড়ন। নতুন এই দাওয়াহ মক্কার প্রভাবশালীদের হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিল। প্রভাবশালীরা এই দাওয়াহকে মুছে দিতে চাইল। শুরু হলো মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন।

এখনও এই নির্যাতন চলছে, নির্যাতন করার পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু তখনকার নির্যাতন ছিল হালকা, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তাহলে ইসলামী আন্দোলনগুলোর এই দেওয়ালিয়াপনার কারণ কী? একটু নির্যাতিত হলেই হিকমার দোহাই দিয়ে তারা তাওহীদের দাওয়াহর কাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রতি এত আগ্রহী কেন? একত্ববাদের দাওয়াহ দেওয়ার সাথে সাথে

সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় কোনো খারাবি দেখি না। কিন্তু দুঃখ লাগে তখনই যখন দেখি তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে সরে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামও ভিন্ন কৌশল করতে পারতেন। যেমন, তখন ছিল সুদের মহামারি। তিনি পারতেন জনগণকে প্রথমেই একত্ববাদের দাওয়াহ না দিয়ে সুদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে। এতে গরিবেরা দলে দলে তাঁকে সমর্থন করতো। তিনি পারতেন নারী আন্দোলন করতে। তিনি পারতেন আরবের ভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রভাবশালীদের সঙ্গে সংলাপে বসতে। এতে একসময় তিনি আরবের প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হতে পারতেন। তারপরে তিনি নিজে অথবা অন্যকে দিয়ে শুরু করতে পারতেন আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার করতে। তাহলে আশা করা যায় তিনি দ্রুততম সময়ে তাঁর বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার কিছুই করেননি। এর কারণ কী? কেউ কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? [আইডিয়া- সাইয়্যেদ কুতুব (রহ)]

স্যার এবং লাল বৃত্ত ভাই দুজনকেই বলছি, আমার প্রথম কমেন্টের প্রথম অংশ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ ভাই, ইমাম মেহেদী (আ) এসে যে রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন তা শ্রেষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের একটি হবে। তবে আমার ধারণায় ইসলামী রাষ্ট্র কোনো সিঙ্গেল এনটিটি নয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাষ্ট্র মদিনাতে কায়েম করে গেছেন তা শুরুতে ছিল এক রকমের আর শেষের দিকে ছিল ভিন্ন রকমের। মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা ও তাতে জুমুআর নামাজ আদায়কে ধরা যায় ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা আর মদীনা সনদ স্বাক্ষরকে ধরা যায় সংবিধান প্রবর্তনের মতো ব্যাপার। দশম হিজরীর যে মদিনা রাষ্ট্র তা উন্নততর বা পূর্ণতর ছিলো এটি ধরে নিয়ে এ প্রশ্ন তো করাই যায়, প্রথম হিজরীর এই রাষ্ট্র কি ইসলামী ছিল না? কিন্তু এতে তো সুদ, মদ ছিল। হিজাব ছিলো না। মীরাস ছিল না। কিসাস ছিল না।

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় আছে। বর্তমানে আমরা যা-ই করি না কেন, ইমাম মাহদীর মতো উন্নত তথা মদিনা মডেলের কাছাকাছি রাষ্ট্র আমরা কায়েম করতে সক্ষম হবো না। বিষয়টা সহজ। ব্যাপার হলো ইমাম মাহদীর জন্য অপেক্ষা করে আমরা দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করার দায়িত্ব থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পেতে পারি না। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো হতে আমি এমনই বুঝেছি।

বি. দ্র.- ব্লগে আমি শুধুই ব্লগার। তাই সেভাবেই সম্বোধন করবেন, প্লিজ!

Salam: ব্যক্তি বা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী পর্যায়ে নতুন যে কোনো ইতিবাচক ধারা গড়ে তুলতে সর্বাত্বক প্রচেষ্টার সাথে জামায়াত ‘হার্ড, ব্রিটল, না ডাকটাইল’ এ বিষয় অপ্রাসঙ্গিক। এজন্যই আপনার এপ্রোচকে শুরু থেকে স্যালুট করি। এটাই মোস্ট পজিটিভ এপ্রোচ বলে মনে করি। কিন্তু আমার শ্যালো দৃষ্টিভঙ্গির আশংকা:

‘কিছু ব্যক্তি বিশেষের অতি সমালোচনাযোগ্য সমালোচনার পদ্ধতিগত কট্টরপন্থা’ + ‘আপনাদের মত লোকদের কনভিকশন’ + ‘বিরাট অংশের প্রচলিত স্ট্র্যাটেজিক হোলিনেসের প্রতি অন্ধত্ব’ = প্যারালাল একটা ‘জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি’। সাম্প্রতিক ছাত্রশিবিরের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে।

তবে আমি সবসময় আশাবাদী হয়ে থাকার যৌক্তিক পন্থা বের করার পক্ষে। সামষ্টিক শক্তি যতটুকু আছে, ততটুকুর ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশনের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার পক্ষে। সেটা হতে পারে (১) কমপ্রিহেন্সিভ অথবা (২) কমপ্লিমেন্টারি ওয়েতে, কিন্তু (৩) কম্পিটিটিভভাবে নয়।

ঈমানদারদের বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা তো মিথ্যা হতে পারে না। ১নং এপ্রোচ অনুসারে অধিকতর ঈমানদারদের বিজয় দেখার অপেক্ষায় আছি আমি। আমার ধারণায় এটাই “খায়রুন ওয়া আহসানু তা’উইলা”, তাতে কারো আপত্তি থাকলে “তায়া’ওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া” এই নীতির ভিত্তিতে ২নং টাও মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু ‘মতের ভিন্নতার সাথে পথের ভিন্নতা’ তৈরি করার মত ৩নং এপ্রোচের জন্য ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু নেই। এটা মাঠে নামার আগেই ঈমানী পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার মত।

পরিষ্কার করতে পারলাম কিনা জানি না। আমার ধারণার ভিত্তি হচ্ছে কোরআন থেকে আমার ব্যক্তিগত আন্ডাস্ট্যান্ডিং।

ইনশাআল্লাহ দেশে গেলে একদিন আপনার বাসায় দাওয়াত নেয়ার ইচ্ছা রাখি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমাদের এক ছাত্র/ছোট ভাই বাইরে থাকার সময় ব্লগে নিয়মিত [হাদীস বিশেষ করে] লিখতেন। দেশে আসার পরে উনার লেখা আর নাই। তাই দেশে আসলে ব্লগে বা ব্লগীয় বিষয়ে কতটুকু সময় দিতে পারবেন, আমার সন্দেহ। আমি সন্দেহবাদী লোক নই, তবে না বুঝেই আল্লাহ ভরসা বলে চালিয়ে দেয়ার মতো লোকও নই। আমি জীবনবাদী। আমি বাস্তববাদী। আমি সমাজবাদী।

যাহোক, একটু কঠিন, বেশ কঠিন তথা একেবারেই অপ্রচলিত কথা বলি। নেতৃত্ব তথা ভূমিকা পালনের এই প্লুরালিজমকে বুঝতে না পারায় মাওলানা মওদূদীর মতো লোকও খিলাফত নিয়ে উসমান (রা) ও আলী (রা)’র দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত সহীহ বর্ণনাগুলোকে নাকচ করার কথা বলেছেন। আপনি জানেন, উমর (রা) আহত হওয়ার পর ছয় জনের যে প্যানেল ঘোষণা করেন, তাতে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের দাবিদার থাকেন উক্ত দুজন, যারা পরবর্তীতে ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

গত মাসের সপ্তাহিক সোনার বাংলায় অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়। এতে তিনি সামাজিক তথা গণনেতৃত্বের ক্ষেত্রে দায়িত্ব না

চাওয়ার প্রচলিত সাংগঠনিক ঐতিহ্যকে অবিলম্বে ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। আমার কাছে কপিটা আছে। তাই আমার মূল কথা যা বলেছিলাম, তাই থাকলো - দ্বন্দ্ব হবে, একেবারে বিপরীতও হবে, কিন্তু তাই বলে কেউ খারিজ হয়ে যাবে না।

বনি কুরাইজার যুদ্ধে স্বয়ং নবীর (সা) উপস্থিতি সত্ত্বেও সাহাবারা একই হুকুম সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আমল করেছেন। কেউ কেউ গাছ কেটেছেন, আবার কেউ কেউ ফলন্ত গাছ কাটাকে খারাপ মনে করেছেন। কেউ কেউ আছরের নামাজ ক্বাজা করেছেন, আবার কেউ কেউ তা করেন নাই। সাহাবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোকে আমরা এক্সিডেন্ট বলে মনে করছি কেন? কেন সেগুলো প্লুরালিজমের সর্বোত্তম নমুনা হতে পারে না? নবী-রাসূলদের পরে তাঁরা তো মানবজাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম মানুষ হিসাবে বিবেচিত এবং ঘোষিত। তাই না?

আমরা কেন জানি সবকিছুতে ‘এক’কে খুঁজি? সবকিছু যথাসম্ভব এক করতে চাই? এটি একটি বিভ্রান্তিমূলক মানবিক প্রবণতা। যদিও জগৎটা এক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকেই নিজের জগতে বাস করে। প্রত্যেককে নিজের জগতে রেখে সেটিকে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত মানে সাজিয়ে নিতে, গড়ে তুলতে পারে, সেজন্য আসুন আমরা পরস্পরকে সহেযোগিতা করি। এভাবেই একটা সুন্দর সমাজ গড়ে উঠে। সব আইনের এটাই হচ্ছে বৈধতার ভিত্তি। ওহী হচ্ছে এর প্রত্যয়ন।

এবার একটা হালকা কথা বলি। প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোয় গড়ে উঠা লোকজনেরা প্রতিবাদ, দ্বিমত, বিরোধিতা, বিভক্তি ইত্যাদি ধরনের প্লুরালিস্টিক নোশনগুলোর ব্যাপারে সাধারণত রিপাগনেন্ট [প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা] হয়ে থাকেন। ইসলামকে কেউ যদি বিদ্যমান মুসলিম সমাজের আলোকে বুঝেন তাহলে তিনি যেমন ভুল করবেন, তেমনি প্রচলিত কোনো ইসলামী সংগঠনের কাঠামোর আলোকে সর্বদা ইসলাম বুঝতে থাকলে সেটিও ভুল হবে। ইসলামকে বুঝতে হবে কোরআন-হাদীসের আলোকে একটা অখণ্ড সমগ্র হিসাবে।

***Salam*:** প্লুরালিজম কি পলিটিক্যাল সাইন্সের কোন টার্ম? এর আওতা বা পরিধি নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেন। সময় নিয়ে আরো কিছু বলার ইচ্ছা রাখি।

ঈগল: সম্ভবত আমি আপনাদের যা বুঝাতে চেয়েছি তা বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগ হলে অন্য সময় আলোচনা হতে পারে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: শুধুমাত্র সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম - এটি তো আমি বাস্তবসম্মত মনে করি না। তবে রাসূল (সা) যদি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে নবুয়তের আগে ও পরে তথা সর্বাবস্থায় নিয়োজিত ও নিবেদিত না থাকতেন তাহলে তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিবলে তিনি কি সফল হতেন? না, হতেন না। শুধুমাত্র সমাজসেবা বা রাজনীতি বা যুদ্ধ দিয়ে হবে না। এ সবই লাগবে। এর

সবগুলো বা কোনোটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তত্ত্ব প্রচার দিয়েও কিছু হবে না, হয়নি। টেকসই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পন্থার সমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরি। আশা করি এবার একমত হবেন। ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: আপনি যে বহুদলীয় ইসলামী আন্দোলনের আলোচনা তুলেছেন, এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরেই আলোচনা-সমালোচনা চলছে বা চলবে। রাষ্ট্র বলতে আমি যা বুঝি, কিছু নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি সমষ্টি একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডে একত্রিত হয়, তাই রাষ্ট্র। খেলাফাত এবং রাষ্ট্রের মাঝে নিশ্চয় তফাত আছে। তাহলে কি বিষয়টা এমন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কনসেপ্ট এখনো ক্লিয়ার কোনো কনসেপ্ট নয়? ইসলামী আন্দোলন কেন বিকল্প খুঁজবে? সময়ের সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য! তাহলে কি ইসলামী আন্দোলন যুগ যুগ ধরে শুধুমাত্র সময়ের সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে? অর্থাৎ গণতন্ত্র কতটা ইসলামী কনসেপ্ট? সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণা যদি ইসলামী রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করে, তাহলে তো আগে সেই ফারাকটুকু দূর হওয়া দরকার।

আমারা তথা ইসলামী আন্দোলনের সমর্থকরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি কেন, যদি সেটা পরিপূর্ণ ইসলাম সম্মত না হয়? আবার যদি মূল লক্ষ্য এবং গন্তব্য যদি পরিপূর্ণ ইসলাম বেইজড না হয়, তাহলে শুধু শুধু এইসব নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ? আগে তো ইসলাম আছে কি নাই এই আলোচনা দরকার, তারপর এর প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলেই কি সংবিধানের আমূল পরিবর্তন সম্ভব? আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে সমঝোতার মাধ্যমে কিছু সংশোধন সম্ভব হলেও তা তো স্থায়ী কিছু নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলের পর অন্যদল ক্ষমতায় আসে। বিদেশী প্রভূরা ক্ষমতা নির্ধারণ করে। জামায়াত ইসলামীও দাদাদের পায়ে তেল মারে। তাহলে পরিপূর্ণ সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি এই সমঝোতার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? আমাদের কি গোড়াতেই গলদ আছে কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আসলে ভাই, আমার বুঝ মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্র রাসুলের (সা) সময়েও ছিল যুগ সমস্যার সমাধান। এখনও কোথাও এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বা হয়ে থাকলে, যুগ সমস্যার (সর্বোত্তম) সমাধান হিসাবেই তা হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রচলিত ধারা হতে অনেক বেশি ও মৌলিক পরিবর্তন দাবী করে। এর মানে এই নয় যে, সম্পূর্ণ নতুন কিছু বা সব কিছুর পরিবর্তন।

আপনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সাথে আমার ঐক্যমত বা দ্বিমত যা-ই থাকুক না কেন, স্বীয় বুঝজ্ঞান মোতাবেক প্রশ্ন করাটাই একটা বিরাট কাজ। একটা জনপদে ইসলাম

কায়েমের চেষ্টা বা প্রাথমিকভাবে কায়েমের পর তা টিকিয়ে রাখা বা এর সংশোধনের প্রচেষ্টা আর চলমান ইসলামী শাসন কর্তৃত্ব - এ দুটো এক নয় বলে আমি মনে করি। কর্তৃত্ব শুধু কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা এবং এর সংশোধনের দায়িত্ব সবার। প্রতিটা নাগরিকের। সমাজে ইসলাম কায়েমের বিষয়টাকে আমরা মসজিদে জামায়াত কায়েমের মতো এককেন্দ্রিক ভাবছি কেন? একই জনপদে বসবাস করলেও আমাদের জগতগুলো আলাদা। সাংস্কৃতিক জগতের সাথে আপনি রাজনৈতিক জগতকে মেলাতে পারবেন না। মেডিকেল পড়ুয়াদের সাথে পর্দার বিষয়ে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের এক করে দেখলে ভুল করবেন। মদীনার সমাজে প্লুরালিজম ছিলো কিনা - এটি হলো মৌলিক প্রশ্ন।

নোমান সাইফুল্লাহ: "কর্তৃত্ব শুধু কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা এবং এর সংশোধনের দায়িত্ব সবার। প্রতিটা নাগরিকের।"

প্রতিটি নাগরিকের কাছে ইসলাম গুরত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাই প্রতিটি নাগরিক তার স্বীয় মতাদর্শ অনুযায়ী এগিয়ে যাবে।

"সমাজে ইসলাম কায়েমের বিষয়টাকে আমরা মসজিদে জামায়াত কায়েমের মতো এককেন্দ্রিক ভাবছি কেন?"

তাহলে এটা কীভাবে সংঘবদ্ধ আন্দোলন হবে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী? এটা কীভাবে পারস্পরিক ঐক্য স্থাপন করবে? আমার কাছে বিষয়টা খুব গুরত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে বহু ইসলামী দল আছে, যারা একে অপরকে ভ্রান্ত, এমনকি কাফের ফতোয়া প্রদান করে থাকে এবং ওয়াজ মাহফিলে একে অপরকে গালিগালাজ করে। পৃথিবীর বহু দেশে ইসলাম কায়েমের সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরও পারস্পরিক বিভেদের কারণে সেই সব সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আমার কাছে এই প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামী রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক আছে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনতার আকাঙ্ক্ষাই বড় কথা। এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী রাজনৈতিক, আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে। এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে বাংলাদেশের মানুষের আমুল পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র ক্ষমতা বদল কখনোই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। সিঙ্গুলার বা প্লুরালের চেয়ে আমার কাছে এই প্রশ্নগুলো অনেক বেশি দরকারী।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/92331
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

১৭. মন্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার এবং জনাব কামারুজ্জামান (শেষ অংশ)

আবু নিশাত

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জনাব আবু নিশাত, (ক) আপনি ভালো লিখেছেন। আপনার সাথে কিছু বিষয়ে আমার দ্বিমত আছে। সে সব তাত্ত্বিক। বিশেষত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নিয়ে।

(খ) আমার মতে জাতীয়তাবাদকে যদি সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিসাবে ধরে নেন তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু সম্পত্তি ও কর্তৃত্বের মালিকানার দিক থেকে যদি দেখেন তাহলে তা প্রাকৃতিগত ও নির্দোষ। গণতন্ত্রকে যদি (চূড়ান্ত) লক্ষ্য হিসাবে মনে করা হয় তাহলে তা অনৈসলামী। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রকে যদি একটা পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা অনৈসলামিক নয়।

(গ) আপনার লেখায় সংগঠনবাদীরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে তা দেখে বেশ মজা পাচ্ছি।

(ঘ) বৃহত্তর আলেম সমাজ, বিশেষ করে কওমী ধারার আলেমদের সাথে জামায়াতের সখ্যতা ও ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

(ঙ) হাটহাজারী মাদ্রাসার তিন মাইলের মধ্যে থাকলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতের লোকজন কখনো সেখানে যাওয়ার বা তাঁদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার কোনো প্রয়োজনবোধ করেনি।

(চ) জামায়াত আসলে সবকিছুতে একচেটিয়াবাদে বিশ্বাসী।

আবু নিশাত: আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। জাতীয়তাবাদ বা গণতন্ত্রে সবকিছুই দূষণীয়, তা আমি বলছি না। তবে এগুলো মানব চিন্তার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। আমার কাছে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলাম আমাকে যতটুকু সুবিধা প্রদান করেছে, তার কিছু অংশ হয়ত বর্তমান গণতন্ত্রের সাথে মিল থাকতে পারে। কিন্তু এর অর্থ ইসলাম আর গণতন্ত্র এক নয়। ইসলাম হল ইসলাম এবং গণতন্ত্র হল গণতন্ত্র। আমি এতটুকু বিশ্বাস করি, ইসলাম আমাকে যে সীমারেখা দেবে, আমি সেই সীমারেখার মধ্যে থেকে আমার কাজ করার চেষ্টা করব।

http://sonarbangladesh.com/blog/abunishat/83677
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

আর্থিক ও সাংগঠনিক অবকাঠামোর চক্রে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী আন্দোলন

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আদর্শ তথা অনুপ্রেরণা (ইনস্পিরেশান) এবং সহায়-সম্পত্তি ও অন্যান্য অবকাঠামো তথা এস্টাবলিশমেন্ট - এ দুইয়ের মধ্যকার সম্পকই নির্ণয় করবে কোন সংগঠনের মান কেমন। এস্টাবলিশমেন্ট হতে ইনস্পিরেশান যত বেশি হবে সেটি তত উন্নত ও বেগবান সংগঠন ও আন্দোলন হবে। অনেক বেশি অবকাঠামো সত্ত্বেও এর কর্তাব্যক্তিদের কমিটমেন্ট যদি তারচেয়েও অনেক বেশি হয়, তাহলে এর বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কল্যাণদায়ী ও কার্যকর হবে। আদর্শগত প্রেরণাকে তাজা করা ও বৃদ্ধি করার ব্যাপক প্রচেষ্টাই হলো এই আনুপাতিক সম্পর্ককে রক্ষা করার একমাত্র পথ। আদর্শিক প্রেরণা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার শর্টকাট পদ্ধতি হলো সংগঠনবাদিতা [অর্গানাইজেশনালিজম]। এটি কৃত্রিম। ভিটামিন খাইয়ে মোটাতাজা করার মতো। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন লাগবে। তবে তা আসতে হবে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে।

এভাবে আদর্শিক প্রেরণা সৃষ্টি ও তা বেগবান করার জন্য জনশক্তিকে সমাজমুখী হতে হবে। ভাবছিলাম, মাওলানা মওদূদীর কিছু গুরুতর ভুল নিয়ে লিখবো। দোদুল্যমানতার জন্য লেখা হয়নি। এখানে এরূপ বড় ভুলের একটি কথা বলবো। তাহলো ফুল টাইমার সিস্টেম। কম্যুনিস্ট আন্দোলন হতে মাওলানা যা কিছু নিয়েছেন এটি তার অন্যতম। আসহাবে সুফফার ভুল ব্যাখ্যা করে এটিকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষ কাঠামো চায়। এটি ধর্মবাদিতার [রিলিজিওনিজম বা রিলিজিওসিটি] বহিঃপ্রকাশ। সত্যিকারের কোনো সমাজ আন্দোলন, ইসলামী তো বটেই, এর চাইতেও যথাসম্ভব বড় ও ব্যাপক কাঠামোসম্পন্ন হবে। কিন্তু তারচেয়েও বেশি, অনেক বেশি, থাকতে হবে প্রেরণা, কাঠামো তথা এস্টাবলিশমেন্টকে মুহূর্তমাত্রে ত্যাগ করার শুদ্ধ মানসিকতা।

রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও আদর্শিক দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী একটা চক্রাকার পরিস্থিতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই তো বলেছিলাম, ইট হ্যাজ বিন জাস্ট এগজস্টেড! ... উইল কন্টিনিউ টু এগজিস্ট এজ এ ট্র্যাডিশান। তাবলীগ জামায়াত ও কওমী মাদ্রাসগুলোর মতো। ভাবতে অবাক লাগে, বলতে খারাপ লাগে, তবুও নিঃসংকোচে বলতে পরি, জামায়াত হ্যাজ বিন ট্রান্সফরমড এজ এন এমবডিমেন্ট, এজ আ ফরম অব ‘পলিটিক্যাল রিলিজিওন’!

বুলেন: আপনি এর আগে ব্যক্তিগত রিপোর্টের কথা কোনো এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন। এখন ফুল টাইমারের কথা বলছেন। হতে পারে এই দুইটা বিষয় কমিউনিজম থেকে আসা, কিন্তু ইন্সপিরেশান তো ইসলাম থেকেই উনি উল্লেখ করেছেন। সময় বিবেচনায় এই প্রথাগুলোকে বড়জোর ফলপ্রসু নয় বলা যেতে পারে। কিন্তু ভুল বলার বা বাদ দেয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু? পরে লিখলে এ বিষয়ে আপনার মত তুলে ধরবেন আশা করি।

আসহাবে সুফফার ধারণা থেকে যদি হাজার বছর পরে ২০০৬ সালে এসে 'সুফিইজম' ওআইসি কর্তৃক বৈধতা পেতে পারে, তাহলে মাওলানার ইজতিহাদে ভুল কেন হবে? এমনকি আল্লামা কারজাভীও ফুল টাইমার সিস্টেমকে বাতিল করতে চাননি। সমস্যা মনে হয় অন্য জায়গায়। যখন এই ফুল টাইমার সিস্টেমকে মূলমন্ত্র ধরে অনেকেই নিজস্ব 'ইজম' তৈরি করে ফেলে। কিছুটা মুরগির চেয়ে ডিম বড় হয়ে গেলে যা হয় আর কি! ভুল বললাম কি?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ ভাই, (মুরুব্বীদের) ভুল ধরাটাও ভুল - এ জাতীয় যে প্রচলিত কথা আছে তার প্রেক্ষিতে মাওলানা মওদূদীর মতো ব্যক্তির কোনো কিছুকে ভুল বলাও নিশ্চয়ই ভুল। ব্যক্তিগত রিপোর্টের শরয়ী স্ট্যাটাস কী? নিশ্চয়ই নফলও নয়, বড়জোর মুবাহ। উলিল আমরের পক্ষ থেকে আসলে মুবাহও [সাময়িকভাবে] ওয়াজিব হতে পারে। তবে তা অতি অবশ্যই হতে হবে সাময়িক কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য ও সাময়িক বা নির্দিষ্ট মেয়াদে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে সকল ব্যক্তি ও স্থানের জন্য কোনো মুবাহকে ওয়াজিব হিসাবে তথা অবশ্য করণীয় হিসাবে বলবৎ রাখা যায় না।

ইসলামের বাহিরে গিয়ে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার বিষয়কে কখনো অস্বীকার করি নাই। অনিয়মিতভাবে আমি রিপোর্ট রাখি। কিন্তু বিষয়টির শরয়ী স্ট্যাটাস কী - তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টারত কোনো সংগঠন বিশেষের দায়িত্বশীলেরা উলিল আমরের মূল অথরিটি নন। ইসলামী জনপ্রশাসনের কর্তাব্যক্তিগণই হচ্ছেন উলিল আমরের মূল প্রতিষ্ঠান। ইসলাম কায়েমের (নাম যা-ই হোক) প্রচেষ্টারত সংগঠনের দায়িত্বশীলেরা উলিল আমরের মর্যাদাভুক্ত হবেন। যেমন করে জিহাদকারী ও জিহাদের মর্যাদা লাভকারী সমগুরুত্বের নন। দূরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। এজন্য তাকে শহীদ বলা হবে না। আসলে আমাদের টলারেন্স লেভেল অনেক অনেক বাড়াতে হবে।

সারা দেশে সব সাংগঠনিক প্রোগ্রামে গণহারে এই মর্মে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের কারণেই এতসব জুলুম হচ্ছে। রেফারেন্স, এই এই আয়াত-হাদীস। আচ্ছা, কোরআন-হাদীসে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য তিন ধরনের কারণের উল্লেখ আছে:

(১) হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক,

(২) নিজেদের ভুল ও

(৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয় (যেমন, ভূমিকম্প ইত্যাদি)।

বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বেশি বেশি আত্মসমালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে। নাহলে তো ইস্তেগফার পড়াটা অর্থহীন হয়ে যায়!

এক সময়ে একটা প্রান্তিকতা ছিল যে, ইসলামে রাজনীতি নাই। এটা পরাজিত মানসিকতার ফলশ্রুতি। এরপর রাজনীতি এমনভাবে চেপে বসেছে, মনে করা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতাই সবকিছুর সমাধান। এটাও এক ধরনের প্রান্তিকতা। এক সময় মনে করা হতো, ইসলাম হলো (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম। এখন, জামায়াতের 'ইসলাম ভার্সান' হলো, ইসলাম কার্যত একটা রাজনৈতিক আদর্শ যার একটা ধর্মীয় দিকও রয়েছে। তাই বলেছিলাম, জামায়াত হ্যাজ বিকাম এন এমবডিমেন্ট অব পলিটিক্যাল রিলিজিয়ন।

আসহাবে সুফফা কোনো ব্যবস্থা নয়। যদি তা মনে করা হয় তাহলে তা কোরআন ও হাদীসের বহু রেফারেন্সের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। আসহাবে সুফফা না সুফিইজম, না ফুল টাইমার সিস্টেম। তাহলে তা কী? এটি তো রিফিউজি ক্যাম্পও হতে পারে! আর্মি ব্যারাকও হতে পারে! মাদ্রাসার আদি রূপও তো হতে পারে!

কোনো কিছুর মধ্যে কোনো কিছুর কোনো উপাদান থাকলেই সেটি আদতে সেই জিনিস হয়ে যায় না। এটি বুঝতে হবে। সব ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠান কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করছে। মাজারপন্থী ও তাবলীগওয়ালারা করছে সবচেয়ে বেশি। জামায়াতও একই আমল করছে বেশকিছু ক্ষেত্রে। ভুল হতেই পারে। ব্যক্তিরও হতে পারে, সংগঠনেরও হতে পারে। যতক্ষণ তা উদ্দেশ্যমূলক ও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না হবে, ততক্ষণ তা ইজতিহাদ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন: ছাত্রশিবির আগে ১২ রবিউল আওয়াল তারিখে র‍্যালি বের করতো। এখন করে না। ফুল টাইমাররা সমাজবিচ্ছিন্ন। তাই তাঁরা কমবেশি বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে থাকেন। যা তাঁদের ব্যক্তিগত দোষ নয়, বরং তাঁরা ভুল থিসিস, অকার্যকর পদ্ধতি ও পরিস্থিতির শিকার। অনেক বেশি কাজ নয়, দরকার এফেক্টিভ ওয়ার্কের।

শুধুমাত্র সাংগঠনিক অবস্থান ও পরিচিতির কারণে যারা বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বনে গেছেন (যেমন, চট্টগ্রাম জামায়াতের শীর্ষনেতা, ছাত্রশিবিরের সদ্য বিদায়ী শীর্ষ নেতা - এ রকম আরো অনেকে), তাঁদের ব্যাপারটা কী? জীবনে যাদের কোনো প্রথম শ্রেণীর রেজাল্ট ছিল না তাঁরা সংগঠনসূত্রে দামি গাড়ি হাঁকান আর নিরীহ মেধাবীরা নির্দিষ্ট রুটে চলা পাবলিক বাসের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। এটি কেমন কথা? মেধাবীরা ফ্ল্যাট ভাড়া

দেন কোনোমতে, আর সাধারণ মেধার লোকজন সংগঠনসূত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ফ্ল্যাট বেচেন। আর ভাড়া দেন। এসব একটা ইসলামী সংগঠনের অসুস্থতার পরিচয় নয় কি?

এম এন হাসান: "ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টারত কোনো সংগঠন বিশেষের দায়িত্বশীলেরা উলিল আমরের মূল অথরিটি নন। ইসলামী জনপ্রশাসনের কর্তাব্যক্তিগণই হচ্ছেন উলিল আমরের মূল প্রতিষ্ঠান। ইসলাম কায়েমের [নাম যা-ই হোক] প্রচেষ্টারত সংগঠনের দায়িত্বশীলেরা উলিল আমরের মর্যাদাভুক্ত হবেন।" এখানে প্রথম ও শেষ লাইন দুটি বিপরীতমুখী মনে হচ্ছে। টাইপিং মিসটেক কিনা? আর উলিল আমরের কনসেপ্টই জামায়াতের আমীরের এবসলুট আনুগত্যের দাবিদার। মাওলানা নিজামীর ভাষায়, আমীর হচ্ছেন আওলাদে রাসূল (সা), আর তাই আমীরের আনুগত্য করা ফরজ। যেমনটা ফরজ রাসূল (সা) ও আল্লাহর আনুগত্য করা। কিন্তু আপনার কথায় কি জামায়াতের এই থিওরিটিকাল কনসেপ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে না? একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে ভাল হবে। জাযাকাল্লাহ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: উলিল আমরের বিষয়ে আমার মন্তব্যের 'জিহাদকারী ও জিহাদের মর্যাদা লাভকারী সমগুরুত্বের নন। দূরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। এ জন্য তাকে শহীদ বলা হবে না।' - এই অংশটির মধ্যে ধারণা দেয়া হয়েছে। সালাতের মুকাব্বিরের অনুসরণ করতে হবে তবে তিনি ইমাম নন, ইমামের সমতুল্যও নন, প্রতিনিধি মাত্র। তেমনি ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকারীগণের শরয়ী স্ট্যাটাস হচ্ছে নিম্নরূপ –

ভাবুন তো, কোথাও জামায়াতে সালাত আদায় করা হচ্ছে। মাঝখানের মুসল্লিরা বুঝতে পারলো তাঁদের পিছনের মুসল্লিরা ইমামের তাকবীর শুনতে পাচ্ছেন না বা স্পষ্টভাবে শুনছেন না। তখন কেউ একজন বা একাধিক জন স্বপ্রণোদিত হয়ে মুকাব্বিরের দায়িত্বপালন করবেন। এক্ষেত্রে পেছনের মুসল্লিরা এই স্বনিয়োজিত মুকাব্বিরের অনুসরণ করবেন ইমামের অনুসরণ করার মতো করে।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গই হলো উলিল আমর। ইসলামের এই নিয়ম শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য হবে। আমাদের মাঝামাঝি ধরনের রাষ্ট্রে জুমার ইমামের খুতবার মতো করে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টারত সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কথা শোনা হবে।

ইন আইদার সিচুয়েশান, এই আনুগত্য হবে শর্তসাপেক্ষে। মূল আয়াতটিতেই তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ধন্যবাদ।

বুলেন: উলিল আমরের বিষয়টা আপনার আরেকটু ক্লিয়ার করা দরকার মনে করছি। আপনি রাষ্ট্র আর ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যটা করলেন কিসের ভিত্তিতে? যদি আপনি রাষ্ট্রের প্রশাসনকেই উলিল আমরের মর্যাদা দেয়ার কথা বলেন, তাহলে সিভিল স্টেটের প্রশাসন কি করে উলিল আমরের মর্যাদা ভোগ করার অধিকার রাখে? যেখানে বেশিরভাগ রাষ্ট্রের হাতেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব থাকে না বা আদর্শিক কারণেই রাখতে চায় না? যেমন আমাদের দেশের কথাই ধরুন, আমাদের দেশে আমরা রাষ্ট্রপ্রধানকে যতই উলিল আমরের মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করি না কেন ধর্মীয় কর্তৃত্ব তো উনার হাতে নেই।

কার্যত, অনানুষ্ঠানিকভাবে সেই ভূমিকা বিভিন্ন ইসলামী দলগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে এবং সেই নিয়ে নেয়া দায়িত্বের দায়ভার রাষ্ট্রপ্রধানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। যার উপরে যেই দায়িত্ব নাই, সে কেন তার জন্য জবাবদিহি করবে এবং সেই সম্মানও বা সে কেন লাভ করবে? তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে যা বললেন তার ভিতরেও তো তাত্ত্বিক গোলমাল আছে। যেমন, সৌদি আরব নিজেদের পুরাপুরি ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করে, রাজতন্ত্র বহাল রাখার কথাটা মুখে আনে না। এখন যে রাষ্ট্রপ্রধান কোরআন বর্ণিত মুসলমানদের শুরার অধিকারকে হরণ করে, তিনি কী করে উলিল আমরের মর্যাদা পাবেন?

একই কথা ইরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহও তো ইলেক্টেড নন, বরং আমাদের বিপ্লবী (!) আদর্শ ধরে রাখার জন্য জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আবার পাকিস্তান তো ইসলামী রাষ্ট্রের অগ্রপথিক বলে নিজেদেরকে মনে করে, যেখানে তাদের শাসককে উলিল আমরের মর্যাদা দেয়ার প্রশ্নই আসে না, ভিতরে এবং বাহিরে। ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণাটাই যেখানে ফিক্সড নয়, সেখানেও কি উলিল আমরের মর্যাদা শর্তসাপেক্ষ থাকাই উচিত না?

আমার তো মনে হয়, উলিল আমরের মর্যাদার আসনটা শুধুমাত্র মুসলমানদের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবার কথা (পূর্বে যা খিলাফতের ব্যাপারে প্রযোজ্য ছিল)। আর সেই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন এখনো গড়ে উঠেনি এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখি না। তাই শর্তহীন উলিল আমরের মর্যাদা কেউই অন্তত বর্তমান জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থায় পাওয়ার কথা নয়। একটু ক্লিয়ার করবেন, প্লিজ। এই ব্যাপারটা আপনার সাথে অনেক আগে থেকেই আলোচনার চিন্তাভাবনা ছিল। এম এন হাসান ভাই, দুঃখিত, আলোচনা ক্ষণিকের জন্য অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই, আপনি ভুল বুঝলেন। ইসলামী রাষ্ট্র নয় - এমন রাষ্ট্রের জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ উলিল আমর হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আমার কথা হলো, উলিল আমর হচ্ছেন তাঁরা যারা একটা ইসলামী রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমাদের ইসলাম বুঝার একটা অত্যন্ত মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম আর অ-ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম - এতদুভয়কে এক করে দেখি। কোরআন

হাদীসের রেফারেন্সগুলোর শানে নুযুলকে ভাল করে অনুসরণ করলে এ ভুল হতে পারে না। মৌলিক বিশ্বাস তথা আকীদাগত দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম আর অ-ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু সামাজিক কাজকর্ম ও বিধিনিষেধের দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম আর অ-ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম - এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য হবে। যেমন জুমার নামায, হুদুদ, জিহাদ ইত্যাদি শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উলিল আমরের একটা অপরিহার্য অংশ। ধন্যবাদ।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/98087

১০ মার্চ, ২০১২

১৯. মন্তব্য

ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো: বর্ধিত অংশ

এম এন হাসান

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমাদের ছাত্রজীবনে চবিতে আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশ জন সদস্য ছিলাম। দুয়েকজন বাদে সবারই মেট্রিক-ইন্টারে প্রথম বিভাগ ছিল। আপনাদের লন্ডন প্রবাসী হামিদ হোসাইন আজাদ ভাইসহ। তাঁদের অধিকাংশই বিরোধী শিক্ষক রাজনীতির করুণ শিকার হয়ে থার্ডক্লাস বা থার্ডক্লাস মার্কা রেজাল্ট নিয়ে সুদীর্ঘ ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। যারা ভাল রেজাল্ট করে প্রথম শ্রেণীর চাকুরী করার কথা তাঁরা এভাবে ভিকটিমাইজ হওয়ার পরে ব্যবসা করা ছাড়া আর কোনো সহজ পথ খুঁজে পাননি। এভাবে তাঁরা স্বীয় যোগ্যতাবলে উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে উঠেন। সরকারী বা এ মর্যাদার কোনো ভাল চাকুরি না পাওয়ার দিক থেকে এটি একটি সমস্যা হলেও আমি উনাদের এই বিকল্প এস্টাবলিশমেন্টকে খারাপ বা ক্ষতিকর মনে করি না।

সমস্যা হয়েছে সংগঠন ও আন্দোলনের পরিচিতিকে ব্যবহার করে, মাঠে-ময়দানে পর্যাপ্ত সময়দান না করে, ভূমি ব্যবসার মতো আদতে সন্দেহজনক শর্টকাট ব্যবসা ইত্যাদি করে অতি সহসাই বড়লোক হতে হবে এমন মনমানসিকতা নিয়ে টাকা বানানোতে সবাই গণহারে লিপ্ত হওয়াতে। এস্টাবলিশমেন্ট কমানোটা এর সমাধান নয়। বরং দায়িত্বশীল পর্যায়ের লোকজনের আজিমতের উপর থাকার ধারা প্রতিষ্ঠিত করাই এর টেকসই সমাধান হতে পারে। আমি খালি গায়ে রাস্তায় ঘুরতে পারি। পুরুষদের খালি গায়ে থাকার অনুমতি আছে। তাই বলে রাস্তাঘাটে জামা না পরা বা গেঞ্জি পরা কোনো লোককে কি দায়িত্বশীল করা বা রাখা হবে? সাধারণ রাজনীতিতেও দেখা যায় নেতারা টাকা বানানো হতে দূরে থাকেন। অন্তত শীর্ষ রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। অতীতে, বর্তমানে, আমাদের দেশে, পাশের দেশসমূহে, আদর্শ-নির্বিশেষে।

একজন সাহাবী জাকাত/ট্যাক্স সংগ্রহ করে ফিরে এসে বায়তুল মালে উক্ত অর্থ-সম্পদ জমা দেয়ার পর কিছু অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বললেন, লোকেরা এসব আমাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে। তখন খলিফা তাঁর এই অর্থ-সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তুমি ঘরে বসে থেকে দেখো তোমাকে কেউ কিছু দেয় নাকি।" এ ঘটনা হতে সবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আপনার এ পোস্টের মন্তব্য লিখতে গিয়ে লেখাটা বড় হয়ে গেল। তাই 'ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' শিরোনামে আলাদা পোস্ট দিয়েছি। তবে উপরের মন্তব্য শুধু এখানেই দিলাম, আমার পোস্টে দেই নাই।

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/99239
১৪ মার্চ, ২০১২

২০. পোস্ট

ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

১) সম্পত্তি তথা অবকাঠামো ও আন্দোলন

অবকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু এর আগে দরকার সেই এস্টাবলিশমেন্টকে হজম করার মতো যোগ্যতা। পরিশ্রম করে, গায়ের জোরে, মুখস্থ করে, প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভালো রেজাল্ট বাগিয়ে, চ্যানেল মোতাবেক লেগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হয়েছেন। একই পন্থায় নামের আগে ড বিসর্গ ও একাধিক পোস্ট-ডক লাগিয়ে দেশে-বিদেশে পেপার-সিনোপসিস দিয়ে বেড়াচ্ছেন এমন লোকজনকে দেখি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা ধান্ধাবাজ হিসাবে পরিচিত। আবার এমন বেশ কিছু শিক্ষক আছেন যাদের অনেকেরই তেমন কোনো দ্বিতীয় ডিগ্রি ও প্রকাশনা নাই, অথচ তাঁরা একাডেমিশিয়ান হিসাবে সুপরিচিত ও দল-মত নির্বিশেষে সবার শ্রদ্ধেয়।

কথাটা এ জন্য বললাম যে, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থাও হয়েছে প্রথমোক্ত ধরনের শিক্ষকের মতো। কষ্ট করে তিনি অনেক অর্জন করেছেন কিন্তু কারো প্রত্যাশা ও স্বপ্নের সওদাগর হতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভালো শিক্ষকের মতাদর্শকে সমর্থন না করলেও তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব হওয়ার স্বপ্ন দেখে। নন-একাডেমিশিয়ান [তাঁর যতই উচ্চতর ডিগ্রি থাকুক না কেন] শিক্ষকদেরকে রাজনীতি, ছাত্রদের সহযোগিতা ইত্যাদি কারণে যতই সমাদর করুক না কেন তাঁদেরকে কেউ আদর্শ হিসাবে মনে করে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনে কাজে লাগায় মাত্র।

তেমনি জামায়াতও বুদ্ধিবৃত্তি (যা হলো অনলি এক্সকিউজ ফর ইসলাম) ও সামাজিক নৈতিকতার মারাত্মক সংকটে (যেমনঃ দলবাজি ইত্যাদি) পড়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল থেকে ছিটকে পড়েছে। মানুষ জামায়াতকে এর (বাহ্যত) কঠোর সাংগঠনিক শৃংখলার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে তুলনা করে। যা নিয়ে অবুঝ জামায়াত কর্মী ও নেতারা আহ্লাদিত হয়ে থাকেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে জামায়াতকে তুলনা করাটা যে জামায়াতের জন্য ডিসক্রেডিট তা বুঝার যোগ্যতাও উনারা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছেন। এটি জামায়াতের নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

বিগত প্রায় তিরিশ বছর হতে আমি ‘মাসিক পৃথিবী’ নিয়মিত রাখি। অধ্যাপক নাজির আহমদ যেমন সংগঠনবাদীতার পারফেক্ট এমবডিমেন্ট, তেমনি এই সম্মানিতের মাসিক পৃথিবীও জামায়াতের শ্যালোনেসের আদর্শ উদাহরণ। এতে কোরআনের আয়াত থেকে

শুরু করে কৃষি - সব বিষয়ে কিছু না কিছু পাবেন। থট প্রোভোকিং ম্যাটেরিয়্যাল হিসাবে সেগুলো ভালো জিনিস। সমস্যা হলো এসব ছোট ছোট বই ও লিখা পড়ে কেউ তো কাঙ্ক্ষিত মানের জ্ঞানী হতে পারবেন না। অথচ এ ধরনের মোটিভেটিং ট্রেন্ডের সংক্ষিপ্ত লেখা পড়েই জামায়াতের অনেক লোকজন নিজেদের যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করেন। বড় বড় আলেম ও বিশেষজ্ঞদের হেদায়েতী জ্ঞান দিতে পরম উৎসাহবোধ করেন!?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে শিক্ষিত ইসলামপন্থীদের ব্যাপকভাবে কার্যত আহলে হাদীস বনে যাওয়ার এটাই কারণ। তাঁরা হয়তো 'রাসূলুল্লাহর (সা) নামাজ' ধরনের শিরোনামের কোনো বইয়ে কিছু সহীহ হাদীস সম্পর্কে পড়েছেন। ভাবছেন, এই হাদীস যেহেতু সহীহ তাহলে আমল করতে অসুবিধা কি? অর্থাৎ কোনো অসুবিধা নাই। অথচ, যদি তাঁরা সরাসরি হাদীসের কিতাবগুলো থেকে অধ্যায়ভিত্তিক পড়াশোনা করেন, জাল হাদীস সম্পর্কে মূল সূত্রগুলো থেকে জানার চেষ্টা করে মাওজুগুলো বাদে বাকি হাদীসগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেন, তাহলে বুঝবেন কোনো বিষয়ে একটা বা কতিপয় হাদীস বিশেষকে পেয়েই আমলের জন্য দৌড় দেয়া ঠিক নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব নস তথা রেফারেন্সকে বিবেচনা করে সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একটা মতকে প্রাধান্য দিলেও সনাতনী ফিকাহর মতো বাকিগুলোর যে কোনোটার উপর আমলের পথ রুদ্ধ না করে একটা প্লুরালিস্টিক অবস্থানে আসতে হবে। ব্যাপার হলো, জামায়াত কোনো বিষয়েই প্লুরালিজমে বিশ্বাসী নয়। সবাইকে এক করতে চায়।

সবাই শুধুমাত্র আক্বীদাগতভাবে এক হবে, বাদবাকি সব ব্যবহারিক বিষয়ে যার যার মতো হবে। [প্রকাশ্য] বিরোধিতা করলে খারিজ হয়ে যাবে - এ ধরনের সংবেদনশীল পরিবেশ মোটেও কাম্য নয়।

২) জামায়াতের কিছু প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রামের লোক হিসাবে আমি দুটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলবো।

বিআইএ: বিআইএ চট্টগ্রামের জামায়াত-শিবিরের লোকজনের নিকট অতি পরিচিত একটা নাম। 'বাংলাদেশ ইসলামী একাডেমী' নামে দুই যুগ পূর্বে চালু হওয়া এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে একটা চারতলা বিল্ডিং। এর নিচের তলায় একটা খোলা স্পেস, গ্যারাজ, ওজুখানা ও একপাশে উত্তর ও দক্ষিণ জেলা জামায়াতের অফিস। দু'তলায় মূল মসজিদ। একপাশে কিছু গেস্ট রুম। তিন তলায় মসজিদের এক্সটেনশান। একপাশে মহানগরী জামায়াতের আমিরসহ কর্মকর্তাদের রুম। চার তলায় বায়তুল মালসহ বিভিন্ন বিভাগের অফিস। বিআইএ-তে প্রবেশের মুখে দুটি বইয়ের দোকানসহ কিছু দোকান রয়েছে। এই পুরো স্থাপনায় সাধারণ মানুষের বসার, কিছু পড়ার, কিছু দেখার কোনো ব্যবস্থা নাই। পুরো বিল্ডিংটি মহিলা, জুতা ও ধূমপান মুক্ত এলাকা। মাঝে মাঝে ইন্টেলিজেন্সের

লোকজন ছাড়া এই মসজিদে কোনো স্থানীয় লোককে কখনো নামাজ পড়তে আসতে দেখিনি। বহু দিনরাত সেখানে কাটিয়েছি। এখানে কোনো রিসেপশানের ব্যবস্থা নাই, যা জামায়াতের জনবিচ্ছিন্নতার জ্বলন্ত নমুনা!

মামুন স্মৃতি পাঠাগার: বারো-চৌদ্দ বছর আগে শিবিরের ছেলেরা আমাকে ধরলো ইনডেক্সের টাকা দিয়ে তাঁরা চবিতে একটা জায়গা নিতে চায়। আমি যেন বৈঠকে সেটা পাশ করিয়ে দেই। বৈঠকে আমি ছাড়া আর কোনো জামায়াত দায়িত্বশীল এটির অনুমতি দেয়ার পক্ষে ছিল না। আমি যুক্তি দিলাম, ছাত্ররা হলের বাইরে একটা স্থাপনা পেলে সেখানে তাঁরা আবৃত্তি ও গান চর্চা করতে পারবে। একটা কম্পিউটার ল্যাব করতে পারবে, ক্যারিয়ার এইডের কাজ করতে পারবে ইত্যাদি। এক পর্যায়ে তাঁদেরকে সেটি কেনার অনুমতি দেয়া হলো। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সেটি ছাত্রদের একটা মেস, নাথিং এলস!

৩) সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে উন্নয়ন

এটি একটি গোলক ধাঁধাঁ। যে কোনো পথের একটা শুরু ও শেষ থাকে। তারপর আবার নতুন কোনো দিগন্তে অভিযাত্রা। আর গোলক ধাঁধাঁ হলো দিনরাত একই বৃত্তে ছুটে চলা। হাটা ও দৌড়ানোর জন্য ব্যায়ামের মেশিন ট্রেডমিলের উপর দৌড়ানোর মতো। যেখানে শুরু, শেষ পর্যন্তও সেখানে। ব্যায়ামের জন্য ট্রেডমিলে দৌঁড়ানো ভালো। কিন্তু কোথাও পৌঁছাতে হলে সত্যিকারের পথেঘাটে হাঁটতে হবে, পারলে দৌড়াতে হবে। 'ওয়া সা-রিয়ু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম' তোমরা তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে চলো) বলতে কোরআন শরীফে তা-ই বলা হয়েছে।

সমাজ ও সামগ্রিকতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষেত্রবিশেষের উন্নয়নকে অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিভাষায় 'খেদমতে দ্বীন' বলা হয়েছে। অহরহ মুখে ইসলামী আন্দোলন দাবি করা হলেও বাস্তবে জামায়াতে ইসলামীও খেদমতে দ্বীনেরই একটা পারফেক্ট উদাহরণে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবের পরিবর্তে এরা এখন বিবর্তনে বিশ্বাসী। শাহাদাতের চেয়েও টিকে থাকার নীতিতে নির্ভরশীল। মাওলানা মওদূদী কিছু বিপ্লবী চেয়েছিলেন, সমাজের লোকেরা যাদের পাগল বলবে। কোরআনের সূরা বাকারার দ্বিতীয় রুকুর শুরুতেও তা বলা হয়েছে। জামায়াতের লোকজন দুনিয়াদারির দিক থেকে এখন যথেষ্ট 'চৌকষ' হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করছেন।

ভালো ভালো দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে দুনিয়াদারী, আর্থিক আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি কারণে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। সবকিছু 'আমাদের' করতে করতে যথার্থই প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে এখন সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, চাঁদাবাজি ইত্যাদি যত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য আছে, তার সবই এখন জামায়াত দায়িত্বশীলদেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কামারুজ্জামান ভাইয়ের সাথে জরুরি সরকারের শুরুর দিকে উনার বাসায় একবার দেখা। উনার দুটো কথা বেশ মনে আছে। তিনি বললেন, সবকিছু 'আমাদেরকরণ' করতে করতে পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসেছে যে, কারো লাশ দাফনের জন্য কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চাইলে এমনও হয়েছে, জানতে চাওয়া হয়েছে, লোকটা কি 'আমাদের' ছিল? কামারুজ্জামান ভাই সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সম্পর্কে বললেন, জামায়াত যদি সাপ্তাহিক সোনার বাংলাকে স্বাধীন নীতিতে চলার অনুমতি দেয়, এমনকি জামায়াতের কোনো পলিসির সমালোচনা হলেও লেখকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা না দেয়, তাহলে এই পত্রিকাটিকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলা কোনো ব্যাপার নয়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জামায়াত পরিচালিত দৈনিক কর্ণফুলীর কথা নাইবা বললাম ...।

৪) সাংগঠনিকভাবে মিথ্যা বলা

যুদ্ধের ময়দান, নিরপরাধীর প্রাণ রক্ষা, দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা এই তিনটা ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও মিথ্যা বলা জায়েজ নাই। রাজনীতির ময়দানে বড়জোর দ্ব্যর্থবোধক কথা বলার অনুমতি আছে। এছাড়া মুসলমানদের সাধারণভাবে সত্যবাদী হতে হবে। এটি ব্যক্তির জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি দলের জন্যও প্রযোজ্য। শিবিরের বিগত সভাপতি রেজাউল করিমই প্রথম, যিনি জামায়াত নেতৃত্বের সাথে একত্রে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং ক্যান্টনমেন্টে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। উনাকে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

শিবির যদি জামায়াতের অঙ্গসংগঠন হয়ে থাকে, সে কথা প্রাকাশ্যে বলা হয়নি কেন? ছাত্রজীবন শেষ করা ভাইদের একোমোডেইট করার জন্য সহযোগী যুব সংগঠন করার প্রস্তাবনা সম্বলিত ছাত্র শিবিরের সংবিধানের ৫২ নং ধারা কার্যকর করা হচ্ছে না কেন? জামায়াতের অন্যতম অংগ সংগঠনের প্রধান হিসাবে নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিবিরের সংবিধান কি লংঘিত হয়নি?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এম এন হাসানের 'ইসলামী আন্দোলন ও অবকাঠামো: বর্ধিত অংশ' শীর্ষক লেখায়। যেখানে তিনি জামায়াতের উপর একটা পিএইচডি গবেষণার সূত্রে দেখিয়েছেন, জামায়াতের রিক্রুটমেন্টের মূল অংশ শিবির হতে আসে। শিবির না থাকলে জামায়াত বহু আগেই মুসলিম লীগের মতো ইতিহাস হয়ে যেত। তাই শিবিরকে আলাদা হতে দেয়া যাবে না।

তাহলে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে একটা আলাদা সংগঠন কায়েম করা হলো কেন?

কারণ, মানুষ বৈচিত্র্য খোঁজে, নিষ্কলুষতাকে পছন্দ করে। শিবির নিয়ে জামায়াতের ইঁদুর-বিড়াল খেলার মতো আচরণ মিথ্যা না বলার সাধারণ নৈতিকতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। হ্যাঁ, এরপরও তো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের সবখানেই লোক বাড়ছে। বলুন,

কোথাও কি কমেছে? নিজেদের কতজন আছে, তা ভেবে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর না তুলে সর্বদাই ময়দানের স্কোপের নিরিখে তুলনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা উচিত।

৫) সাংগঠনিক অবকাঠামো ও ব্যক্তি উদ্যোগ

শুনেছি, দেশে সাংগঠনিক কারণে নির্যাতিত এক ছাত্রনেতা সিঙ্গাপুরে গিয়ে সংগঠনের ভাইদের থেকে চাঁদা নিয়ে যৌথ কারবার হিসাবে একটা দোকান দেন। শেষ পর্যন্ত সেখানকার সংগঠন ব্যবসায়িক গণ্ডগোলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সব ধরনের সাংগঠনিক ব্যবসা বন্ধ করার ফলে সংগঠন সেখানে নাকি এখন অনেক মজবুত। বাংলাদেশে থেকে কেউ গেলে যদি সেখানকার দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ করে তাহলে প্রথমেই নাকি 'এই ভাই কি নিয়তে সিঙ্গাপুরে এসেছেন' তা জানতে চান। যদি জায়গা অথবা ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আসেন তাহলে তিনি তাঁকে কোনো প্রকারের সাংগঠনিক সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন। দেখাও করেন না।

জামায়াতের অর্থপুঁজারী নেতা-কর্মীদের দেখলে মনে হয় একইসাথে রথ দেখা ও কলা বেচার এই ফর্মূলা মাওলানা মওদূদীর মতো মুজতাহিদ কেন যেন বুঝতে পারেন নাই! জামায়াতের কার্যবিবরণীর প্রথম খণ্ডেই বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে, এই তথাকথিত 'সাংগঠনিক ব্যবসার প্রস্তাবকে' তিনি ফ্ল্যাডলি নাকচ করে দিয়েছিলেন।

অবকাঠামো যা হয়েছে, যেগুলোর উন্নতি হয়েছে সেগুলোতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ, বিশেষ করে স্বৈরাচারী কর্তৃত্বপনার ব্যাপক অভিযোগ আছে। কেন? একবার আমি তেমন একজনের ঘনিষ্ট একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এতসব অনিয়মের অভিযোগ সত্ত্বেও তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, 'তিনি'ই যে এসব গড়ে তুলেছেন, এ সত্য তো মানেন? এবার বলেন, নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হতে কে স্বেচ্ছায় সরে এসেছে?

হ্যাঁ, এটি না মেনে উপায় নাই। আসলে নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান কেউ ছাড়েন না। ছাড়তে পারেন না। ড. ইউনুস বলেন, আর অমুক তমুক যা-ই বলেন না কেন, একই চিত্র। সবাই একে নেতিবাচক ভাবলেও আমি পজিটিভ হিসাবে দেখি। এই অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা ভুলে যাই যে, ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা, সোজা কথায়, মালিকানা ছাড়া কোনো কিছুর প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। নিজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলিয়ে দিয়ে কোনো কিছুকে সফলভাবে পরিচালনা করতে চাওয়াটা মানব চরিত্রবিরোধী এবং অসম্ভব। ইসলামও তাই বলে। মালিকানা স্বতন্ত্র, কিন্তু সহযোগিতা পারস্পরিক। এ-ই হওয়া উচিত।

৬) শেষ কথা

জামায়াত নিজেকে এ দেশের ইসলামের সোল এজেন্ট দাবি করে। অন্যদেরকে ফর নাথিং মনে করে। এ জন্য তাঁদের ফর্মূলা হচ্ছে, নো অলটারনেটিভ থিওরি। এর মানে হচ্ছে -

যেহেতু আমরাই সেরা, সেহেতু আমরাই একমাত্র। ইসলামে রাজনীতি আছে - এটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইসলামকেই মূলত রাজনীতিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এটি পলিটিক্যাল রিলিজিওনের একটা ভার্সান মাত্র। বলতে পারেন, ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ।

রাজনীতিতেও জামায়াত যদি ভালো করত বা করার কোনো পথ খোলা রাখত, তাহলেও তো একটা কাজ হতো। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দ্বি-দলীয় রাজনীতির যে পাঁকে জামায়াত নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে, আমার ধারণায়, জামায়াত কখনো এই গোলক ধাঁধাঁ হতে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনে থেকে, বা প্রয়োজনে পিছনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে, প্রভাব সৃষ্টি করে একটা তৃতীয় ধারা সৃষ্টি, সেটিকে বেগবান ও সফল করার জন্য যে ধরনের সাংগঠনিক নমনীয়তা [ফ্লেক্সিবিলিটি], ত্যাগ ও সহনশীলতা থাকা দরকার তা জামায়াতের আদৌ নাই। কখনো ছিলও না। ভবিষ্যতেও হবে না, অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়। আম গাছ থেকে যে কাঁঠাল পাওয়া যাবে না, তাতো নিশ্চিত।

এর একমাত্র সম্ভাব্যতা ছিল জামায়াতের একমাত্র পাবলিক ফিগার, স্পোকসম্যান ও পলিটিক্যাল ফিউচার মাওলানা সাঈদী। আমার ধারণায়, 'সাঈদী ব্র্যান্ডের' সামনে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে বিপন্ন ভেবেছে। তাই তাঁর প্রসপেক্টকে গিলোটিন করা হয়েছে। ১৯৭৩, মতান্তরে ১৯৭৯ সাল হতে যদি তিনি রুকন হয়ে থাকেন, তাহলে এখন কেন তাঁর পিঠে জামায়াত সিল দেয়া জরুরি হয়ে পড়লো? কারণ, তাঁকে কন্ট্রোল করা। তিনি যদি কিছু একটা করে ফেলেন ...! জামায়াত যদি আওয়ামী লীগের ফাঁদে পড়ে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম পরিবর্তনে বিএনপিকে বাধ্য না করত তাহলে 'সাঈদী কার্ড' খেলে জামায়াত, বিজেপির মতো অভাবনীয় সফলতা অর্জন করতে পারত, হয়তোবা। ইসলামী সংগঠন হিসাবে নিজেদের জয় না চেয়ে জামায়াতের চাওয়া উচিত ছিল ইসলামের বিজয়, জনগণের বিজয়। এ ধরনের কোনো কাজে জামায়াতের নাম থাকুক বা না থাকুক, তা বড় কোনো ফ্যাক্টর হওয়ার কথা না।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

সালমান আরজু: জামায়াতের অনেক সমস্যা আছে, এটা ঠিক। কিন্তু আমরা যারা এ আন্দোলনের সাথে আছি, তারা কি শুধু এসব সমস্যা নিয়ে সমালোচনাই চালিয়ে যাব? সমাধানের কি কোনো পথ নেই? বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এই যে বিবর্তন, তা নিয়ে আপনার মত অনেকেই শংকিত। এখন থেকে যদি সমাধান করা না যায়, তাহলে এদেশে ইসলামী আন্দোলন নিয়ে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না। আসুন, আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাই। আপনার এ ব্লগ লেখা যদি সে চেষ্টার অংশ হয় তাহলে বলার কিছু নেই। তবে, করার মনে হয় আরো অনেক কিছুই আছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ‘অতঃপর কী করণীয়?’ (পর্ব-১) এবং ‘অতঃপর কী করণীয়?’ (পর্ব-২) আমার লেখা এ দুটি পোস্ট আপাতত দেখুন।

আর সমস্যা আছে বলে বাদ দিতে হবে- এমন তো কোনো কথা নাই। কোনো বিকল্প না থাকার তত্ত্ব যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি বাদ দিতে হবে, কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না (যেহেতু এতে ত্রুটি আছে) - এটিও অগ্রহণযোগ্য। সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণ ও সমর্থন করবেন সর্বোচ্চ পরিমাণে। সকল ভুল কাজের প্রতিবাদ করবেন জোরালোভাবে। সংশোধন ও প্রতিবাদের ধারা হাদীসে বর্ণনা করা আছে। প্রথমতঃ হাত দিয়ে, না হয় মুখে, না পারলে পরিকল্পনায় তথা অন্তরে।

পক্ষপাতদুষ্ট: হুম। আপনার লেখার আমি ধৈর্যশীল পাঠক, তবে নিয়মিত নই। আজকের পোস্টের জন্য ধন্যবাদ। কিছু বিষয় শেয়ার করি। অধ্যাপক নাজির আহমদ সাহেবকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তার বই পেলেই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম। কিন্তু তার সান্নিধ্যে গিয়ে দেখলাম, তাঁর জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তিনি আসলে এক রকম জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাব নিয়ে থাকেন। পোশাক পরিচ্ছদে খুব তাকওয়াবান বেশে চললেও ঝুঁকি আছে। গদিনসীনদের বিরাগভাজন হবেন এ রকম কাজ তিনি এড়িয়ে চলেন। মিছিল-মিটিংয়ে পরিশ্রম এবং ভয়ভীতি আছে, তাই এগুলোতে তিনি কম উপস্থিত থাকেন। নিজে বহু লোককে দ্বীনের দীক্ষা দিলেও নিজ সন্তানদের আগলিয়ে রেখেছেন ‘ঝামেলার কাজ’ থেকে। একজন শিবির সভাপতির কাছে শুনেছি, তিনি এবার একটি তদন্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে আমানতের চরম খেয়ানত করেছেন। এই লোকটির প্রতি আমার এখন বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অধিকাংশ সদস্যরা ভোট দেয় নাই, কিন্তু সভাপতি হিসাবে (তথাকথিত সাংগঠনিক স্বার্থে) নাম ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম মহানগরীতে। ১৯৮৮-১৯৯০ সালের দিকে। আশরাফ ভাই নামের একজন পুরনো সদস্য আমাকে এটি জানিয়েছিলেন। ঘোষণা হয়ে যাবার পরে সদস্যরা কানাঘুষা শুরু করলে বিষয়টা ফাঁস হয়ে যায়। ইতোমধ্যে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। অথচ দৃশ্যত, জামায়াত গণতন্ত্রের জন্য শহীদ হওয়ার উপক্রম ...। নিজেদের মধ্যে এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত (নাকি, কৃত্রিম!?) গণতন্ত্র চর্চা কেন? নির্বাচন নিয়ে এতো লুকোচুরির শরয়ী ভিত্তি কী?

তারাচাঁদ: পক্ষপাতদুষ্ট ভাই, একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নাম নিয়ে সমালোচনা করার নাম গীবত। যা স্পষ্টভাবে কবীরা গোনাহ। কারো সামনে এমন গোনাহ করা হলে এর প্রতিবাদ করা দ্বীনি দায়িত্ব। কবীরা গোনাহ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অপ্রয়োজনে কিংবা ব্যক্তিগত কোনো হিংসা-বিদ্বেষের কারণে কারো এমন কোনো ব্যক্তিগত ক্রটির বিষয়ে অন্যের কাছে বা জনসমক্ষে মন্তব্য করা যাতে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হন - এমন কোনো আচরণ হলো গীবত। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আগে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি সংশোধন না হন তাহলে তাঁর বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কথা বলাটা গীবত হিসাবে গণ্য হবে না। গীবতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জামায়াত নেতারা নিজেদের অযৌক্তিক একচেটিয়াবাদকে জায়েজ করার চেষ্টা করেন।

Rose leaf: জামায়াতের এই করুণ অবস্থা দেখে খুব দুঃখ হয়। কিন্তু আফসোস, জামায়াত নেতারা এই বিষয়গুলো মানতে চান না। সংগঠন নিয়ে বেশিরভাগ নেতারাই সমালোচনা পছন্দ করেন না। তাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো সহযোগিতা, চাকরি ইত্যাদির প্রয়োজনে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে ব্যক্তিটি সংগঠনের কোন পর্যায়ের দয়িত্বশীল ছিল! আমার মনে হয়, এটা এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতার নমুনা।

তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের আসা-যাওয়া খুব কম। এসব সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে জামায়াতের মূল উদ্দেশ্য অর্জন অনেকটা সহজ হয়ে যেত। জামায়াত নেতাদের সতর্ক করা প্রয়োজন। আপনার প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন। আমার মনে হয় আপনার যেহেতু জামায়াত-শিবিরের অনেকের সাথে পরিচয় আছে, সেহেতু নেতা পর্যায়ের কারো সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করে দেখতে পারেন। এতে যদি তাদের বর্তমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়।

নোমান সাইফুল্লাহ: জামায়াত নেতারা যখনই তাদের নেতৃত্বের জন্য হুমকি মনে করেন, তখন তাকে নানানভাবে ও কৌশলে সংগঠনে নিগৃহীত করার সকল প্রচেষ্টা করে থাকেন। আল্লামা সাঈদীর উদাহরণটা বাস্তব জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। বিষয়টা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম। আপনার লেখায় আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ায় অভিনন্দন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি এমনও শুনেছি, জামায়াতের আমীর হিসাবে নির্বাচনী প্যানেলে সাঈদী সাহেবের নাম ছিল। তিনি সর্বাধিক ভোটও নাকি পেয়েছিলেন। সংগঠনবাদিতার মূর্ত প্রতীক মুহতারাম নজির আহমদ সাহেব একাধিকবার যা করেছেন সে মোতাবেক 'গায়েবীভাবে' সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্তকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। আমি জানি না, বিষয়টা কতটুকু সত্য। তবে একজন উচ্চতর দায়িত্বশীল পর্যায়ের রুকনের কাছ হতে এটি আমি শুনেছি।

প্রার্থীতার বিষয়ে লুকোচুরির তথাকথিত সাংগঠনিক প্র্যাকটিসের মূলে রয়েছে এ সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনাগুলোর ভুল অর্থ বুঝা। প্রার্থীতা সংক্রান্ত হযরত আলী (রা) ও উসমানের (রা) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মাওলানা মওদূদী প্রশ্ন

তুলেছেন। আমার মতে, তিনি ভুল বুঝেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) তো পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তাই না?

তারাচাঁদ: আপনার পোস্ট পড়ার পর আমাকে সমস্যায় পড়তে হয়। আপনার লেখায় বেশকিছু পর্যবেক্ষণ (observation) থাকে, কিছু চিন্তার খোরাক থাকে, আমার নিজের কিছু উত্তর থাকে। এগুলোর জবাব দেয়া অনেক সময়ের ব্যাপার। আমি যে শুধু পোস্ট পড়ি তা নয়, মন্তব্যগুলোও ভালো করে পড়ি। সম্পাদক হিসাবে এককভাবে নাজির সাহেবের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ‘পৃথিবী’তে দুই তিনজন ছাড়া ভালো লেখক নেই। নাজির সাহেব তো লেখক জন্ম দিতে পারেন না। পাক্ষিক পালাবদল, ঢাকা ডাইজেস্ট, অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, সাপ্তাহিক নতুনপত্র ইত্যাদির মতো মানসম্মত পত্রিকাগুলো যখন পৃষ্ঠপোষকতা ও পাঠকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তখন এককভাবে নাজির সাহেবদের দোষ দিয়ে লাভ কী? এর কালিমা (Black Spot) তো সামষ্টিকভাবে আমাদের গায়েও লাগে।

আবুল আসাদের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকটির মেধা এখনও অনেকটাই অব্যবহৃত। ইসলামী আন্দোলনের সামনে আগামী দিনগুলোতে চ্যালেঞ্জ কী কী, এ বিষয়টি তিনি খুব সহজে বুঝতে পারেন এবং বুঝাতে পারেন। অথচ তার এই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ কোথায়? ৪২ বৎসর আগে পয়দা হওয়া ‘সংগ্রাম’ এখনো সদ্যোজাত শিশুই রয়ে গেছে। উপযুক্ত মা না পেলে এই শিশু কখনোই কিশোর হবে না। আবুল আসাদ সাহেবকে দৈনিক সংগ্রামের দূরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, দলীয় পত্রিকা স্বাধীনভাবে বিকশিত হয় না। এখানে অনেক সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হয়। সহজ কথায়, সংগ্রামের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মীর কাশেম আলীরা (বহুবচনে) তাদের প্রতিষ্ঠান চালান অনেকটা একনায়কভাবেই। তাই এমন সেনাপতি দিয়ে খুব শীঘ্র ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছি না। একটি রাষ্ট্র মানুষের চিরায়ত লালিত আচরণ ও সংস্কৃতিকে বদলাতে পারে না।

তাই আমি এখন ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি না। এখন রাষ্ট্রের স্বপ্ন বদলে ফেলেছি। স্বপ্ন দেখি ইসলামী সমাজের, যেখানে ইসলাম কায়েম থাকবে ব্যক্তির মাঝে, পরিবারে, সমাজে ও সামাজিক কালচারে। ইসলামের শিকড় থাকবে মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। যে শিকড় কোনো ফেরাউন বা ক্লাইভ উপড়াতে পারবে না। নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে নতুন সিপাহসালার। আসুন, আমার নতুন সৈনিকদের নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখাই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার এ মন্তব্য ভীষণ ভালো লেগেছে। অনেক ধন্যবাদ। রাষ্ট্র নয়, আগে সমাজ তত্ত্ব - একটি অতি বাস্তব বিষয়।

mzaman: অনেক ধন্যবাদ। আমি রাজনৈতিক দল জামায়াতের সমর্থক নই, তবে আশা করি তারা তাদের নিজ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াত কর্মী হিসাবে আমার দুঃখ হলো, জামায়াতের রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিতি! অথচ, আমরা জামায়াতে যোগ দিয়েছিলাম এটিকে একটি আন্দোলন মনে করে!

কাপাসিয়া: "স্বপ্ন দেখি ইসলামী সমাজের, যেখানে ইসলাম কায়েম থাকবে ব্যক্তির মাঝে, পরিবারে, সমাজে ও সামাজিক কালচারে। ইসলামের শিকড় থাকবে মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। যে শিকড় কোনো ফেরাউন বা ক্লাইভ উপড়াতে পারবে না। নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে নতুন সিপাহসালার। আসুন, আমার নতুন সৈনিকদের নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখাই।"

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: রাষ্ট্র যখন ছিল না বা থাকে না তখন ইসলাম ছিল না বা থাকবে না- এমন তো নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের অপরিহার্য অংগ বা শর্ত নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। রাষ্ট্র ইসলামের লক্ষ্য নয়, সহায়ক পদ্ধতি। ইসলামের তত্ত্বের মধ্যে রাষ্ট্রের ধারণা অতি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় এড়িয়ে যারা দ্বীন কায়েম করতে চান তাদের ইসলামের ব্যাখ্যা তারাই দিবেন। কোরআন-হাদীস ও রাসূলের (সা) জীবননির্ভর যে ইসলাম তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা অনস্বীকার্য বটে। তবে তা লক্ষ্য হিসাবে নয়, উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পদ্ধতি হিসাবে। উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছার জন্য ভিত্তি লাগবে, যা হলো সমাজ বা সামাজিক ব্যবস্থা। ধন্যবাদ।

ঈগল: নো কামেন্ট আবাউট দিস পোস্ট। আই অ্যাম কনফিউজড আবাউট এ্যানি ইসালামিক অর্গানাইজেশন। সো আই অ্যাম ফলোয়িং দিস হাদীস- হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত। যদি কোনো জামায়াত ও মুসলিম ইমাম না থাকে তখন করণীয় কী, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি [নবী (সা)] বললেন, তুমি সমস্ত ক্ষুদ্র দলাদলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো, যদিও তোমাকে গাছের শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হয়। (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার কতৃর্ক অনূদিত, হাদীস নং ৪৬৩৩) এর উপর আপনার কোনো মতামত আছে কি?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি মনে করি না, বর্তমান বাংলাদেশ বা বিশ্ব পরিস্থিতি এতটা নাজুক! আমি কর্মবাদী তথা এক্টিভিস্ট চরিত্রের মানুষ। আপনিও কাজ করুন। কী করবেন? হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে শুরু করুন।

Now is the best time, person arround you is the most important one and to help him is the most important job for you. There is no chance to remain aloof. A truly beleiver can't be confused anyway. It is a fallacy that we have to work together being member of a single jamaat.

When there is no Islamic state, we need not be in a single jamaat. Let us try to build and float the ship sustainably. This kind of effort has to be diversive.

So, don't say about confusion. When you are Muslim. You itself is an organization. Prophet (pbuh) has said that a *mu'min* is like a date-tree-leaf which never becomes gray so long it is attached with the branch and the tree. Isn't it?

অভিযাত্রিক: উপরে এক মন্তব্যের উত্তরে, অর্থাৎ শোনা কথার ভিত্তিতে মন্তব্য এবং এ ধরনের অন্যান্য বক্তব্য, যেমন কোনো ব্যক্তির সমালোচনা আপনার নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করবে। মোটের উপর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কঠিন পথটা বেছে নেয়ার জন্য, দরকারি লেখার জন্য। ব্যক্তিজীবনেও হয়তো আপনাকে এর জের টানতে হতে পারে। মল্লিক সাহেবের একটা গান তাই প্রাসঙ্গিক:

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে
কেন বেছে নিলে এ পথ
কেন বেছে নিলে এ বিপদ
জবাবে তখন বলি মৃদু হেসে যাই চলি
বুকে মোর আছে হিম্মত
বাতাসের সাথে ঢেউ বিরোধিতা করে বলে
বুকে আছে ঢেউ সাগরের...

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/99264

১৪ মার্চ, ২০১২

২১. মন্তব্য

এ কি শুধুই কথামালা?
নাকি উত্তম শব্দ আর ভাষা সমন্বিত একটি শিল্প?

তারাচাঁদ

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি ভীষণভাবে সাঈদী ভক্ত। সাইফুল্লাহ মানছুর ভাই সাঈদীর ক্যাসেট বেঁচে এত বড়লোক হলেন, অথচ তাঁর একটাও কোয়ালিটি সম্পন্ন ডিভিডি নাই। ১৯৯২ হতে ৯৮ পর্যন্ত যে অডিওগুলো সিডিতে রাইট করে ছেড়েছেন সেগুলোতে এডিটিং-ক্লিপিংস কিছু করেন নাই। আফসোস লাগে। আমি ব্রান্ডিংয়ে বিশ্বাসী। যা প্রচলিত সাংগঠনিক পলিসির বিপরীত। সাঈদী একটা ব্র্যান্ড। সাঈদী ব্র্যান্ড বা কার্ডকে কাজে লাগিয়ে জামায়াত ক্ষমতায় যেতে পারতো, যদি আওয়ামী লীগের ফাঁদে পড়ে বিএনপিকে ১৯৯১ সালে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনে বাধ্য না করতো। অন্ততপক্ষে, সাঈদীকে দিয়ে আলেমদের একটা কার্যকর ঐক্য গড়ে তুলতে পারত। সাঈদী হলেন একমাত্র শীর্ষ জামায়াত নেতা, যাকে আমি সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি ...!

তারাচাঁদ: আপনাকে যখন পেয়েছিই, তখন মনে লুকানো কিছু কথা বলি। দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর লিখেছেন। এরমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রপথিক, ঐতিহ্য (এখন হারিয়ে গেছে), দৈনিক ইনকিলাব, মিল্লাত, সংগ্রাম, পাক্ষিক পালাবদল, সাপ্তাহিক বিক্রম, আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা ইত্যাদিতে তার অসংখ্য লেখা এবং সাক্ষাৎকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সাহিত্যিক মান, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ এবং সমাজ চিন্তনের দৃষ্টিতে তাঁর লেখাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। মূলত তিনি ছিলেন দর্শনের শিক্ষক। জন্মসূত্রে মুসলিম, শিক্ষাজীবনে নাস্তিক্যবাদে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং অনেক পথ ঘুরে পরবর্তীতে ইসলামে প্রত্যাবর্তন। তিনি তার পিএইচডির থিসিস দিয়েছিলেন অনেক শিক্ষককে মূল্যায়ন করার জন্য। তারা এ থিসিস আজরফ সাহেবের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তারা নাকি এর তেমন একটা ভাব উদ্ধার করতে পারেন না। শেষে থিসিসটি জমা দেয়া হল জিসি দেবের কাছে। জিসি দেব বেশ কিছুদিন কালক্ষেপণ করেন। পরে এই মূল্যবান জিনিসটি হারিয়ে যায়।

মোজাম্মেল ভাই, আপনি শিক্ষক মানুষ। আল্লামা ইকবাল এবং দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের জীবন ও কর্ম নিয়ে এমফিল বা পিএইচডি করার জন্য আপনি দু'তিনজন ছাত্রকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন। সেই ছাত্ররা যদি গরীব হয়, আর আপনার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনি আপনার অধীনস্ত গবেষকদের মাসোহারা দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা তার কাছে পড়তে আসা ছাত্রদেরকে নিজ পকেট থেকে বৃত্তি দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত গরীব। একদিন আবু ইউসুফের পিতা এলেন তার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে টাকা রোজগারে লাগিয়ে দেবার জন্য। ইমাম আবু হানিফা তার প্রিয় এই ছাত্রকে তো ছাড়লেনই না, বরং তার অর্থের অভাব দূর করে দিলেন। (মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুরারি-মার্চ-এপ্রিল, ২০১২ সংখ্যা দেখুন)

আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের বেশ কিছু ছাত্রকে নিয়ে স্টাডি সার্কেল চালু করতে পারেন। অনেক শিক্ষক তাদের বাড়িতে কোচিং সেন্টার খুলে বসেন, তেমনি আপনি বিনা পয়সায় প্রাইভেট পড়াতে পারেন। দূরদৃষ্টির অভাবে ইমম্যাচিউর সাইফুল্লাহ মানসুর সাঈদী সাহেবের ওয়াজের মাস্টার কপি রাখতে পারেননি। যার যে কাজ, তিনি তা না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দোষারোপ করবেই। আপনি যে কাজ করতে পারেন, সেটা আপনি না করলে পরবর্তী ইসলামপন্থী প্রজন্ম আপনাকে কি দোষারোপ করবে না?

লেখক হিসাবে ওস্তাদ ইউসুফ আল কারযাভী আমার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারগণ যখন খুব ভালো ইসলামপন্থী হন, তখন তারা তাদের সাবজেক্টকে ইসলামাইজেশন করার পরিবর্তে আরবী ব্যাকরণ, ইসলামী বই লেখা, কোরআনের তাফসীর করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের বিষয়ের ইসলামাইজেশন করা আর হয় না। নতুন প্রজন্ম সেখান থেকে কোনো ইসলামী নির্দেশনা পান না। কারযাভী সাহেব আপনাকে পেলে কী বলতেন তা জানি না। আপনি ধারণা করে নিন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জ্ঞানের ইসলামীকরণ বিষয়ে কোনো এক ব্লগারের এ ধরনের এক মন্তব্যের জবাবে যে কথাগুলো বলেছিলাম সে রকমই কিছু কথা বলছি- আমি দর্শন চর্চা করি। এটি আমার পেশা ও পছন্দ। আমি মোটামুটি বড় হওয়ার পর থেকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় বিগত প্রায় ২৮ বছর হতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার তো বেঁচে থাকারই কথা ছিল না! সেসব কাহিনী বলার জায়গা এটি নয়। আমি কোনো প্রফেশনাল নই যে ইসলামের দিকে এসেছে। কেন জানি মাস্টার করে আল্লাহ আমাকে এই ময়দানে রেখেছেন। এসব কথার মূল কথা হলো, ইসলামী আন্দোলনই আমার মূল পরিচয় ও (সম্মানীবিহীন) পেশা বলতে পারেন।এক সময়ে মুসলিম দর্শন পড়িয়েছি। বাংলাদেশে 'সমকালীন মুসলিম দর্শন' নামে পেপার আমরাই প্রথম চালু করেছিলাম। প্রথম তিন বছর এই পেপারটি আমি পড়িয়েছি। চবিতে মাওলানা মওদূদী পড়ানো হচ্ছে - এই মর্মে আমার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল। এই পেপারটি এখন এস্টাবলিশড। অন্যরা পড়ান। আমি এখন জ্ঞানতত্ত্ব পড়াই। জ্ঞানতত্ত্বের উপর নামকরা টেক্সটগুলো শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হয়। আমি এ বিষয়ের মূল শিক্ষক।

এবার আসুন, ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আমি কি করছি, সে বিষয়ে। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব বলতে আমি বুঝি পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের যে সমস্যাবলি তাতে ইসলামের বক্তব্য কী, সে বিষয়ে বলা। আমার ছাত্রছাত্রীরা সেটি জানে। পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব হতে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনেক উন্নত। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব হতে মুসলিম জ্ঞানতত্ত্ব উন্নততর। এটি বলতে হবে, প্রমাণ করতে হবে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে আপনি/আমি দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হওয়ার পরই। ইসলামের দিক থেকে যদি বলেন, মাওলানা মওদূদী অনেক বড় মাপের ইসলামী দার্শনিক ছিলেন। অন্তত ১০টা পিএইচডি উনাকে দেয়া উচিত। তিনি কি এসবের পরোয়া করেছেন? আমরা কি উনাকে এভাবে ভাবি?

জ্ঞানের ইসলামীকরণের বিষয়ে আমি সাড়া জাগানো সেমিনার আয়োজন করে বিষয়টা বুঝতে চেয়েছি। এ বিষয়ে বড় বড় রিসোর্স পারসনদের সাথে কথা বলার ও জানার চেষ্টা করেছি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমি এর নাড়িনক্ষত্রও বুঝিনি! একবার প্রতিবেশী প্রফেসর আবদুন নূর স্যারকে বললাম, "স্যার, ধরুন ইসলামাইজেশান অব নলেজ কায়েম হয় গেল। তখন এথিইজম ইত্যাদি কি পড়ানো হবে?" তিনি খুব কনফিডেন্টলি বললেন, "না, ওসব কেন পড়ানো হবে! বরং আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তিগুলো শেখানো হবে।" আমি বললাম, "স্যার, নাস্তিক্যবাদীদের যুক্তি না জানলে সেগুলো খণ্ডন করবেন কীভাবে?" যাহোক, এসব কথা এজন্য বললাম যে, জ্ঞানের ইসলামীকরণ এজেন্ডাকে যখন এত ব্যকগ্রাউন্ড নিয়েও আমি আজ অব্ধি বুঝতে পারি নাই, তখন এই ফিল্ডে কীভাবে অবদান রাখবো বলুন?

সবকিছুতে 'ইসলাম' খোঁজা অথবা আরোপের চেষ্টা করা ও ইসলামীকরণের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ছুটতে থাকাকে আমি স্পষ্টতই একটা ভুল ও অগ্রহণযোগ্য ধর্মীয় প্রবণতা মনে করি। দুঃখিত! মদিনা সনদের কোথাও নাই যে, এটি হবে একটা ইসলামী রাষ্ট্র। যদিও এটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল মডেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানেও দেখি, কেউ কেউ আছেন যারা নিজেদের কাজকর্মকে "ইসলামী" হিসাবে দাবী করেন না। অথচ অন্যরা দুনিয়াব্যাপী বলে বেড়ায় যে, এরা ইসলামিস্ট, এ সবই ইসলাম, এটি আসলে ইসলামী!

আমাদের চেষ্টা করা দরকার কাজের ইসলামী হওয়ার, নামের না হয়ে। আমি কোয়ালিট্যাটিভ ব্র্যান্ডিংয়ে বিশ্বাসী। তাই কমার্শিয়াল মার্কেটিংকে এড়িয়ে চলি। এসব কথা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি, এরূপ ভুল বুঝবেন না! হতে পারে, ব্লগের অনেকের মনের কথাই আপনি বলেছেন। সবার উদ্দেশ্যেই তাই কিছু কৈফিয়ত দিলাম! কোন শ্রদ্ধেয়ের সকল কথা গ্রহণ করতে হবে এবং দ্বিমতকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে, এমন মনে করা ঠিক নয়। দ্বিমত ভালো, অযৌক্তিক ঐক্যমতের চেয়ে। ধন্যবাদ।

http://sonarbangladesh.com/blog/Tarachand/106308

২৪ এপ্রিল, ২০১২

২২. পোস্ট

ইসলামী আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ: একটি প্রস্তাবনার খসড়া

বাংলাদেশ নামের এ ভূখণ্ডে ইসলামের বিধানের আলোকে একটি ইনসাফপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। ছোট-বড় অনেক দল ও গোষ্ঠী এ প্রচেষ্টার অংশীদার হলেও ইক্বামতে দ্বীনের এ ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকাই মুখ্য হিসাবে পরিগণিত। শুধু ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই নয়, এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

মনে হয় বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রেখে স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই 'চ্যালেঞ্জ' যত না রাজনৈতিক ও আদর্শিক তারচেয়ে অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ। নিতান্তই অভ্যন্তরীণ এসব সমস্যার মধ্যে সঠিক পরিকল্পনা ও গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, সর্বস্তরের জনশক্তি ও সংগঠন ব্যবস্থাপনার গুণগত মান উন্নয়ন, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানমুখী নেতৃত্ব সৃষ্টি অন্যতম।

আমার মতো অনেকেই ছাত্রজীবন থেকে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে ইসলামের কল্যাণমুখী, ইনসাফপূর্ণ ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার ঈমানী দায়িত্বানুভূতি থেকে। উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। কোরআন, হাদীস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন করে আমার কাছে মনে হয়েছে, আল্লাহর হক আদায়ের পাশাপাশি মুমিন হিসাবে জীবনযাপন করা বা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন বিপ্লবী হিসাবে নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে নিয়োজিত করার অর্থ হলো মানুষ, বিশেষ করে অসহায়, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও মজলুম নারী, শিশু ও পুরুষের উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য কাজ করা। সাধারণ মানুষের তথা সামাজিক উন্নয়নের তাবৎ প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

মানুষের কল্যাণে কাজ হচ্ছে অথচ তাঁদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করা যাচ্ছে না - এ রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক ঘটনা। যদি তা-ই হচ্ছে বলে মনে করা হয়, তাহলে ইসলামকে কথা ও কাজের মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপনার অভাব, অযোগ্যতা ও দুর্বলতা কাজ করছে - এ কথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে। উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণে ব্যর্থতা, যথাযথ পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবসহ আরো অনেক ধরনের কারণ এর পিছনে থাকতে পারে। সঠিক ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও গণমুখী, দক্ষ (জ্ঞানে ও কাজে), দায়িত্ববান, এক কথায় ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত বিপ্লবী কর্মী ও নেতৃত্ব তৈরি করতে পারলে, আমি বিশ্বাস করি, এ দেশে একটি সৌহার্দ্য ও ইনসাফপূর্ণ তাকওয়াভিত্তিক সমাজ গঠন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সুবিবেচনার জন্য কয়েকটি পরামর্শ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। প্রতিটি পরামর্শের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে আমার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। এসব বিষয়ে ঐক্যমত হলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

১) উন্নয়ন বা সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো

ইসলামের আহ্বান ও দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল হবে জনগণের কাছে সমাজকল্যাণ বা মানুষের উন্নয়নমূল কাজের মাধ্যমে পৌঁছানো। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে হবে। তবে সমাজের বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের বিষয়টিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে। যতটা সম্ভব তাদের কাছে যেতে হবে। গণমানুষের সমস্যাগুলো অনুধাবন করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একজন বিপ্লবী বা সমাজকর্মীর প্রতিদিনের কার্যতালিকায় দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের কাজ থাকতে হবে। তাঁদের সমস্যা নিরসনে শুধু কথা নয়, সামর্থ্য অনুসারে সরাসরি কাজ করতে হবে।

তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ কখন কী কাজ করণীয়, পদ্ধতি কী হবে, প্রয়োজনীয় যোগান কীভাবে নিশ্চিত হবে - ইত্যকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। আল্লাহর নির্দেশের কারণেই মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার কাজগুলো করে যেতে হবে। শুধুমাত্র নির্বাচনকেন্দ্রিক তৎপরতা হলে হবে না। সংগঠনের সম্প্রসারণ ও মানুষের আস্থা অর্জনে এটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। এ কাজের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রকাশ এবং প্রকৃত অর্থেই উন্নত ও বৈষম্যহীন ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের বিধানের অপরিহার্যতা সমাজে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের সমাজে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। সুসমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এসব সম্পদকে কাজে লাগানোর কৌশল জানা থাকতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত, নীতিমালা, কৌশল, ইচ্ছাশক্তি ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ।

সমাজ উন্নয়নমূলক বিষয়গুলোর উদাহরণ হিসাবে দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন, সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী বিষয়ের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা, অ-ইসলামী জনগোষ্ঠীর জন্য যার যার ধর্মানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি, আবাসন ব্যবস্থা, দুর্যোগ মোকাবেলা, আইনি সহায়তা, সামাজিক সচেতনতা, নারীর মর্যাদা, শিশুর বিকাশ, বঞ্চিতদের জন্য সরকারী সেবার সহজ প্রাপ্যতা, সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২) ভিন্ন নামে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে হবে

‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যতে ‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে ইসলামী আন্দোলন করে কাঙ্ক্ষিত

অগ্রগতি অর্জন কঠিন হবে। অতএব ভিন্ন কোনো নামে আন্দোলনের জন্য এখনই কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

তবে এই পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। হঠাৎ করে কাজটি করা যাবে না। কেন 'জামায়াত' নামের পরিবর্তন প্রয়োজন, এর অনেক কারণ বলা যাবে। তবে সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হলো, জামায়াতসহ সর্বমহল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জামায়াত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হোক তা চায়নি, যদিও এই না চাওয়ার অনেক কারণ আছে। এবং জামায়াত নেতৃত্ব হয়তো কোনো অন্যায় করেননি, কিন্তু তাঁদের কার্যক্রম পাকিস্তানী আর্মিকে শক্তিশালী করেছে। যারা এ দেশের মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করেছে। অতএব, এর দায় জামায়াত এড়াতে পারে না।

সর্বোপরি জামায়াত নেতাদের লেখা বই ও বক্তব্যে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে জামায়াত তখন (১৯৭১ সালে) বাস্তবতার আলোকে তথা জনমতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বিরোধীপক্ষ বর্তমানে নানা ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে বা হচ্ছে যে, জামায়াত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। শুধু তাই নয়, তারা নানা অপকর্মের হোতা। পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে নানা গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা ইত্যাদিতে জামায়াত সম্পর্কে অসংখ্য নেতিবাচক ও জঘন্য কল্পকাহিনী প্রচার করা হচ্ছে। অথচ এগুলোর বিপক্ষে জামায়াতের নিজের বা তাদের পক্ষে বলার সুযোগ খুবই সীমিত।

এটি একটি বড় প্রশ্ন যে, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের সাথে বিতর্কিত হয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করা কতটুকু সম্ভব? তাছাড়া মানুষ ১৯৭১ সালের কথা ভুলে যাবে - এই তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত হয়নি, বরং উল্টো হয়েছে। নাম ও সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি পরিবর্তনের কাজটি অনেক আগেই করা উচিত ছিল। এখন এটি করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। তবে নাম পরিববর্তনের বিষয়টি সাম্প্রতিক জঙ্গি ইস্যুকে বিবেচনায় রেখে করতে হবে। পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন মহলের মতামতের ভিত্তিতে একটি কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে।

৩) জ্ঞান অর্জনের বিষয়, পাঠ্যসূচি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কর্মীদের জ্ঞান অর্জনের বিষয় ও পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজ উন্নয়ন ও গঠন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রতার কারণ, জাকাত ও জাকাতভিত্তিক উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, সমাজের বিবর্তন, মানবাধিকার, সুশাসন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ইস্যু, যেমন: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জঙ্গিবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্লোবালাইজেশান, এমডিজি, নারী ও শিশু অধিকার, অভিবাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে তথ্যবহুল ও মানসম্মত বই লিখা, সংগ্রহ, অনুবাদ ও গবেষণার জন্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয় ও নির্দেশনাগুলোকে মানুষের জীবনের চলমান সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত করে বাস্তবতার আলোকে পুস্তক রচনা করতে হবে। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো বেশি তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত বইসহ নতুন করে বাংলায় কোরআনের তাফসির লিখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত ইংরেজি, আরবী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত বইয়ের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

সিলেবাসভুক্ত বইসমূহের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সাংগঠনিক মান বড় হলেই তিনি বই লিখতে পারবেন, এই ধারণা ঠিক নয়। বরং বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদনের পরই বই সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকলেও তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

একমুখী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন হতে হবে। প্রশিক্ষণ হবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে। প্রশিক্ষণে আধুনিক উপায় ও উপাদান ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মডিউল থাকতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ দিবেন তাঁদের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তব জীবনে কর্মীরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, তা নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের আলোকে প্রশিক্ষণের মডিউল ও পদ্ধতি প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে। প্রশিক্ষণের সার্বিক কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও তার শাখা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৪) আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে ইসলামের সুমহান ও ইনসাফপূর্ণ প্রশাসন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার মডেল প্রতিষ্ঠা করা

সংগঠন ও সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের বিধান পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, অস্বচ্ছতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি অতি অবশ্যই ও কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। মোটকথা, সংগঠন বা সংগঠনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ মডেল।

প্রতিষ্ঠানভুক্ত সকল স্টাফের সম-নৈতিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। একই প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে কেউ লক্ষাধিক টাকা বেতন পাবে আবার কেউ পাঁচ হাজার টাকা বেতন তুলবে, এ ধরনের জুলুম চলতে পারে না। মানুষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বেতনের পার্থক্য হতেই পারে। কিন্তু তার একটি সীমা থাকা উচিত। নেতৃত্ব তৈরির জন্য 'এক ব্যক্তির একাধিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী দায়িত্বপালনের' সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের বাস্তবভিত্তিক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা (SMART - Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bound) ও মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। প্রতি বছরই কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। পরিকল্পনা অনুসারে ফলাফল কী হলো, তা যাচাই করে দেখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের বছর শেষে কাজের অর্জন ও অগ্রগতি সম্পর্কে জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংগঠন সমর্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান হতে হবে সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় লক্ষ্যণীয় পরিমাণে উন্নত। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) মান এমন পর্যায়ের হতে হবে যে মানুষ সমাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবার ব্যাপ্তি ও গুণগতমান বিবেচনায় সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায়।

৫) ক্যাডার পদ্ধতির নমনীয়তাসহ মেধাবী, সৃজনশীল ও দক্ষ দায়িত্বশীল নির্বাচনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন

বিদ্যমান ক্যাডার পদ্ধতির নমনীয়তা প্রয়োজন। সমাজের অভিজ্ঞ, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মেধাবী, সৃজনশীল ও যোগ্যদের নেতৃত্ব পর্যায়ে আনতে হবে। বর্তমান ক্যাডার পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে বলে প্রতীয়মান হয়। মেধা ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য নেতৃত্বের গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ থাকতে হবে।

মূল সংগঠন এবং সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসমূহে দায়িত্বশীল নির্বাচনে 'কৃত্রিম শুরায়ী পদ্ধতি' পরিহার করতে হবে। নির্বাচনে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। নেতৃত্বকে হতে হবে উদার মানসিকতার। তাঁদেরকে সংগঠন ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনায় হতে হবে দক্ষ। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। এক্ষেত্রে কে দায়িত্বশীল বা কে দায়িত্বশীল নয়, তা দেখার সুযোগ থাকতে পারে না। সংশ্লিষ্টদের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা বা ন্যূনতম কমিটমেন্টই হবে মূল বিষয়।

৬) দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পেশায় যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রাখতে হবে

সম্ভবত বর্তমানে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী পেশাজীবীদের মধ্যেই ইসলামী আন্দোলন সমর্থক পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। সহযোগী পেশাজীবী সংস্থার প্রধান কাজ হবে দেশ পরিচালনার সাথে জড়িত পেশাসমূহের মধ্যে যোগ্য ও দক্ষ লোক তৈরিতে অবদান রাখা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে পেশাজীবীসুলভ ভূমিকা পালন করা যাতে জনগণ সহজেই মানসম্মত সেবা পেতে পারে। রাজনীতি করা তাঁদের কাজ নয়। তাঁদের রাজনীতির কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

যিনি যে পেশায় থাকবেন তাঁকে সেই পেশায় সবচেয়ে দক্ষ ও সৃজনশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লোক নিয়োগে মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। দলীয়

পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ক্যাডার সার্ভিসসহ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের নিয়োগে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করা যাবে না। মেধা, ইসলামী জীবনাদর্শ ও দেশের প্রতি কমিটমেন্টই হতে হবে নিয়োগের মাপকাঠি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পেশার লোকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ নিতে হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা না বাড়িয়ে শুধুমাত্র সাংগঠনিক মানের কারণে কোনো সংক্ষিপ্ত পথে কাউকে পদায়ন করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনের অনুসারীরা হবে ঐ পেশায় সবচেয়ে দক্ষ ও যোগ্য। যাতে অন্যরা দক্ষতা ও যোগ্যতার কারণে তাঁকে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। এর জন্য কর্মসূচি থাকতে হবে। ইসলাম অনুসারী ব্যক্তিদের কার্যক্রম ন্যায়ের উপর থেকে সবসময় গরীব ও বঞ্চিতদের পক্ষে হতে হবে। পেশাগত দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তাঁদের সেবা ও অর্থের একটা অংশ সর্বদাই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য ব্যয় করার মানসিকতা পোষণ করতে হবে।

৭) ছাত্র সংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ পরামর্শ

ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব হলো পাঠ্যপুস্তক গভীরভাবে অধ্যয়ন করা ও ভালো ফলাফল অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পাঠ্যসূচির পাশাপাশি দেশ পরিচালনা, আর্থ-সামাজিক ও আদর্শিক বিষয়ে তাঁদেরকে জ্ঞানচর্চা করতে হবে। নেতৃত্বের জন্য ড্রপ দেওয়া বা পরীক্ষা না দেয়ার সংস্কৃতি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এক বা দুই বারের বেশি বড় কোনো শাখা বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকা যাবে না।

ছাত্র সংগঠনকে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে তাঁরা আন্দোলন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আলোচনা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিবে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

তাঁদের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ বা পরিচিত নেতাদের অতিথি হিসাবে রাখা যাবে না। শিক্ষাবিদ, গবেষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা হবেন ছাত্রদের নানা কর্মসূচির আমন্ত্রিত অতিথি। জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাঁদের রাজপথে ভূমিকা রাখার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সে ধরনের প্রয়োজন স্বভাবতই হবে খুবই কদাচিৎ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষক রাজনীতির সকল প্রভাব হতে তাঁদের সচেতনভাবে দূরে থাকতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রায় দু'বছর আগে একজন প্রিয় দায়িত্বশীল হঠাৎ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এসে আমাদের ক'জন পুরনো ভাইদের ডেকে এসব পয়েন্টে কথা বললেন। আমি উনাকে পয়েন্টগুলো আমার ডায়েরিতে লিখে দেয়ার অনুরোধ করায় তিনি

তা লিখে দেন। পরবর্তীতে উনাকে আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব পয়েন্টকে আরো বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য অনুরোধ করতে থাকি। এক পর্যায়ে তিনি সেটি লিখিত আকারে আমার কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যে, আমি যেন ইচ্ছামতো সংশোধন করে উনার কাছে পাঠাই। আমি কিছুটা সংশোধন করে তা ইউনিকোডে পুনঃটাইপ করে উনাকে পাঠাই।

লেখাটি ব্লগে দেয়ার জন্য উনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে জানান যে, তিনি জামায়াতের একজন শীর্ষতম দায়িত্বশীলসহ বেশ ক'জন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের কাছে এটি হাতে হাতে দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন এতে কাজ হবে। অন্তত কিছু না কিছু কাজ হবে! তাছাড়া কোনো গণমাধ্যমে এসব 'সাংগঠনিক বিষয়াদি' আলোচনা করার ব্যাপারে উনার প্রচণ্ড অনীহা ও আপত্তিও ছিল।

আমি জানতাম (?), জামায়াত উনার মত প্রাক্তন ছাত্র দায়িত্বশীলদের এসব 'বুদ্ধিজীবীসুলভ পরামর্শের' কোনো তোয়াক্কা করে না। শোনাটাই সার! বক্তা যেন হয়রান, বিরক্ত ও (এতায়াত ও আখিরাত নষ্ট হওয়ার ভয়ে) সন্ত্রস্ত হয়ে ওসব নিয়ে আর না বলেন! কিছুদিন আগে উনার সাথে আবার দেখা, কথা হলো অনেক। বললাম, ব্লগে তো এখন অনেক লেখা। আমিও লিখেছি। আপনার লেখাটা কি ব্লগে দিবেন? উনি বললেন, চাইলে আপনি আপনার নামে দিতে পারেন। তাই, সংগত কারণেই উনার নাম-পরিচয় উহ্য রাখা হলো।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

আবু সাইফ: আপনাকে মোবারকবাদ। কিন্তু আপনার পোস্টের ফুটনোটের পরে আর বলার কিছু থাকে কি? এ দরখাস্ত তো এখন শুধু আরশে আযীমের মালিকের কাছে করা ছাড়া আর জায়গা নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একবার মকবুল আহমেদ সাহেবের কাছে পরিচিত একজন সিনিয়র সহকর্মী আমাদের 'সিএসসিএস'এর কাজের ধরন সম্পর্কে, সুনির্দিষ্টভাবে আমার নাম উল্লেখ করে কথা বললেন। তিনি নাকি বেশ মনোনিবেশ করে শুনেছিলেন। ব্যস, এতটুকুতেই শেষ!

জামায়াতের অধিকাংশ দায়িত্বশীলের বক্তব্য ও বিবেচনা-আশ্বাস সরকারী মন্ত্রী-এমপিদের সংবর্ধনাকালীন বক্তব্য ও বিবেচনা-আশ্বাসের মত লিপ সার্ভিস ছাড়া আর কিছু নয়! উনারা সবাই সিস্টেমের আনুগত্য করেন। এবং প্রয়োজনবোধে স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে কোরআন-হাদীসের রেডিমেইড রেফারেন্স টেনে বিরোধী মতকে গিলোটিন করেন। দুঃখ ছাড়া কপালে আর কী আছে?

আবু সাইফ: আপনি তো একজনের নাম ও মাত্র একটি ঘটনা বললেন, আমার কাছে এমন ঘটনা আরো অনেক আছে।

মিডিয়া ওয়াচ: জামায়াত কী করছে, কী করা উচিত এটা তালাশ না করে আপনি কী করছেন সেটা আমাদের জানালে উপকৃত হতাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ ভাই, সারাক্ষণ নেতিবাচকতায় ডুবে না থেকে ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। আমার ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে জামায়াত সংশ্লিষ্টতা হলো পুরো বিষয়টা একটা দিকমাত্র। যেটার ইতিবাচক দিক হলো আমি জামায়াতের ৪টি শর্ত পূরণ করা কর্মী। প্রায় ২০ বছর ধরে আমি কনসিসট্যান্টলি আল্লাহর রহমতে এই মান ধরে রাখতে পেরেছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সাংঘর্ষিক ময়দানে অব্যাহতভাবে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছি।

আমার জামায়াত-সংশ্লিষ্টতার নেতিবাচক দিক হলো আমি জামায়াতের ভুলগুলো সম্পর্কে সবসময় সোচ্চার ছিলাম, আছি। এখন ব্লগ হয়েছে বিধায় আপনারাও এসব জানছেন। কখনো নিজের বিবেককে কারো কাছে বন্ধক দিয়ে রাখি নাই। তথাকথিত ‘কালেকটিভ র‍্যাশনালিটি’র নামে নিজস্ব বিবেচনাবোধকে কখনো বাদ দেই নাই। অলস সমালোচনা ও অন্ধ আনুগত্যশীলতা - এই দুই প্রান্তিকতা হতে আমি সবসময় নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছি।

জামায়াতের এক্টিভ কর্মী হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি আমি সবসময়ই কিছু না কিছু সমাজসেবামূলক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বশীল সক্রিয়ভাবে এসব কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

আমি যা করতে চাচ্ছি তা হলো, সমাজ ও সংগঠনের সর্বস্তরে কথাবার্তার একটা ধারা সৃষ্টি করা। যাতে লোকেরা অবাধে প্রশ্ন করতে পারে। যাতে করে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতেও লোকদের প্রশ্নের যথোচিত জবাব দান নিশ্চিত করা যায়। এটিকে আপনি বলতে পারেন, ইন্টারেক্টিভ ইন্ট্যালেকচুয়্যালিটি।

আমার বক্তব্য হলো, আদর্শ ও সংগঠন এক (আইডেন্টিক্যাল) নয়। অনুরূপভাবে, আদর্শ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ও আদর্শ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-কার্যক্রম একই রকমের বা এক নয়। প্রচলিত ইসলাম শিক্ষা পদ্ধতিতে এই মৌলিক বিষয় দুটিকে স্পষ্ট না করে কোরআন-হাদীসের সংশ্লিষ্ট রেফারেন্সসমূহকে মুখস্ত করানোর চেষ্টা করা হয়। যার ফলে, তাত্ত্বিক ও কাণ্ডজ্ঞানের দিকে থেকে দুর্বল এবং সমাজের মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন এসব আলেম ও দায়িত্বশীলেরা সিস্টেমের দোহাই দিয়ে ইসলামকে একটা ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করে। ধর্ম চর্চার নামে ইসলামের এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ইমেজ প্রতিষ্ঠা

করেছে। ফলে এই কালজয়ী যুগের অগ্রগামী প্রগতিশীল আদর্শের অনন্য জাগতিক যোগ্যতাকে সুধীমহলে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে!

ধর্মবাদিতা হতে দ্বীন-ইসলামকে আমি উদ্ধার করতে চাই। আল্লাহর একজন খলিফা হিসাবে এটি আমি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করি। ইসলামী আন্দোলনের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে উঠে আসা লোক হিসাবে প্রচলিত ধারার ভালো-মন্দ আমার কথায় ও লেখায় আসাটা প্রাসঙ্গিক নয় কি?

বলতে পারেন, আপনার কথা/লেখায় সমালোচনাই বেশি। হ্যাঁ, মনে হতে পারে, আমার লেখায় সমালোচনার ভাগ বেশি। শিবিরের কোনো কোনো কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সরাসরি বলেছিলাম, আপনারা কেন বারবার বলেন, আমাদের এতজন সদস্য, এতজন সাথী, এতজন এত এত ভালো রেজাল্ট পেয়েছে? মোট কতজনের মধ্যে আপনারা কততম, সেটি বলেন না কেন? রিপোর্টে এ বিষয়ে একটা কলাম বাড়ালে অসুবিধা কী?

নিজেদের সুপিরিওরিটির একঘেয়ে, একপেশে ও খণ্ডিত প্রচারণা করা জামায়াত-শিবিরের উঠতি সাংগঠনিক প্রবণতা! উনারা বলেই বসেন, আপনি কী করছেন...?

আপনার কোয়ারির উত্তরে একটা সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত দিলাম। ভালো থাকুন। দোয়া করুন।

শামিম: ফুট নোট দেখে আর কমেন্ট করতে ইচ্ছে হলো না! তবুও বলে দেই, সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধী আমি। এটা না থাকাই উত্তম। প্রতিষ্ঠান হবে ব্যক্তিগত।

আহমেদ চৌধুরী: ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সাহস করে আমাদের কাছে শেয়ার করার জন্য।

বর্তমান জামায়াতের অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ নেতাকর্মীর মনের আঁকুতি পেশ করেছেন। সময়ের দাবি হলো তাই। কিন্তু তা কি সম্ভব? আমি আবু সাইফ সাহেবের সাথে একমত। জামায়াতে বাহির থেকে কিছু বলে সংশোধন করা যাবে, এমন কিছু কল্পনা করাও যেন অপরাধ।

জামায়াতে বর্তমানে সিন্ডিকেট নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। তাতে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, কোরআন-সুন্নাহ ইত্যাদি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কি তাদের ব্যক্তিগত জীবন, কি তাদের ব্যবহারিক জীবন ইত্যাদি পর্যালোচনা করলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে জামায়াতের নিচের টায়ারে এখনো মোখলেছ কর্মীবাহিনী রয়েছে, এটা সত্য। এরাই জামায়াতের প্রাণ। আপনাকে ধন্যবাদ।

আবু ফারিহা: ভাইজান, অনেক দিন পর মন্তব্য করলেন। আপনাকে ধন্যবাদ ও মোজাম্মেল হক ভাইকেও ধন্যবাদ অনেকেরই মনের আকুতি সাহস করে ব্লগে প্রকাশ করার জন্যে।

তবে তা ব্লগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয়। এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় কারো আছে কি?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াত এহতেসাবের পদ্ধতিতে সংশোধন হবে না - এটি আমার পুরনো কনভিকশান। আমি মনে করি, আমাদের দায়িত্ব হলো সকল ভুল ধারণার অপনোদন এবং সঠিক বুঝ আয়ত্ব করা ও তা সবার কাছে তুলে ধরা। মানা না মানা সংশ্লিষ্টদের কাজ। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালা-গ।

প্রবাসী মজুমদার: আপনার লিখা পড়েছি, সহমত। তবে বরাবরের মতই এটিও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি এড়াবে। দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করা একটি সিস্টেমকে ভাঙ্গতে কিংবা আপডেট করতে হলে ....। ... গণ্ডির মাঝে অনুশীলনে অভ্যস্তদের ৭৫ শতাংশই এই পরিবর্তন-পরিবর্ধনকে ঈমানের পরিপন্থী মনে করে। এমনকি এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ অনেকটা ইসলামবিরোধী বলেও মনে করে। গীবতের আড্ডাখানাও দেখেছি। গ্রুপিংয়ের চেহারাও দেখেছি। দেখেছি ক্ষমতালোভীকে। ইনস্যুরেন্সের জন্য দ্বীনকে বিক্রি করতে দেখেছি।

যেসব কারণে কর্মী-সদস্যদের সদস্যপদ যায়, সেসব কারণে নেতার নেতৃত্ব যায় না। ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকেও দেখা হয়েছে। নেতা বললেন, "ওমুককে এরেস্ট করলে কি হবে জানি না..."। তিনি চোখের পানিও ফেললেন। এর পর কত কিছু হলো। কিন্তু কিছুই তো হলো না। যদি সবই হেকমত হয়, তাহলে অগ্রিম এসব কথা বলার কী প্রয়োজন? সামাজিক সৌজন্যতার খাতিরে আমাদের সন্তানদের বিয়ে এখন ফাইভ স্টার হোটেলে হয়। কোটি টাকা ব্যয় করে ক্রিকেটের জন্য ঢাকা শহরকে সাজিয়ে দিয়ে কোন ইসলাম প্রতিষ্ঠার নমুনা দেখিয়েছি? কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বলার জায়গা নেই, তাই এখানে বললাম।

লোকমান বিন ইউসুপ, চিটাগাং: সব কিছুই তো ঠিক বললেন। কিন্তু এই লাইনটি দেখুন, "কোটি টাকা ব্যয় করে ক্রিকেটের জন্য ঢাকা শহরকে সাজিয়ে দিয়ে কোন ইসলাম প্রতিষ্ঠার নমুনা দেখিয়েছি?" কোটি টাকা ব্যয়ের উদ্দেশ্য যদি হয় -

১. বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকের প্রচারের জন্য একটি উপলক্ষ্য হিসেবে নেয়া।

২. সরকারের চাপেও হতে পারে।

জামায়াত-শিবিরের চিন্তার আপগ্রেডেশনের জন্য ওপেন প্লাটফরম দরকার। এই দলের ফিলোসফি নিয়ে আলাদা উন্মুক্ত ব্লগ হতে পারে। সমালোচনা অনেক সময় আমাদের মাইন্ডের পত্রিকায় উঠবে না। আবার একটি ভালো চিন্তা অজপাড়াগাঁয়ে থেকে যাচ্ছে। সবাই জানতে পারছে না বিধায় পলিসিটি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এখানে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব তৈরি হয়েছে। কাজের বন্ধ্যাত্বও।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ক্রিকেটের জন্য টাকা দেয়ার বিষয়ে আমি হ্যাঁ-না, কিছু বলবো না। তবে, লক্ষ করেছি, দেশ-বিদেশের অনেক শুভানুধ্যায়ী এতে প্রচণ্ড আহত হয়েছেন। আমি উনাদের সেন্টিমেন্টকে সম্মান করি। যে কাজে নির্দোষ জনমত বিভ্রান্ত হবে, আহত হবে, তা করার কী দরকার? জামায়াতের লোকজন তলে তলে আওয়ামী লীগের সাথে লাইন রাখার বা করার চেষ্টা করে - এই ধারণাটা কি ভুল?

চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতে এক প্রাক্তন শীর্ষ দায়িত্বশীলের পরহেজগারী ও গরিবানা হাল ছিল জনশক্তির কাছে উদাহরণের মতো। তো উনার মেয়ের বিয়ে যখন হলো কিং অব চিটাগাংয়ে বেশ জাঁকজমকের সাথে তখন অনেককেই দেখেছি প্রচণ্ড আহত, দ্বিধান্বিত, ক্রুদ্ধ ও সমালোচনামুখর হতে। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বাম নেতাদের মতোও তো আমাদের ইসলামী দায়িত্বশীলরা হতে পারেন নাই। খাই দাই সেক্রিফাইস - এই হলো 'মূলনীতি'(?)!

আবু আফরা: খুবই ইন্টারেস্টিং। পড়বো আজ রাতে। বাইরে গেলাম বলে পড়া হলো না। প্রিয়তে রাখলাম। আরো লিখুন। দেশে চাটুকার আর গোঁড়ামিতে আড়ষ্ট কর্মীদের জন্য এগুলো হতে পারে আবেহায়াত। অসংখ্য ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামের সমালোচনা পদ্ধতি - এই শিরোনামে একটা লেখা আপনার কাছ হতে দাবি করছি। এতে গণজবাবদিহিতার প্রসঙ্গটিও আনবেন। নির্বাচন ও মনোনয়নে নির্বাচকমণ্ডলীর মত যাচাইয়ে ইসলামী সংগঠনসমূহে প্রচলিত সর্বাত্মক গোপনীয়তার নীতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তাও বলবেন আশা করি।

লোকমান বিন ইউসুপ,চিটাগাং: আপনার ৬ ও ৭ পয়েন্টের দুটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করছি:

১) যদি দলীয় পরিচয় = মেধা, ইসলামী জীবনাদর্শ ও দেশের প্রতি কমিটমেন্ট হয়, তখন কী হবে?

২) রাজনৈতিক দলের শীর্ষ বা পরিচিত নেতা = শিক্ষাবিদ, গবেষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী হয়, তখন কী হবে?

এই দুটিকে একে অপরের সমান করতে হবে। এটি না বলে আপনি দুটি বিষয়কে অপজিশনে দাঁড় করিয়ে দিলেন? দল ও অতিথির সাথে আপনার আকাঙ্ক্ষিত গুণের কনট্রাডিকশান থাকলে এই দল নিয়ে টেকসই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আসলে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গই বলে দিবে নির্দিষ্ট কী করা হবে। কিছু কথা সার্বিক নির্দেশনা বা গাইড লাইনের মতো।

তারাচাঁদ: মোজাম্মেল ভাই, আমি আপনার পোস্টের ১, ৩, ৪, ৬, ৭ নম্বর পয়েন্টের সাথে পুরোপুরি একমত। কিন্তু, কাজটা করবে কে? এ নিয়ে আমিও ভাবছিলাম। আপনিই লিখলেন। একমত প্রবাসী মজুমদার ভাইয়ের সাথেও। কিন্তু কাজটি করবে কে?। এতবড় পরিকল্পনা এই সংগঠন একসাথে নিতে পারবে না। ধীরে ধীরে পরিবরর্তন করে আনতে হবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সবাই মিলে দায়িত্ব নিবে। সবাই কারা? এই সবাইকে একত্রিত করবে কে বা কারা? এখানে একটা বৃত্তাবদ্ধতা চলে আসছে, তাই না? ছোটবেলায় ইংরেজি দ্রুত পঠনে পড়েছিলাম। থ্রি কোয়েশ্চন। (কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ? কোন সময়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? কোন ব্যক্তিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?)

সে অনুসারে বর্তমানই উপযুক্ত সময়। আমি, আপনি প্রত্যেকেই যদি মনে করি, বিশ্বব্যাপী দ্বীন (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত ব্যক্তিগত দায়, আমার একক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব, তখন দেখা যাবে কেউ কারো ঐক্যমত, আহ্বান বা সহযোগিতার জন্য বসে থাকবে না। 'ওয়া সারিয়ু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম'-এর মর্মার্থ ও সেন্টিমেন্ট তো এই, তাই না?

আপনার আমার মতো লোক সমাজে ক'জন আছে? আল্লাহ কি আমাদের যথেষ্ট যোগ্যতা দেন নাই? একেকজন ব্যক্তি একেকটি সংগঠন, একেকটি আন্দোলন, একেকটি বিপ্লব। আমাদেরকে এভাবেই ভাবতে হবে। এই না করে আমরা অনেকেই বসে আছি ঊর্ধ্বতনের 'ডিসিশানের' অপেক্ষায়! আফসোস!

হঠকারিতা ও বিপ্লব এক জিনিস নয়। আমরা যদি সংগঠন, আন্দোলন ও জনজীবনে সত্যিকারের আমূল সংস্কার তথা টেকসই বিপ্লব চাই তাহলে আমাদেরকে কাণ্ডজ্ঞান, ওহীভিত্তিক জ্ঞান, বিশ্লেষণমূলক বা তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান এবং অদম্য সাহস – এ সবকিছুকে একসাথে কাজে লাগাতে হবে। রাসূলের (সা) জীবনকে সামনে নিয়ে কোরআন-হাদীসের তাবৎ বুনিয়াদী নির্দেশ ও নির্দেশনাসমূহকে বুঝতে হবে, মানতে হবে। যারা নিজেকে এ জন্য উপযুক্ত মনে করবে না তাঁরা নিজেদেরকে 'ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন...' এর মধ্যে শামিল দাবি করতে পারেন না!

আমি জামায়াতের ব্যাপারে আশাবাদী নই, তবে বাংলাদেশে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আশাবাদী! অবশ্য এজন্য দরকার আমাদের সবার অলআউট এফোর্ট। হ্যাঁ, কিছু কিছু পরিবর্তন ধীরে ধীরে আনতে হয়। আবার কিছু কিছু দ্রুত বাস্তবায়ন না করলে তা মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তামাদি হয়ে যায়।

লোক তৈরির বিষয়টা সে রকম একটা ব্যাপার। 'আগে পর্যাপ্ত লোক তৈরি করার' ফর্মূলা স্পষ্টতই ভুল ফর্মূলা। কোনো লোক ন্যূনতম তৈরি হলেই তাঁকে উপযুক্ত দায়িত্বে

নিয়োজিত করে দিতে হবে। আর 'লোকদেরকে আপদমস্তক তৈরি করে দেয়ার' বিষয়টিও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। লোকদের ন্যূনতম ট্রেনিংয়ের পরে তাঁদেরকে নিজ থেকে অন্তর্গত প্রেরণায় উপযুক্ত হিসাবে গড়ে উঠতে দিতে হবে। তৈরি করে দেয়া জিনিস টেকসই হয় না। আনুগত্যের সাথে সাথে ব্যক্তি-স্বকীয়তাও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নোশন, তা আমরা প্রায়শ ভুলে যাই।

সালমান আরজু: মোজাম্মেল সাহেবকে বলব, কে কী সমালোচনা করল তা দেখার পরও আশা করি আপনার লেখা চালিয়ে যাবেন। কারণ, মাওলানা মওদূদীর (রহ) পর আমরা ইসলামী আন্দোলনের কোনো ভালো থিওরিস্ট পাই নাই। কিছু ছোট ছোট পুস্তিকার লেখক পেয়েছি। আপনি এ যুগের মাওলানা মওদূদী হতে পারবেন কিনা জানি না। তবে নিয়তের দিক থেকে আপনি সহীহ আছেন বলে মনে হয়।

জান্নাত: লেখাটা তো মোজাম্মেল সাহেবের না। উনি সম্পাদনা করেছেন মাত্র। ধন্যবাদ।

সালমান আরজু: এটা ছাড়াও তাঁর কিছু মৌলিক লেখা আছে। বাকিগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আমাদের আন্দোলনের জন্য এখন একজন মাওলানা মওদূদীর (রহ) পর্যায়ের thinker দরকার।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমরা একটা চিন্তাগোষ্ঠী (school of thought) হিসাবে গড়ে উঠছি। তাই একজনের লেখা আরেকজন যখন পড়েন তখন মনেই হয় না এটা অন্যের লেখা। এই সাযুজ্যতাই প্রমাণ করে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন এর পরবর্তী পর্যায়ো দ্বারে উপনীত। দরকার একজন নকীবের।

লেখাটা মূলত যার, আমি চাচ্ছি তিনি পতাকাটা উত্তোলন করুক। উনার সে যোগ্যতা আছে। অন্য সব সিনসিয়ার লোকের মতো সাথে রয়েছে স্বীয় যোগ্যতার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহ! উনার সাথে প্রতিটা সাক্ষাতেই আমি উনাকে এ জন্য সিরিয়াসলি এটাক করি। সাংগঠনিক জীবনে অতি শাসনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আমরা ভিন্নমতের কথা প্রকাশ্যে বলতে ভীষণ ভয় পাই!

নির্ভীক পথচারী: Nice, but I've some opinion:

1. Jamaat Islami is an Islamic org. no doubt. But their recent action doesn't say that. You better know....
2. You advise Jamaat about social working, then what about hartal, crushing vehicles, you know?

I think they are following the politics of Awami league and BNP. Thanks.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এ সপ্তাহের সাপ্তাহিক সোনার বাংলার লিড বক্স নিউজ হচ্ছে, ‘ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে জামায়াত’। সো, গণতান্ত্রিকতার সব ভালো-মন্দ নিয়েই তো তাদের (আমেরিকা অভিমুখী) পথ চলা। দ্বি-দলীয় রাজনীতির যে গোলকধাঁধায় জামায়াত আটকা পড়েছে, তাতে ইহজীবনে তাঁরা আর বিকল্প কোনো ইসলামী ধারার সন্ধান পাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন!

শারিফ এর ব্লগ: এখানে বেশিরভাগ কথাই পুরনো ও গতানুগতিক। দু’টি বিষয়ে আমি স্পষ্ট করতে চাই।

১. জামায়াতের নাম পরিবর্তন করার কথা এখানে বলা হয়েছে। আমি মনে করি জামায়াতের নাম পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। এটা সত্য যে জামায়াতে ইসলামী নাম নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো আসলেই খুব কঠিন হবে। এক্ষেত্রে নাম নিয়ে যে সমস্যা সেটা নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান হবে না। এক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি দল গঠন করতে হবে। জামায়াত তার অবস্থানে থাকবে। ধীরে ধীরে নতুন দলটি শক্তিশালী হবে। জামায়াত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২. জাতীয় রাজনীতির কোনো কর্মসূচিতে ছাত্রশিবিরের অংশ নেয়া ঠিক হবে না বলা হয়েছে। আমি এটা সমর্থন করছি না। আমার মত হলো, ছাত্রশিবিরের জনশক্তি অবশ্যই জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। তবে সেক্ষেত্রে তারা ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে অংশ নেবে না, দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে অংশ নেবে। দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সচেতন নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার। এক্ষেত্রে শিবিরের ব্যানার ব্যবহার করবে না, শিবিরের স্লোগান দেবে না। ব্যানার থাকবে মূল রাজনৈতিক দলের, স্লোগানও হবে তাদের নামে।

অনুচিত: আমি আপনার সাথে খুবই একমত। এবং এটা খুবই দ্রুত করতে হবে। জানি না কিভাবে সম্ভব। কামারুজ্জামান ভাই একটা মডেল দিয়েছিলেন। খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু জনাব শামসুন্নাহার নিজামীর সমালোচনাতে সেটা হারিয়ে গেছে। আমরা সবাই চাই নেতৃত্বের পরিবর্তন হোক এবং সেটা খুব দ্রুত। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। অনেক ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:

১. এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের কাজ জামায়াতের নামে বা নেতৃত্বে হতে হবে। কোরআন-হাদীসের কোন সূত্রের ভিত্তিতে এই অনড় অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে?

২. ছাত্রদের সকল কর্মকান্ড তাঁদের ছাত্রত্ব বজায় রেখে করতে হবে, নয় কি? শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াতের সাংবাদিক সম্মেলন অথবা বিএনপির সাথে ডেলিগেশনে কী করেন? কীভাবে থাকেন? শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জামায়াতের আমীরকে ফুলের তোড়া দিতে যান কেন? এতে কি ত্যাগী প্রাক্তনরা আহত হননি?

প্রবাসী মজুমদার: জামায়াতের মাঝে একটি বিষয়কে চালু করার মাধ্যমে অনেকগুলো বিষয় সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর তা হলো নেতাকে স্লিপের মাধ্যমে প্রশ্ন না করে সরাসরি করা। এতে বুঝতে পারবো:

(১) নেতার টলারেন্স ক্ষমতা, (২) জবাবদিহিতার মানসিকতা, (৩) প্রশ্নকারীর প্রশ্নের ধরনের উপর সাংগঠনিক মানের বাস্তবতা এবং (৪) এটি গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে সাথে কর্মীদেরকে সরাসরি নেতার দোষত্রুটির বিষয়ে বলার জন্য সাহসী করে তুলবে।

স্লিপের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের কারণে বাছাই পর্বে অনেক কর্মীর ক্ষোভগুলো থেকে যায়। নেতার সঠিক জবাবদিহিতা থাকে না। এমনকি উপশাখা এলাকা পর্যায়েও নেতাকে কর্মীদের সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর করার উদাহরণ নেই বললেই চলে। পরিণামে আমরা একটি সিন্ডিকেট নেতৃত্বের অধীনে আটকা পড়ে গেছি। এসব সিন্ডিকেট নেতাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত বা ফ্যামেলি ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকায় যে কোনো স্থানে সাংগঠনিক দায়িত্বের পরিচয়টি বহন করেন। মনে করেন, এটিই তার অর্জন। আর এ অর্জনকে ধরে রাখার জন্যই তিনি সিন্ডিকেট নেতৃত্বের অধীনে নম নম হুজুরের দায়িত্ব পালন করে মনে করেন দ্বীনের খেদমত করছেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অতীব সত্য কথা।

আয়নাশাহ: আপনার সবগুলো লেখার মতো এটাও পড়লাম। মনে প্রাণে চাই সবগুলো সমস্যার সমাধান হোক। আপনাদের মতো লোকজন সামনে এগিয়ে এলে আরো তাড়াতাড়ি সমাধান হবে। আপনার মিশন চালু রাখুন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ব্যক্তিক ও তাত্ত্বিক ইসলামের সামাজিক প্রেক্ষিত কী হবে - এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী হলো পাইওনিয়র। আমার সৌভাগ্য যে আমি এ কাফেলায় শরীক হতে পেরেছি। এই প্রতিষ্ঠানের একজন হিসাবে এর যেসব সীমাবদ্ধতা নজরে পড়েছে তার মধ্যে বুনিয়াদী ভুলগুলো নিয়ে আমি পাবলিক স্ফেয়ারে স্পষ্টভাবে কথা বলেছি।

মাওলানা মওদূদী উনার যোগ্যতা নিয়ে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষিতে যা করে গেছেন তা আমাদের জন্য বিরাট কাজ। সকল ঐতিহ্যকে স্বীকার ও সম্মান করা সত্ত্বেও আমাদেরকে আমাদের উপযোগী পদ্ধতিতে কাজ করে যেতে হবে। মুক্তচিন্তার নায়ক মাওলানা

মওদূদীর মতো লোকের প্রতিষ্ঠিত জামায়াত, তাক্বলীদের ভুল পন্থাকে অঘোষিতভাবে গ্রহণ করেছে!

কারো সমালোচনা করা মানে তাকে অস্বীকার করা নয়। আমার মা টাকা বাঁচানোর জন্য আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্নীয় দম্পতিকে মুহরিম ঘোষণা দিয়ে তাঁদের সাথে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। হজ্জ থেকে উনি ফেরার পরে আমি সবার সামনে উনাকে বললাম, আপনি মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ভিসা সংগ্রহ করেছেন, আপনার হজ্জ কি হবে? আমার এ কথা শুনে উনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর সাথে যাওয়া দম্পতি - সবাই যৌবন-উত্তীর্ণ ছিলেন বিধায়, হয়তো, পর্দার ক্ষেত্রে উনারা শিথিলতার সুযোগ পেয়ে থাকবেন। তবুও আম্মার পক্ষে মিথ্যা বলাটা আমি সহ্য করিনি।

প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন আমি এবং আমার মতো অনেকের কাছে যে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রিয় কোনো কিছুর বিষয়ে আমি কি চাইব না যে তা সুন্দর ও পবিত্র থাকুক? দ্বিমত থাকলেই পরিত্যাগ অথবা বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ আসবে কেন? 'আন আক্বীমুদ দ্বীন, ওয়ালা তাফাররাক্কু ফিইহ' (দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো। এ বিষয়ের অপরিহার্যতা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না।)-এর তাৎপর্য হলো দ্বিমত সহকারে ঐক্যমত, তাই না? আপনার সংক্ষিপ্ত, সুলিখিত ও সতর্ক মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আবদুল কাদের হেলাল: জামায়াতের বর্তমান কার্যক্রমে যারা বিরক্তিবোধ করেন, তারা সবাই মিলে নতুন ধারায়, নতুন নামে, নতুন আঙ্গিকে কাজ শুরু করতে বাধা কোথায়? জনগণ যদি আপনাদের সাথে অগ্রসর হয় তাহলে আপনাদের নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব হবে। এত বছরের বুড়ো একটা দলের সমালোচনায় সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: উপরের মন্তব্য-উত্তরগুলো পড়ুন। আমার আরো দুয়েকটা লেখা পড়ুন। ঘোষণা দিলেই নতুন কিছু কায়েম হয়ে যায় না। আর মেয়াদোত্তীর্ণ (exhausted) হয়ে গেলে শত ঘোষণা দিয়েও তা ধরে রাখা যায় না। জামায়াতে ইসলামীর অবদান ঐতিহাসিক ও অপরিসীম হলেও বর্তমানে এর কিছু কাজকর্ম সংশয়পূর্ণ এবং ইসলামী আন্দোলন হিসাবে এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এতৎসত্ত্বেও প্রচলিত অপরাপর ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর মত জামায়াতও টিকে থাকবে, এর রিক্রুটমেন্টের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। লক্ষ্যহীন বিবর্তনে নয়, আমি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিপ্লবে বিশ্বাসী। বিপ্লব, বিপ্লব, ইসলামী বিপ্লব - এসব শ্লোগান দিয়ে যৌবন কাটিয়েছি। যারা ছুটে চলেছে তাঁদের জন্য থামাটা বেশ কষ্টকর। কী বলেন? তরুণ বয়সে যখন এই কাফেলায় শরীক হই তখন (১৯৮৪-৮৫) ঘনিষ্ট একজন লিখেছিলেন:

মুছে যাক সব পাপ
অন্যায় অভিশাপ -
গড়ে উঠুক নতুন সমাজ
শুধু আজ এই -
মোদের শ্লোগান মুখর দাবি।
দিগন্তের সূচনায় আগুয়ান
মোরা উজ্জ্বল, উচ্ছল -
এক ঝাঁক বিপ্লবী।
মোরা আঁধারে আলো দেব -
দেব পুরাতনে নতুন
মোরা জীবনে যৌবন দেব
দেব অচেতনে চেতন।
তাতে -
আসুক জ্বরা, আসুক মৃত্যু
সব বরণ করে নেব
তবুও -
দুঃশাসকের রাস্তায় অন্তত -
রক্তের ব্যারিকেড দেব।"

[গতকাল আমার অনুরোধে তিনি আবার সেটি আমাকে লিখে দিয়েছেন।]

বিপ্লবের এই স্বপ্ন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নাই! জাতীয়তাবাদী আঁচলের নিচে গণতন্ত্রী হিসাবে নিজেকে দেখতে চাই না। ভাবতেও পারি না!

সোহাগী: জামায়াত নেতারা সমালোচনা সইতে পারেন, তা না হলে এতো সমালোচনার পরও তারা তাদের তেমন কোনো সংস্কারের কথা ভাবছেন না। জামায়াতে এখন দরকার বড় রকমের সংস্কার। তা না হলে এ দলটি স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় ধরনের যে বিপদে পড়েছে তা থেকে উত্তরণ অনেক কঠিন হবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ব্লগ পড়েন - এমনটা মনে হয় না। মেওয়াত অঞ্চলের অশিক্ষিত স্বল্পবুদ্ধির লোকদের জন্য তৈরি করা তাবলীগী নেছাবকে যুগের উপযোগী করে পরিবর্তন (আপডেট) না করার জন্য জামায়াতের লোকেরা তাবলীগকে খেদমতে দ্বীন বলে তাচ্ছিল্য করেন। একই কথা কি আজকের জামায়াতের জন্য প্রযোজ্য নয়?

স্ট্র্যাটেজি বা হেকমতের কথা বলা হলে জামায়াত নেতৃবৃন্দ হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের যুক্তি, নাম পরিবর্তন বা নেতৃত্ব পরিবর্তন করলে কি বাতিলের অভিযোগ নিষ্পত্তি হবে? না, হবে না। অতএব, সংস্কার করার দরকার নাই!

হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বের এই ভুল ব্যাখ্যা এতটাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, সাধারণ কর্মীরাও চটজলদি এমন অপযুক্তি দিতে কসুর করেন না। বাতিল পক্ষ অভিযোগ ও অজুহাত খাড়া করবে। কোনো কিছু না পেলে বানিয়ে হলেও তা করবে। হকপন্থীদের দায়িত্ব হলো তাঁদের বিরুদ্ধে বাতিল পক্ষ যাতে কোনো জেনুইন অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করতে না পারে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বচ্ছ থাকা।

সমকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জামায়াত বনাম আওয়ামী-বামদের বিরোধের প্রধান বিষয়, বাহ্যিক দিক থেকে মূল ইস্যু হলো, ১৯৭১ সালে জামায়াতের অপরিণামদর্শী ভূমিকা এবং এটি মোকাবিলা ও সমাধানে তাঁদের প্রশ্নবিদ্ধ অনীহা ও সীমাহীন তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব।

অথচ হক ও বাতিলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল বিষয় হওয়ার কথা ছিল নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি। বাতিল পক্ষের এটি বিরাট সফলতা যে, তাঁরা হকপন্থীদেরকে একটা সাইড ইস্যুতে টেনে আনতে পেরেছেন। গণমানুষের আকীদা সংস্কার - যেমন, সেক্যুলারিজম যে একটা আকীদাবিরোধী বিষয় - তা বোঝাতে জামায়াতের অর্থ-শক্তি-সময়ের কোনোটাই খরচ হচ্ছে না! আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, বড় ধরনের বিপদ সম্পর্কে। আর জামায়াত তো 'ওয়ামা নাক্বামু মিনহুম ইল্লা...' -এর খণ্ডিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে আছে!

জামায়াতনিয়েভাবনা: লেখাটা পড়লাম। শেষের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'টা সংযোজনটা না হলেই ভালো হত। কারণ এতে করে একটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপারকে হাইলাইট করা হয়। যার দরকার নেই। জামায়াতের কেন্দ্রীয় লিডারদের খুব কাছে থেকে দেখার এক দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছিলো এবং তা প্রায় ২৬৫ দিন। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হলো জামায়াতের কেন্দ্রীয় লিডারগণ ইসলাম, ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং ফিকাহ যতটুকু বুঝেন তার জন্য জীবনবাজি রেখে কাজ করে থাকেন এবং আমলের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতনতা পোষণ করেন। তারা যদি কোনো কাজ করতে না পারেন বা পারায় কমতি করে বসেন, অঝোরে কাঁদেন। পরকালের ভয়ে তাদের অনেককে অহরহ কাঁদতে দেখেছি।

তবে আরো যেটুকু বুঝার দরকার ছিলো অথচ বুঝেননি, সে ব্যাপারে তারা মোটেই ... হতে পারেন না। কারণ ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ওহী না থাকায় তারা শুরা সম্মেলনকে

অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কাজেই সেখানে পাস হয়ে গেলে সেটাকে ‘সেমি-ডিভাইন’ বিশ্বাস করে কাজ করেন। এই কাজকে আমরা ইসলমিক্যালি ভুল বলতে পারবো না।

কিন্তু ইসলামের শুরায়ী নিযামকে জামায়াত আসলে বুঝতে ভুল করেছেন। মহানবী (সা), আবু বকর (রা), উমর (রা) ও উসমানের (রা) শাসন ব্যবস্থার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি, তারা সবাই শুরাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কিন্তু শুরার পরামর্শকে তারা ‘মুলযিম’ (মানতেই হবে) মনে করেননি। শুরার তাবৎ সদস্য একদিকে, আর তাঁদের সিদ্ধান্ত অন্যরকম হয়েছে - এমন নজির একটা দুইটা না, অগণিত রয়েছে।

কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে জামায়াত এখন শুধু শুরার পরামর্শ না নিয়ে এক্সপার্টদের পরামর্শও নিতে পারেন। এখানে আপনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন জামায়াত সেটা কিন্তু করে যাচ্ছে। শুধু এগুলোর আপডেটেড ভার্সন হওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু তারা আপডেটেড হতে চান না কেন বুঝি না। আপনার পয়েন্টগুলোর সাথে আমার মনে হয় জামায়াত আরো কয়েকটি কাজ করতে পারে।

১। তৃতীয় শক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত পলিটিক্সকে গৌণ রাখা। এই সময় জামায়াত কাদেরকে হেল্প করে তাদের ইসলামী এজেন্ডাকে সামনে নিতে পারে, তা বের করা। সূরা রূম, মায়িদার ৮২ নং আয়াত ইত্যাদি প্রমাণ করে, কাদের সাথে মহানবী সফট ছিলেন। অনেক বিপদের সময় তারা হেল্পও করেছে। এই কাজে জামায়াতের বন্ধু হতে পারে অনেকেই। এমনকি আওয়ামী লীগেরও অনেকে তাদের সহমর্মী হতে পারে।

পলিটিক্স গৌণ হওয়ার মানে কিন্তু এটা নয় যে, জামায়াত তাবলীগের মতো হয়ে যাবে। বরং প্রতিটি রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের একটা স্ট্যান্ড থাকতে হবে। সেটাই হবে ঐশী ক্রাইটেরিয়া ‘ওয়ালা ওয়াল বারা’ এর মাপকাঠিতে এবং যারা ক্ষমতায় গেলে জামায়াত ও তার অংগ সংগঠন তাদের কাছে না থাকলেও বিরোধী শিবিরে যাবে না। এতে করে মহানবীর (সা) পাওয়া নাজ্জাসী, হিরাক্লিয়াস, মুকাওকাসের সংখ্যা এই সময়ে আরো অনেক হারে পাওয়া যাবে।

২। দাওয়াতের কাজ হলো ইসলামাইজেশান প্রসেস। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে তাকে ঝলমলিয়ে তোলা, যেখানে ইসলাম নেই সেখানে তাকে পরিচিত করে তোলা। এই কাজটা, আপনার মতেই বলছি, নিজেদেরকে নমুনা হিসেবে দেখানো। যিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হবেন তাকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। যিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হবেন তিনি দেখাবেন সুষম বণ্টন নীতি। তবে মনে রাখা দরকার, যেসব ক্ষেত্রে মানুষের কাছে যাওয়া যায়, তাদের মন চেঞ্জ করা যায় সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতায় গেলে তা সম্ভব হয় না।

আজ যদি ব্যবসা সবটাই থাকতো এদের হাতে, ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরিগুলো ছড়িয়ে পড়তো গ্রামে-গঞ্জে, প্রতিটি মহল্লায় থাকতো একটা প্রাইমারি স্কুল, ইউনিয়নে থাকতো একাধিক সেকেন্ডারি স্কুল এবং থানায় থাকতো নামকরা কলেজ তাহলে চেহারাই চেঞ্জ হয়ে যেত। এগুলো করলে শিবির থেকে বের হওয়া সবাই কর্মসংস্থান পেতো এবং হারিয়ে যেত না। মেডিকেল সেবা, এনজিও ব্যবস্থা এবং সেবা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠানো দরকার ছিলো।

৩। দুনিয়াতে দুই ধরনের লোকেরা থাকে বিপদে। এক হলো যারা কারো ঘাড়ে চড়ে সর্বময় ক্ষমতায় যেতে চায়। এরা চতুর্মুখী শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। ১৯৮৬ সাল থেকে জামায়াত আমাদেরকে বুঝিয়েছে, দেশের ক্ষমতায় আমাদের যেতে হবে। এবং তা করতে গিয়ে দেশের দুই ক্ষমতাধর দলের সাথে আঁতাত করে আমাদের লোকসান গুনতে হয়েছে অনেক। আরেক দল হলো যারা কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি হয়ে আবার ক্ষমতায় যেতে চায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জামায়াতের নেতারা আদর্শিক গুরু হয়ে উস্তাদগিরিতে থাকলে আজ আর এত ঝামেলা হত না। অথবা তারা অন্য আরেকটি আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারতেন।

তুরস্কে আরবাকানের তৈরি করা লোকেরাই তারচেয়ে ভালো খিদমত দিচ্ছেন, তা তিনি দেখেই ইন্তেকাল করেছেন। মহানবীর (সা) বানানো শাগরেদগণ যে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তা ছিলো তাঁর রাষ্ট্রের চেয়েও বড় এবং সে সময়ের বিজয়গুলোও বিশাল ছিল। আবু বকরের হাতে মুসলিম মিল্লাতের ইমামতি যাচ্ছে তা দেখে মরণ যন্ত্রণায় কাতর মহানবী (সা) মুচকি হেসেছিলেন। অবশ্য এখন আর এই কথা বলার দরকার নেই। এমনিতেই মুরুব্বিরা কেউ কেউ চলে যেতে চাচ্ছেন। আর সাধারণ কর্মীরাও চাচ্ছে যুবকেরা এগিয়ে আসুক।

৪। ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকারীদের যুগ এবং এখনকার যুগ সমান নয়। কাজেই মাওলানা মাওদূদীর লিটারেচার, হাসান আল বান্নার লেখাগুলো, সাইয়েদ কুতুবের চিন্তাধারা এখনকার প্রেক্ষাপটে কাজে নাও লাগতে পারে। কাজেই ঐগুলোর সাথে আন্দোলনের নতুন লিটারেচার আমাদের নেতাকর্মীদের পরিচিত করানো দরকার।

১৯৫৩ সনে আবুল হাসান নাদাওয়ী মরহুম মিশর সফর করেন। ইউসুফ কারযাভী ছিলেন তখন আল আযহারের ছাত্র। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতৃস্থানীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং 'আমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে কথা বলতে চাই' শিরোনামে একটা বই লিখেন। যেখানে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের ভুলত্রুটির দিকে তিনি আঙুল তুলেছিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু পরামর্শও দিয়েছিলেন। এই বইটাকে তৎকালীন ইখওয়ানের মুরশিদুল আম হাসান হুদায়বি প্রতিটি উসরা বা কাতাইবের জন্য স্টাডি সার্কেলে অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ কারযাভী ১৩/১৪টা বই ইসলামী আন্দোলনের সমালোচনায় দিক নির্দেশনামূলক বই লিখেছেন। ইখওয়ানের লোকেরা ওইগুলো পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ আমাদের দেশে জামায়াতের সমালোচনা করলে তার খবর হয়ে যায়। হাসান মোহাম্মাদ স্যার তার বিরাট দৃষ্টান্ত। তাঁর বইটা জামায়াতের পাঠ্য তালিকায় শোভা পাওয়া দূরে থাক, তাকে অনেক কোনঠাসা করা হয়েছে। এছাড়া আপনি যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করেছেন, তার কিছু বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও কন্টেন্ট নিয়ে মোটামুটি একমত।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: শুরার সিদ্ধান্ত 'সেমি ডিভাইন' কেন 'ফুল ডিভাইনই' হবে, এক অর্থে। অন্য অর্থে, কোরআন-হাদীসের বাইরে কোনো কিছুই ডিভাইন হবে না। হারাম ইত্যাদি বাদে সবকিছুই মুবাহ। সময়ের প্রয়োজনে তা ওয়াজিব মান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। শুরার সিদ্ধান্ত পালনীয় হবে যদি তা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন টাইপের শুরা না হয়ে যোগ্য লোকদের সুচিন্তিত মতামত হয়। জামায়াত কিছু রুকনকে আমীর ইত্যাদি পর্যায়ের দায়িত্বশীল বানানোর পরে এরা অপরিপক্ক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুর ব্যাপারে মতামত দিয়ে থাকে।

তারচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো কেন্দ্রীয় শুরায় কয়েক শত সদস্য থাকেন, যেখানে একপেশে বক্তৃতা ছাড়া কোনো বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আদৌ সম্ভব হয় না। জামায়াত এক মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় ভোগে। মনে করা হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে মসজিদে জামায়াতের নেতৃত্ব - সবই এক একজন দায়িত্বশীলের মধ্যে বিকশিত হবে!

কেউ আমীর হয়েছেন বলেই তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারবেন বা সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন - এমন নয়। মানুষের ফিতরাতের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছেন। এই অনিবার্য ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে এক ধরনের আধ্যাত্ম-ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যেটি কাম্য নয়।

সমাজসেবামূলক কাজের পরিবর্তে জামায়াতের লোকজনের টাকা বানানোর নেশায় পেয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক ব্যবসা ল্যান্ড বিজনেসের সাথে গণসম্পৃক্ততায়। জামায়াত নেতৃত্ব নিজেদেরকে অপরিহার্য মনে করেন। শীর্ষতম দায়িত্বশীলের শর্তারোপ করার কারণে উনাকে প্রকাশ্যে আমীর ঘোষণা করতে সংগঠন বাধ্য হয়, যার পরিণতি আমরা সবাই জানি!

শুরার সিদ্ধান্ত? শুরা যোগ্য ও স্বাধীন? নাকি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মনোনীত ও বংশবদ সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত? - এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরের ওপর নির্ভর করবে শুরায়ী সিদ্ধান্তের শরয়ী মর্যাদা। ইখওয়ানের মধ্যে যে ধরনের টলারেন্স, ফ্লেক্সিবিলিটি ও ডাইন্যামিজম দেখা গেছে তা জামায়াতের মধ্যে স্বপ্নকল্পতুল্য নয় কি? প্রফেসর হাসান মোহাম্মদ স্যার তাঁর

সাথে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের মজার মজার ঘটনা মাঝে মাঝে বলেন। জামায়াত স্বীয় নেতৃত্বের গণ্ডির বাইরে কাউকে পাত্তা দেয় না। ভালো থাকুন!

জামায়াতনিয়েভাবনা: ঠিক বলেছেন। হাসান মোহাম্মাদ স্যার আমাদেরকেও অনেক গল্প শুনিয়েছেন। স্যারকে ধন্যবাদ। ওহ! রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. তারেক ফজলের সাথে পরিচয় আছে? না থাকলে উনার 'বাংলাদেশে উলামা রাজনীতি' পিএইচডি থিসিসটা একটু পড়বেন। হাসান স্যার ও এনায়েত পাটোয়ারী ভাইকেও দেবেন একটু। দারুন কিছু তথ্য পড়ে অভিভূত হলাম এবং জামায়াতের মধ্যে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অপশক্তির স্বরূপ ওখানে উদঘাটিত হয়েছে।

Orion: আমরা পরামর্শ দিয়ে ভাবি, এটাই সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত, এটা মানা উচিত। আর না মানলে হাউ মাউ শুরু করে দেই। জামায়াত লিডাররা যদি অন্যায় করে থাকে, পরকালে তারাই জবাবদিহি করবে। আর পরামর্শদাতা পরামর্শের জন্য সওয়াব পেয়ে যাবেন। Thanks a lot for your understanding.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একটু পরে দুটো ক্লাস আছে। রাতের মধ্যে জবাব দিব, ইনশাআল্লাহ।

Orion: ক্লাস বাদ দিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করুন। মিছিল মিটিং করুন, সরকারের জুলুমের প্রতিবাদ করুন। পুলিশের ২/৪ টা বেত্রাঘাত খান। ২-১ সপ্তাহ ডিটেনশানে থাকুন। ৫-৬ মাস জেলে থাকুন। তারপর মজা পাবেন, ইসলামী আন্দোলন কাকে বলে। আর না পারলে চুপ থাকেন। ব্লগে বসে পণ্ডিতি করবেন না। ইসলামী আন্দোলন করবেন আর মার খাবেন না, তা তো হয় না জনাব।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আসলে হাউ মাউ ধরনের আক্রমণাত্মক কথা না বললেই ভালো হয়। পরামর্শ দেয়ার বিষয়টা আমর বিল মা'রূফ আর নেহী আনিল মুনকারের সাথে সম্পর্কিত। চিন্তা করতে হবে, মুখে বলতে হবে, এতে কাজ না হলে রুখে দাঁড়াতে হবে। জামায়াত সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ফর্মূলা দেয়, অথচ স্বীর সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে (ফোরামে) বলার পর্যায়েই দ্বিমত মাত্রকেই 'বলি' দিয়ে দেয়। এটি কি 'নস পরিপন্থী নয়? যাকে "ব্লগে বসে পণ্ডিতি করবেন না। ইসলামী আন্দোলন করবেন আর মার খাবেন না, তা তো হয় না জনাব" বলছেন, আপনি হয়তো জানেন না, তিনি নিহত হওয়া ছাড়া সব সেক্রিফাইসই করেছেন। এ কাজটি করতে পারেন নাই! কারণ নিজে নিজে তো নিহত (বা শহীদ) হওয়া যায় না!

আবুল মানছুর: আপনার এ লেখা পড়ে মনে হলো জামায়াতের আন্দোলন আপনার এ সাজেশন্সগুলো না মানার কারণে জামায়াত আগাতে পারছে না। মান উন্নয়নের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু মান উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রয়োজন, টিসি-টিএস-

এর প্রয়োজন, তা তো সরকার করতে দিচ্ছে না। অথচ এ ব্যাপারে কিছুই বললেন না। শিবির কর্মীদের পড়ালেখার পরামর্শ দিলেন, অথচ কলেজ ভার্সিটির পড়ালেখার পরিবেশ যারা নষ্ট করছে তাদের ব্যাপারে কিছু বললেন না। হোস্টেল ও মেসগুলো থেকে যেভাবে পুলিশ তাদের অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে জেলে বন্দি করছে, এ অন্যায়ের ব্যাপারে আপনার কলম থেকে দুইটা লাইন লিখলেন না। আজ তাদের জন্য পরীক্ষার হল পর্যন্ত নিরাপদ নয়। যাদের উপর এত অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে, অথচ আপনি জালেমদের বিরুদ্ধে কলম না ধরে মজলুমের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন! একবারও আপনার বিবেক বাধা দিল না?

আপনার এ লেখা পড়লে পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবে যে, সরকার জামায়াত-শিবিরের উপর যত নির্যাতন চালাচ্ছে এটা কোনো অন্যায় নয়, বরং জামায়াত-শিবিরই আপনার পরামর্শগুলো গ্রহণ না করার কারণে আজ মুছিবতে আছে। এটা তাদের কর্মের ফল! জামায়াত শিবিরের বন্ধু সেজে বুকে ছুরি চালানোর এক নিকৃষ্ট উদাহরণ আপনার এ লেখা। এতে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভাবতে কষ্ট লাগে, আপনি এ লেখাটা কীভাবে লিখলেন? আপনি কি এত পাষাণ?

তিঁতা-মিয়া: স্বঘোষিত আঁতেলরা এমনি হয়ে থাকে। গায়ে পড়ে উপদেশ দেয়। কিন্তু নিজে কী চীজ, সেই খবর রাখে না। ভাবে মনে হয়, ওকে নেতা বানিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে।

প্রফেসর: দেখুন, আবেগ দিয়ে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু সমাধান হয় না। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অনেক বিষয় ছিল যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল পরাজয়, অপমানজনক ও নির্মম। বড় বড় সাহাবী আবেগবশত রাসূলের (সা) এ সিদ্ধান্ত প্রথমে মানতে চান নাই। রাসূল (সা) নিজে যখন মাথা মুণ্ডন করলেন, পশু জবেহ করলেন তখন সবাই মেনে নিলেন। নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতার আলোকে এবং দূরদৃষ্টির সাথে সমাজকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে তার মধ্যে আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে। হক সাহেব কারো বিরুদ্ধে কলম ধরেন নাই। তিনি বাস্তবতার আলোকে কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। নতুন অনেক বিষয় যোগ হতে পারে, আবার বাদও যেতে পারে। এটাও ঠিক, থার্ড-আই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের পরামর্শ গ্রহণের সংস্কৃতি চালু রাখতে হবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সরকার টিসি-টিএস করতে দিচ্ছে না, তাই মানোন্নয়ন হচ্ছে না? ১৯৭২ সালের পরে যখন পরিস্থিতি এরচেয়েও খারাপ ছিল তখনও মানোন্নয়ন হয়েছে। নাকি হয় নাই? টিসি-টিএসভিত্তিক 'মানোন্নয়ন' হলো রাবারকে টেনে মাপার মতো! 'মান' অর্জন হয়ে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ শপথ বা দায়িত্বলাভ ঘটে যাওয়ার পরে অনেকেরই 'অর্জিত' মান ফাঁপা বেলুনের মতো চুপসে যায়। এরপর যা হওয়ার তাই হয়।

কোনো ঘটনায় আপনাদের দুজন দায়িত্বশীল শহীদ হলেন। সংগঠন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলো, উনাদের ওখানে অতদূর যাওয়া এবং এতক্ষণ সেখানে অবস্থান করাটা ঠিক হয় নাই (চবি'র সাম্প্রতিক ঘটনা)। এখন আপনি কি বলবেন, মজলুমের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা করে শহীদদের নিয়তের উপর হামলা করে তাদের উপর 'তোহমত' দেয়া হয়েছে?

আপনি হয়তো জানেন না, পোস্টদাতা উনার ময়দানে জামায়াত-শিবির বলতে হাতে গোনা যে ক'জনকে পক্ষ-বিপক্ষের সবাই জানে, তিনি তেমনই একজন। সুতরাং জামায়াত-শিবিরের বন্ধু সেজে বুকে ছুরি মারার মতো মন্তব্য নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক নয় কি?

বলেছেন, আপনি কি পাষাণ? হ্যাঁ ভাই, আমি নীতিগত দিক থেকে পাষাণই বটে! আপনি 'স্বঘোষিত আঁতেল, গায়ে পড়ে উপদেশ, নেতা বানিয়ে দেয়া' - এসব মন্তব্য করেছেন। আচ্ছা, ঈমান কি বিদ্যমান পুরো বাতিল সমাজ, রাষ্ট্র ও সিস্টেমের বিপরীতে স্বীয় ঘোষণার নাম নয়? 'তাওয়াছাও বিল হাক্ব' কি গায়ে পড়ে উপদেশ দেয়া নয়? আর নেতা হওয়া? নেতা তো হতে চাইনি কখনো। যখন লোকেরা নেতা বলেছে তখনও ছিলাম কর্মীমার্কা নেতা। ভালো থাকুন।

জনাব প্রফেসর সাহেব, যেখানে দ্বিতীয় মতকেই সহ্য করা হয় না সেখানে আপনার থার্ড আই-এর অবকাশ কোথায়? মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন।

তিঁতা-মিয়া: মা/মাসীর ভ্রুক্ষেপ নেই, দাই চিৎকার করে গলা ফাটায়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আরো পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়। ধন্যবাদ।

তিঁতা-মিয়া: আপনার প্রোফাইল পিকের ফটো ও পার্শ্বের ফটোর সম্পর্কটা পরিষ্কার করবেন?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমার প্রোফাইল পিকচারটা আমার গ্রামের বাড়িতে কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে তোলা ছবি। পাশে আমার ছোট মেয়ে। পিছনের বিলে বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছিল।

মির্জা: কিছু মনে করবেন না। সূরা ফুরকানের ৭২ নাম্বার আয়াত পড়ে নিজেকে সান্তনা দিন। আর মনে হয় সংগঠনে তারবিয়াতের অভাব দেখা দিয়েছে।

পলাশ: জামায়াতের নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলে কোনো লাভ হবে না। বরং জামায়াতকে রেখেই অন্য নামে আরেকটি ইসলামী দল চালু করতে হবে যার নেতৃত্বে থাকবে জামায়াত থেকেই। উদাহরণস্বরূপ, বিএনপির কথাই বলা যেতে পারে। মুসলিম লীগের পরিবর্তিত রূপ হল বিএনপি (যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জিয়ার হাত ধরে)। বিএনপি

গঠনের ফলে মুসলিম লীগ কিন্তু বাতিল হয়ে যায়নি। মুসলীম লীগ এখনও আছে। তাই বিএনপিকে কেউই স্বাধীনতাবিরোধী বলে গালি দেয় না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জামায়াত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ১৯৮২ সালে শিবিরকে যুব সংগঠন করতে দেয় নাই। একটি সম আদর্শের যুব সংগঠন করা ছিল শিবিরের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ৫২ নং ধারা। ১৯৭১ সালের বিষয়গুলো নিয়ে ১৯৮১ সালে তৎকালীন কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গঠিত ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটিকে জামায়াত ১৯৮২ সালে গিলোটিন করেছে। জামায়াত এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে অপরিহার্য মনে করে! এর শরয়ী ভিত্তি কী জানি না। একই লোকেরা তুরস্কে কত পার্টি করল, ক্ষমতায় গেল। সরকারী দলও বদিউজ্জামান নূরসীর লোক, বিরোধী দলেও অন্যদের সাথে আছে বদিউজ্জামান নূরসীর অনুসারীরা। বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর জন্য এসব মডেল অরণ্যে রোদন, অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়!

মাওলানা মওদূদী বলেছেন, লক্ষ্য পানে অগ্রসর হওয়ার পথে কাঁটা ছুটানোর জন্য সময় ব্যয় না করতে। এর অর্থ হলো শত উস্কানিতেও কোনো সাইড ইস্যুতে না জড়ানো। বাংলাদেশে জামায়াতের মূল ইস্যু কি? আদর্শ, না ব্যক্তি? ব্যক্তি আর আদর্শকে অভিন্ন ভাবাটাই এতসব বিপত্তির কারণ। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।

পলাশ: তুরস্কের অবস্থা বাংলাদেশের মতো নয়। তুরস্কে ইসলামিক গ্রুপ মূলত একটাই এবং বাংলাদেশের মত এত ফতোয়াবাজী নাই বললেই চলে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নাই। শুধু আছে সেক্যুলারের পক্ষ-বিপক্ষ! তাই সবসময় তুরস্ক বা অন্য দেশের ইসলামিক দলের সাথে বাংলাদেশের জামায়াতকে তুলনা করলে অনেকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দুনিয়ার কোনো দেশে সে দেশের ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনকারী সংগঠনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতার ইতিহাস বা অভিযোগ নাই। এ দৃষ্টিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অনন্য দৃষ্টান্তের অধিকারী!

তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মরহুম বদিউজ্জামান নূরসী। উনার অনুসারীদের মডারেট অংশ বর্তমানে ক্ষমতায়। অপেক্ষাকৃত কনজারভেটিভ অংশ বিরোধী শিবিরে। বাংলাদেশের জামায়াত কি এ ধরনের রিভার্স খেলার চিন্তাও করতে পারে? আপনি বলেছেন, তুরস্কে ইসলামপন্থীদের সাথে অনৈসলামী শক্তির বিরোধের মূল এজেন্ডা সেক্যুলারিজম। বাংলাদেশে তা নয় কেন?

বাতিল তো সবসময়ে চাইবে ইসলামী শক্তিকে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষভাবে আদর্শিক নয় এমন লোকাল এজেন্ডাকে সামনে নিয়ে এসে হক-বাতিলের মূল বিরোধকে আড়াল করা এবং

এর মাধ্যমে ইসলামী শক্তিকে গণমানুষ ও সমাজের মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন করতে। জামায়াত এই ফাঁদে পা দিল কেন?

সব ইসলামী শক্তির অবস্থান যেদিকে ছিল জামায়াতের অবস্থানও সেদিকে ছিল। কিন্তু জামায়াত মন্ত্রিত্ব নিল কেন? যা কিছু হলো, এরপরে এই ইস্যুকে পরিষ্কার না করে এ নিয়ে রাখঢাক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের তরিকা গ্রহণ করল কেন? নির্বাচন কমিশন হতে বের হওয়ার সময়ে ‘দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নাই’ ধরনের কনক্লুসিভ বক্তব্য দেয়ার কি দরকার ছিলো? আজ বিপদে পড়ে যত টাকা মামলার পিছনে খরচ করা হচ্ছে এর অংশমাত্র দাওয়াতী কার্যক্রমে খরচ করলে দেশের মানুষের ঈমান-আকীদা পরিশুদ্ধির কাজ অনেক এগিয়ে যেতো। দেশে ইসলামের জন্য কাজ করা নিঃসন্দেহে সহজতর হতো। কী বলেন?

মহি উদিদন: “এ বিধান (ইসলাম) ভীরু কাপুরুষের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্য নাজিল হয়নি; বাতাসের বেগে উড়ে চলা খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীটপতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙিন হওয়া রঙিনদের জন্য... অবতীর্ণ করা হয়নি। এ এমন দুঃসাহসী নরশার্দুলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে; যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মত সৎ সাহস রাখে; যারা খোদার রঙকে দুনিয়ার সকল রঙের চাইতে বেশি ভালোবাসে এবং সে রঙেই যারা গোটা দুনিয়াকে রাঙিয়ে তুলবার আগ্রহ পোষণ করে। যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য পয়দা করা হয়নি। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো জীবন নদীকে তার ঈমান ও প্রত্যয় নির্দেশিত সোজা ও সরল পথে চালিত করা।” (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী)

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সুন্দর কথা! ধন্যবাদ।

প্রকৌঃ মোঃ আতিকুর রহমান: জামায়াত যেহেতু এসব পরামর্শ গ্রহণ করে না, তবে তাদের পিছনে সময় দিয়ে দৌড়ানোর প্রয়োজন কী? বরং আপনার মতের সাথে যারা একমত তাদের নিয়ে একটি আদর্শ সংগঠন তৈরি করে ফেলুন। এক্ষেত্রে জামায়াতের ভালো গুণগুলো গ্রহণ করুন। আর খারাপগুলো বাদ দিন। জামায়াতের দুর্বলতাগুলো তো আপনি বুঝতে পারছেন, তাই নতুন দলে যেন সেই দুর্বলতাগুলো না থাকে সে ব্যবস্থাও নিবেন। আশা করি দলে দলে লোকজন নতুন দলে শরীক হবে এবং আমিও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত দলে যোগ দিব। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার কথার সেন্টিমেন্ট বুঝি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহসান।’ তাই উপরে একজনের মন্তব্যের উত্তরে দেয়া “দ্বিমত থাকলেই পরিত্যাগ অথবা বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ আসবে কেন? ‘আন আক্বীমুদ দ্বীন, ওয়ালা

তাফাররাকু ফিইহ’-এর তাৎপর্য হলো দ্বিমত সহকারে ঐক্যমত। তাই না?” এই অংশটুকু ভালো করে অনুধাবনের পরামর্শ দিচ্ছি। ভালো থাকুন!

অনুরণন: এই প্রস্তাবনা কি শুধুই তাত্ত্বিক? এর প্রায়োগিক দিকগুলো বিবেচনা করে দেখা হয়েছে? যে কোনো প্রস্তাবনার বাস্তব উপযোগিতা বিচারের জন্য ‘পাইলটিং’ জরুরি। সেটি না হয়ে থাকলে ছোট মাত্রায় আপনার আশেপাশে করে দেখতে পারেন। আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। চবিতে শিবিরের হল দখল কেন্দ্রিক যে রাজনীতি করে, সেটি থেকে বেরিয়ে আসার বাস্তবভিত্তিক পথ কী হতে পারে তা নিয়ে কিছু লিখুন, বিশেষত ট্রানজিশনের পথ কী হতে পারে সেদিকটি মুখ্য করে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দখল সিস্টেম ভালো না। নিজ নিজ বৈধ সিটে থাকাটাই একমাত্র সমাধান। বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছুকে দখলে রাখার মাধ্যমে ‘তুয়াদ্দু আমানাতা ইলা আহলিহা’র কোরাআনিক হুকুমকে অগ্রাহ্য করা হয়। পাইলটিং নিয়ে ভাবছি না। কনসেপ্ট গ্রুপ তৈরির কথা ভাবছি। চিন্তার শুদ্ধি সবচেয়ে বেশি দরকার। মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

হাসান তারিক: ‘কনসেপ্ট গ্রুপ’ তৈরির কনসেপ্টটা যদি আরেকটু ডিটেইল বলেন, ভালো হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আলাপ-আলোচনার একটা ধারা তৈরি করা। সোজা কথায় নিয়মিতভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও গোলটেবিলের আয়োজন করা। ব্যাপকভাবে মূল টেক্সটসমূহের (কোরআন ও হাদীস বিশেষ করে) প্রকাশনা এবং এর মাধ্যমে একটা আদর্শ বা কনসেপ্ট হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। সবাইকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া। ইসলামের জাগতিক যোগ্যতাকে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলাম সম্পর্কে সকল ভুল ধারণার অপনোদন। এসব কিছুর জন্য কাজ করবে এই কনসেপ্ট গ্রুপ। এর প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক সংযোগ থাকবে না। রাজনীতি সম্পর্কে এর বক্তব্য থাকবে সম্পূর্ণ একাডেমিক ধরনের। এই গ্রুপের লোকজনের কাছে ইসলাম হবে একটা একাডেমিক চয়েস। এই গ্রুপ হতে মূল আন্দোলনে লোকেরা যোগ দিবে। তবে তা হবে ঐচ্ছিক। তরুণ ও চিন্তাশীলদের মননে জগত-সমস্যার সর্বোত্তম একটা সমাধান হিসাবে ইসলামকে পৌঁছিয়ে দেয়া।

নানা রকমের মিডিয়া, বিনোদন ও সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই গ্রুপ কাজ করবে। এতে নারীদের যথাসম্ভব বেশি অংশগ্রহণ থাকবে। তুরস্কের গুলেন মুভমেন্ট হিসাবে একে দেখলে চলবে না। এর আদর্শিক দিকটা হবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অবকাঠামোগত দিকটা হবে ন্যূনতম। প্রত্যেককে তাঁর অবস্থানে রেখেই শুধুমাত্র ব্যক্তির চিন্তন ও পছন্দের জায়গায় ইসলামের প্রতি ইতিবাচকতা (রিসেপটিভনেস) সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

এই প্রাথমিক লক্ষ্য সফল হলে এর ভিত্তিকে কী করা হবে তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিই বলে দিবে। এদেশে ইসলাম সঠিকভাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন তাঁরা এর প্রায়োগিক দিকগুলোর যেসব তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা সমাজ ও জনজীবনে বিদ্যমান, সেগুলো নিরসন করার জন্য ততটা সক্রিয় নন। বরং নিজ নিজ মডেল ও স্ট্রাকচারকে সঠিক প্রমাণ করায় মনোযোগী বেশি। কনসেপ্ট গ্রুপ সকল ইসলামী শক্তির মধ্যে সমন্বয়সেতু হিসাবে কাজ করবে। সামগ্রিকভাবে এই গ্রুপের লোকেরা হবে প্রো-অ্যাক্টিভ ও একোমোডেটিভ।

হাসান তারিক: খুবই উৎসাহবোধ করছি। সত্যি বলতে কি, আমার ধোঁয়াশে ধোঁয়াশে চিন্তাভাবনা-স্বপ্নগুলোকে আপনি গুছিয়ে উপস্থাপন করলেন। আন্দোলনের জনশক্তিদের প্রতি পদক্ষেপে কনসেপ্ট সম্পর্কে তাদের অস্পষ্টতা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: প্রতিমন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আমার পুরানো ফোর পয়েন্টস অনুসারে কনসেপ্ট গ্রুপ বিল্ডআপের জন্য কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ফোর পয়েন্টস হলো:

১। জামায়াত প্রচলিত সাংগঠনিক (ইহতেসাব ইত্যাদি) পদ্ধতিতে সংশোধন হবে না। অথচ জামায়াতের ভিতরে ব্যাপক সংস্কার ও সংশোধন দরকার।

২। প্রতিকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত শীর্ষ নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে জামায়াতের বিকল্প কোনো দল গঠন এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।

৩। করণীয় বা হকের ব্যাপারে ‘প্রস্তাব ও পরামর্শ তো দিয়েছি’, ‘দেখি না কি হয়’ বা অন্যরা কি করে দেখি, অপেক্ষা করি’ ধরনের অবস্থান গ্রহনের শরিয়তসম্মত সুযোগ নাই। এমনটা ভেবে বসে থাকা হলো ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিগত ফরজিয়তের লঙ্ঘন।

৪। যেহেতু প্রচলিত ধারা কাঙ্ক্ষিত মানে নাই অথচ সংশোধনও হচ্ছে না, বিকল্প দল গঠনও সম্ভব হচ্ছে না, বসে থাকারও সুযোগ নাই - অতএব, আসুন, কনসেপ্ট ক্লারিফিকেশান তথা কনসেপ্ট গ্রুপ তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করি। কাজের এই ধারা প্রতিষ্ঠিত হলে এক পর্যায়ে প্রচলিত ধারা সংশোধন হতে পারে অথবা যোগ্য নেতৃত্বে নতুন কোনো ধারা গড়ে উঠতে পারে; এমনকি দুটোই হতে পারে। ধন্যবাদ।

মহি উদিদন: ১। সেবার জন্য নেতৃত্ব। মৌলিকভাবে ও মানবতার সেবা আমাদেরকেই করতে হবে এবং এটি আছেও, তবে পর্যাপ্ত নয়।

২। আপনার সাথে একমত নই। পলায়নবৃত্তি নয় (নাম পরিবর্তনের), পেক্ষাপট ও দূরদর্শিতা বুঝাতে হবে জনগণকে। অন্যদের প্রচারণার বিপরীতে প্রচারণার সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি। মহামারির ভয়ে পালানো সঠিক কর্মপন্থা নয়।

৩। একমত। তবে বই সিলেবাসভুক্ত হওয়ার জন্য বড় নেতা হতে হবে, এটি জানা নেই।

৪। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জামায়াতের লোকদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামের সুমহান ও ইনসাফপূর্ণ প্রশাসন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার মডেল প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের লোকজন আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে বেশিরভাগকে নিষ্ক্রিয় হতে দেখা যায়। এ বিষয়টি পর্যালোচনায় আনা খুবই জরুরি।

তবে হ্যাঁ, অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে যারা সরাসরি রিক্রুট হয় তাদেরই হতাশা বেশি। কারণ কর্মজীবনে অন্যদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের হাল-হাকিকত তাদের উপলব্ধিতে থাকে না। অপরদিকে পরিচালকগণ কাউকে নেওয়ার সময় সম্পূর্ণ ইসলামী আবেগ কাজে লাগান এবং দেওয়ার সময় পুঁজিবাদী প্রথা অনুসরণ করেন। নৈতিকতারও অভাব দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে এসব প্রতিষ্ঠানের টপ-টু-বটম সকলের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করে।

৫। বিদ্যমান ক্যাডার পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যারা অতটুকু কমিটেড হতে পারবে না, তাদেরকে নেতৃত্ব দিলে সংগঠনের বারোটা বাজার সম্ভাবনা আছে। মানুষ তো! তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। সব বিষয় একসাথে পাওয়া দুষ্কর।

বাকি দুটি পয়েন্টের উত্তর পরে দেবো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

জামায়াতনিয়েভাবনা: মহিউদ্দিন ভাইকে ধন্যবাদ। জামায়াতের পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠানে আমি অনেক বড় কর্মচারী হিসেবে কাজ করে দেখেছি। জুলুম আর জুলুম। মনে হয়েছে এদের হাতে দেশ গেলে আইয়ুব খানের হাতে থাকা পাকিস্তানের মতো হয়ে যাবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনি বলেছেন, "বিদ্যমান ক্যাডার পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।" আচ্ছা, এই তথাকথিত অপরিহার্য 'ক্যাডার পদ্ধতি' ছাড়াই তো রাসূল (সা) ইসলাম কায়েম করে গেছেন? কী বলেন? ইসলাম কায়েমের এই অভিনব পদ্ধতি চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় তেরশত বৎসর বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন কিভাবে চলেছে? আমার মতে এই ক্যাডার পদ্ধতি বাদ দেয়া দরকার। তৎপরিবর্তে গণনেতৃত্ব প্রবর্তন করা দরকার। যার যোগ্যতা আছে সে নেতৃত্ব দিবে। ময়দানই বলে দিবে কার যোগ্যতা কতটুকু।

মাওলানা মওদূদীর ক্যাডার পদ্ধতি বাম রাজনীতি হতে নেয়া। অ-ইসলামী ধারায়, বিশেষ করে, তিরিশের দশকে রাশিয়া, জাপান, জার্মানি ও ইতালির সফল সর্বাত্মকবাদী রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এমন কর্মী বাহিনী যদি ইসলামের জন্য হয়, তাহলে তো কথাই নাই! রিপোর্ট রাখা, ফুল টাইমার সিস্টেম - এসবও একই অনুষঙ্গ হতে নেয়া। এর কোনোটাই রাসূলের (সা) কর্মপদ্ধতিতে দেখা যায়

না। এগুলো বড়জোর সাময়িকভাবে মুবাহ হতে পারে। আসহাবে সুফফা ব্যবস্থা আর হালনাগাদের সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থার ফুল টাইমার সিস্টেম এক নয়। ইউসুফ কারযাভী যেসব শর্তে ফুল টাইম কর্মী নিয়োগকে অনুমোদন করেছেন, জামায়াত তার ধারেকাছেও নাই। সেসব নিয়ে অন্য পোস্টে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকুন।

আবুল মানছুর: আপনি বলেছেন, "কোনো ঘটনায় আপনাদের দুজন দায়িত্বশীল শহীদ হলেন। সংগঠন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলো, উনাদের ওখানে বা অতদূর যাওয়া এবং এতক্ষণ সেখানে অবস্থান করাটা ঠিক হয় নাই (চবির সাম্প্রতিক ঘটনা)। এখন আপনি কি বলবেন, মজলুমের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা করা বা কথা বলা হয়েছে?"

আপনি হয়তো জানেন, সাংগঠনিক ফোরামে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সে ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হলো "ফাইজা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ।" এ সিদ্ধান্তের কারণে যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে এটা বলার কোনো সুযোগ নাই যে, এটা এভাবে না করে ঐভাবে করলে এমনটা হতো না, কিংবা, অমুক অমুক ব্যক্তির কারণে এটা হয়েছে।

এভাবে মন্তব্য করার মাধ্যমে দুইটি ক্ষতি হয় - (১) সাংগঠনিক দুর্বলতা, ঐক্যের মধ্যে ফাটল ও আনুগত্যহীনতা দেখা দেয়। (২) যারা জুলুম করল তাদের অপরাধকে ভালো কাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে বুঝানো হয়, জালেমদের কোনো দোষ নেই। বরং অপরাধ হলো মজলুমরা সেখানে যায় কেন? এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। ফলে জালেমদের ব্যাপারে অন্তরে এক রকম দরদ এসে যায় এবং যারা জীবনবাজী রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে, এমনকি এ পথে শহীদ হলো তাদের ব্যাপারে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আর তা যদি সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিডিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই।

২৮ অক্টোবরের লগিবৈঠার তাণ্ডবে যারা শহীদ হলেন তাদের ব্যাপারে একজন মন্তব্য করলেন, "জামায়াত কি জানে না আওয়ামী লীগ রক্ত গরম পার্টি? জামায়াত সেখানে যায় কেন? না গেলে তো আর তারা এভাবে সাপ মারার মতো মারতে পারতো না!" এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? আমরা দ্বীনের কল্যাণ করতে গিয়ে যেন কোনো ক্ষতি না করি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি। ২৮ অক্টোবরে আমার পরিচিত একজন ভাই একটা গলির মুখে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তারা ঘিরে ধরে যখন উনাকে মারা শুরু করলো, তখন দূর থেকে কিছু ভাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অসম সাহসে এগিয়ে এসে উনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নচেৎ তিনিও সাপপেটা হয়ে শাহাদাত বরণ করতেন! তিনি ছাত্রশিবিরের শীর্ষ দায়িত্বশীল ছিলেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার অতীব স্নেহাস্পদ ও ঘনিষ্ট। স্পষ্টতই গাজী বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই।

এই মর্যাদা (আল্লাহ উনাকে কবুল করুন) উনি অনেক আগেই অনেকবার অর্জন করেছেন। কলেজে থাকাকালীন তিনি যেমন লড়াকু ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও মোকাবিলায় ছিলেন অগ্রগামী। ফ্যাকাল্টিতে এমনি একবার মাথায় আঘাত পেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এই মুজাহিদ ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল ভাইয়ের সাথে ২৮ অক্টোবরের ব্যাপারে তখনই কথা বলেছিলাম। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে জামায়াতের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাহীনতার কথা বলে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

কোরআন শরীফে 'ওয়া লাউ...' বলে গণমন্তব্য চর্চাকে নিষেধ করা হয়েছে। এর মানে তাবৎ পর্যালোচনাকে নিষেধ করা নয়। এক ধরনের কাপুরুষতাসুলভ মন্তব্য চর্চাকে এর মাত্রা, ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিক কারণে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো ঘটনা চলমান থাকা অবস্থায় নেতৃস্থানীয়রা ছাড়া অন্যদেরকে পর্যালোচনামূলক বক্তব্য রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু পরামর্শ দিতে মানা করা হয় নাই। ঘটনা মোকাবিলায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা না করলে তাৎক্ষণিক ও পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত কীভাবে দিবেন?

দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আস্থাহীনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অহেতুক পর্যালোচনামূলক কথাবার্তা বলছিল, যা নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কোরআন শরীফে বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে বার বার ইস্তেগফার করতে বলা হয়েছে। এটি কি শুধুমাত্র 'আস্তাগফিরুল্লাহি মিন কুল্লি জামবিও' উচ্চারণ করা? নাকি, কী কী ভুলত্রুটি (জামবিও) হয়েছে তা চিহ্নিত ও অনুধাবন করে তা আর না করার প্রতিজ্ঞা সহকারে সে সবের জন্য ক্ষমা চাওয়া?

যত ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তার অন্যতম কারণ হলো মানুষের বাড়াবাড়ি। জুলুম মাত্রকেই হক-বাতিলের বাইনারির মধ্যে ফেলে প্রবোধ লাভের চেষ্টা করা হলে এ সংক্রান্ত কোরআন-হাদীসের অনেকগুলো প্রাসঙ্গিক রেফারেন্সকে অস্বীকার করা হয়। হকের কারণে বাতিল কর্তৃক জুলুমের শিকার হওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি ব্যক্তির সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির কারণে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

জামায়াত সাংগঠনিকভাবে শুধুমাত্র প্রথমোক্ত কারণকেই হাইলাইট করে। চবির পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষকদের সমাবেশে যখন পর্যালোচনামূলক বক্তব্য আসা শুরু হলো তখন মহানগরীর এক শীর্ষ দায়িত্বশীল খুব ক্ষেপে গিয়ে পর্যালোচনার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। বাদ মাগরিব ছাত্র দায়িত্বশীলগণ উক্ত অনুষ্ঠানে আসার পর তাঁদের বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত (ততক্ষণে মূল প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে) শিক্ষকবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের সাংগঠনিক পর্যালোচনার যে সারাংশ তাঁরা পেশ করেন, তা হুবহু শিক্ষকদের উত্থাপিত রিভিউর সাথে মিলে যায়। এই পর্যায়ে একজন নির্যাতিত কিন্তু অদম্য মধ্য-প্রবীণ শিক্ষক মহানগরীর উক্ত শীর্ষ দায়িত্বশীলকে এমন

কঠিনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ তথা ইহতেসাব করলেন যে, আমরা উপস্থিতরা বেশ বিব্রতবোধ করেছি।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো এক ধরনের আধ্যাত্ম-ধর্মীয় চেতনা ও আবহ সৃষ্টি করে নিজেদের ভুলগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার এই প্রবণতা জামায়াতের অন্যতম সাংগঠনিক (অপ) বৈশিষ্ট্য। পরামর্শ ও আনুগত্যের মধ্যে একটা ভারসাম্য সব সময়েই থাকতে হবে। এটি উনারা ভুলে যান। বলাবাহুল্য, পর্যালোচনা হচ্ছে পরামর্শের অপরিহার্য অংশ। ধন্যবাদ।

ইউসুফ মামুন: একজন সাধারণ বাংলাদেশি হিসাবে মনোযোগ দিয়ে আপনার লেখা ও তার উপর মন্তব্য-প্রতিমন্তব্যগুলো পড়লাম। ভালো লাগলো আপনার চমৎকার এ আয়োজন এবং তা হ্যান্ডেল করার প্রক্রিয়া।

এ লেখায় জামায়াতে ইসলামীর পলিসি লেভেলের বেশ কিছু ইস্যু ডায়াগনোসিস হলো। এতে করে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার কারণে আপাত ভালো কিংবা খারাপ হয়েছে কি না, সে আলোচনায় না গিয়ে আমি বলবো, জামায়াতের নীতি নির্ধারকরা চাইলে এর থেকে অনেকটুকু ফসল নিজ ঘরে উঠাতে পারে।

আপনার লেখার পরামর্শগুলোর প্রতি সম্মান জানিয়ে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার বলতে ইচ্ছা করছে, জামায়াত তার লক্ষ্যটাকে ফোকাস করে এগুলোই ভালো করবে এবং এর কর্মী সমর্থকদের এগিয়ে যেতে অ্যাক্টিভ ফাংশনাল কার্যক্রমে মোবিলাইজ করে রাখবে। কনসেপ্ট গ্রুপটাও তার একটা হতে পারে।

আর ঐ পথে চলার সময় অর্গানাইজেশানের নিজের মধ্যে যেমন, তেমনি আর যা কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আছে, তারমধ্যেও ভাঙ্গা-গড়া চালিয়ে যাবে। এবং পারমিটেড সকল স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করা অবশ্যই উচিত।

কোনোভাবেই স্থবিরতার দিকে যাবে না। মিডিয়া থেকে হারাবে না। স্থবিরতা হবে জামায়াতের সবচেয়ে বড় শত্রু।

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/110628

২০ মে, ২০১২

২৩. নোট

বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিত ও দলগত অবস্থান বিবেচনা

প্রেক্ষিত বিবেচনা

চলমান যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রক্রিয়ায় জামায়াতের অন্যতম শীর্ষতম নেতা আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা শাহবাগ আন্দোলন, শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কওমী ধারার ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নাস্তিক্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত পরিচালিত গণবিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে এ পর্যন্ত শতাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি ইতোমধ্যেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে বৃহত্তম সহিংসতায় রূপলাভ করেছে। চলমান প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও পরিণতি আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীদের তরফ হতে এক রকমের, বিএনপির তরফ হতে এক রকমের, জামায়াতের তরফ হতে এক রকমের, কওমী ধারার ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর তরফ হতে এক রকমের।

কওমী ধারার ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফে এই আন্দোলন

শাহবাগ আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী হিসাবে এরাই চিহ্নিত করে একে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দেয়। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর আকীদা প্রশ্নে জামায়াতের সাথে কওমীদের ঐতিহাসিক যে বিরোধ তা নিরসনে জামায়াতের তরফ হতে কখনো সহনশীল মনোভাব ছিল না। বলা যায়, জামায়াত বরাবরই এদের প্রভাব ও সামাজিক শক্তিকে উপেক্ষা করে এসেছে। ফলশ্রুতিতে জামায়াত সাঈদী সাহেবের ফাঁসির রায় পরবর্তী মাঠের নেতৃত্বে চলে আসার পর পরই কওমী শক্তি ব্যাকফুটে চলে আসে। কওমী ধারার ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফে এই আন্দোলন ইসলামী রাজনীতির অধিকার রক্ষা ও রাজনৈতিক ময়দানে নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থান টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি ব্যতিরেকে এরা জামায়াতের পক্ষে যাবে, এমন কোনো কর্মসূচি পারতপক্ষে গ্রহণ করবে না।

আওয়ামী ও বামদের তরফ হতে এই আন্দোলন

আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সফলভাবে স্বীয় মেয়াদের শেষ সময়ের কঠিন পরিস্থিতিকে যুদ্ধাপরাধ দিয়ে ঢেকে দিতে পেরেছে। ইসলামী ভাবধারা বিযুক্ত বিকল্প জাতিসত্ত্বা গঠনের বাম এজেন্ডাকে তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেছে এই কারণে। ক্ষমতায় টিকে থাকা ও ফিরে আসা তাঁদের লক্ষ্য।

ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মবিরোধী ইমেজের কারণে সমাজের মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন বামধারা দশকের পর দশক ধরে নারী অধিকার, বিনোদন সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের মতো ইসলামী শক্তিকেন্দ্রসমূহ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপ্রাপ্ত সেক্টরগুলোতে কাজ করেছে। শাহবাগ আন্দোলনে তাঁদের বিস্ময়কর সফলতার এটিই হচ্ছে উন্মুক্ত-রহস্য। জামায়াত পরিচালিত বর্তমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে শাহবাগ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে দলীয় পরিচিতি লাভ করা সত্বেও বামধারার অর্জিত সফলতা তাঁদের আকাঙ্খাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বৈপ্লবিক কিছু না হলেও বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর শাহবাগ আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

বিএনপির তরফে চলমান পরিস্থিতি

যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি হঠাৎ করে নাই হয়ে গিয়েছিল। প্রগতিশীলতার ইমেজ ধরে রাখার জন্য দলটি পারছিল না জামায়াতের পক্ষে কোমর বেধে নামতে। আবার জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনীতে নাই হয়ে থাকার পরিণতিও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কাছে কাংখিত বিবেচিত হয়নি। বিএনপির ফ্রন্ট লাইন হিসাবে ভূমিকা পালনকারী জামায়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে আওয়ামী লীগের মোকাবেলায় সাংগঠনিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিএনপি অস্তিত্বের সংকটে পড়তে পারে। আওয়ামী লীগের পক্ষে ভারতের শক্ত অবস্থানকে বিএনপি নেতৃত্ব সিরিয়াসলি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মাঠের আন্দোলনে বিএনপি জামায়াতের সাথে না থাকলে বিএনপি স্বীয় সমর্থক গোষ্ঠীর চাপের সম্মুখীন হবে। বিএনপির কর্মীবাহিনী ইসলাম রক্ষা ও লীগ ঠেকাও ইস্যুতে জামায়াতের সাথে নেমে পড়াটা বিএনপি নেতৃত্বের জন্য এক ধরনের লেজিটিমেসি ক্রাইসিস তৈরি করবে। পল্টন মিছিল পরবর্তী সহিংতায় সভানেত্রী ব্যতিরেকে সবাইকে মামলায় জড়ানোতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, মাঠে টুকটাক মুখ রক্ষার কর্মসূচি দিয়েও বিএনপির পলায়নপর নেতৃবৃন্দ গা বাঁচাতে পারবে না।

জামায়াতের তরফে চলমান পরিস্থিতি

জামায়াত দেশে ইসলামের একটা মধ্যপন্থী ও টেকসই ধারা সৃষ্টির পরিবর্তে ডমিন্যান্ট ধর্মবাদী ইসলামী ধারার সাথে নিজেকে আইডেন্টিফাই করেছে। বাস্তবে, বিশেষ করে, সাংগঠনিক কার্যক্রমে সীমিত মাত্রায় আধুনিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করলেও সমাজে বিরাজমান পপুলার ফরম্যাটের বাহিরে উদার নৈতিকতা ও প্রগতিশীলতা ধারণ করে ইসলামকে যুগের অগ্রগামী মতাদর্শ হিসাবে চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কম্যুনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বামধারা এ দেশে দশকের পর দশক ধরে নারী অধিকার, বিনোদন সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের মতো সোশ্যাল পেরিফেরিতে কাজ করেছে। রাজনৈতিক ইসলামের ভারসাম্যহীন ও একতরফা চর্চা করে জামায়াত নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের পরিবর্তে আক্ষরিকভাবেই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছে।

নারী অধিকার:

বামধারার নারী কর্মীরা যেখানে মূল ভূমিকায় নেমে পড়েছে, জামায়াতের শিক্ষিত নারী কর্মীরা তার পরিবর্তে এখনো মুখ ঢাকা যাবে কি যাবে না, এটি নিয়ে আছে। বগুড়াসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে মিছিল করা নারীরা জামায়াত হিসাবে নামেনি, ইসলামপ্রিয়, বিশেষ করে সাঈদী ভক্ত হিসাবে নেমেছে। আমার ধারণায়, তাবলীগ জামায়াতের মতো শহরাঞ্চলভিত্তিক জামায়াতের উচ্চশিক্ষিত নারী কর্মীরা আলটিমেটলি মাঠে নামবে না।

আগামী ৮ তারিখে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে শাহবাগীরা নারী সমাবেশেরে ডাক দিয়েছে। প্রতি বছরই তাঁরা বিশেষ আয়োজনে এটি উদযাপন করে। আমার জানা মতে, বিশ্ব নারী দিবস তো দূরের কথা, জামায়াতের মহিলা শাখা কখনো বেগম রোকেয়া ধরনের কিছুও কখনো পালন করেনি। নারীরা যেভাবে সমাজে জেগেছে, ইসলামপন্থীরা এই জাগরণে নেতৃত্ব দেয়া তো পরের কথা, এই জাগরণকে কখনো ইতিবাচক হিসাবেও দেখেনি। পুরুষদের পাশাপাশি সমাবেশ ও মারামারি করা তো দূরের কথা, জামায়াত-শিবিরের নারী কর্মীরা কখনো আল্লাহর ঘরে যেতেও আগ্রহী হয়নি!

বিনোদন সংস্কৃতি:

বর্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিনের মোবাইলও হঠাৎ করে বেজে উঠাটা অসম্ভব নয়। সমাজে একটা কিছু চালু হওয়ার পরে এরা বলে ‘এটি (অগত্যা) গ্রহণ করা যেতে পারে।’ পহেলা বৈশাখ আসলে এরা ঘরে বসে থাকে। জাতীয় উৎসবাদিতে এরা দোয়া অনুষ্ঠান করে। মুসলমানের নাকি দুই ঈদের বাহিরে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান নাই। এক সময়ে রেডিওকে নাজায়েজ বললেও জামায়াতের প্রধান ও একমাত্র তাত্ত্বিক মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান রেডিওতে নিয়মিত ভাষণ দিতেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে টেলিভিশন কেনা, ডিশ-এন্টিনার সংযোগ নেয়া ইত্যাদিকে জায়েজকরণ করা হয়। বিনোদন সংস্কৃতির প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে জামায়াত বাস্তবেই নিজেকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে প্রমাণ করেছে।

বুদ্ধিবৃত্তি:

ইসলামের মতো কালজয়ী আদর্শের ধ্বজাধারী জামায়াতে ইসলামীতে কোনো থিংকট্যাংক সিস্টেম নাই। বিষয়টি অতিব বিস্ময়কর নয় কি? মাওলানা মওদূদী যখন স্বীয় মাসিক পত্রিকা তারজুমানুল কোরআনের পাঠকদের ডেকে একটা ইসলামী দল গঠনের প্রস্তাব করেন, তখন সবাই তাঁকেই এর প্রধান হওয়ার জন্য মনোনীত করে। লেখক হিসাবে তাঁর স্বাধীনতা বজায় থাকার শর্তে তিনি জামায়াতের আমীর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অথচ, জামায়াতের গঠনতন্ত্র মোতাবেক কোনো সদস্য (রুকন) দলীয় ফোরামের বাহিরে দলীয় কোনো বিষয়ে সমর্থন ব্যতিরেকে ভিন্ন কোনো মত প্রকাশ করার অধিকার রাখেন না। এটি স্পষ্টতই সর্বাত্মকবাদী কম্যুনিস্ট বৈশিষ্ট্য।

হাদীসে বলা হয়েছে, অপ্রিয় সত্য বলাটা সর্বোত্তম জিহাদ। ফোরামের কম্পোজিশনের কোনো খবর নাই, ফোরামের (শুরা) সিদ্ধান্ত শরীয়াহর চেয়েও অলংঘনীয়! ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার মতো গণবিরোধী সিদ্ধান্তকেও শুরার নামে চালিয়ে দেয়া হয়। জামায়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিত। নির্বাচনে কে কত ভোট পেয়েছে তা জানার অধিকার ভোটদাতাদের নাই। জামায়াতে যারা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মননের অধিকারী তাঁরা সবসময়েই উপেক্ষিত থেকেছে। জামায়াতের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শাখাগুলো ইসলামী কোনো বিষয়ে গবেষণা করেছে, প্রকাশনা বের করেছে, কোনো আয়োজন করেছে, এমন কোনো ঘটনা নাই!

প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জামায়াত তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে পারতো। দলগতভাবে এবং নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে জামায়াতের প্রযুক্তি সংশ্লিষ্টতা ন্যূনতম মানের। এখন ধাক্কা খেয়ে তাঁরা ইমেইল আইডি ও ফেসবুকে একাউন্ট খোলা শুরু করেছে। মসজিদগুলোকে সত্যিকারভাবেই কম্যুনিটি সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ধরে রাখার কোনো আয়োজনই তাঁরা করেনি, এখনো ভাবছে না। রাস্তায় মারামারি করেই উতরে যাবেন - এখনো ইনারা তাই ভাবেন!

গণমাধ্যমঃ

জামায়াতের লোকেরা এখনো বলেন, অমুক পত্রিকা এই বিষয়ে এইভাবে মিথ্যা লিখেছে, অমুক চ্যানেল এইভাবে ঘটনাকে ঘুরিয়ে উল্টিয়ে বলেছে ইত্যাদি। এরা এখনো বোকার স্বর্গে বাস করছে। প্রত্যেক গণমাধ্যমের যে নিজস্ব (সম্পাদকীয়) নীতি থাকে, সেটি তাঁদের অনেকেই জানেন না, বুঝেন না, মানতে চান না। শিবিরের জিহাদী ছেলেরা পাশ করার আগেই ডেভেলপার কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে টাকার বাণ্ডিল গোনার দিকে মনোযোগ দেয়। অপরদিকে, দেখেছি, অনার্স-মাস্টার্সে প্রথম স্তরের ফলাফল নিয়ে একজন বামধারার ছাত্র কোনো পত্রিকায় রিপোর্টার হিসাবে কাজ করে।

মীর কাশেম আলী আওয়ামী লীগকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে, ইত্যাদি তাঁদের কাছ হতে কতো শুনেছি। শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হয়েও টিভিতে কাজ করার জন্য মজিবুর রহমান মঞ্জুকে কত কথাই না শুনতে হয়েছে। এখন মীর কাশেম আলীর সেই দিগন্ত টিভি না হলে এরা টিভি মিডিয়া হতে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট হয়ে যেত। মইন-ফখরুদ্দিনের অধীনে নির্বাচন না করতে বলার কারণে যে মাহমুদুর রহমানকে ঘরোয়া সমাবেশে জামায়াত নেতারা কখনো র'য়ের এজেন্ট, কখনো হিজবুত তাহরীরের লোক বলেছে, সেই মাহমুদুর রহমান এখন জামায়াতের কাছে খলিফাতুল্য!

জামায়াত বর্তমানে তা-ই ফেস করছে, যা তারা নানাভাবে এ পর্যন্ত অর্জন করছে। এই সংকট উত্তর পরিস্থিতিতে জামায়াত আর কখনো আগের কাঠামো ও অবস্থানে ফেরত

যেতে পারবে না। দুই বছর আগেই জামায়াতের কারা-অন্তরীণ বুদ্ধিজীবী নেতা কামারুজ্জামান বলেছিলেন, জামায়াতকে জামায়াতের জায়গায় রেখেই একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগঠন কায়েমের জন্য। তখন যদি সেটি করা হতো, জামায়াতের দিক হতে বর্তমান দুঃসময়ে সেটি অপরাপর ইসলামী শক্তি ও বিএনপিসহ জাতীয়তাবাদী শক্তির মাঝে যোগাযোগ ও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারতো।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Tanvir M H Arif: সিলেবাসভিত্তিক নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার বিরোধিতার কারণে যোগ্য ব্যক্তিদের একটি অংশ শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত হলেও জামায়াতের নেতৃত্বে তারা কখনো নিজেদেরকে এগিয়ে নেননি এবং নেবেনও না। এইখানে জামায়াতের নেতৃত্বে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নেতৃত্বের একটি অংশ গণভিত্তির প্রয়োজনীয়তা কখনো স্বীকার করেননি বলে মনে হয়। হয়তো বিংশ শতাব্দীতেও বিপ্লবের ভিন্ন কোনো পন্থা নীরবে-নিভৃতে তারা লালন করতেন বলে প্রতীয়মান হয়।

Ashik Rahman: মূল্যায়ন অনেকাংশে ঠিক আছে। তবে এই মূল্যায়ন এখানে প্রকাশের সুযোগ আছে কিনা, সেটা হলো ভাবার। কারণ আমি মনে করি অনেকেই সাহসিকতার সহিত ফোরামে কথা তুলে ধরেন না। আর ফোরামের বাইরে যত ভালো আলোচনাই হোক না কেন, তা কাজে পরিণত করার কোনো সুযোগ নেই।

এ পর্যন্ত...... তাদের অর্জন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা থেকে এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের রাস্তা কী, সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে লেখাতে। আরেকটা কথা, কে কোথায় চাকরি করছে তা নিয়ে কারো সমস্যা হয়নি। সমস্যা যেখানে হয়েছে সেটা আপনার বুঝতে পারার কথা। অর্থই অনর্থের প্রধান অনুষঙ্গ আদর্শিক সংগঠনের জন্য, এটাও ভাবনায় রাখতে হবে।

শেষে আবারো বলছি বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্যকর আলোচনা হোক। কী হলে কী হতো না, কী কী ভুল ছিল, সেটা স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে মূল্যায়িত হোক, এখন নয়।

Lokman Bin Yousuf: Ashik Rahman, কোরআন-হাদীসের আলোচনা ওপেন। এতে মুক্তবুদ্ধির পরিবেশ তৈরি হয়। সবাই ব্রেইন স্ট্রমিং করার পরিবেশ পায়। সংগঠনের গতি বাড়ে।

Ashik Rahman: ভাই, আমি আমার পোস্টে ক্লিয়ার করেছি। মাত্র দিয়েছি, দেখে নিতে পারেন। আর মুক্তবুদ্ধি বলতে যা বুঝান, সেটা ফেসবুকে নয়। কারণ ৬৮ লাখ আইডির কে, কোন কথা, কীভাবে কোট করে, স্ক্রিন-প্রিন্ট করে চালায়, সেটা অন্তত আপনার বুঝার কথা। বেবুঝ হলে চলবে না।

যেমন একটা কথা বলি, কামারুজ্জামান ভাইয়ের যে লেখাটা নিয়ে কথা উঠেছে সেটা নিয়ে একটা আলোচনাই যথেষ্ট ছিল। দরকারে কয়েকবার বসা যেত। তারপর মেনে নেয়া/নাই করে দেয়া। সেটা আর যাই হোক, ...দের হাতে যাওয়া নয়।

Lokman Bin Yousuf: Ashik Rahman, পরিবেশ খারাপ না হলে আমার কলম এতদিন জামাতকে তুলোধুনো করতো। ক্রিটিকাল টাইমে ডিশিসন নিতে না পারলে কিছুই হবে না। জাস্ট কোশ্চেন, (মনে করুন) জামাত নিষিদ্ধ হচ্ছে। নিষিদ্ধ হওয়ার পর কী করবেন?

Ibrahim Hossain: Some of the commentators asked for some possible solutions to the problems. I think the solutions lie in the problems. Once the problems are identified and agreed, we can go for the solutions.

Mohammad Mozammel Hoque: ফোরাম, সিস্টেম ইত্যাদির নামে অপ্রয়োজনীয় ও সর্বাত্মকবাদী গোপনীয়তার নীতি - এসব দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আর যা-ই হোক, গতিশীল সামাজিক আন্দোলন করা যাবে না। সামাজিক ও ধর্মীয় কতিপয় কম্পোন্যান্টওয়ালা রাজনৈতিক দল হিসাবে কন্টিনিউ করবে, নাকি একটা পলিটিক্যাল উইং সাথে নিয়ে সামগ্রিক ও সত্যিকারভাবেই একটা আমব্রেলা অর্গানাইজেশান হবে - জামায়াতের এটা অনেক আগেই ভাবা ও সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। যা হোক, জামায়াত রিফর্ম বা এ ধরনের কিছু আমার নোটের উদ্দেশ্য নয়। কেন এমনটা হলো সেটি মাঠে থাকা পক্ষগুলোর দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

Abu Zafar: "ফোরাম, সিস্টেম ইত্যাদির নামে অপ্রয়োজনীয় ও সর্বাত্মকবাদী গোপনীয়তার নীতি - এসব দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আর যা-ই হোক, গতিশীল সামাজিক আন্দোলন করা যাবে না।"

Definitely wrong judgement. Forum/system will work as the structure; social movement will get its fuel from this. We just need check and balance.

Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar, জামায়াতে ইসলামী, আন্দোলনকে জায়ান্ট ট্রি মডেলে আমল করে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার মডেল হচ্ছে গার্ডেন মডেল। জামায়াতের মতো নেতৃত্বের এককেন্দ্রিকতার পরিবর্তে আমি বিশ্বাস করি বহুত্ববাদে। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্যের শ্লোগানের আড়ালে নিঃশর্ত আনুগত্যের পরিবর্তে আমি নেতৃত্ব ও পরামর্শের ভারসাম্যকে প্রকৃত অর্থে সঠিক মনে করি। এসব বিষয় নিয়ে আলাদা নোটে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

Abu Zafar: agreed with that model. We might went thruogh that on a group thread. I just want to point that, we can't bring radical change in JI. We better work on parrellel something which will voice over social issues and their solutions. Like think tank with a number of volunteers.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: স্যারের এই নোটটির কারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। তাই এটি নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলার নেই। মূল যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হলো,

১। স্যার, লোকমান ভাই বা অন্য আরো যারা পরিবর্তনের কথা বলছেন তাদের পরিবর্তনের পথটি নিয়ে আমি এখনো কনক্রিট কোনো ধারণা পাইনি। এমন হলো কেন, এমন করল কেন, এমন করে কেন - এই জাতীয় কথায় সমাধান নেই, কেবল সংশয় আছে। আর আমার সামান্য যা অভিজ্ঞতা তাতে আমি এমন কথাতেই ফাঁক বেশি দেখি, অসামঞ্জস্যতা বেশি দেখি। আপনাদের ব্লগ পোস্টগুলো কিছু কিছু আমি পড়েছি, কিন্তু উপসংহার দাঁড় করাতে পারিনি।

২। আমি শিবিরের খুব কম ছেলেকেই দেখেছি, ব্যক্তিগত দুর্বলতায় ইসলামের বিধান পালনে শিথিলতায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া তাদের জামায়াতে যোগ না দেয়ার আর কোনো কারণ আছে। এক্ষেত্রে মানবিক দুর্বলতাই দায়ী বলে মনে হয়। জামায়াত ইসলামীর সাংগঠনিক স্ট্রাকচার নয়।

৩। এটির সাথে একমত যে, থিংকট্যাঙ্ক টাইপ কিছু থাকা উচিত। এটির সাথেও একমত যে, সাংগঠনিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আনুগত্যের প্রচলিত মানে ছাড় দিয়ে (বাস্তবে আমি দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই কেবল ইসলামী মানে ছাড় দেয়া হয়) হলেও কিছু মানুষকে সাংগঠনিক কাঠামোতে একোমোডেট করার চেষ্টা হয়তো জামায়াত ইসলামী কম করেছে।

৪। এইসব সমস্যার সমাধান সংগঠনের আওতার মাঝেই করা যায়। কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু কথাবার্তা ছাড়া এমন আওতার বাইরে গিয়ে কোনো সমাধান হয়েছে বলে আমি দেখিনি। তাই আওতার মধ্যে থেকেই যা করা যায়...। এজন্যে সংগঠনকে দোষারোপ করলে সমাধান আসবে না। এই ব্যাপারে আশিকের কথার সাথে একমত। আর সংগঠনের ফোরামে না বলে বাইরে বলতে হবে বা খোলামেলাভাবে করতে হবে, এমন একটি ইউজ-কেসের উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হতো। কারণ, আমি বুঝতে পারছি না যে খোলামেলা পরিবেশে কী আলোচনাটি করতে হবে, যা করা হচ্ছে না।

৫। জাফর ভাইয়ের কথার সাথে একমত এই পয়েন্টে যে, রেডিক্যাল পরিবর্তন আনা যাবে না। প্রচলিত স্ট্রাকচার, কর্মপদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা

করতে হবে। এতেই কল্যাণ আছে বলে মনে করি, আর এতেই পরিবর্তনে শরীক হওয়া যায় বলে মনে হয়। নিজে বাইরে থেকে এই পরিবর্তনে শরীক হওয়ার সুযোগ কম।

তবে ভলান্টারিলি, ব্যক্তিগত বা ফর্মাল সংগঠনের বাইরে কিছু মানুষ সংগঠিত হয়ে এই কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টার উদাহরণই বেশি দেখেছি।

৬। নারীদের এগিয়ে আসা, অংশগ্রহণ, মিডিয়া ইত্যাদি নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে, যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, তার ব্যাপারে সংগঠন কখনো বাধা বলে মনে হয়নি। বরং সংগঠন তার কর্মীদের এই ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষাই দেয় বলে মনে হয়। কিন্তু কথা হলো, আমরা কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করি, কতটুকু বাস্তবায়ন করি ইত্যাদি। এগুলোর জন্যে আমাদের রিসোর্স ডেভেলপ করা দরকার। এগুলো আমি যতদুর বুঝি, কখনোই সাংগঠনিক কাঠামোর মাঝে হয় না। বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগেই করতে হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর মাঝে এগুলোর ব্যাপারে কাজ করতে চাইলে আমার কখনো মনে হয় না যে কোনো ইফেক্টিভ উদাহরণ আমার সামনে আছে, যার ফরমেটটা আমরা ফলো করতে পারি। আপনাদের থাকলে জানাতে পারেন। এগুলোর জন্যে সংগঠনকে দোষারোপ করার চেয়ে, যারা এগুলো বোঝার সামর্থ্য রাখে তারাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করা উচিত এবং নিজেই নিজের জবাবদিহিতা নেয়া উচিত যে, আমি কী করলাম।

৭। আমব্রেলা সংগঠনের কথা যা বলা হচ্ছে, তার ব্যাপারে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো, জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতির অংশটি এখনও পর্যন্ত সেই সংগঠনের কাজ করছে বলেই হয়তো জামায়াতে ইসলামী সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। আর যদি এই কাজটি সেভাবে হয়েই যায়, তাহলে আমব্রেলা সংগঠন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই ক্ষেত্রে জামায়াত নিষিদ্ধ হলো নাকি হলো না এই জাতীয় আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। কারণ সেটি অনেকগুলো নতুন কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে। এটি ঠিক প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে হালাল করার চেষ্টা থেকে বের হয়ে আসা দরকার। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমুল পরিবর্তনের চেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত করায় অনেক ইফ অ্যান্ড বাটস আছে। আমি জামায়াতে ইসলামীর বাইরের সংগঠনগুলোর মাঝে এর বিপরীত কোনো মডেল দেখিনি। আপনাদের থাকলে জানালে ভালো হয়।

৮। পরিশেষে, মাঠে সক্রিয় গড় মেধার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন, আর ময়দানে অসক্রিয় কিছু উচ্চমেধার লোকদের ইসলামী আন্দোলনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিবর্তন ততদিন আসবে না ইসলামী সংগঠনে, যতদিন এই পার্থক্যটা কমে এসে একটি কমন পয়েন্টে মিলিত না হয়। আর এর জন্যে যারা পরিবর্তনের কথা বলে তাদেরই রোল মডেল হিসেবে উঠে আসার দরকার আছে বলে মনে করি। দুই পক্ষ মতামতের দিক থেকে দুই মেরুতে থেকে পরিবর্তনের আশা দুরহ। ধন্যবাদ।

Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar & Mohammad Ahsanul Haque Arif, I don't know what you mean by ‘people active in the field and people not or less active in the field.’ But you will not be misguided if you keep in mind that the writer of this note was, is and will be (inshaAllah) a man of/in the field. I did not say it out of anger. It is just a common phenomenon that when ever some one put a suggestion, no matter how much it is right, there are innocent minded people who stand to see, who he is! Is it Islamic? *Huq* or truth is self evident, content is important, not the speaker. Isn't it?

Abu Zafar: I know that you are in the track. But people are used to get this things from those persons who basically are ‘drawing room activist’. Thus a mindset has grown up amongst people and we can’t ignore that.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: সরি, যদি কোনো ভুল বুঝাবুঝি হয়। আপনার নোটের চাইতেও আমি মূলত জোর দিয়েছিলাম কমেন্টের আলোচনাগুলোকে। এই জন্যে আমার কমেন্টের প্রথমেই আপনার একটি কমেন্টে উল্লেখিত নোটের উদ্দেশ্যের বিষয়টি আমি উল্লেখ করেছি। এটি হলো প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আপনি যা বলেছেন শেষ কমেন্টে তা...। আসলেই কোনো কথার ক্ষেত্রে স্পিকার নয়, কথাটির মেরিটই মূল বিবেচ্য হতে পারে। আর সাধারণত তাই হয় বলে আমি মনে করছি। স্পিকারের কথা কেবল এই জন্যেই আসে যে, আসলেই স্পিকার সব ‘ইফ অ্যান্ড বাটস’গুলো কনসিডার করে কথা বলছে কিনা এটি বোঝার জন্যে। জাফর ভাই, এই ব্যাপারে মাইন্ড সেটের যে দুর্বলতার কথা বলেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমাদের মাঝে যাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মেধা দিয়েছেন, তারা ফর্মাল সাংগঠনিক স্ট্রাকচারের বাইরে উদ্যোগ নিতে পারেন এই বিষয়গুলো এড্রেস করার জন্যে। উদাহরণস্বরূপ IERA, IRF, বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া, ভলানটিয়ার অর্গানিজেশন - এগুলোর কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। যাদের সামর্থ্য আছে তারা যদি এই কাজ এগিয়ে নেয় তাহলে সংগঠনের মূল কাঠামোর গড় মেধার মানুষগুলোর উপর চাপ পড়বে না এবং সংগঠন মিস গাইডেড হওয়ার ভয়ও থাকবে না। কারণ আমাদের মানুষগুলোকে নিয়েই সংগঠন।

Mohammad Mozammel Hoque: I must clear that this note is not as a jamaat person. I belong with JI or not, is not concerned here. This is an analysis. Average calibre people in the mainstream or high calibre ones from/of/in the outside - these sort of talks are quite irrelevant.

Jamaat has never and will never accept any reform which is fundamental but need of time. It will never be proactive. It has no capacity to be dynamic and adaptive. This is my conviction. Anyone has the right to differ with it.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: এই রিফর্মের রূপরেখা বা প্রস্তাবনার ব্যাপারে আপনার কোনো লেখা বা রেফারেন্স থাকলে দয়া করে আমাকে দিন। আমি এই ব্যাপারে একটু স্টাডি করতে চাই এবং বুঝতে চাই। জামায়াতের মেগা ট্রি আপ্রোচ থেকে গার্ডেন এপ্রোচে গেলে মেরিট-ডিমেরিট এবং এই সংগঠনটিকে গার্ডেন এপ্রোচে নেয়ার কোনো রূপরেখা আছে কিনা এই ব্যাপারে কিছু বলবেন, প্লিজ। এগুলো পেলে আমি কিছুটা স্টাডি করতে পারব যে, কেন আপনি জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সময়ের স্রোতে ঘটা কিছু অবশ্যাম্ভাবী ঘটনা হিসেবে না দেখে এগুলোকে জামায়াতের কিছু ভুলের ফল হিসেবে দেখছেন। ধন্যবাদ।

Mohammad Mozammel Hoque:

(১) ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কনসেপ্ট গ্রুপ - imbd.blog.com/?p=729)

(২) ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি: গণতন্ত্র অথবা জিহাদ? - imbd.blog.com/?p=723

(৩) ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারার অপরিহার্যতা - imbd.blog.com/?p=677

(৪) জামায়াতের সংস্কার নিয়ে কামারুজ্জামানের প্রস্তাবনা: পর্ব-৪ - imbd.blog.com/?p=283

Mohammad Ahsanul Haque Arif: ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্যে। এগুলোর অধিকাংশই আমি আগে পড়েছি হয়তো। আজকে আবার পড়ার চেষ্টা করলাম। আপনাদের কথার অনেকগুলোর সাথে আমি একমত। আবার অনেকগুলোর ব্যাপারে আমার আমার বুঝ অনুযায়ী দ্বিমত পোষণ করি। সমাধানের পথ খুঁজলে, আমি আমার জন্যে পথ তৈরির চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তাওফীক দিন। একটি বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা জানতে চাইছি:

“আপনি রুকন হয়ে ফোরামের বাহিরে সংগঠনের কার্যক্রম ও Standing পলিসির সাথে দ্বিমত পোষণ করে কথা বলতে পারেন না!”

এখানে ভুল কী আছে? আর কথা থাকলে বা দ্বিমত থাকলে তা ফোরামে বললেই হয়, বাইরে বলার প্রয়োজনীয়তা বা উপকার কী? ফোরাম ভিত্তিক সংগঠনের স্ট্রাকচারে সমস্যা কী? আমি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চাইছি, রাজনৈতিক দিক থেকে নয়। ধন্যবাদ।

Ibn Monir: ফোরামে কথা হবে সবার, সিদ্ধান্ত হবে আমীরের চিন্তার আলোকে।

Mohammad Mozammel Hoque: Ibn Monir, forum is important, but not the only place to speak the truth. Jamaat people give utmost importance on the obedience of ameer or the forum while ignoring the competency of ameer.

Forum's decision is undoubtedly important, but more important and the necessary precondition is the very composition of the forum. In the qualitative approach, a competent one can turn the earlier result or decision of the whole set or forum.

Jamaat mind-set is totalitarian. Balance between leadership and guidance is more important than the balance between obedience and leadership. Jamat neglects the notion of leadership-guidance by the experts, public and silent observers.

They place the so called forum as excuse and shield of their imcompetency.

Daud Bangla: এখনো আপনাকে মারাত্মক ভাষায় কিছু কয় নাই, তা স্বস্তির...। They are just gone case.

Mohammad Mozammel Hoque: I know ins and outs of Jamaat-e Islami, you know. They have nothing to do but accept the factual analysis so long they are not crazy.

Ibn Monir: There is only one party in the world which doesn't have any mistake in political history… Jamat have an interpretation for any mistake and wrongful decision ….if they fail to provide proper argument in favor of the decision, then they tern into 'আল্লাহর পরীক্ষা'. But never confess that they have taken the wrong decision.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: কমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ। Experts, public, and silent observers-দের একোমোডেট করার মতো উদ্যোগের কিছু অভাব আছে এটি ঠিক। জামায়াতকে আমূল পরিবর্তনের চিন্তা না করে ববং বর্তমান স্ট্রাকচারের আওতায়ই কীভাবে এদেরকে একোমোডেট করা যায় তার ব্যাপারে সরাসরি কোনো দিকনির্দেশনা আপনাদের কথায় পাইনি। আপনারা যদি বলেন, বর্তমান স্ট্রাকচার ধরে রেখে তা সম্ভব নয়, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি বর্তমান স্ট্রাকচারে রেডিক্যাল কোনো পরিবর্তন না এনেই তা করার কোনো পদ্ধতি থাকে তাহলে জানালে ভালো হয়। কারণ, এই বিষয়টি নিয়ে আমি অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলাম।

তবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, এই expert, public and silent observer-দের এডাপ্ট করতে চাওয়ার প্রবণতা যেন এমন না হয় যে, তাদেরকে এডাপ্ট করতে গিয়ে আমরা প্রাক্টিক্যালি ইউজেবল নয় (এক্সপার্ট ও সাইলেন্ট অবজারভারদের পরামর্শের ক্ষেত্রে), ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মানের ডিমোশন হয় (পাবলিক ও সাইলেন্ট অবজারভারদের পরামর্শের ক্ষেত্রে) - এমন কোনো বিষয়ের সাথে আপস করে না ফেলি।

জামায়াতে ইসলামী তার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মানুষের অনেক রকম পরামর্শ পেয়েছে, অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, আবার অনেক পরামর্শ রিফিউজও করা হয়েছে। মানসম্পন্ন পরামর্শ হলে তা রিফিউজ হয় বলে আমার জানা নেই। কিন্তু দুটি ভালো পদ্ধতির কোনো একটি গ্রহণের অধিকার সংগঠনের রয়েছে। এক্ষেত্রে কারো পরামর্শ বাদ পড়লে তাতে মন খারাপ বা আপত্তি না করে বড় হৃদয় নিয়ে পরামর্শ দেয়া অব্যাহত রাখা দরকার। মূল বিষয় হলো, সংগঠনের পরিবর্তন ফোরামের সিদ্ধান্তের আলোকেই হয় বা হবে।

বাইরের আলোচনা কেবল চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে। এর বেশি কিছু কমই হয়।

ফোরামে তোলার ও আলোচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা এবং মতামত গৃহীত না হলে তার উপর আস্থা রাখাটা পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে জরুরি। আপনাদের অনেককে আমি ব্লগে দেখেছি এই বিষয়টি রেফার করতে যে, "আপনি যদি বেশিরভাগ লোকের মত অনুযায়ী চলেন তারা আপনাকে...।" যতদুর বুঝি এটিই ফোরামের ব্যাপারে বলা কথা নয়, যদিও আপনারা এটিকে ফোরামের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এই আয়াতটির টার্গেট গ্রুপ ভিন্ন। আমার মনে হয় আমার চেয়ে আপনারা এই ব্যাপারে ভালোই জানেন।

যাক, আর কথা না বাড়াই। সুন্দর পরামর্শ সুন্দর পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হলে ইনশাআল্লাহ ফোরাম তা বিবেচনা করে বা করবে। এতে দোষের কিছু নেই। আর অন্য পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে চিন্তার রাজ্যে কিছু মানুষের ঝড় উঠলেও মৌলিক সিদ্ধান্ত গঠন প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব খুবই কম। এটি কেবল জামায়াত ইসলামী নয়, অন্য কোথাও আছে বলেও আমার জানা নেই। তবে আপনার মৌলিক চিন্তাগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে সাধুবাদ। এটি অব্যাহত থাকুক, পজিটিভলি। Gone case বলে কোনো লাভ নেই। ইতিহাসের অনেক আগে থেকেই এগুলো চলছে, বলা হয়েছে। তাতে কাজ থেমে যায়নি। আশা করি বুঝবেন।

Mohammad Mozammel Hoque: Mohammad Ahsanul Haque Arif, present jamaat is mono-polarised and totalitarian. The alternative future 'one' has to be truly pluralistic. I will appreciate if you contact me anyway.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: Insha Allah, I will try to contact you.

Ibn Monir: Why jamat have taken democracy as a system of government? Is it Islamic? Today jamat have expenses there 90% asset to protect leaders but what about Islam? তাত্ত্বিকভাবে সংগঠনে যা আছে, বাস্তবতা তার চেয়ে হাজার গুণ দূরে।

Mohammad Mozammel Hoque: Inspite of present oppression, Jamaat will continue with all of its merits and demerits. In the post-trial era, there will be some Jamaat offshoots. Some, atleast one will be Jamaat backed and guided, some will be brought by jamaat people spontaneously or personally.

Mohammad Ahsanul Haque Arif: Ibn Monir, ভাই, জামায়াতে ইসলামী কেন ডেমোক্রেটিক ওয়েতে আগায় বা কাজ করে, তার ব্যাখ্যা তো কমেন্টের ক্ষুদ্র পরিসরে দিতে পারব না। এই ব্যাপারে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ও রেশনাল ভিউ জামায়াতের সংগঠন পদ্ধতি, স্থায়ী কর্মনীতি, মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী' বইটিতে দেয়া আছে। আপনি মাওলানা মওদূদীর বইটি (যেটি মূলত রুকন সম্মেলনে দেয়া একটি ভাষণ) পড়ে দেখুন, যেখানে রুকনদের একটি বড় অংশের আপত্তির জবাবে পুরো ব্যাখ্যাটি তিনি দিয়েছিলেন আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগেই। একই বিষয় বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনার অর্থ হয় না। তারপরও যদি আপনি আনতে চান, তাহলে আগে এই বইটি পড়ে তার উপর কমেন্ট করলে কৃতজ্ঞ থাকব। এতে আমাদের আলোচনাও সঠিকভাবে আগাতে পারবে।

জামায়াত ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলাম বহির্ভূত কিছু নয়, বরং তারই অংশ। অধ্যাপক গোলাম আযম প্রায় ২০ বছর আগে নিউইয়র্কের একটি সমাবেশে বলেছিলেন, সাংবাদিকরা আমার কাছে আসে। আমি তাদেরকে ইসলামী সংগঠন হিসেবে জামায়াত ইসলামীর পরিচয় তুলে ধরি। কিন্তু তারা আমার একটি বাক্যও নোট করে না। এরপর তারা আমাকে জামায়াত ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিই, আর তারা নোট নেয়। পরে মিডিয়াতে তারা কেবল তাই ছাপায় যেগুলোর নোট তারা নিয়েছিল।

আপনার কমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে আপনি এমনই বায়াসড মিডিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। জামায়াতে ইসলামীর মূল শক্তি তাদের ইসলামী কার্যক্রমগুলোই। ইউনিট পরিচালনাকালে আমি যদি মাসে ২০টি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতাম তবে তার ১৮-১৯টিই হতো কুরআন তালীম, সামষ্টিক ইসলামী অধ্যয়ন ইত্যাদি। কেবল ১-২টি হলো মিছিল বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ইসলামকে সেভ করার জন্যে জামায়াতের কর্মকাণ্ড কম বা নাই

বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আর আপনার আরো কিছু পয়েন্টে চিন্তা করা দরকার।

মাওলানা সাঈদী বা গোলাম আযম সাহেবরা হচ্ছেন সেইসব ব্যক্তি, যাদের তারুণ্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতি ফোটা রক্ত-ঘাম ব্যয় হয়েছে ইসলামের কাজে। তাদেরই কাজের ফসল হচ্ছি আজকের তরুণ আমি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরই কাজের বরকত স্বরূপ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করার তাওফীক দিয়েছেন আমার মতো হাজারো তরুণকে। তাদেরকে অপবাদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা যদি ইসলামকে রক্ষার চেষ্টার অংশ না হয়, তাহলে আর কথা বাড়ানোর দরকার নেই। আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। আমার কাছে তাঁরা মর্যাদাবান। তারাই আজকের লাখো লাখো মানুষের মধ্যমনি। আগামীর কোটি কোটি মানুষের আসসাবেকুনাল আওয়ালুন, ইনশাআল্লাহ। আপনার মনে চাইলে দ্বিমত করতে পারেন, মনে চাইলে মেনেও নিতে পারেন। আমার কথা ভুল হলে মাফ করবেন এবং পরামর্শ দিবেন। ধন্যবাদ।

Ibn Monir: একজন দ্বায়ীকে বাঁচানোর জন্য কতজন দ্বায়ীর জীবন দিতে হবে?

Mohammad Mozammel Hoque: When it is a question of truth (*huq*), then to materialize it, quantity of sacrifice is not concerned, actually.

Ibn Monir: যখন কোরআন বিরোধী আরপিও'তে স্বাক্ষর করতে হয়, তখন জামায়াত একদম নীরবে সুবোধ বালকের মতো স্বাক্ষর দিয়ে আসে। তখন কিন্তু জামায়াত এইটাকে অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কেন?

Mohammad Mozammel Hoque: Ibn Monir, I do agree with you. Jamaat is suffering from abnormal or imbalance growth in politics. Jamaat got a few chances to bring it out of unnecessary conflicts: after 1971, 1976 and recently. If Jamaat would have regretted to change its constitution then it could have deployed Qamaruzzaman or Abdur Razzak to form a moderate pro-Islamic political party.

In that possible situation, Jamat would have got to concentrate to integrate the Islamic forces and to work in dawah, education and social services etc. That's why I remarked at the end of the note that Jamaat is facing exactly what it has earned already. They were never hesitant to label its mistakes as *Julm* (oppression) by the *baatil* (the evil force) on *huq*.

www.facebook.com/notes/617504824933323

৪ মার্চ, ২০১৩

২৪. নোট

শাহবাগ আন্দোলনে জামায়াতের লাভ

শাহবাগ আন্দোলন উত্তর পরিস্থিতি ও মানবতাবিরোধী চলমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের বিচার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে। জামায়াতের ক্ষতি যা হবার তা হলো সাকুল্যে কিছু ফিজিক্যাল ক্যাজুয়্যলিটি। অন্তত দুইশত মানুষের প্রাণহানীসহ মামলা-হামলায় আহত-ক্ষতিগ্রস্তদের অবর্ণীয় সাফারিংস হিসাব করলে এটি নিঃসন্দেহে একটা মানবিক বিপর্যয়! এমনকি একজন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুও অপূরনীয় বড় ক্ষতি, সন্দেহ নাই।

জামায়াত-শিবির সৃষ্ট মোকাবিলার 'মিথ'

কিন্তু জামায়াতের সাংগঠনিক লাভ-ক্ষতির দিক থেকে দেখলে চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। ইসলামপন্থী হিসাবে পরিচিত এই দলটির সারাদেশে সব সেক্টরে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনশক্তি, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে যে কোনো সময় প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত। খোদা না করুক, প্রতিদিন দুই শত কর্মী নিহত হলেও এরা মাসের পর মাস আন্দোলন ও প্রতিরোধ চালিয়ে নিতে সক্ষম। জামায়াতের, বিশেষ করে একে সর্বাত্মকভাবে সমর্থনদানকারী ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাঠ পর্যায়ের মোকাবিলার সক্ষমতা-শক্তি বাংলাদেশে অলরেডি একটা মিথ তৈরি করেছে, যা অনেকাংশেই বাস্তব।

শাহবাগের 'গণ'(?) আন্দোলন

শাহবাগ আন্দোলনকে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার 'লঘু' দণ্ডাদেশের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে গালগল্প ছড়ানো হচ্ছে তা মোটেও সঠিক নয়। খোদ ইন্ডিয়ান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনেই দাবি করা হয়েছে, শাহবাগ আন্দোলনে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা রয়েছে। ইদানিং টকশোগুলোতে বলা হচ্ছে, শাহবাগ আন্দোলন প্রথমে 'স্বতঃস্ফূর্ত' হিসাবে গড়ে উঠলেও বিএনপি এতে যোগ না দেয়ায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ একে 'ছিনতাই' করেছে!? আদতেই কোনো ব্লগার না হয়েও অখ্যাত ইমরান কীভাবে প্রথম থেকেই এর নেতা হলেন? কারা তাঁকে নেতা বানিয়েছে? শাহবাগীদের মূল ব্লগসমূহে এই আন্দোলন গঠন ও এর নেতৃত্ব গঠন নিয়ে কোনো লেখা আমার নজরে পড়েনি। আমি 'সামহোয়্যার ইন ব্লগে' লিখেছি প্রায় তিন বৎসর।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক শাহবাগ ছিনতাই

যারা প্রথম থেকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, শ্লোগান দিয়েছে, মিডিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে, তাঁরা সবাই ছাত্রইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্রলীগ ঘরানার প্রাক্তন

ও বর্তমান নেতানেত্রী। তাঁদের মূল পরিচয়কে যথাসম্ভব আড়াল করে বিভিন্ন সামাজিক পরিচয়ে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাহবাগ ছিলো আপদমস্তক রাজনৈতিকদের একটা 'অরাজনৈতিক' সমাবেশ; সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় পরিচালিত 'গণ আন্দোলন'।

শাহবাগ আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থেই গণ আন্দোলন

এর মানে এই নয় যে, শাহবাগ আন্দোলন গণআন্দোলন ছিল না। আমার দৃষ্টিতে শাহবাগ আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই ছিল একটা গণজাগরণ। গণআন্দোলন ও বিপ্লব সম্বন্ধে এমনকি শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যে কোনো গণআন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লব কোনো না কোনো সুসংগঠিত শক্তির পরিকল্পিত অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সম্ভব হয় না, হতে পারে না। সেটি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বলুন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন বলুন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বলুন, ৭ নভেম্বরের বিপ্লব বলুন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বলুন। প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু সংগঠিত শক্তি যখন নিজের ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির নিষ্ক্রিয় সমর্থকদের স্বীয় দাবির সমর্থনে সক্রিয় করতে সক্ষম হয় তখন আমরা ভদ্র ভাষায় একে গণজাগরণ বা গণআন্দোলন ইত্যাদি বলি। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কোনঠাসা হয়ে একপর্যায়ে রণেভঙ্গ দেয়। যাকে আমরা বিপ্লব বলি।

শাহবাগ আন্দোলন কীভাবে ব্যাকফায়ার করে

শাহবাগ আন্দোলনের এই গণজাগরণের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা এক প্রকারের সুদীর্ঘ গণবিচ্ছিন্নতার পর হঠাৎ করে বসন্তের সুন্দর পরিবেশে এতো লোকজন দেখে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভুল সমীকরণে পা বাড়ান। তাঁরা জামায়াতকে সিঙ্গেল আউট করার কার্যকর পদক্ষেপের পরিবর্তে তাঁদের আরাধ্য ডি-ইসলামাইজেশানের এজেন্ডাকে বিভিন্ন মাত্রা ও পরিচয়ে প্রকাশ্যে হাজির করে ফেলেন। রাজীবকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসাবে প্রতীকায়ন তাঁদের প্রথম বড় ধরনের ভুল পদক্ষেপ। পরিণতিতে ইসলাম কার্ড নিয়ে অগ্রসর হওয়া ইতোমধ্যে কোনঠাসা জামায়াতের লাভের পাল্লা দ্রুত ভারী হতে থাকে। সৃষ্টি হয় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির পক্ষে পাল্টা গণজাগরণের।

জামায়াতের অতিরাজনৈতিকতার রোগ

এদেশের আলেম সমাজ এক সময় রাজনীতিকে হারাম মনে করতেন। জামায়াতে ইসলামীর এটি এক নম্বরের অবদান যে, তাঁরা পুরো আলেম সমাজকে রাজনীতিতে টেনে আনার কাজে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম ইজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ – এটি এখন বিশেষভাবে জনপ্রিয় শ্লোগান। পাগলকে ভালো করতে গিয়ে পাগল সুস্থ হয়েছে বটে, তবে সেবা-শুশ্রূষাকারী নিজেই বেশ খানিকটা পাগলে পরিণত হয়েছেন! জামায়াতের অবস্থা হয়েছে অনেকটাই সেরূপ।

এ কথার তাৎপর্য হলো, জামায়াত তাত্ত্বিক ইসলামের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে নিজের অজান্তে ও অঘোষিতভাবে অতি রাজনৈতিকতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। মুখে বা নিজেদের সাহিত্যে যতই দাবি করুক যে, জামায়াত একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন, বাস্তবে জামায়াত নিজেকে ইসলামপন্থী একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে দু'বছরের সেনা শাসনের সময়ে সকল রাজনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করার পরে জামায়াত কর্তৃক সকল ধরনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড বন্ধ রাখা এর অন্যতম প্রমাণ।

একদেশদর্শীতা হতে মুক্ত হওয়ার কাজে জামায়াতের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি

যা হোক, শাহবাগ আন্দোলনের ধাক্কায় এই চরম একদেশদর্শীতা হতে মুক্ত হওয়ার একটা সুযোগ জামায়াত, অন্তত জামায়াতের জনশক্তি, অর্জন করেছে। তারা সেটি কাজেও লাগাচ্ছে। নারী অধিকার, বিনোদন সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমসহ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে বামধারা এদেশে একটা সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টি করেছে এবং এর ধাক্কায় জাতীয় পতাকা লাগিয়ে সরকারী গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো জামায়াত নেতাদেরকে লাল দালানের বাসিন্দা করতে সক্ষম হয়েছে। অত্যন্ত কুৎসিতভাবে মিডিয়া ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। তৎসত্বেও বামধারার থিংকট্যাঙ্কের বেহিসাবী অতি বিপ্লবী তোড়জোরের কারণে তা দ্রুততরভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শাহবাগ আন্দোলনের ধাক্কায় এসব অবহেলিত কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে জামায়াত কর্মীগণ ব্যক্তিগতভাবে হলেও ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে এটি জামায়াতের মৌলিক লাভ।

জামায়াতের সংগঠনবাদীতার জোয়াল হতে নিষ্কৃক্তি প্রচেষ্টা

আমার জানা মতে, জামায়াতের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতার চাকুরিতে নিয়োজিত সদা-সক্রিয় ও নিবেদিতপ্রাণ এক কর্মী প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ও নৈমিত্তিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দায়িত্বশীলদেরকে বারংবার বলাবলি করার পর কোনো কাজ না হওয়ায় একপর্যায়ে লিখিতভাবে প্রস্তাব ও অনুরোধ পেশ করেন। সেই ত্যাগী কর্মীর প্রস্তাবনা নিয়ে একটা মিটিং করার সময় ও গরজ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ অনুভব করেননি। সেই কর্মীর অনড় মনোভাবের কারণে অবশেষে দুজন দায়িত্বশীল তাঁর সাথে 'কন্টাক্ট' করে বলেন, "এসব কাজ তো সংগঠনের করবার নয়। আপনি বা অমুক অমুক যারা এসব সীমিত আকারে করছেন, তাতে আমাদের সহযোগিতা আছে। আমরা নিয়মিত বৈঠকাদিই ঠিকমতো করতে পারি না, এসব কীভাবে করবো?"

যেসব সংগঠনবাদী জামায়াত নেতাকর্মী পেশাগত দায়িত্বের বাহিরে পত্রিকা পড়া ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারকে সময়ের অপচয় মনে করেছেন তাঁরাই এখন ফেসবুকে একাউন্ট

খুলছেন, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন। ‘আইটি টিসি’ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। শাহবাগ শুরু হওয়ার আগে যার ফেসবুক ফ্রেন্ড সংখ্যা ছিলো শ’তিনেক, মাস দেড়েকের মধ্যে তাঁর ফ্রেন্ড সংখ্যা বারো শত ছাড়িয়ে গেছে।

শাহবাগ আন্দোলন জামায়াত-শিবিরের লিনিয়্যান্ট ও অল্টারনেটিভ পটেনশিয়্যালিটি-গুলোকে ট্রিগারিং করেছে, ইগনাইট করেছে। শাহবাগীরা হোয়াইট হাউজে পিটিশান খোলার পরে জামায়াতের লোকজনও একটা পাল্টা পিটিশান খুলে। দেখা গেল, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জামায়াতীদের পিটিশানে স্বাক্ষর সংখ্যা ৯৭ হাজারে পৌঁছে, যখন শাহবাগীদের এ সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩৭ হাজার!

শাহবাগে কে কী পেল

শাহবাগ আন্দোলনের ফলে আন্দোলনকারীদের নতুন কোনো লোক, শক্তি বা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় নাই। দশকের পর দশক ধরে এ দেশে বিভিন্ন অলটারনেটিভ পেরিফেরিতে আশ্রয় নেয়া বামধারার সঞ্চিত সাংগঠনিক ও মিডিয়ানির্ভর সামাজিক শক্তি একটা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু শাহবাগ আন্দোলনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে জামায়াত যা পেয়েছে তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অভিনব। প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমে তাঁদের সরব উপস্থিতির সাথে সাথে বিএনপিকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে বেশ আগে ভাগে নামাতে সক্ষম হওয়া জামায়াতের অন্যতম প্রাপ্তি।

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের প্রথমাংশের পরে এবারই প্রথম ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরের বাহিরে বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। দেশের যেসব জায়গায় এ পর্যন্ত ‘গণ্ডগোল’ তেমন হয় নাই, আসলে সেসব জায়গায় নতুন করে কোনো ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে সরকারের অনীহা ও ভীতির কারণে পরিচালিত ক্র্যাকডাউনের ফলে সেসব অঞ্চল তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল বা আছে।

ইসলামী শক্তির ইন্টিগ্রেশানের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা

সম্প্রতি সরকারপন্থী আলেম মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকার মতিঝিল চত্বরের কথিত মহাবেশের মহাব্যর্থতার মাধ্যমে জামায়াত দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে শাহবাগী-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ও পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াত যদি ভবিষ্যতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মতো পাবলিক ফিগার তৈরি করতে পারে ও তাঁদেরকে জামায়াতের ‘সিল’ মেরে ‘নিরাপদ’ (নপুংসক!) করার মতো হঠকারিতা না করে দেশের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শক্তিকেন্দ্রসমূহের মধ্যে কাজ করার ও সমন্বয় করার দিকে মনোনিবেশ করে, তাহলে তা দেশ ও জনগণের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে।

জামায়াত রি-ব্র্যান্ডিং

শাহবাগ আন্দোলন জামায়াতকে পুনর্বিন্যস্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সরকার জামায়াত নিষিদ্ধ করলে জামায়াতের লাভই সবচেয়ে বেশি। তাই সরকার সেটি করবে না, এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এক্ষেত্রে জামায়াতের উচিত স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের রি-ব্র্যান্ডিং করা। এক্ষেত্রে কামারুজ্জামান সাহেব জেল হতে যে প্রস্তাব দুই বছর আগে পাঠিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই প্রস্তাবনা অনুসারে, জামায়াত থাকবে। এর পাশাপাশি জামায়াত আধুনিক শিক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন ইমেজের লোকদেরকে দিয়ে একটা মধ্যবর্তী দল তৈরি করবে। যারা জামায়াতের কোনো অপবাদ বহন করবে না। এরা আগামী দিনে এ দেশে তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের আওতায় ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত হবে।

রি-ব্র্যান্ড তথা এডাপট্যাশানে জামায়াতের সমস্যা

পাকিস্তান-পূর্ব সময়ে প্রতিষ্ঠার দেড় দশকের মধ্যেই ঐতিহাসিক মাছিগোট সম্মেলন পরবর্তী সময়ে বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসাবে প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য ন্যাচারাল এডাপট্যাশানের সাংগঠনিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলা বর্তমানের রেজিমেন্টেড জামায়াতের পক্ষে গত দুই বছরে তা করা সম্ভব না হলেও শাহবাগ উত্তর পরিস্থিতিতে তা অনেকটাই সহজতর হয়েছে। কথা হলো, জামায়াত সে পথে এগুবে কিনা। জামায়াত এটি না করলেও শাহবাগ-সুনামি উত্তর জামায়াত পূর্ববৎ হবে না, অন্তত এতটুকু ধরে নেয়া যায়।

জামায়াতের ঐতিহাসিক অবদান

জামায়াতের সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসে জামায়াতের এই অবদানটুকু সবাই স্বীকার করবে যে, বাংলাদেশে অনৈসলামীকরণের মহাজোয়ারকে জামায়াত অনেকখানি রুখে দিতে পেরেছে। বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা গঠনে দুটি পরস্পর বিপরীত অবস্থানে অবস্থানকারী শক্তিকেও জামায়াত হয়তোবা একত্রিত করতে সক্ষম হবে।

বিবাদমান পক্ষদ্বয় ও তাঁদের সাংঘর্ষিক (?) প্রস্তাবনা

ভাবাদর্শগত দিক হতে এদেশে একপক্ষে আছে কম্যুনিস্ট ভাবধারার লোকজন, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশ হতে ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উচ্ছেদ করতে চায়। মূলত অর্থনৈতিক কারণে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধকে মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ইসলামী ব্যক্তিবর্গের নির্মূলীকরণ প্রক্রিয়ার এটি গোপন লক্ষ্য। অন্য পক্ষে আছে ইসলামী শক্তিকেন্দ্রসমূহ, যারা এ দেশকে, এ দেশের মূল পরিচয়কে, সোজা কথায় আমাদের বাংগালিত্বকে ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে অবাস্তব ও কৃত্রিম এক 'ইসলামী' জাতিসত্ত্বা নির্মাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা নিছক সমঝোতার নয়, এটি ইসলামকে বোঝারও একটা সিরিয়াস বিষয়। আমরা মুসলমান, তাতে আমাদের বাংগালি হতে বাঁধা কোথায়?

বাংগালিত্ব কি মুসলমানিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক? জামায়াতের নেতা হিসাবে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ের জনৈক কর্মী পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে যাওয়ায় তাঁর সহকর্মী জামায়াত-দায়িত্বশীল ও লোকজনেরা তাঁর নিন্দা করেছে, আজেবাজে মন্তব্য করেছে। অথচ মেলা হচ্ছে বাংগালির সংস্কৃতি।

চট্টগ্রামের লোক হিসাবে আমি দেখেছি, মেলা শুধু লালদীঘি আর মাইজভাণ্ডারেই হয়, তা নয়। চুনতির সীরাত মাহফিলে মেলা বসে, যাতে বোরকা পড়া মেয়েরাও দলে দলে অংশগ্রহণ করে। হাটহাজারী, পটিয়া, চারিয়া, বাবুনগর, আহমদিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসার বার্ষিক সভার দিনে মেলা বসে। মেলাতে কী কী আইটেম থাকবে, তা ভিন্ন বিষয়।

অথচ ইসলামপন্থীরা বলছে, মুসলমানদের দুই ঈদ ছাড়া কোনো জাতীয় উৎসব নাই! তাহলে আমরা কি ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি পালন করবো না? দুই ঈদের দিনেই সকল ধরনের খারাপ কাজ এ দেশে সবচেয়ে বেশি হয়, এটি কি সঠিক নয়? প্রধান খাদ্য হিসাবে আমরা রুটি খাই না, খেজুর খাই না, নুডুলস খাই না; ভাত খাই। এটি কি আমাদের 'দোষ'? এখানে মুসলমানিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু কি আছে?

শেষ কথা

জামায়াত যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে এতদিন পাত্তা দেয় নাই, সেটি এখন হবে। শাহবাগ-উত্তর পরিস্থিতিতে এসব প্রশ্ন আসবে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা হবে। বাংগালিত্ব ও মুসলমানিত্বের সমন্বয়ে আমাদের জাতিসত্তার সংকটের সুরাহা এবার হবে, আশা করা যায়। দল হিসাবে জামায়াতের যাবতীয় ব্যর্থতার মধ্যে এটি তাদের অন্যতম আদর্শিক সফলতা হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি হয়। আমি আশাবাদী।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Khandoker Zakaria Ahmed: ধন্যবাদ। আপাতত একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য। আমার মনে হয় পরিপূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো আসে নাই। তবে আপনার এ লেখাটিকে প্রাথমিক মূল্যায়ন হিসেবে ধরে নিচ্ছি। কারণ শাহবাগ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো শেষ হয় নাই। সরকার এবং শাহবাগের পিছনের শক্তি আরো অনেক খেলা খেলবে। কতটুকু পারবে সেটি অন্য কথা। জামায়াত-শিবির কর্মীরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। জেল, পুলিশের নির্যাতন, মামলা ও বিরোধী পক্ষের আক্রমণের কারণে শিবিরের অসংখ্য ছাত্রের ছাত্রজীবন হুমকির মুখে পড়েছে এবং শারীরিকভাবে তারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। জামায়াত কর্মীদেরও একই অবস্থা। এই ক্ষতির প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী ও বিশাল, যা এখন অনুভব করা দুরূহ। সারাদেশে, বিশেষ

করে শহরগুলোতে হরতালের সময় যেভাবে গাড়ি বা দোকানপাট ভাংচুর করা হয়েছে, তার ফলও ইতিবাচক হবে না।

“এর মানে এই নয় যে, শাহবাগ আন্দোলন গণআন্দোলন ছিল না। আমার দৃষ্টিতে শাহবাগ আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই ছিল একটা গণজাগরণ।”

আপনার এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, শাহবাগ আন্দোলনকে আপনি গনআন্দোলন বা গণজাগরণ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আমি পুরোপুরি না মানলেও অস্বীকার করতেও পারছি না। যাই হোক, সাধারণ তরুণ প্রজন্মের একটি অংশের মধ্যে এর প্রভাব পড়েছে এবং তারা জামায়াত-শিবিরকে এ কারণে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে। এটি কাটিয়ে উঠতে জামায়াত-শিবিরের অনেক সময় লাগবে। আপনি যে আশাবাদগুলো ব্যক্ত করেছেন, যেমন- জামায়াতের রি-ব্র্যান্ডিং, জনাব কামারুজ্জামানের প্রস্তাবের আলোকে সংগঠনকে সাজানো ইত্যাদি বিষয়েগুলো জামায়াত কতটুকু মেনে নিবে তার উপর আপনার অধিকাংশ আশাবাদের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে।

শেষ কথা হলো, সার্বিক পরিস্থিতি এখনো অস্পষ্ট, অসমাপ্ত। এখানে অনেক অ্যাক্টর জড়িত। সব মিলিয়ে কী হবে, এখনো তা বলার সময় আসে নাই।

Mohammad Mozammel Hoque: When no mass movement is of mass's move but backed by some organised force, then Shahbag is also undoubtedly a mass movement (backed by the leftists and government).

Ashraf Al Deen: A good study indeed. I strongly agree with few points. We shouldn't have any doubt that the present situation is the outcome of the conflict between Islam and Communism.

Communists, though failed globally, in Bangladesh they have separate agenda. Today's chaos is outcome of their home-work. They are still working. Are the Muslims, nay the Islamists, aware and careful about it? Will Jamat see through your paper? I wonder!

Ayon Muktadir: জালিয়াতি করার কারণে যে ওদের পিটিশন বাতিল হয়েছে, এইটা তো বললেন না। জালিয়াতি করেই ওরা ৯৭ হাজার স্বাক্ষর জোগাড় করেছিল। আপনার তথ্যের গোড়ায় গলদ, তাই এনালাইসিসও ভুল হতে বাধ্য।

Mohammad Mozammel Hoque: Doing fraud in WH petition signing may happen, I do not disagree. What is the guarantee that, that sort of malpractice has not been done by the shahbagees?

So far I know, WH petition authority did not say that there was such a problem. Did they?

I have marked that each and every Jamaat one in my surrounding has signed it including those who did not had an active email account earlier. So, the main point of my writing is still standing, I see.

Ayon Muktadir: WH did give a notification on why they shut down the Jamati petition. আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেট করে রেখেছিলাম অনেকদিন, এখন আমি দিনরাত শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষে পোস্ট দেই। জামাতিরা তো তাদের রুজি-রুটি বাঁচানোর জন্য একটিভ হবেই। এতে অবাক হবার কী হলো? আসলে আপনি তো সারাউন্ডেড বাই জামাতি লোকজন, তাই আপনি একটা বায়াসড ভিউ পাচ্ছেন।

Mohammad Mozammel Hoque: Then what is the link of that WH notification? So far I know they have withdrawn it without confirming any sort of fraud voting.

To the second point, after the shahbagh move, internet using has increased dramatically. It has happened in either side. You had an fb ID deactivated, but my main point is that the Islamists, including JI, have ignored the use of high tech which they have adopted significantly. Isn't it a basic gain of them from their interest-point of view?

Nobody has the total picture, we just make gestures. Isn't it?

Ayon Muktadir: ভাই, জামাতিরা ইন্টারনেটে অনেক বেশি একটিভ অনেক আগে থেকেই। আপনার ইনফরমেশনে অনেক গলদ, অথবা আপনি নিজের তত্ত্বে এমনই মশগুল যে সত্যও দেখতে পাচ্ছেন না। জেগে জেগে ঘুমালে অবশ্য এমন হতে পারে।

Shahidul Hoque: ইরানে কিন্তু নববর্ষসহ (নওরোজ) অন্যান্য জাতীয় উৎসবগুলোকে ইসলামী উৎসব হিসেবেই দেখা হয়। কাতার, সৌদিসহ আরব দেশগুলোতে নববর্ষ নাই, কিন্তু জাতীয় দিবস হিসেবে রাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের দিনকে ঘটা করে পালন করা হয়।

বাঙালিত্ব আর মুসলমানিত্বের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য জাতীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিকতাকে সামনে এনে খাড়া করানোর মনোভাব পরিবর্তন দরকার। সমাজে পরিবর্তনের আরো অনেক মৌলিক ইস্যু আছে। বাংলাদেশের কমপক্ষে ৯০ ভাগ নারী এখনো ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সম্পদের ভাগ পান না। সম্পদে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার ইস্যুকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করাটাও একটা মুখ্য চ্যালেঞ্জ হওয়া উচিত।

Mohammad Mozammel Hoque: Jamaat has mentioned every concerned things in their writings and speech including apology for 1971. But they did not meant those except to keep records on!

Jamaat has failed to raise any social movement on any vital issue like women's right. The unIslamic inheritance law was challenged by the qaomi madrasa leaders. Jamaat actually just extended support to them!

Opposing the building of statue in front of airport was also stopped by the qaomi madrasa olamas. The biggest Islamic force, jamaat e Islami was in the backup!!

Shahidul Hoque: Whether Jamaat plays in back-end or front-end, it's not the major issue to the people. The people will see, we have a lot of important social problems in our surroundings that should be addressed by the people who declares themselves as God-loving activists. But they are active in banning Pahela Baishakh, not promoting Islamic inheritance law that can empower at least half of the people in our society.

So, my point is that people don't expect these issues should only be resolved by Jamaat, rather than all Islamic or secular parties who think there is actually something wrong in the ground.

Mohammad Mozammel Hoque: Overall, on social issues, the Islamic forces in BD are critic instead of be proactive.

The first women right that has to be materialised at once is their right to attend the daily prayers in the local mosques.

Thanks for comment.

Abdul Mannan: কথাগুলো হয়ত ঠিক, কিন্তু বলতে বড় ভয় লাগে।

H Al Banna: আগে মুসলিম, আগে বাঙ্গালি, আগে বাংলাদেশী - এইসব এবস্ট্র্যাক্ট বিষয়গুলোকে বেহুদা পায়ে পারা দিয়ে ঝগড়া করার মত দাঁড় করিয়েছিলেন আমাদের আগের প্রজন্ম। এমনকি একজন জনপ্রিয় আলেমে দ্বীনের ওয়াজেও এইসব কথা খুবই এগ্রেসিভলি আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাদের সেই প্যান ইসলামিজমের ধারায় দাঁড়িয়ে যাওয়া মুসলিম জাতীয়তাবাদী এপ্রোচই এইখানে আরেকটা জাতীয়তার সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলো।

হ্যাঁ, অবশ্য এই শতাব্দীতে এসে আমরা একটু ভিন্নভাবে সেক্যুলারিজম অথবা ইসলামিজমকে দেখার চেষ্টা করছি, অথবা বলা যায়, সাংঘর্ষিক অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসে সম্প্রীতির জায়গাটায় এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু যাদের মননে আগের কনসেপ্টটা দৃঢ়ভাবে এখনো স্টাবলিশড হয়ে আছে, তাদের কী করে আপগ্রেড করা সম্ভব?

Mohammad Mozammel Hoque: We must come out of the traditional mind set. I must say that our nation-identity is plural. By religion we are Muslims, by nationality we are Bangladeshi, by ethnicity we are Bengalees. These things are not new, but as Islamists we must own and proclaim all these loudly. This is not apology, not a compromise, but accepting the core reality. We should not attempt to deny this any more, I think.

H Al Banna: আপনারা বললে তো তবুও লোকজন শুনে, কিংবা তারিক রমাদান বললেও ভাবে, 'ও আচ্ছা', কিন্তু আমি বললেই 'বেয়াদব'। আলেমে দ্বীনের চেয়ে বেশি বুঝে দিনে দিনে আলেমে দুনিয়াই বোধহয় হয়ে যাচ্ছি। তাদের কথা শুনে অন্তত এটাই ঠাওরাই নিজের ব্যাপারে।

Mohammad Mozammel Hoque: The neo wave of pro-Islamic movement in BD will find you as the cultural sector commander, inshaAllah! So do not care the organizationalist-traditionalists so much, but care Allah as much as possible. Just keep stirring the society. Creative persons are like blind eye carete fighters.

Lokman Bin Yousuf: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কাজ তো বন্ধ ছিল না।

Mohammad Mozammel Hoque: In my locality, even reporting programs were postponed for long time. The concerned responsibility holders argued that, when Organization has passes the decision then refraining from report writing is now 'wajib' for us!

www.facebook.com/notes/628990593784746

২৫ মার্চ, ২০১৩

২৫. পোস্ট

চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য কর্মকৌশল ও জামায়াতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা শুনানীর এই চূড়ান্ত পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি ও বেসরকারী মাদ্রাসাভিত্তিক বৃহত্তর ইসলামী শক্তির সমন্বিত আন্দোলন, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও এর অংগসংগঠন ছাত্রশিবিরের দিক থেকে, ব্যাপকতর ও সহিংস হয়ে উঠেছে। পুলিশ হত্যার মতো ঘটনা এ দেশে আগে ঘটেনি। যে 'গণহত্যা'র প্রতিক্রিয়ায় এই অসম্ভব ঘটনাও ঘটেছে, তা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে নজিরবিহীন।

জামায়াত এলাই কারা?

মাঠে জামায়াতের সাথে থাকা দুই প্রধান শক্তিকে ময়দান ছাড়া করার মাধ্যমে এই চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগ একটি কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ করতে পারে। বলাবাহুল্য, জামায়াতের এই চরম দুর্দিনে তাদের পাশে থাকা শক্তিবলয় দুটি হচ্ছে বাংলাদেশের সম্ভাব্য পরবর্তী সরকার গঠনকারী প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও কওমী ধারার তথা বেসরকারী মাদ্রাসাভিত্তিক জামায়াতবিরোধী অরাজনৈতিক সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'।

ঢাকা সমাবেশ

হেফাজতে ইসলাম ঘোষিত আগামী ৬ এপ্রিলের ঢাকা ঘেরাও কর্মসূচিতে আইন-শৃংখলা বজায় রাখার শর্তে বাধা না দেয়ার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে তাঁদেরকে মাঠছাড়া করার কৌশল ইতোমধ্যেই সরকারের তরফ হতে গৃহীত হয়েছে। ডিসি, এসপি ও মন্ত্রীরা হাটহাজারী মাদ্রাসায় গিয়ে আন্দোলনকারীদের বুঝানোর চেষ্টা, ইসলামবিরোধী লেখকদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের ঘোষণা ইত্যাদি এই কৌশলেরই অংশ। ধারণা করছি, আগামী ৬ এপ্রিল ঢাকায় এ যাবতকালের বৃহত্তম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

চরমোনাইয়ের শাপলা চত্বর সমাবেশ প্রথম আলোর 'এমন বাংলাদেশ কেউ দেখেনি' টাইপের শাহবাগ সমাবেশকে অলরেডি ওভারশ্যাডোড করেছে। হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশের ফলে 'মুক্তমনা' প্রগতিশীলদের নেতৃত্বে গত দেড় যুগ ধরে গড়ে উঠা প্রযুক্তিনির্ভর তারুণ্য প্রবলভাবে ধাক্কা খাবে। মাদ্রাসাওয়ালাদের প্রতিরোধ না করার পলিসি ছিল তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ঘরে ফেরানোর কার্যকর প্রক্রিয়া। বিভিন্ন শাহবাগী স্কোয়াডের জন্য নিতান্তই স্বপ্নভঙ্গের কারণ হলেও জামায়াত-বিএনপির বাহিরে অরাজনৈতিক

ইসলামী শক্তিকেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ফ্রন্ট না খোলার সরকারী 'সিদ্ধান্ত' আওয়ামী লীগ ও আমজনতার দিক থেকে ফলপ্রসু ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

বিএনপির ব্যাপারে ওয়ার্কপ্ল্যান

আওয়ামী লীগের এটিচ্যুড:

এবার বিএনপিকে নিয়ে সরকার কী করতে পারে, আসুন সেই বিশ্লেষণ করা যাক। বিএনপিকে নিয়ে সরকারের কৌশল ক্রমান্বয়ে আরও সুস্পষ্ট হবে। জামায়াতের মতো বিএনপিকেও সরকার নির্মূল করতে চায় - এমনটি বলা হবে পরিস্থিতিকে অতি সরলভাবে বিশ্লেষণ করা। আমার ধারণায়, সরকার বিএনপিকে চাপে রাখতেও ভয় দেখাতে চায়। এর মধ্যে সরকারের কোনো কোনো প্রভাবশালী মন্ত্রীর অরাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহাও থাকতে পারে। জামায়াতকে আশ্রয় দেয়ার 'অপরাধে' বিএনপির উপর সরকারের দমনপীড়ন খালেদা জিয়াকে কারা অন্তরীণ করা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে সংলাপ:

বিএনপিকে আন্দোলন হতে বিযুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ বা উদ্যোগের কারণে বেনামীতে হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানার দিকে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে যা-ই হোক না কেন, এই দাবির বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা দেখিয়ে বিএনপিকে আলোচনার টেবিলে আনা মাত্রই জামায়াত ময়দানে একা হয়ে পড়বে। বিএনপিকে ময়দান হতে উইথড্র করার এই পলিসি এমনকি আংশিকও যদি কার্যকর হয়, বিএনপির পক্ষে প্রয়োজনে পুনরায় ময়দানে ফেরত যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ, আন্দোলনমুখী বিএনপি সমর্থক জনগণ ততক্ষণে 'লড়াকু' জামায়াতের পাশে ময়দানে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

তত্ত্বাবধায়কের দাবি মানার টোপ বিএনপি গিলবে কি না?

এই কঠিন প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর হতে পারে যে, খালেদা জিয়া এটি মানবেন না। আওয়ামী লীগ যে তত্ত্বাবধায়কের দাবি মানবে না, সেটি তো অনেক আগেই কোর্টের রায় ও সংবিধান সংশোধন করার ঘটনা হতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাহলে বিএনপি কেন সরকারের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছে? এর উত্তর একটাই - খালেদা জিয়া ব্যক্তিগতভাবে যত আপসহীন ইমেজের অধিকারী হোন না কেন, আওয়ামী লীগের মতো শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার সাংগঠনিক সক্ষমতা এককভাবে বিএনপির ছিল না কিম্বা নাই। জামায়াত-শিবির যত সিরিয়াসলি অস্তিত্বের লড়াই করুক না কেন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেলে বিএনপি 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন' ও 'কঠোর কর্মসূচি' পালনের পাশাপাশি সংলাপেও অংশগ্রহণ করবে। আমি আপনাদের বাজি ধরে এ কথা বলতে পারি।

ময়দানে এলাই বিহীন জামায়াত কী করতে পারে?

এ ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে জামায়াতের দিক হতে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। হতে পারে, জামায়াত সাংগঠনিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জামায়াতের লোকজন সমমনা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দলসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করে সেগুলোর জামায়াতীকরণ করবে। হতে পারে, জামায়াত একা হলেও টিকে যাবে। অথবা অন্যরা ময়দানে টিকে থাকার জন্য সরকারের পরিবর্তে জামায়াতের সাথে থাকাকেই প্রেফার করবে।

সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় দমনের মুখে জামায়াত যদি নিজের মেজর সেটআপগুলোর অস্তিত্ব-কাঠামো টিকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে এ দেশে ১৯৭১ সালে পরাজিত এই শক্তি চল্লিশ বছর পরে আরও অন্তত চল্লিশ বছরের জন্য নবজন্ম লাভ করবে। যদি এমনটিই ঘটে, তখন জামায়াত তাদের বিতর্কিত এই নেতৃত্ব, দল ও পরিচিতিকে হাইলাইট করবে, নাকি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত অস্ত্র-সরঞ্জাম ত্যাগের মতো সংগঠনের পুরনো ছাঁচকে ইতিহাসের জাদুঘরের রেখে সময়, মাটি ও মানুষের ভয়েসকে বিবেচনায় নিয়ে, অগ্রাধিকার দিয়ে নতুনভাবে কাজ করবে – তা দেখার বিষয়। ইতিহাসের এই রায় জানতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কমপক্ষে ছয় মাস।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

A M Nuruddin Shohag: ধন্যবাদ, চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী পোস্টের জন্য। যদিও কোনো definite angle এ prediction করেননি। তবুও সম্ভাব্য অনেক কিছুই চলে এসেছে। আচ্ছা ধরে নিলাম, জামায়াত সাংগঠনিকভাবে নিষিদ্ধ কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তখনকার পরিস্থিতি কী রকম হতে পারে? মিশরে ইখওয়ানের মতো, নাকি রুয়ান্ডা-বুরুন্ডির হুটু-টুটসি জাতিগত দাঙ্গার মতো? জামায়াত নিষিদ্ধ কিংবা নিশ্চিহ্ন হলে জামায়াতী এবং জামায়াতঘেষা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিণতি একই হবে সন্দেহ নেই। সেই ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভবিষ্যৎ সমূহ বিকল্প করণীয় কী হতে পারে?

Mohammad Mozammel Hoque: না ভাই, জামায়াত ভাঙবে না। বড়জোর নিষিদ্ধ হতে পারে। যদিও সেটির সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। জামায়াত নিষিদ্ধ বা ভেঙে পড়ার মতো (কাল্পনিক) পরিস্থিতিতে জামায়াতের কিছু প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হবে বটে, কিন্তু জামায়াতের সব লোকজন অক্ষত থেকে যাবে। কারণ, তাঁরা ইতোমধ্যেই সমাজের সর্বস্তরে, শাহরিয়ার কবিরের কথা মোতাবেক, ‘ঢুকে পড়েছে’।

জামায়াতের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসবে এর ভেতর থেকে। আমার ধারণায়, ২০১৪ সালের জামায়াত কখনো আর পূর্ববৎ হবে না। জামায়াতের জন্য সবচেয়ে ভালো বিকল্প

হলো ‘নিষিদ্ধ হওয়া’! অধুনা নিষিদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ ব্লগে’ আমিই সর্বপ্রথম, প্রায় দু-আড়াই বছর আগে, অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম, একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক ইসলামী আন্দোলন হিসাবে, অন্তত বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সক্ষমতার নিরিখে, জামায়াত হ্যাজ বিন একজস্টেড অলরেডি। এর যা কিছু দেয়ার তা দিয়েছে। এখন এটি শুধুমাত্র একটা সিলসিলা হিসাবে টিকে থাকবে। এর যৌবন পেরিয়ে গেছে। ভায়াবল প্রডাকটিভিটির দিক থেকে ইট ইজ অবসলিটেড অলরেডি।

অতএব জামায়াতের লোকজনের উচিত হবে এটি ত্যাগ করা - আমার উপর্যুক্ত কথার যদি এই মানে করা হয় তাহলে প্রচণ্ড ভুল বুঝা হবে। সোনার বাংলাদেশ ব্লগে এসব নিয়ে আমার বিশ্লেষণধর্মী প্রচুর পোস্ট/মন্তব্য ছিল। ভাগ্য ভালো, আমার লেখাগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। অনেকদিন হতে ভাবছি, একটি বই হিসাবে সেগুলো প্রকাশ করবো। প্রায় চারশত পৃষ্ঠার একটা বই হতে পারে। ভালো থাকুন।

Abu Sulaiman: A deep analysis and thinking is essential for the workers of future pro-Islamic movement. So that they can find out their policy for future. This was happened in case of Maududi in 1947. When everybody was busy with solving the then present situation, he (Maududi) was thinking about the real solution of the problem and ultimately he got some instruction from that. We, who want to work for the future in a more realistic, holistic and humanitarian way, we must keep deep eye on the situation. There is a great possibility that we may be wrong to analyse the situation.

There is a very emotional element in the present movement of BJI and ICS that may lead us in a wrong way to think. It’s not the matter whether the BJI or ICS would defeat or be defeated in the struggle. The real high thinking Muslim mind must work in all situations - the worst or best. Showing the present situations, many argue that the BJI & ICS is & was also in the right way. Whatever be the result of the present so-called toughest struggle, it would bear no fruit for the Intellectual group in/outside BJI & ICS. Rather the responsibilities would be increased many times if BJI & ICS be victorious. So, no time to waste for the worker of worldwide Islamic movement. They must work in a very intelligent, realistic and holistic approach and must follow a system called ‘organizing without organization’.

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/632649676752171
২ এপ্রিল, ২০১৩

২৬. নোট

ভাবাদর্শগত বিজয় সত্ত্বেও দলীয়ভাবে জামায়াতের পরাজয়ের শংকা: উত্তরণের উপায়

গত ৬ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের লং মার্চ অত্যন্ত সফলভাবে উদযাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বেসরকারী মাদ্রাসসমূহের সংগঠন 'হেফাজতে ইসলামী'র গ্লোরিয়াস অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। তাদের এই প্রবল অরাজনৈতিক রাজনৈতিকতা এ দেশের প্রকাশ্য ও অসচেতন – এই দুই শ্রেণীর ইসলামবিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক টেনশন সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে আমি বামপন্থী কম্যুনিস্ট ভাবাপন্নদেরকে প্রকাশ্য ইসলামবিরোধী এবং ইসলামের রাজনৈতিক প্রায়োগিকতার বিরোধীদেরকে অসচেতন ইসলামবিরোধী হিসাবে গণ্য করছি।

'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়' বলে যারা মনে করেন তাঁরা ধর্ম বলতে কী বুঝেন, ধর্মের কাজ কী, তা ঠিক করুন। অতঃপর রাজনীতি বলতে কী বুঝেন, রাজনীতির কাজ বা দাবি কোন কোন বিষয়ে – তাও ঠিক করুন। এরপর 'ইসলাম'-এর আদর্শগত অথরিটি তথা কোরআন ও হাদীসের আলোকে, সুন্নাহর মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখুন, রাজনীতির কোনো কমন এজেন্ডা ইসলামে আছে কিনা। দেখবেন, রাজনীতির সব কমন ইস্যু বা এজেন্ডা ইসলামের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত। এ দৃষ্টিতে, যারা ইসলামের রাজনৈতিকতাকে অস্বীকার করেন বা এর প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ে মোটাদাগে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা ইসলামকে ভালোভাবে জানতে বা বুঝতে পারেননি – ছাড়া আর কী বলা যায়?

ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলীর প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে মাত্রা ও ক্রমধারা বিবেচনার বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন প্রসংগ।

দেওবন্দপন্থীদের 'অরাজনৈতিক রাজনৈতিকতার' পথযাত্রা

তাই হেফাজতে ইসলাম নেতৃবৃন্দ যতই নিজেদেরকে অরাজনৈতিক হিসাবে দাবি করুন না কেন, ইসলামের নামে যারাই ময়দানে নামবেন, তাঁরাই অপরিহার্যভাবে নিজেদেরকে রাজনীতিতে জড়াবেন। হতে পারে তাঁরা একপর্যায়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতিতে নামবেন অথবা অপ্রকাশ্যভাবে কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাবেন।

সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলভীর নেতৃত্বাধীন বালাকোট যুদ্ধে পরাজয় ও সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তৎকালীন বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম রক্ষার জন্য দেওবন্দ

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়, হাটহাজারী মাদ্রাসাসহ সব কওমী মাদ্রাসা এই ধারাবাহিকতারই অংশ। পাকিস্তান মুভমেন্টে দেওবন্দ মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামী শক্তির মূল অংশ ভারতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করে প্রকারান্তরে পরাজিত হয়। অতঃপর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নিদ্রাকালীন সময়ে তারা স্বাধীন ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করার এ পর এক পর্যায়ে মাঠে নেমেছেন। যে ১৩ দফা দাবি তাঁরা দিয়েছেন তা ইসলামী রাজনীতির একটি চিত্র বৈ অন্য কিছু নয়। জামায়াত শুরু থেকেই এসবকে রাজনৈতিক বিচেনায় এজেন্ডা হিসাবে দাবি করে আসছে। যেভাবেই হোক না কেন দৃশ্যত জামায়াতবিরোধী ধর্মীয় পক্ষসমূহ অবশেষে অঘোষিতভাবে জামায়াতের (রাজনৈতিক) এজেন্ডাসমূহকে আপহোল্ড করছে। নিঃসন্দেহে এটি জামায়াতের মতাদর্শগত বিরাট বিজয়। কথা হলো জামায়াত এই বিরাট প্রাপ্তিকে আত্মস্থ করতে পারবে কি না।

জামায়াত কি আদৌ বিপ্লব চায়? জামায়াত যদি আদৌ বিপ্লবে বিশ্বাস করতো বা (ইসলামী) বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকতো, তাহলে ২০১৩ সালেই তারা সেটি করতে পারতো। বাহ্যত তা-ই মনে হয়। বিপ্লব আগাম জানান দিয়ে আসে না, ঘোষণা দিয়ে হয় না; সাইক্লোন বা টর্নেডোর মতো হঠাৎ করেই কোনো তুচ্ছ কারণে কোনো এক বা একাধিক ক্ষমতাকেন্দ্র অপ্রত্যাশিতভাবে পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। হতে পারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি যাকে আমরা আমজনতা বলি, চরমভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, জেগে উঠে বিদ্যমান কাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়।

নিছক সামাজিক অরাজকতা ও বিশৃংখল পরিস্থিতিতে অরাজকতা-উত্তর সময়ে পূর্ব সমাজ কাঠামোকে দ্রুত মেরামত বা নির্মাণ করা যায়, যা বিপ্লব-উত্তর পরিস্থিতিতে সম্ভব হয় না। বিপ্লবের জন্য 'লোক তৈরি'র জামায়াতী ফর্মূলা তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হলেও তাঁদের গৃহীত কর্মপন্থার সামগ্রিক মূল্যায়নে এই অন্তহীন 'লোক তৈরি'র প্রক্রিয়া তাবলীগ জামায়াতের কর্মপন্থার মতোই ইউটোপিয়ান তথা অবাস্তব। এই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রনির্ভর লক্ষ্যহীন 'বিপ্লব প্রস্তুতি'র পথচলা (জামায়াতের ভাষায় 'কাজ করে যাওয়া'), মৌলিক সমাজ পরিবর্তন তথা বিপ্লবের সমাজবিজ্ঞানের নিরিখেও অবৈজ্ঞানিক এবং এর সুন্নাহ-উদাহরণের নিরিখেও প্রশ্নবিদ্ধ।

যোগ্য লোক তৈরির তরিকা

তৈরি লোকদেরকে চাহিদা মোতাবেক ময়দান সংশ্লিষ্ট করতে না পারার কারণে ইসলামী ছাত্রশিবিরের যত ক্যাডার বের হয়েছে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয় থেকেছে, নেতৃত্বে এসেছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তৈরি নেতৃবৃন্দকে কাজে লাগানোর উপযোগী কাঠামো ও কর্মসূচি এডপ্ট করার পরিবর্তে জামায়াতের কম্পার্টমেন্টালাইজড লিডারশীপ এদেরকে তারুণ্যজনিত বুঝজ্ঞানের গলদ বা ঘাটতির কোটায় ফেলে আত্মতুষ্টিতে ভুগেছে।

হেফাজতে ইসলামীর প্রবল আত্মপ্রকাশের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট গণজোয়ারকে কাজে লাগানোর সাথে সাথে নিজেদের ‘তৈরি লোকদেরকে’ ময়দানে সক্রিয়ভাবে ধরে রাখার জন্য জামায়াতে ইসলামীকে নিম্নোক্ত বিষয় বা ক্ষেত্রসমূহে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর সোশ্যাল সাইকিতে এক ধরনের বিপ্লবের মাধ্যমে মতাদর্শগত বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশের সামাজিক পুনর্গঠন ও টেকসই জাতিরাষ্ট্র গঠনের পরবর্তী বিপ্লবে জামায়াত কতটুকু সফলতা লাভ করতে পারবে, তা নির্ভর করছে এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মপন্থায় তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে কতটুকু টেকসই পরিবর্তন বা বিপ্লব করতে পারবে, তার উপর।

জামায়াতের এই প্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের জন্য যা করণীয়

নারী অধিকার

সম্প্রসারিত নাস্তিক্যবাদের পাশাপাশি গণমানুষের ইসলামচেতনা ধারণ করে জাতি গঠনে নেতৃত্ব দেয়ার স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জামায়াতে ইসলামীকে যা করতে হবে সে তালিকায় নারী অধিকারের বিষয়টিকে আমি সর্বাগ্রে স্থান দিতে চাই। সনাতনী ইসলাম চর্চায় যে রক্ষণশীল নারীনীতি ফলো করা হয়, তা নিবর্তনমূলকও সুন্নাহবিরোধী।

নারী জাগরণের এই যুগে প্রাচ্য অবদমন ও পাশ্চাত্য ভোগবাদিতার মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী ধারা কায়েমের মাধ্যমে সমাজের সকল নারীকে আদর্শবাদের আওতায় স্বীকৃতি প্রদান ও আপন করে নেয়াটা ভীষণ জরুরি। কিছু সংখ্যক নারীকে আদর্শের ছাঁচে যথাসম্ভব খাঁটি করে গড়ে তোলার বর্তমান নীতির পরিবর্তে সাধারণ নারীদের মধ্যে গণহারে আদর্শগত তথা ঈমানী চেতনাকে ছড়িয়ে দেয়ার কর্মপন্থাকে অধিকতর সঠিক মনে করি।

জামায়াতের নারীনীতিকে উদার করার জন্য সর্বাগ্রে মুখমন্ডলের অর্ধাংশ ঢেকে রাখার যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা তুলে দিতে হবে। পুরুষদের দাঁড়ি রাখা, পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরার মতো যারা চাইবে, উচ্চমান বিবেচনায়, তারা নেকাব পড়তে পারবেন। কিন্তু শপথের কর্মী হওয়ার অন্যতম শর্ত হিসাবে এটিকে প্রয়োগ করা যাবে না।

মসজিদে নামাজ আদায়সহ সকল সামাজিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মসজিদে নারীদের নামাজ আদায়ের মাত্রা ও ধারাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কার মতো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ঈমানদার নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পুরুষ কর্মীদের থেকে আলাদাভাবে পর্দানশীন নারীদের রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে নিয়মিত দৃশ্যমান অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

কর্মজীবী নারীদের মধ্যে কলোনী ও ফ্যাক্টরিভিত্তিক যোগাযোগ ও তাঁদের নানাবিধ সামাজিক সেবা প্রদানকে একটা সাংগঠনিক ট্রেন্ডে পরিণত করতে হবে।

সমাজসেবামূলক কার্যক্রম

সমাজ বিপ্লব ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে সমাজসেবমূলক কার্যক্রমের অপরিহার্যতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার দরকার নাই। কথা হলো, জামায়াত কি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান? নিরপেক্ষ জরিপে অত্যন্ত স্বাভাবিক এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা কম। গণমানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সব মৌলিক মানবাধিকার কি কেবল (ইসলামী) রাষ্ট্র কায়েমের পরবর্তী ব্যাপার? যদি তা না হয়, গণবিপ্লব সংঘটন প্রত্যাশী একটি ইসলামী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীকে ব্যানার টাংগিয়ে ছবি তোলা ও প্রেস রিলিজ দেয়ার অভ্যাস বাদ দিয়ে গণমানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সমাজসেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। জামায়াত কর্মীদের মতো যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদেরকে তাঁরা খুঁজছে। সবকিছুতে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের অনুমোদন ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ে থাকার বিদ্যমান ট্রেন্ডকে ভেংগে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। এ ধরনের অরাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে গড়ে উঠা রাজনৈতিক প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রশ্রু।

প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও সংগঠন কাঠামো

শাহবাগ আন্দোলন এ দেশের প্রচলিত ইসলামী শক্তিসমূহের মধ্যে প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম ব্যবহারের যে জোয়ার সৃষ্টি করেছে তা আরও ব্যাপক রূপ লাভ করবে, আশা করি।

বস্তুত পক্ষে, (ইসলামী) আন্দোলন এমন হতে হবে যাতে করে এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারাকে আন্দোলনের মূলধারা হিসাবে প্রতীয়মান হবে। দ্বীনি তথা ধর্মীয় দিক হতে মনে হবে এটি মূলত একটা দ্বীনি সংগঠন যাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কিছু কর্মকাণ্ড আছে। সামাজিক সহায়তামূলক কর্মকান্ডের দিক হতে দেখলে মনে হতে হবে যে, এটি মূলত একটা সামাজিক সংগঠন যাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কিছু বক্তব্য (আসপেক্ট) আছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এত ব্যাপক হতে হবে যেন বামধারার মতো, এক দৃষ্টিতে, এটিই পুরো আন্দোলনের মূলধারা।

একক সংগঠন কাঠামোর বর্তমান অবস্থায় এসব ক্ষেত্র ও ব্যক্তি বিশেষে বিপরীতমুখী ধারাগুলোর সমন্বয় সম্ভব নয়। এ জন্য জনশক্তিকে আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুসারে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগঠন কাঠামোয় ভাগ করে দিতে হবে। যিনি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সমাবেশে

বক্তৃতা দিবেন, সংগঠনের আমীর বা সভাপতি হওয়ার কারণে রাজনৈতিক ময়দানেও তিনি প্রধান অতিথি বা সভাপতির বক্তৃতা দিবেন - বিদ্যমান এই এককেন্দ্রিক সাংগঠনিকতাকে পরিহার করতে হবে। বহুমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন মেধাবীদেরকে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখতে হবে।

বিনোদন সংস্কৃতি

মনে পড়ে, এত টিভি চ্যানেল যখন ছিল না, তখন মুখঢাকা ইসলামী কর্মীরা ক্যাম্পাসের বাসাগুলোতে নিয়মিত বিটিভিতে সাপ্তাহিক নাটক দেখতো। এলাকার নেকাব পরিহিতা ছোট বোন, ছাত্রী, ভাবী, চাচী সবাই উইদাউট ফেইলুর, এই 'আমল'টি করতেন। অমুক নেতার মেয়ে, তমুক দায়িত্বশীলের স্ত্রী, নির্ভরযোগ্য সূত্রেই শুনেছি, কানে হেডফোন লাগিয়ে সুযোগ পেলেই 'ব্যান্ডের' গান শুনতেন! একসময়ে 'আলগা' নারী/পুরুষ কণ্ঠে গান বাজানোর কারণে রেডিও কেনা, রাখা ও শোনা নিষিদ্ধ ছিল। বিবিসি ইত্যাদি খবর শোনার অজুহাতে টিভি রাখাকে একপর্যায়ে জায়েজ করা হলো। আর এখন তো ...

আমি এসব বাসি কথা বললাম এ জন্য যে, 'লাহওয়াল হাদীসে'র (বাজে কথাবার্তা) অজুহাতে এদেশের ইসলামপন্থীরা বিনোদন সংস্কৃতিকে যথাসম্ভব অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে, যা মানবীয় প্রবণতার পরিপন্থী। বিনোদন সংস্কৃতির পক্ষে যেসব রেফারেন্স হাদীসে আছে সেগুলোর ইপ্লিকেশনকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অকার্যকর করে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন সময় এসেছে বিনোদন সংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারে প্রাকটিক্যাল কথা বলা। মনে রাখতে হবে, ventilation prevents explosion। মানুষকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিতে হবে। রিগোরিজম অর্থাৎ কঠোরতা আরোপের প্রতি ঝোঁক হলো ঐতিহাসিকভাবে একটা ধর্মীয় প্রবণতা, ইসলাম যার বিরোধিতা করে।

যে কোনো পরিবর্তনের মতোই এসব বিষয়ে রাতারাতি কিছু করে ফেলার হঠকারিতার পরিবর্তে জামায়াত বা যে কোনো ইসলামপন্থী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উচিত হবে এসব বিষয়ে নিজেদের মাইন্ড-সেটের আমূল পরিবর্তন সাধন করা। মনমানসিকতায় বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটলে পরিবেশ পরিস্থিতিই বলে দেবে, কখন কী করতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতা

বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে ইসলামপন্থীরা এক অদ্ভূত দোলাচালে ভোগেন। তাঁরা দাবি করেন, ইসলাম যুগের অগ্রগামী ও বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শ। কিন্তু যখনি কোনো বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুলেন বা দূরে বসে - বুঝে হোক না বুঝে হোক - কোনো কিছুকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন, তখনি তারা বুদ্ধির দাবিকে 'ঐশী বাণী' দিয়ে নাকচ করার জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন! যেখানে ওহী আছে, সেখানে নাকি আক্বল তথা বুদ্ধির কোনো করণীয় নাই। কথাটা একপেশে বা

আংশিক সত্য। বিয়ন্ডের কোনো ম্যাটাফিজিক্যাল বিষয়ে বিয়ন্ডে যে মহাসত্তা আছেন তাঁর কথা বা ওহীকে মেনে নেয়াই তো যুক্তিবুদ্ধির দাবি। তাই না? ব্যাপার হলো যুক্তির স্তর বিন্যাসের বিষয়, যুক্তিহীনতার বিষয় নয়।

যেখানে যুক্তি চলবে না সেখানেও যুক্তি দিয়েই বলতে হবে, কেন সেখানে যুক্তি চলবে না।

ইসলামপন্থীরা ব্যতিক্রম বাদে সাধারণত ধর্মের বিষয়ে খুবই অসহিষ্ণু ধরনের হয়ে থাকে। যুক্তিকে যদি যুক্তি দিয়েই মোকাবিলা করা না হয় তাহলে মানুষ কেন সেটি মানবে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, তৎকালীন দার্শনিকদের মতবাদসমূহকে দার্শনিক যুক্তি দিয়েই মোকাবিলা করেছিলেন পরবর্তীতে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম দার্শনিক হিসাবে বিবেচিত আবু হামিদ আল গাজালী।

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে দ্বিমতের বিষয়াদি অভ্যন্তরীণ দলীয় ফোরামের বাহিরে প্রকাশের বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা স্পষ্টতই সুন্নাহ বিরোধী। অপ্রিয় সত্য কথা বলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাওয়াবের কাজ নয় কি?

থিংক ট্যাংক সিস্টেম না থাকা বা কার্যকর না থাকাকে জামায়াতের নেতারা কীভাবে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করবেন, জানি না। বেসিক্যালি আধ্যত্মিক চেতনার বিষয় বা ‘নেক আমল’ হিসাবে, সর্বরোগ-বটিকা হিসাবে, ইসলামকে ম্যাক্রো লেভেলে প্রচার, প্রস্তাব ও (বলপূর্বক) প্রয়োগের পরিবর্তে বাস্তব সমাজে বাস্তবায়নযোগ্য ও যে কোনাটির তুলনায় অধিকতর কল্যাণজনক হিসাবে ইসলামকে প্রপাগেড করতে হবে।

ইসলামের জাগতিক যোগ্যতা বাস্তব কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আমাদের ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শরীয়াহ প্রয়োগের ক্রমধারাকে গ্রহণ করা হয়নি। এই ডিডাকটিভ ইসলামিক স্টাবলিশমেন্ট বা স্ট্রাকচারকে ইনডাকটিভ ও হাইয়ারকিক্যাল কাঠামোতে রূপান্তর করতে হলে নিজেদের ও অন্যান্যদের মধ্যে এসব বিষয়ে ব্যাপকভাবে ওপেন ডিসকোর্স চর্চা ও চালু করতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চায় জামায়াতের বিস্ময়কর অনীহা

জামায়াত কেন জানি সাংগঠনিকতার নামে এক ধরনের গোপনীয়তার নীতিতে বিশ্বাস করে। পারস্পরিক আস্থা ও সওয়াবের নিয়তে আনুগত্যের জোয়ারে আনওয়ানটেড ফ্যাক্টস কনসিল করা জামায়াতের একটা কমন প্রাকটিস। ১৯৭১ সালে কে কোথায় কী করছিলেন, কেন করছিলেন, অন্যরা কী করছিলেন ইত্যকার ইতিহাসকে তারা অজ্ঞাত কারণে সবসময় চেপে যেতে চেয়েছে।

ইসলামের নামে আধ্যাত্মিকতার প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে অনাকাংখিত কিন্তু সত্য, এমন বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব ‘নাই-ই’ কিংবা ‘এমন তো কিছু ছিলই না’ প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

১৯৭৮ সালে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সাথে কী হয়েছিল, ১৯৮২ সালে যুব শিবিরের ঘটনাটা কী ছিল - এসব সঠিকভাবে জানা কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বা গবেষকের জন্য এখন অসম্ভব প্রায়।

ফ্রম নাউ অনওয়ার্ড, এহেন পলিসি বাদ দিয়ে বড় কোনা ঘটনার বিষয়ে - তা সাংগঠনিক হোক বা জাতীয় হোক - সঠিক তথ্য সংবলিত শ্বেতপত্র টাইপের বক্তব্য দিতে হবে। কেননা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

জামায়াতের পক্ষে অরাজনৈতিক আমব্রেলা সংগঠন হিসাবে ভূমিকা পালনের বিষয়টি এ পর্যায়ে এসে আর সম্ভব নয় বিধায় জামায়াতের উচিত হবে জামায়াতের আদর্শ নিয়ে অনেকগুলো আলাদা সহযোগী প্লাটফর্ম গড়ে তোলা। এই জামায়াত অফশুটগুলোর কোনো একটা বা কয়েকটা জামায়াতের পাশাপাশি স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও চালাতে পারে। স্বতন্ত্র এসব দল, সংগঠন ও সংস্থা কমন ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

মনে রাখতে হবে, প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং নামাজ ও হজ্জের মতো নিতান্ত ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক নেতৃত্ব থাকাটা আবশ্যিক। এর বাহিরে ইসলাম কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কর্তৃপক্ষের গাইডেন্সের জন্য কর্মরত দলের ক্ষেত্রে এই এককেন্দ্রিক কর্তৃত্বের ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়।

ইসলাম কায়েমের চেষ্টা বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পথ, পদ্ধতি ও সাংগঠনিক কাঠামোয় করতে পারে। এ ধরনের পলিটিক্যাল প্লুরালিজমকে গ্রহণ বা ধারণ করার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল টোটালিটারিয়ানিজম ও রেজিমেন্টেশান হতে জামায়াতের রিজিড সংগঠন কাঠামোকে ফ্লেক্সিবল হিসাবে রূপান্তর ঘটাতে হবে। অন্ততপক্ষে বিচার-পরবর্তী নতুন জামায়াত নেতৃত্বের এ ধরনের কনস্ট্রাকটিভ মুভকে একোমোডেইট করা, একনলেজ করা ও ফ্যাসিলিটেইট করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

সংগঠন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস

ক্যাডার সিস্টেম

গণমানুষের কথা বলতে হলে, গণবিপ্লব করতে হলে নির্বাচনমুখী গণতন্ত্র নির্ভরতাকে পরিহার করে সত্যিকারভাবেই গণমুখী চরিত্রের হতে হবে। ক্যাডার সিস্টেমের কারণে গণমানুষের যারা নেতা তারা সাধারণত সংগঠনমুখী হন না। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট সমাজিক মানদণ্ডে কম যোগ্যতার কোনো ক্যাডার বা সাংগঠনিক পদাধিকারী, সংগঠনের নেতা

হওয়ার সুবাদে সমাজেরও নেতা হয়ে বসেন যা ক্ষেত্র বিশেষে অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। নিছক সাংগঠনিক (রুকন) ভোটাধিকারের বলে একজন কর্মচারী ভাইয়ের উপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এমারত এসে যেতে পারে। তিনি কীভাবে ‘স্যার’দের নেতৃত্ব দিবেন?

মধ্যবর্তী কর্মপন্থা হিসাবে ক্যাডার সিস্টেমকে একেবারে বাদ না দিয়ে একে যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় তথা ফ্লেক্সিবল হিসাবে রিসেট করা যেতে পারে।

রিপোর্টিং সিস্টেম

বর্তমান কাঠামোর ব্যক্তিগত রিপোর্টিং সিস্টেমকে বাদ দিয়ে ‘তাওয়াছাও বিল হক’ বা হকের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত গাইডেন্সের আলোকে ব্যক্তিগত মান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ চাইলে ছাপানো বইয়ে লিখতে পারবে, কেউ চাইলে ডায়েরিতে লিখবে, কারো যদি মনে থাকে তিনি স্মরণ করে বলবেন - এমনটি হতে হবে। মুমিন মুমিনের আয়না - এই হাদীসের ভিত্তিতে ভালো কাজে একজন অপরজনকে ব্যক্তিগত মানোন্নয়নে সহযোগিতা করবেন।

সিলেবাস

জামায়াত-শিবিরের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি হাতে নিয়ে কারো পক্ষে এটিকে ‘মাওলানা মাওদূদী লিমিটেড কোম্পানি’ বলাটা একেবারে অযৌক্তিক নয়। বিশ্বে জামায়াতই একমাত্র ইসলামী আন্দোলন নয়। যারা জামায়াতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন করছেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও গিয়েছেন, ‘সাফল্যের শর্তাবলী’, ‘নৈতিক ভিত্তি’ কিম্বা ‘হাকীকত সিরিজি’ ছাড়াই তো তারা কাজ করছেন। তাই না?

ইসলামী আন্দোলন বুঝার জন্য ‘তাফহীমুল কোরআন’ ছাড়া গত্যন্তর নাই বলে যারা মনে করছেন, তারা আন্তরিকভাবেই একটা নির্দোষ ভুল করছেন। জামায়াত-শিবিরের লোকজন মাওলানা মওদূদীর ইসলামী সাহিত্য পড়ে ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল মতাদর্শ হিসাবে বুঝেছেন, জেনেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য, বুঝার জন্য মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের বাহিরে আর কোনো উপযোগী বই-কিতাব নাই কিম্বা হতে পারে না - ব্যাপারটা এমন কি?

সাংগঠনিক পাঠ্যসূচিতে দলীয় নেতাদের নোট টাইপের পুস্তিকা, একচেটিয়াভাবে মাওলানা মওদূদীর বই ইত্যাদির পরিবর্তে প্রাচীন ও সমকালীন নামকরা ইসলামী গবেষকবৃন্দের বইপুস্তক টেক্সট ও রেফারেন্স হিসাবে রাখতে হবে, যেখানে মাওলানা মওদূদীরও কয়েকটা বই থাকতে পারে।

সংগঠন কাঠামো ও প্লুরালিজম

জামায়াতের বর্তমান সংগঠন কাঠামো জায়ান্ট ট্রি মডেলের। একটি বটবৃক্ষের মূল, প্রধান কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফুল-পাতার মতো মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য হলো জামায়াতের শেকড়, কেন্দ্রীয় সেটআপ হলো এর প্রধান কাণ্ড, শিবির, ছাত্রী সংস্থা ইত্যাদি হলো এর শাখা, ফুলকুঁড়ি, চাষী কল্যাণ সংস্থা, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশান ইত্যাদি এর প্রশাখা। জায়ান্ট ট্রি বা বটবৃক্ষের আদলে গড়ে তোলা সংগঠন কাঠামো সম্প্রতি মারাত্মকভাবে সংগঠন ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে কতিপয় শীর্ষ জামায়াত নেতাকে আটক করার ফলে পুরো সংগঠন, এর সকল শাখা-প্রশাখা নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এর পরিবর্তে পেশা ও শ্রেণীগতভাবে সংগঠনের কলামগুলো যদি সত্যিকারভাবেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে গুচ্ছাবদ্ধ থাকতো, তাহলে একটি কলামের কোনো লোকাল প্রবলেম বা ইস্যুতে অন্যগুলো একসাথে ভেংগে পড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। আলাদা কিন্তু পাশাপাশি বানানো কোনো দালানের অংশ বিশেষ বোমার আঘাতে ভেংগে পড়া সত্বেও এর অন্য অংশ ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা হলো এর উদাহরণ।

রাজনৈতিক ইসলাম বা ইসলামের রাজনৈতিকতার এই গণজোয়ারকে ধরে রাখতে হলে, কাজে লাগাতে হলে, এ দেশে ইসলামের জন্য কাজের নেতৃত্ব দিতে হলে বিদ্যমান ‘জায়ান্ট ট্রি মডেলের’ পরিবর্তে ‘ওয়াইড গার্ডেন মডেলে’ সংগঠন কাঠামো গড়ে তোলা আশু কর্তব্য। এতে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার কল্যাণে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার উদ্ভব ঘটবে।

গণবিপ্লব সৃষ্টি, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, টিকে থাকা ইত্যকার জাগতিক সফলতার অন্যতম শর্ত হলো আদর্শের পক্ষে ‘আইকন’ তৈরি হওয়া। টাওয়ারিং ফিগার তৈরি হওয়া। ক্যারিজমেটিক লিডার তৈরী হওয়া। সেলফ ব্র্যান্ডিংকে স্বীকার না করলে, সুযোগ না দিলে, এ ধরনের যোগ্য নেতা-কর্মী তৈরি হতে পারে না। এবং ক্যারিজমেটিক লিডারশীপ ছাড়া যৌথ নেতৃত্বে, সাংগঠনিকভাবে বিপ্লব সংঘটনের কোনো নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই, হতেও পারে না।

জামায়াত আত্মার বিকাশের গুরুত্ব আরোপ করে, অথচ আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিকাশকে নিরুৎসাহিত করে। বরং, খারাপ ও ক্ষতিকর মনে করে। যার কারণে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে মাওলানা মওদূদীর পরে আর কোনো আইকন তৈরি হয় নাই। আইকন না থাকায় জামায়াত জাতীয় জীবনে প্রভাবকের বা সহায়ক ভূমিকার বাহিরে আজ পর্যন্ত এককভাবে তেমন মৌলিক কিছু করতে পারে নাই। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে জামায়াত হয়তোবা আগাতে পারতো। মৌলিক চিন্তাবিদ না হলেও তিনি জনগণকে মাতিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখেন। শুরুতেই বাদ দিয়ে দেয়া মাওলানা আবদুর রহীম

সাহেবের কথা নাইবা বললাম। একমাত্র তাঁকে দিয়েই আলেমদের মধ্যে জামায়াত একটা অবস্থান তৈরী করতে পারতো।

জামায়াত আনুগত্যকে যতটা জোর দিয়েছে, আনুগত্যের পরিমণ্ডলকে যতটা বিস্তৃত করেছে, পরামর্শ প্রক্রিয়াকে ততটা গুরুত্ব দেয় নাই, বরং ক্ষুদ্রতর, ক্ষেত্রবিশেষে, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্নদের সমন্বয়ে গঠিত একপেশে দলীয় ফোরামের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব সীমিত করেছে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য দাবি এক অর্থে অর্থহীন বটে। কারণ, আনুগত্য থাকলেই নেতৃত্ব থাকবে, নেতৃত্ব থাকলে আনুগত্যও থাকবে। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয় হলো নেতৃত্ব ও পরামর্শের মধ্যে। কারণ, নেতৃত্ব ও পরামর্শের মধ্যকার সম্পর্ক অনিবার্য নয়, আপতিক। একটি থাকলে অপরটি নাও থাকতে পারে বা কম-বেশি থাকতে পারে। সুতরাং নেতৃত্ব ও পরামর্শের মধ্যকার ভারসাম্যই কায়েম বা অর্জন করার ব্যাপার। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা, এই অর্থে জামায়াতের অন্যতম তাত্ত্বিক ভ্রান্তি।

ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা

মাজারপুঁজারী ছাড়া সকল ইসলামী শক্তির সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। আমরাই সেরা - এমন অহমিকা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। জামায়াতের বাহিরে দেশে ইসলামের কাজ কারা কারা করছে, এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জামায়াতের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও তেমন কিছু বলতে পারে না। অন্যদেরকে সম্মান করতে না পারলে, সেক্রিফাইস করতে না পারলে, নিজেদেরকে সোল এজেন্ট হিসাবে জাহিরে ব্যস্ত থাকলে আত্মপ্রচারমুখী বাঙলীরা কেন আপনাদের সাথে কাজ করবে? যদিও সে কাজটি ইসলামের জন্যও হয়? ঐক্য যদি চান, তাহলে সময়ে সময়ে পেছনে গিয়ে বসার মনমানসিকতাও থাকতে হবে।

জামায়াত কি পারবে?

জামায়াত কি এসব বিষয়কে গ্রহণ করতে পারবে? অন্তত সিরিয়াসলি ডিসকাস করতে? সুদিনে তারা নিয়োগ ও সুবিধা বণ্টনে ব্যস্ত থাকেন। দুর্দিনে মোকাবিলায়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষিত জনশক্তির এক বিরাট অংশ মাঝে মধ্যে অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে সংবাদ পর্যালোচনা ব্যতিরেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, কর্মপন্থা নির্ধারণ, পরামর্শ ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান, জনমত গঠন ও প্রয়োজনে মোকাবিলার মতো ‘অসুবিধাজনক পথে’ অগ্রসর হয় নাই।

ভাবাদর্শগত বিজয় সত্বেও দলীয়ভাবে জামায়াতের পরাজয়ের শংকা এখানেই। কারণ, বাংলাদেশে ‘জামায়াত’ নামের পরিচয়ে, সাধারণের মাঝে একতরফা প্রচারণার পরিণতিতে, ক্ষেত্রবিশেষে, বিতর্কিত এসব পরিচিত নেতাদেরকে দিয়ে একটি গণমুখী দল

পরিচালনা দুরূহ ব্যাপার। বিপ্লবের সম্ভাবনার নিরিখে বিবেচনা করলে এই পুরনো দলটির নাম ও নেতৃত্ব সহকারে যে পরিচিতি রয়েছে, তার পরিবর্তন জরুরী। কীভাবে, কোন প্রক্রিয়াতে এটি করা যাবে তা ভিন্ন পরিসরে আলোচনার বিষয়।

জামায়াত স্বীয় নাম আর কাঠামোকে গুরুত্ব দিবে, নাকি স্বীয় মতাদর্শকে আপহোল্ড করবে - সেটি এখন তাদের সিরিয়াসলি ভেবে দেখার ও সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়। যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুসারে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে না পারলে জামায়াত বড় ধরনের ভুল করবে। যদি জামায়াত রি-স্ট্রাকচারড হয়ে, নিজেকে রি-ব্র্যান্ড করে ময়দানে উঠে আসতে পারে, তাহলে এ পর্যন্ত জামায়াতের যত ভুল হয়েছে, যত ক্ষতি হয়েছে সব পুষিয়ে যাবে। এমনকি বিশাল লাভের বোঝা বইতে গিয়ে তাকে হয়তোবা হিমশিম খেতে হবে! প্রস্তুতি না থাকলে পরাজয়ের ঢেউয়ের আঘাতের চেয়ে বিজয়ের স্রোতের তীব্রতা সামাল দেয়া কঠিনতর হয়ে পড়ে।

আমি আশাবাদী, জামায়াতের নবীন নেতৃত্ব নতুনভাবে সংগঠন ও আন্দোলনকে গড়ে তুলবে। হতে পারে, মানুষ অধিকতর রক্ষণশীল হেফাজতে ইসলামের পরিবর্তে আধুনিক ও মধ্যপন্থী জামায়াতকেই শ্রেয়তর মনে করবে ও নেতৃত্বের জন্য বেছে নেবে। তেমন পরিস্থিতিতেও নতুন ধারার এই ইসলামপন্থী আন্দোলনকে অপরাপর ইসলামী ও ইসলাম বহির্ভূত সবাইকে নিয়ে থাকতে হবে, চলতে হবে, দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত হতে হবে।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Abdul Mannan: When the new leaders would come, I think, you will say the same kind of thing that time also.

Mohammad Mozammel Hoque: Brother, the point of your comment is not clear or may be, it is your personal understanding about me. I did not personalise it when I have written it. Instead, this note focusses on many relevant points. To my sheer surprise, perhaps, you did not find any point to agree....!!

Abdul Mannan: যে সমস্যার কথা আপনি বলছেন তা সবসময়ই থাকবে, ফলে সকল সময় আপনি এ ধরনের লেখার প্রেক্ষাপট দেখতে পাবেন। মানুষ না বদলিয়ে সংগঠন আর কত বদলানো যায়?

Mohammad Mozammel Hoque: সেজন্যই তো মাইন্ডসেট পরিবর্তনের কথা বলেছি, অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের কথা বলেছি। সিস্টেম না বদলিয়ে মানুষ বদল বা নেতৃত্বের পরিবর্তন ইত্যাদি যা-ই বলুন না কেন তা নিছক অর্থহীন।

একদৃষ্টিতে যে সিস্টেমকে জামায়াতের শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদৃষ্টিতে তা জামায়াতের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকও বটে। এই সিস্টেম কম্যুনিস্ট মতাদর্শ হতে নেয়া। এটি সর্বাত্মকবাদী। কোরআন-হাদীস হতে এর পক্ষে দলীল দেয়া সম্ভব হলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসাবে এটিই একমাত্র সুন্নাহ বা মডেল - এমন নয়।

আপনি মানেন বা না মানেন, নেতৃত্ব ও সংগঠনের এককেন্দ্রিকতা ও বহুকেন্দ্রিকতা (প্লুরালিজম) - এই দুটি আপাত বিরোধপূর্ণ নোশনকে যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আমি কী বলতে চেয়েছি তা বুঝা আপনার জন্য সহজ হবে। ধন্যবাদ, অন্তত কিছু তো বললেন ....।

Mohammad Ahsanul Haque Arif: অনেক ব্যস্ততার মাঝেও পুরোটা পড়ে ফেললাম। অনেক ধন্যবাদ লেখাটির জন্যে। জামায়াতে ইসলামীর কিছু সংস্কারবাদী ভাইদের লেখার স্ববিরোধিতা, ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয়তা ও প্রপার গাইডলাইন তৈরির চেষ্টায় কোনো সময় না দিয়েই কেবল ‘সংস্কার চাই’ টাইপ কথায় কিছুটা বিরক্ত ছিলাম। তাদেরকে বলেছিলামও যে, তোমাদের এইসব কথা সংগঠনের নেতৃত্ব কেন, কর্মীরাও গ্রহণ করবে না। আপনার লেখাটি আমার কাছে সেই কথাগুলোর বিপরীতে মনের চাওয়াগুলোর প্রতিফলন মনে হচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ।

পরিবর্তন একটি গতিশীল সংগঠনের জন্যে একটি নিয়মিত বিষয়। তা করতে না পারলেই বরং গ্রহণযোগ্যতা বা যোগ্যতা হারিয়ে যায়। অনেকদিন ধরেই অনেক কথা শুনছিলাম, কিন্তু প্রপার গাইডলাইন দাঁড় করাতে দেখেছি খুব কম মানুষকেই। আবার উপস্থাপনার দুর্বলতায় অনেক সময় ভালো কথাও খারাপে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, যে মানুষটি Gone Case বলে শুরু করবে, তাকে বন্ধু বা গঠনমূলক সমালোচনাকারী হিসেবে চিন্তা করার যে সুপার নেচারাল পাওয়ার দরকার তা সাধারণভাবে থাকে না। তাই এই জাতীয় শব্দ নিজেদের লেখার ব্যবহার করে যারা সংস্কার চায়, তাদের কথা শোনার চেয়ে এড়িয়ে চলে সময় বাঁচানোই ভালো মনে করি। আমার এই ধারণা ভুলও হতে পারে। কিন্তু একজন সাধারন কর্মী হিসেবে আমি এভাবেই চিন্তা করি।

আপনার লেখাগুলো অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয় এই কারণেই যে, আপনার লেখা এমন সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়েই সংস্কারের প্রস্তাব তুলে ধরছে। সুন্দর পদ্ধতিতে প্রস্তাব দিলে এবং সুন্দর প্রস্তাব হলে তা সময় কম বা বেশি কাজে লাগতে পারে। কিছু মানুষের মনপুত নাও হতে পারে, কিন্তু ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। যারা আপনার নোটটি এবং আমার কমেন্টটি পড়বেন, তাদেরকে অনুরোধ করব এই বিষয়টি ভেবে ও অনুসরণ করেই আমাদের আগানো দরকার। ভালো পরামর্শও যদি ছুড়ে দেয়া হয়, তাহলে তা ঢিল হিসেবে চিন্তা করা হয়, পরামর্শ হিসেবে নয়।

আপনি যে পরিবর্তনগুলোর কথা বলেছেন, তার বেশিরভাগের সাথেই একমত। একটি রেফারেন্স নোট হিসেবে চিন্তা ও কাজে রাখার চেষ্টা করছি আপনার এই নোটটিকে। ধন্যবাদ।

Richard Hasan Aeron: এই লেখাটার আগাগোড়া অনেক কিছুর সাথেই একমত হতে পারি নাই। অবশ্য এতে কিছু যায়-আসেও না। শুধু একটা বিষয়ে বলব, আপনার লেখা অনুযায়ী বিপ্লব খুব সোজা একটা জিনিস। কিন্তু আমার এই অল্প জ্ঞানে যা বুঝি তা হলো যে কোনো বিপ্লবই বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইসলামী বিপ্লব তো আরো ব্যাপক বিষয়। কারণ, ইসলামী বিপ্লব মানে মানুষের মনে ইসলামের বিপ্লব। এটা নিছক আবেগের বিষয় নয় যা এক সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য থাকে। আপনার লেখা অনুযায়ী ইসলামী বিপ্লব এতো সোজা হলে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে (সা) ২৩ বছর কষ্ট করতে হতো না, নূহকে (আ) ৯০০ বছর কাজ করতে হত না, ইখওয়ানুল মুসিলিমুন ও ইরানীদেরকে এতো ত্যাগ করতে হতো না। আপনাদের কাছে আমরা আরো দায়িত্বশীল লেখা আশা করি।

Mohammad Mozammel Hoque: বিপ্লবের জন্য আমি কি প্রস্তুতির কথা বলিনি?

Richard Hasan Aeron: জনাব, আপনি বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা বলেননি, এটা তো আমি একবারও বলি নাই। বরং আমি বুঝাতে চেয়েছি, আপনি যে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তা কতটা বাস্তবতা ও ইসলামসম্মত? কোরআন-সুন্নাহ এবং যতগুলো ইসলামী আন্দোলন বিপ্লবের মুখ দেখেছে তার নিরিখেই জামায়াতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে জামায়াতের কিছু ভুল থাকতেই পারে, কিন্তু জামায়াত-শিবির যে পথে এগুচ্ছে তা বাস্তবতা, কোরআন-সুন্নাহমুখী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মিশ্রন বলেই মনে করি।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত যে পথে চলেছে তার একাধিক বিকল্প পথ ও পদ্ধতিও হতে পারে, থাকতে পারে যার কোনো একটা আমি প্রেফার করেছি। আপনার সাথে এগ্রি করেও এটি বলা যায়।

Mustafiz Nadem: শিবিরের সিলেবাস সম্পর্কে একটু বলবো। সিলেবাস অনুযায়ী কর্মী হওয়ার জন্য ১০টি বই পড়তে হয়, যার মধ্যে ২টি মাওলানা মাওদূদী লিমিটেড কোম্পানির (আপনার ভাষায়), সাথী হওয়ার জন্য প্রায় ৪০টি বই পড়তে হয়, যার মধ্যে ৮/৯টি বই মাওলানা মাওদূদী লিমিটেড কোম্পানির। সদস্য হওয়ার জন্য প্রায় ৮০টি বই পড়তে হয়, যার মধ্যে ১৭/১৮টি বই মাওলানা মাওদূদী লিমিটেড কোম্পানির। আপনাদের সময় হয়তো সব বই মাওলানা মাওদূদীর লেখা ছিল, এখন কিন্তু ইমাম গাজ্জালিসহ ড. ইউসুফ আল কারজাভীর বইও পড়ানো হয়। আমি আপনার সাথে আংশিকভাবে একমত পোষণ করছি যে, সিলেবাস আপডেট করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা তো অন্য জায়গায়, আমাদের পাঠ্যাভ্যাস নেই বললেই চলে। আপনার ভিন্ন চিন্তাটাই ভালো লাগে...।

Mohammad Mozammel Hoque: সিলেবাস, রিপোর্ট বইসহ যে কোনো সাংগঠনিক ম্যাটেরিয়্যাল ও অভ্যন্তরীণ প্রোগ্রামাদিকে এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে যে কেউ সেটি পছন্দ করতে বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্টদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, মাওলানা মওদূদীর পরে মাওলানা আবদুর রহীম ছাড়া কোনো আইডিওলগ জামায়াতে সৃষ্টি হয় নাই। যেসব সম্মানিত শীর্ষ দায়িত্বশীলদের গাইড টাইপের বইপত্র সিলেবাসে রেখে পড়ানো হয়, তারা কেউই দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা লেখক-গবেষক নন। তারা জামায়াত নেতা। এর অতিরিক্ত কিছু নন। শুনতে খারাপ লাগলেও এটি সত্য। যাদের কোনো বই জামায়াত-শিবিরের সিলেবাসে টেক্সট হিসাবে নাই, এমন অনেক প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক-চিন্তাবিদ বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে রয়েছেন।

জামায়াতের রিপোর্ট বইয়ে 'টার্গেট' শব্দটির যে যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়, তাতে টার্গেটকৃত ব্যক্তি যদি দেখে যে তাকে 'টার্গেট' হিসাবে লেখা হচ্ছে তাহলে তিনি যদি সেন্সিবল পর্যায়ের হয়ে থাকেন, অবশ্যই বিব্রতবোধ করবেন। 'টার্গেট'কৃত ব্যক্তির মধ্যে চেঞ্জ না হলে তিন হতে ছয় মাসের মধ্যে তাকে বাদ দিয়ে নতুন 'টার্গেট' নেয়ার কথা বলা হয়েছে। আপনিই বলুন, তিন-ছয় মাসে কি একজন মননশীল ব্যক্তিকে কনভিন্স করা সম্ভব?

এভাবে জামায়াত সংগঠন পদ্ধতির মধ্যকার বহু অযৌক্তিক এলিমেন্টের কথা বলা যায়। এরপরও যখন 'কাজ হচ্ছে' তাহলে এসব 'সমালোচনার' লক্ষ্য বা ভিত্তি কী? এমন প্রশ্ন যে কোনো সংগঠনবাদী করতে পারেন। ভাই, তাবলীগ জামায়াতের 'বহুত ফায়দা হবে' টাইপের গৎবাঁধা মেশিনারী দাওয়াতেও তো এরচেয়ে বেশি লোক জড়ো হচ্ছে। আসলে, অবস্থাটা এমন যে, কিছু একটা বললেই হলো। লোক পাওয়া যাবেই। বাংলাদেশে লোক এত বেশি .....

DrBelayet Hossain Arik: 90% agreed with you.

Brother Nadim, syllabus means a list of subjects for a student to attain specific goal. It's not a list of books. There is a large gap here. I'm sure that 90% member has not completed study of Bukhari according to syllabus.

Fatima Khanam: 100% agreed with you. Everybody must think about Islam only in the light of the Quran and Sunnah

Khandoker Zakaria Ahmed: জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে যদি একান্তে প্রশ্ন করা হয়, আপনারা মতাদর্শকে (ইসলাম) আপহোল্ড করবেন নাকি সংগঠনকে (জামায়াতকে)? তাঁরা সহজ উত্তর দিবে না। বরং (হয়ত) অনেক ঘুরিয়ে পেচিয়ে যুক্তি দিয়ে বলবে, একটি আরেকটিা পরিপূরক। অতএব দুটোকেই আপহোল্ড করতে হবে।

আরো সহজভাবে বললে, তাদের কথার উত্তর হয়ত দাঁড়াবে, সংগঠনকে (জামায়াত) আপহোল্ড করলে আপনাতেই ইসলামও আপহোল্ড হবে।

কিন্ত বাস্তবতা তো তা নয়। জামায়াতকে এখানে সংগঠনের বিষয়ে ছাড় দিতে হবে। Mozammel Hoque ভাইয়ের দীর্ঘ লেখা থেকে তা পরিষ্কার হয়েছে। ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম বা বিশ্বাস নয়, এটি একটি জীবনাদর্শ - এখন বাংলাদেশে সর্বমহলে (ইসলামের বিভিন্ন ধারা, এমনকি ইসলামবিরোধী ধারা, বলতে গেলে প্রায় সবার কাছেই) এটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে জামায়াতের অবদান সবচেয়ে বেশি। যেটিকে জামায়াতের ভাবাদর্শগত বিজয় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ বিজয়কে কার্যকরি করার জন্য একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও কাঠামোটির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। হক ভাইয়ের লিখা থেকে পরিষ্কার জামায়াতের বিদ্যমান কাঠামো, এপ্রোচ ও কৌশলে বহু সীমাবদ্ধতা আছে। যে কারণে দলীয় জামায়াতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়ন বা বিজয় সুদূর পরাহত। তিনি সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে করণীয় উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয়, বিষয়গুলো আরো সুসংগঠিতভাবে করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যারা সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে আলোচনা করে ও অতীত-বর্তমান-সম্ভাব্য ভবিষ্যতসহ সবকিছু বিশ্লেষণ করে সুর্দিষ্ট করণীয় ঠিক করতে পারেন। মুজাম্মিল ভাইয়ের এ লেখা কমিশনের কাজকে সহায়তা করতে পারে।

আমি এটিও ধারণা করি, জামায়াতের পক্ষে এ জাতীয় কমিশন গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটিও সত্য কাউকে না কাউকে এটি করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, এ জাতীয় কমিশন গঠনের জন্য দেশে অভিজ্ঞ, যোগ্য ও তাকওয়াসম্পন্ন উপযুক্ত লোকও আছেন। তাঁদের নিয়ে হয়ত এ কাজের জন্য কমিশন বা ভিন্ন কোনো নামে কমিটি গঠন হবে, কিন্তু ততদিনে অনেক খেসারতই দিতে হবে।

Mohammad Mozammel Hoque: Though I have addressed Jamaat-e-Islami, actually it could be considered as a blue-print of a viable pro-Islamic movement in Bangladesh. Thanks.

www.facebook.com/notes/635669079783564

৮ এপ্রিল, ২০১৩

২৭. পোস্ট

End of Hefajat Era?

After 150 years of Balakot tragedy, the people’s Islamic force now named as Hefajot-e-Islami has faced another defeat!

In both incidents, they have committed fatal mistakes.

In the Jihad movement, they relied on frontier tribal leaders. But actually those barbarian tribe-lords were never trust worthy. On the other hand, Sayyid Ahmed Shaheed's Islamic army confronted with the Shiekhs though the key anti-Islamic force was the then British colonial invaders.

Today, in Bangladesh situation, in the recent times, they have identified themselves with the vested political forces like BNP and BJI which is the cause of major of Awami crackdown on them, I think.

Instead, they should have focused on and confined in attacking the athiest-secular socio-cultural forces untill they consistantly emerge as a systematic political force.

In that situation, BNP/Jamaat would have had that sort of benefit from Hefajot-e-Islami as Awami league has got benefit from Sector Commanders Forum.

Hefajot has been slaughtered as the escape goat of the power greed of BNP and party interest of BJI...!

The nation has lost, very perhaps, a top most guardian of Islamic affairs in Bangladesh as was late Khatib of Baitul Mukarrom Moulana Obidul Hoque.

NB. The device at my hand right now, is not supporting Bangla. That’s why, in English. Sorry for the inconvenience, if any....

Comments:

Ain GB: Slightly disagree. Actually Hefajot has no more political ideology and strategy that we witnessed in ‘Balakoat war’. Moreover,

in present social construction, Hefazat can do a little in confronting anti-Islamic forces as they possess a few social control mechanism. Better they coup with the demand of time and recover social control mechanism as a weapon to.......

Akm Nurullah: হাটহাজারী মাদ্রাসার এক হুজুরের সাথে কথা বলে জানলাম, তারা বর্তমান প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে না। মানুষ যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, প্রযুক্তি তার বাহিরে নয়। হেফাজত ইসলামের প্রয়োজন অন্তত বাম মিডিয়ার সাথে মোকাবেলা করার মতো প্রচেষ্টা ও সাহস। এটাকে পরাজয় বলা যাবে না, আল্লাহর পরীক্ষা করার সময় বোধহয় এখনো শেষ হয় নাই। আরো অপেক্ষায় থাকতে হবে আলেম সমাজ এবং আল্লাহ ও নবীপ্রেমী জনগণের। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদের হবেই...।

Mohammad Syedul Azad: They (Hefajot-e-Islam) should know that, what is politics? BJI & BNP wanted to fire against an elected gov. to take weapon on their shoulder. But in vain!

Zainal Abedin Tito: On the morning of 6th May, I have posted a status: "Today is Balakot Day. Hundreds to thousand devoted Muslims were killed on the ground of Balakot on 6th May, 1831."

Only 182 years ago, but similar date.

Enamul Hoque Shamim: Emotion is always defeated. One should obey Islam as our Prophet did. Strategy and well organized movement is needed.

Umme Kawsar: আহমেদ শফীর দল এমন কোনো সন্ত্রাসী কাজ করে নাই যে তাদের এমন নির্মম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তারা প্রতিবাদ করেছে মাত্র, যা করার দরকার ছিল অনেক আগেই। যদি করত তাহলে এমন জালিমেরা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের হত্যা করার সাহস পেত না। আমরা কেউ নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করি না। যারা সমাজকে নাড়া দেয়ার উদ্যোগ নেয়, তাদের উদ্যোগ সহ্য করতেও পারি না। এমন মানসিকতার কারণে আমাদের অবস্থা কোনোদিন ভালো হবে না। আর হেফাজত যে রক্ত ঢেলেছে, সেটাও ইনশাআল্লাহ বৃথা যাবে না, সময়ই প্রমাণ করবে। নিজেরা কাজ করতে পারি না, অথচ অন্য কেউ ভুল করলে সমালোচনায় মুখর। আমরা তো কারো উপকার করতে পারব না।

Mohammad Mozammel Hoque: নীতিগত দিক থেকে ভুল করা হলো আদর্শিক বিভ্রান্তি আর কর্মকৌশলগত ভুল হলো শুধুই ভুল। হেফাজতের ভুল হলো দ্বিতীয় প্রকারের ভুল। যদিও সেসব ভুল বড় ধরনের পরিণতি বয়ে এনেছে। আশা করি এই দুই প্রকারের ভুল নিয়ে স্ট্যাটাসটিকে ভুল বুঝবেন না। ভুলকে ভুল না বলাই হলো সবচেয়ে বড় ভুল।

Umme Kawsar: ভুলগুলো চিহ্নিত করার অনেক সময় পাওয়া যাবে ভাই। এখনি সে সময় নয়। চারিদিকে ত্রাস, সন্ত্রাস, অন্যায় হত্যা যজ্ঞ চলছেই। এই ভুল ধরাকে কুচক্রী মহল কাজে লাগিয়ে আবার হেফাজতের উপর অন্যায়ভাবে চড়াও হবে। আর এ অবস্থায় এমন নিরীহ মানুষের মৃত্যু দেখতে ভালো লাগে না। সন্ত্রাসীরা লক্ষ অন্যায় করে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। এ তো কম যাতনার ব্যাপার না। এই মৃত্যুগুলোর ফলে দেহ ও মস্তিষ্কে ব্যাথা ছাড়া আর কিছু অনুভুত হয় না।

Mohammad Mozammel Hoque: "এটি হচ্ছে সময়, যা মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়।" -আল কোরআন

H Al Banna: ভুল চিহ্নিত করার অনেক সময় পাওয়া যাবে?! হ্যাঁ, পাওয়া তো যাবেই। এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে থাকবে। এরপর কোমায় চলে গেলে সেখানে লাশের পাশে বসে বলা যাবে, এখন শান্ত হলে হে আত্মা! আসো আমরা ভুলের বিষয়ে আলোচনা করি। এখন সময় হয়েছে বিস্তর অবসরে...।

Salamat Ullah: যারা কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজ/রাষ্ট্র ব্যবস্থা চায়, তাদেরকে এক প্লাটফর্মে আসতে হবে। এখন মুসলিমদের ঐক্য প্রয়োজন। আমরা সাধারণ জনগণ দেখতে চাই, নিজেদের মত, পথ ও আদর্শের বিভেদ ভুলে সকল ইসলামী দল একত্রিত হতে পারে কিনা। না হলে ইসলামী দলগুলোর রাজনীতির কোনো মানে নাই, যেহেতু ইসলাম ঐক্যের উপর জোর দেয় বেশি। এক প্লাটফর্মে আসতে না পারলেও ঐক্য বা সমঝোতার প্রচেষ্টা সাধারণ জনগণকে দেখাতে হবে। আমাদের ঐক্যের দুর্বলতায় দেশের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন।

Mizan Rahman: Hefajot were defeated only in one night because they were unprepared for such a terrible tragedy. Besides they were unskilled and emotional more than their capacity.

Mohammad Mozammel Hoque: So, they were over confident?

Mizan Rahman: Actually they weren't practical about how to continue a movement. They should have deeply think before going into something dirty and nasty like politics.

Shamimuddin Khan: The motive of BNP and Jamat is not same rather the ultimate goal of Jamat and Hefajat is unique and uniform - to establish the rules of Quran and Sunnah through Jihad. So far my study goes, Jamat did not consider any conspiracy, selfishness and short-cut path in its politics for winning from its inception rather it follows consistent policy. This is why millions of Muslim educated

youth came forward to help Jamat to establish Islam in the country. So your comment is not appropriate for Jamat. I strongly believe that 6th May bloodshed is one step forward and it will be considered as milestone for establishing Islam in the country and this tragic history will eliminate Awami politics from the country in the long run.

Mohammad Mozammel Hoque: প্রথমত: ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার সময়কালের মতো অত্যন্ত নাজুক সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করা, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা অব্যাহত রাখা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতার প্রেক্ষাপট ও বৃত্তান্ত নিয়ে রাখঢাক নীতি বজায় রাখা, আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলনের ঐক্য করে সমমনা জাতীয়তাবাদীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩০০ আসনে নির্বাচন করা, জরুরি সরকারের সময়ে স্বীয় দলীয় আমীরকে গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত বিএনপির চেয়ারপারসনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কোনো বিবৃতি প্রদান না করা, সাজানো আওয়ামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিকে বাধ্য করা - এ রকম অনেক জাতীয় ঘটনা বা ইস্যুর কথা বলা যাবে, যাতে জামায়াতের ভূমিকাকে জনগণ কনসিসটেন্ট মনে না করার যথেষ্ট কারণ আছে।

দ্বিতীয়ত: জামায়াতের সাংগঠনিক বিস্তৃতির কারণ ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম নয়। এ দেশে ইসলাম নিয়ে যারাই নামবে তাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি হবে। শিক্ষিত তরুণদের ইসলামের প্রতি যে ঝোঁক তা এক অর্থে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপক অনৈসলামীকরণের প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া সংখ্যা বৃদ্ধি কোনো আদর্শবাদী দলের সঠিকত্বের মাপকাঠি বা দলীল হতে পারে না। তাবলীগের সংখ্যাবৃদ্ধির হার, সম্ভবত জামায়াতের চেয়ে কম নয়। অথচ তাবলীগ আর জামায়াত দুই ধরনের ইসলাম প্রচার করে।

তৃতীয়ত: হেফাজতের ব্লাডশেডের যত ফজিলতই পরবর্তীতে পাওয়া যাক না কেন, যে কৌশলগত ভুল বা অবহেলার জন্য এটি হলো, সেই দায় হতে সংশ্লিষ্টরা আদৌ মুক্ত হতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা কোনো ভুল বা অপরাধকে মাফ করে দিয়ে তাকে বরকত দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন বা দিতে পারেন বা দিবেন। তাই বলে সেই ভুল করার বিষয়টি আলটিমেইটলি উহ্য বা লেজিটেমেইট হতে পারে না।

চতুর্থত: এ দেশে আওয়ামী লীগকে থাকতে হবে। বর্তমানের নায়কের ভূমিকায় না হলেও ভিলেন হয়ে হলেও থাকতে হবে। এ দেশ থেকে আওয়ামী লীগ কখনো এলিমিনেইট হবে না। হওয়াটা বা করাটা উচিতও হবে না।

Abu Zafar: Shadowy thoughts, we have to judge HI on the demand of HI, not from the wish of seeing the group as domestic fraction like Sector Commanders. To me it’s a typical Jamati style to call an

emergence 'fail' only for physical loss just\like Balakot, sometimes the pseudo defeat is the victory. Just wait and see

Imam Hasan Reza: Salam, Mozammel bhai, I really appreciate your writing on this issue, while many are maintaining a safe distance on this. Well, to me, Hefazat-e-Islam got all out support from general people but politicians. Yes, BNP, BJI or other so called pan Islamic or anti-Indian power lover politicians showed a hypocrite back side to them.

Obviously, we got another very lesson that you need to know ABC of Cricket if you want to compete one in the cricket field! And, one must have to take moderate role (মধ্যমপন্থা) in action in every aspect, which is the teachings of Islam.

Hefazat-e-Islam will get reward from Allah SWT, however, they must learn from the episode that, claiming a non-political wing very strongly is not a spirit of Islam. If the trend wins, there will be more chaos in the future of Islamic world or movement.

Rather, I think, this is a process to get lesson for all Islamic wing including Hefajat-e-Islam, JIB and many that they have to unite for the sake of Islam, they have to sacrifice their very silly ego for the sake of Islam.

Who will win, is not a very question, but how Islam will win is a big question to think and to act. Waassalam.

Mohammad Mozammel Hoque: well, linkon vai, we have to uphold Islam first and foremost, not Hefajot-e-Islam or Jamat-e-Islam. These are some necessary local organizations, not the sole embodiment of global Islam.

Imam Hasan Reza: Exactly, we must do that. Have to in within the teachings of Islam. Global, regional and site specific aspects must be addressed. People is the central focus of Islam, we must not forget that. So, how we have to work and sacrifice our self for that must come forth. Pray for us.

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/649853748365097
১০ মে, ২০১৩

২৮. নোট

জামায়াতের উচিত ছিল...

১) দলের নাম

যখন নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ জামায়াতের গঠনতন্ত্র নিয়ে টালবাহানা শুরু করে তখন জামায়াতের উচিত ছিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজের অন্তর্ভুক্তিকে প্রত্যাহার করে নেয়া। এবং সাথে সাথে 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পার্টি' টাইপের একটা পার্টি কায়েম করে সেটির নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা।

এতে যেনতেনভাবে একটা 'কম-ইসলামী' গঠনতন্ত্র টাইপ করে সাইন করে দিয়ে শেষ রক্ষার এই ব্যর্থ চেষ্টা হতে বাঁচা যেত।

'কামারুজ্জামান ফর্মুলা' অনুযায়ী এই সম্ভাব্য মধ্যপন্থী দলটি জামায়াত আর বিএনপির মাঝে সমন্বয় করতে পারতো। নির্বাচনে জামায়াত 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পার্টি'কে সমর্থন দিতো। এখনো সেটি করা যেতে পারে।

২) নামের ফজিলত

ছাত্রশিবির না করে যদি 'ছাত্র সংঘ' নাম রাখা হতো তাহলেও ছাত্রদের একাংশ সে সংগঠনটি করতো। ফুলকুঁড়ি নাম না দিয়ে যদি 'শিশু শিবির' টাইপের কোনো সংগঠন কায়েম করা হতো তাহলেও কিছু শিশু-কিশোর সেটিতে থাকতো। ছাত্রশিবির না করে যদি 'জামায়াতের ছাত্র শাখা' রাখা হতো তাহলেও কিছু হেদায়েত নসীব হওয়া আল্লাহর বান্দা সেটিতে শামিল হতো। যেভাবে জামায়াতে ইসলামী নাম রাখা সত্ত্বেও ইসলামপন্থীদের একাংশ এই 'বিতর্কিত' সংগঠনের পতাকাতলে শামিল হয়েছে।

বাতিলের সাথে ইসলামপন্থীদের সংঘাতের ফোকাল পয়েন্ট ইসলাম ও কুফরের মতো গ্লোবাল ইস্যুর পরিবর্তে এদেশে ১৯৭১ সালের মতো একটা নিতান্ত লোকাল ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইসলামপন্থীদের তাবৎ ক্রিয়াকলাপ ঘুরপাক খাচ্ছে! নির্বাচন কমিশন হতে 'ইসলাম ইস্যু'তে নিজেকে উইথড্র করে না নেওয়ায় জামায়াত ইসলামী আন্দোলনকে মূল স্রোতে রাখার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট করেছে।

৩) আন্দোলন-সংগ্রামের তরিকা

চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম তথা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জামায়াত-শিবিরের উচিত ছিল 'যুব কমান্ড' টাইপের একটা প্লাটফরম করা যারা সমাবেশ, মিছিল, ঘেরাও ও হরতালের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতো। জামায়াত ও শিবির সেগুলোতে সমর্থন দিতো। তাতে, আন্দোলন ও আদর্শ– উভয়টাই অনেক বেশি রক্ষা হতো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ:

বাংলাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে ১৯৯১-৯২ সালে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সিনেটের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যকে কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে অপসারণ করা হয়েছিল। দীর্ঘ এগারো মাস বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি অচল ছিল। তখন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মোকাবিলায় শিবিরের এক সদস্যের নেতৃত্বে 'সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য' নামে 'সাধারণ ছাত্রদের' একটা ফোরাম করা হয়, যারা অবরোধ, হরতাল ইত্যপ্রকারের নেতিবাচক কর্মসূচিসমূহ ঘোষণা করতো আর শিবির সেসব কর্মসূচির সমর্থনে মাঠে নামতো।

এ ধরনের কৌশল অবলম্বনের খেয়াল কি কারো হয়নি?

৪) রাজনীতি না বুঝে রাজনীতি করা

জোর করে লোকদেরকে নিজেদের 'বিকল্প সঠিক অবস্থানকে' গ্রহণ করানোর চেষ্টা না করে লোকেরা যেভাবে বুঝে সেভাবে এপ্রোচ করা উচিত নয় কি? রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের অদ্ভূত প্রকৃতি হচ্ছে, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে ডিফাইন করে, যদিও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পরবর্তী ঘটনা কারো জানা থাকে না। এজন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ সর্বদাই ট্যানটেটিভ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বিকল্প, এমনকি বিপরীত সিদ্ধান্ত বা অবস্থানসমূহও সমভাবে সঠিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

বনু কুরাইজাকে ঘেরাও করার সময় যারা ফলন্ত খেজুর গাছ কাটছিলেন, আর যারা এটি সঠিক মনে করছিলেন না, তাঁদের উভয়বিধ সিদ্ধান্তকেই আল্লাহ তায়ালা সঠিক হিসাবে ঘোষণা করে অহী নাযিল করেছিলেন।

এমনকি জামায়াত যদি প্রথম থেকে অব্যাহতভাবে ৭১ ইস্যুকে এড্রেস করতো, তাহলে এতদিনে এটি মাঠে মারা যেতো। জামায়াত তো একাই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি, সকল ইসলামপন্থীই পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিল। এমতাবস্থায় ৭১ নিয়ে খোলামেলা আলোচনাতে জামায়াত নেতাদের এত সংকোচ কেন?

এই নোটের প্রসঙ্গ:

রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট (১ আগস্ট, ২০১৩)। অবৈধ ঘোষণার কারণগুলো হলো:

১. জামায়াত নীতিগতভাবে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে মনে করে না। সেইসঙ্গে আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকেও স্বীকার করে না।

২. গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুসারে কোনো সাম্প্রদায়িক দল নিবন্ধন পেতে পারে না। অথচ কাজে কর্মে ও বিশ্বাসে জামায়াত একটি সাম্প্রদায়িক দল।

৩. নিবন্ধন পাওয়া রাজনৈতিক দল ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের কোনো বৈষম্য করতে পারবে না। কিন্তু জামায়াতের শীর্ষপদে কখনো কোনো নারী বা অমুসলিম যেতে পারবে না।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Mohammad Ahsanul Haque Arif: ভাল পরামর্শ। তবে দেরি হয়ে গেছে হয়তো পরামর্শ দিতে, অথবা যাদের দিয়েছেন তাদের বুঝতে। আল্লাহ ভরসা। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী স্টেপ ভালো হবে। তাছাড়া জামায়াতের সামনে কেবল নিবন্ধন বাতিলের সমস্যা ছিল না। আরো কিছু বিষয় ছিল। সব মিলিয়ে দেখা দরকার।

Mohammad Mozammel Hoque: These sugesstions were given by so many concerned ones earlier. But Jamaat had/has no time to 'think'!

Cu Alaol: জামায়াত সবই এনালাইসিস করে। কিন্তু টাইমলি ডিশিসন নেয় না। দ্যাট'স হোয়াই এক পা এগুলে দুই পা পেছনে যায়।

Muslehuddin Shahed: জামায়াতের নেতৃত্ব কি এগুলো চিন্তা করা বাকি রেখেছে? সবই স্পেকুলেশন, কোনটা যে কাজ করবে বলা যেত না। মেষ শাবককে খাওয়ার জন্য নেকড়ের ছলচাতুরির অভাব হয় না।

Mohi Uddin: ৭১ পরবর্তী সময়ে ছাত্র সংঘ ছাত্রশিবির হতে পারলে জামায়াতের আইডিএল হতে কী সমস্যা ছিল আমরা বুঝি না। জামায়াত নেতাদের বার বার অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ক্ষমতারোহণ বিলম্বিত হচ্ছে। আমার মনে হয় এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এখন।

Abu Zafar: To be frank, এই টাইপের আইডিয়াগুলো ডিজিএফআই ছাড়া আর কেউ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে বলে মনে হয় না। It's high time to avoid 'উচিত ছিল' type phrases in policy thought. Who would form 'Jubo Command'? Who would work on it in this turmoil situation? You not Cute Islamist go under BNPs umbrella rather mixing up BJI?

Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar, In case of national election without Jamaat, the worst situation for Jamaat would be to participate with BNP's logo. In such a sceenario, Jamaat should give individual candidates. It will not hamper the 4 party alliance, I think.

Sayedur R Chowdhury: Jamaat should have ditched its controversial leadership long ago, and revamp the party structure, name, constitution and agenda.

Shahed Kalam: It is high time to find out a way how to march forward to the goal with a very credible and acceptable way as Dawah towards Islam is never and cannot to be stopped for the true believers (*Mu`minun*). I hope a nice solution is to be adopted very soon. May Allah be with us.

Enamul Hoque Shamim: Thanks to all. Suggestions from all nook & corners are welcomed warmly. Hefazat were not for united pak. Nevertheless they are attacked. Why? So, the fact: Islam is *khatornak* (dangerous) to raam-baam secularists.

Shahidullah Kazi: "এমনকি জামায়াত যদি প্রথম থেকে অব্যাহতভাবে ৭১ ইস্যুকে এড্রেস করতো, তাহলে এতদিনে এটি মাঠে মারা যেতো। জামায়াত তো একাই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি, সকল ইসলামপন্থীই পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিল। এমতাবস্থায় ৭১ নিয়ে খোলামেলা আলোচনাতে জামায়াত নেতাদের এত সংকোচ কেন?"

শুধু এই ইস্যুতেই যতো সমস্যা। সাধারণ ছেলেদের উপর কাজ করতে গেলে এই পয়েন্টেই যত প্রবলেম হয়। আমরা যারা সাধারণ কর্মী, তাদের অনেকেরই জাতীয়তাবাদ বা এসব বিষয়কে ডিফেন্স করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না। আবার পড়াশোনার মাধ্যমে কিছু জানা থাকলেও সেগুলো সবসময় ইফেক্টিভ হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু সংগঠনের আনুগত্বের কারণেই অনেক কর্মী এ বিষয়টা এড়িয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

Mohammad Mozammel Hoque: কোরআন শরীফে দাওয়াতি কাজের জন্য 'মাউইজাতিল হাসানা' বলতে যা বোঝানো হয়েছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে তথাকথিত সাংগঠনিক প্রাকটিস, তদনুরূপ নয়। তারা চান মানুষকে জোর করে, 'ইসলামের খাতিরে', নিজেদের ভুলগুলোকে শুদ্ধ হিসাবে গেলাতে!

Shahidullah Kazi: ৭১ ইস্যুতে জামায়াত যদি নিজেদের এখনও সঠিক মনে করে তাহলে এ বিষয়ে এনাফ নলেজ আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয়নি। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দাওয়াতি কাজের জন্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে ভাইয়ারা ক্লিয়ার কোনো কিছু বলেন না বা স্কিপ করে যান। তবুও আমরা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু বাকিদের কীভাবে বুঝাবো? আমি এ জন্যই বলেছি, নতুন কারো উপর কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম আমরা এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি।

Mainul Quadery Sagar: Jamat should keep two wings. One with name of Jamat which will not participate in any politics. Another with any other name like social welfare or justice party. This party can do

all the political activity. Also this party should have member from all groups even from women or nonMuslims.

Shahidullah Kazi: Mainul Quadery Sagar, this kind of idea did not work in Egypt. I think, Jamat should develop a complete Islamic version in all aspect of society.

The slogan of Mursi’s ellection campaing was ‘renaissance is the peoples demand’. But they failed. We have to change the constitution at first. To change the constitution you have the majority in the parliament, like two-third. Only then jamaat can go to power. But they will not be able to lead the country I think, because, then USA and Inida will order an army to interven. And Islamists will be in jail like Egypt.

Mohammad Mozammel Hoque: Shahidullah Kazi & Mainul Quadery Sagar, বিপ্লবের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের এক বা একাধিক কলামকে সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে হবে। ছাত্র অংগন, ব্যবসায়ী, কৃষক, সেনাবাহিনী, ধর্মীয় সেক্টর ইত্যাদি হলো এক একটি পিলার। মিডিয়া, আমলাতন্ত্র, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি - এসব হলো সহযোগী ফ্যাক্টর।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়া যাবে বা নিতে হবে। গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লবের ধারণা বাস্তবতা বর্জিত। সরকার পরিবর্তন মানে বিপ্লব নয়, যদিও বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার ও সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়ে থাকে।

বিপ্লব ও গণতন্ত্রসহ প্রয়োজনীয় নোশনগুলো সম্পর্কে শীর্ষ জামায়াত নেতৃবৃন্দ স্বচ্ছ ধারণা রাখে কিনা জানি না। আমার সন্দেহ, তাঁরা ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতি নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসিতে ভোগেন। এ ধরনের কঠোর মন্তব্যের জন্য আমি দুঃখিত।

Cu Alaol: Name doesn't factor. Islamic Movement depends on one institution is Islam. Allah has given us Quran. Mohammad (S) is our leader. Islamic people are not worried about name. We can be organized with many names but one Constitution of Al Quran.

লাবিব ইত্তিহাদুল: ফেসবুকে বইসা থিউরি দেয়া খুব সহজ ভাই। রাজপথে দাঁড়ানোটা কঠিন। আর আমার মতে, জামাত-শিবির তাদের দলের ব্যাপারে যা যা করেছে, সেটাই সঠিক হয়েছে। আর নতুন দল গঠন, নাম পরিবর্তনের তো প্রশ্নই আসে না। জামায়াত নির্দোষ, পোশাক পাল্টায় দোষীরা।

Khandoker Zakaria Ahmed: মুযাম্মিল ভাই, জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার কারণ হিসেবে এক নম্বর ও তিন নম্বরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, জামায়াত কি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে? আর এ কারণগুলো যদি বিরাজিত থাকে এবং দেশে

প্রচলিত সংবিধান যদি তা মানতে অপরাগ হয়, তাহলে বিচারকদের রায়কে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

Refayet Hossain: Why Jamat exit from IDL (Islamic Democratic League)?

Mainul Quadery Sagar: Islamic party gone in power in Turkey with a different name called Justice Party. However there was problem in Egypt because of the long time army influence. In Egypt army took over, not because of ideology. The army thought their influence is going down as democracy goes on.

I think this is the time, Jamat should start a new party with young leadership. Jamat can still operate but their works should be limited to dawah and research. The other party will do all the political activity. As there is a question of equality arises, this party should include women and non Muslim. Now, Jamat should follow Turkish model.

Md Rifat Chowdhury: this is a controversial issue. Name change is not the only solution I think so. Actually we need more intelectual discussion on this issue. Context of Turkey is not same to Bangladesh.

Rakib Hossain: 'উচিত ছিল' এভাবে না বলাটা ভালো ছিল। আসলে কঠিন সময় এলে আমরা এমনটাই ভাবি। আমার মনে হয় এটা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

Mohammad Mozammel Hoque: কঠিন সময়ের অজুহাত আর কত...?

Mohammad Nasir Uddin: আমার মনে হয়, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। এই মুহূর্তে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন, তা জানতে চাই।

Mohammad Mozammel Hoque: Jamaat should follow right now the proposals of detained leader Muhammad Qmaruzzamn which were sent on 10th Nov 2010 from central jail. You can find it here:

জামায়াতের সংস্কার নিয়ে কামারুজ্জামানের প্রস্তাবনা: পর্ব-৪

http://imbd.blog.com/?p=283

www.facebook.com/notes/693755167308288

১ আগস্ট, ২০১৩

২৯. নোট

অন্যতম শীর্ষ জামায়াত নেতার সাথে আলাপের বিবরণ

জামায়াত স্বনামে একাই লড়বে, বিকল্প কিছু করবে না

গত সপ্তাহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম শীর্ষ একজন জামায়াত নেতার সাথে কথা বলার পর হতে এক ধরনের বিষন্নতায় ভুগছি। মনে হলো, দায়িত্বশীলদের সাথে কর্মীদের মন-মানসিকতায় ব্যাপক ফারাক রয়েছে। সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনায় উনারা এখনও কয়েক যুগ পিছিয়ে আছেন।

আলোচনার সূত্রপাত

ফেইসবুক-টিভিতে অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতার ভয়াবহ বিস্তারের বিরুদ্ধে উনার একটা স্ট্যাটাসে আমার করা মন্তব্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলো। উনি অকপটে বললেন যে, উনার তরফ হতে অন্য একজন উনার ফেইসবুক আইডি পরিচালনা করেন(!)। অন্য কাউকে দিয়ে নিজের একাউন্ট চালানোর নৈতিক সমস্যার কথা বলে আলোচনাকে ভারাক্রান্ত না করে বিদ্যমান রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক বিকল্প গড়ে উঠার সমস্যা নিয়ে কিছু বললাম। এ ব্যাপারে আলোচনা তেমন জমলো না।

সদস্যরা কেন রুকন হয় না

'বেশি কথা বলা' প্রাক্তন দায়িত্বশীলদের সামলানোর যে কায়দা জামায়াত দায়িত্বশীলগণ সাধারণত অনুসরণ করেন, উনি এবার সেদিকে অর্থাৎ রুকন না হওয়ার কারণ উদঘাটনের দিকে অগ্রসর হলেন। আমি অকপটে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে উনার জানা মতো কয়েকজন অতীব যোগ্য প্রাক্তন দায়িত্বশীলের নাম বললাম যারা এখনও রুকন হন নাই। প্রসংগক্রমে অত্যন্ত মেধাবী, ত্যাগী ও যোগ্য ছাত্র দায়িত্বশীলদের বৃহত্তর অংশ পেশাগত জীবনে ইসলামী আন্দোলনে তাঁদের পটেনশিয়ালিটি নিয়ে অগ্রসর হয়ে দায়িত্বপালন না করার বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য উনাকে বললেও তিনি পাশ কাটিয়ে অন্য প্রসংগে চলে গেলেন।

পরবর্তী প্রায় একঘণ্টা যত বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছি তিনি কোনো বিষয়েই সুস্পষ্ট কিছু বলেন নাই, কেবল একটি বিষয় বাদে। সেটি পরে বলছি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ কর্তৃক রাজনৈতিক সংগঠনের লেজুড়বৃত্তি করা

যাহোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণ ছাড়া কেউ কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা হিসাবে প্রকাশ্যে কাজ করে না। বিশেষ করে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। আওয়ামীপন্থীরা বঙ্গবন্ধু পরিষদের ব্যানারে এবং বিএনপির লোকজন জিয়া

পরিষদের প্লাটফর্মে কাজ করেন। এমনকি জামায়াত করেন এমন অন্যান্য পেশাজীবীরাও ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে নিজ নিজ এরিয়াতে কাজ করেন। এ বিষয়ে উনাকে বলার পর উনি মোস্ট ট্রাডিশনাল ওয়েতে আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ ইত্যাদির সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা বলতে থাকলেন। ব্যক্তিগতভাবে সবাই অত্যন্ত মেধাবী ও ভালো গবেষক হওয়া সত্ত্বেও সংগঠন হিসাবে বা সাংগঠনিকভাবে বা সামষ্টিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ইসলাম নিয়ে কোনো গবেষণা অনুষ্ঠান বা গবেষণাকর্ম না থাকার বিষয়ে উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এ নিয়ে উনার মধ্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ বা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি।

বিকেন্দ্রীকৃত সংগঠন কাঠামো

পার্শ্ব/সহযোগী সংগঠনসমূহের বিশেষ করে পেশাজীবীদের সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ হিসেবে আমি সেগুলোতে নেতৃত্ব নাজিল করাকে এক নম্বরের সমস্যা হিসাবে উনাকে বললাম। মনে হলো, বিষয়টা তিনি অনুধাবন করেছেন (যদিও জানি, কাজের কাজ কিছু হবে না)। এ পর্যায়ে এসে উনাকে জামায়াতের এককেন্দ্রিক (জায়ান্ট ট্রি মডেল) সাংগঠনিক কাঠামোর সমস্যা নিয়ে কিছু বললাম। প্রসংগক্রমে বহুত্ববাদী ও বিকেন্দ্রীকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর গঠন, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নিয়েও বলার চেষ্টা করলাম।

এই সূত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে জামায়াতের করুণ দশার জন্য অতি রাজনীতির (over political growth) বিষয়ে আমি যা বললাম তা উনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বলে মনে হলো না। ইসলামী আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইকন হিসাবে গড়ে উঠার জন্য বিদ্যমান আমিত্ব ত্যাগ নীতির (submissive sacrificing tendency) পরিবর্তে আত্ম-উপস্থাপনা নীতির (branding policy) অপরিহার্যতার সম্পর্কে বললাম। এটিও উনি কেবল শুনলেন। যার ফলে 'থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক সিস্টেমের' প্রসংগ তুলে পরিবেশকে আরো ভারী করতে চাইলাম না।

৭১ ইস্যু

জামায়াত কর্তৃক ৭১ ইস্যুতে রাখঢাক পলিসি এডপ্ট করার প্রসংগে উনাকে বললাম, প্রফেসর গোলাম আযম গ্রেফতারের আগের দিন পত্রিকার সাংবাদিকদেরকে ডেকে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তা যদি সবাই মিলে প্রথম থেকে করতো তাহলে হয়তোবা ইস্যুটা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। এসব উনি কেবলি শুনলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাংগঠনিক অচলাবস্থা

নানা কথার ফাঁকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনসমূহ তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারার বিষয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন, এবং এ ক্ষেত্রে মোক্ষম এক্সকিউজ হিসাবে বিদ্যমান নিরাপত্তা সমস্যার কথা বললেন। আমি বললাম,

আপনারা কেন এসব ধরে রেখেছেন? উদাহরণ হিসাবে বললাম, আমার কর্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন দূরবর্তী চট্টগ্রাম মহানগরীর অনেকগুলো সাংগঠনিক ওয়ার্ডের একটি। ক্যাম্পাস হতে শহরে আসা-যাওয়াতে যেখানে প্রায় তিন ঘন্টা ব্যয় হয়, সেখানে আপনাদের প্রতিটা গড়পরতা প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য আমাদের দায়িত্বশীলদের ছোটাছুটি করতে হয়। আমি উনাকে আরো বললাম, ছাত্রীদের সংগঠন শহরের সংগঠনের একটি শাখা মাত্র। অথচ সংশ্লিষ্ট এলাকার অপরাপর সবগুলো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের চাইতে একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় গুরুত্ব অনেক বেশি। এসব বিষয়ে তিনি তেমন সারবত্তা সম্পন্ন কোনো কথা বলেননি।

বিকল্প প্লাটফরম

শেষে উঠে যাওয়ার সময়ে জেল থেকে কামারুজ্জামান ভাইয়ের লেখা চিঠি নিয়ে জামায়াত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই কেন, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বললেন তা রীতিমতো থ খেয়ে যাওয়ার মতো (stunning)। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ,

জামায়াত অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখেছে, কোনো বিকল্প প্লাটফরম জামায়াতের তরফ হতে করা হলে তা আত্মঘাতী হবে। উনার ভাষায়, '...তখন আর কেউ জামায়াত করবে না। আপনিও করবেন না, আমিও না।' আমি বললাম, এভাবেই তাহলে চলবে? উনি বললেন, দেখা যাক, 'খেলাটা' আগে শেষ হোক...।

কর্মীদের কথা শোনার ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের আন্তরিকতা প্রসংগে স্মৃতিচারণ

১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেছনের মাঠে এক বিকাল বেলায় আমিসহ তিনজন কর্মীকে নিয়ে (কোনো সাথী না থাকায়) একজন সদস্য এসে প্রোগ্রাম করছিলেন। কোনো বিষয়ে গৃহীত পরিকল্পনা আর একটু বাড়িয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল আমাদের এক সহযোগী কর্মীকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখন আমি বললাম, নেন না, এসব তো শুধু নেয়ার জন্যই নেয়া। এ কথা শুনে উক্ত সহজ-সরল সদস্য ভাইটি খুব আহত হয়ে এমন মন্তব্য করার কারণ জানতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, দেখেন, সংগঠন নিয়ে আমাদের অনেক কথা আছে। ইত্যাদি। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রোগ্রামটি বাতিল করে উঠে পড়লেন। বললেন, আমি এখনই 'মৌসুমী'তে যাচ্ছি। আগামীকাল আপনারা মক্কী মসজিদে ফজরের নামাজ পড়বেন। মহানগরী সভাপতি কিম্বা সেক্রেটারি যে কোনো একজনকে যেভাবেই হোক না কেন আমি নিয়ে আসবো। আপনাদের সাথে কথা হবে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রায় শাহাদাত চৌধুরীর ফিচার, দৈনিক সংবাদের কলাম ইত্যাদি ঘেঁটে সংগঠনের বিষয়ে আমরা খুব সম্ভবত ২১টি প্রশ্ন তৈরি করলাম। ফজরের পরে দেখা গেল তৎকালীন মহানগরী সভাপতিকে নিয়ে তিনি এসেছেন। মহানগরীর উক্ত সভাপতি বললেন, 'আপনারা তিনজন কর্মী সংখ্যায় নগণ্য হলেও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা

আমার একান্ত কর্তব্য’। তাই তিনি এসেছেন। প্রায় বেলা এগারোটা পর্যন্ত মসজিদের বারান্দায় বসে কথা হলো। শুধুমাত্র মেহমানই আমাদের সাথে কথা বললেন। আমাদের লোকাল দায়িত্বশীল ভাই শুধু বসে বসে শুনলেন।

পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ঢাকা মহানগরীর সভাপতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন আয়োজন তদারকি করতে এসে আমাকে সেখানে দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন! আফসোস, কর্মীদের কথা শোনার মতো সময় বর্তমান দায়িত্বশীলদের নাই। উনারা আজ বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। প্রোগ্রামে প্রোগ্রামে উনাদের দিন কাটে। সংগঠন চলে যান্ত্রিক নিয়মে।

দায়িত্বশীলদের উপর কর্মীদের আস্থার সংকট

আমার আলাপে, উক্ত অন্যতম শীর্ষ জামায়াত দায়িত্বশীলকে বললাম, দেখুন, ছাত্রজীবনে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা ছিল। এর কারণ এই নয় যে, আমরা বয়সে নবীন হওয়ায় কিছুটা অবুঝ এবং অনেকটা আবেগী ছিলাম। বরং তাঁরা ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও অতি রাজনৈতিকতা হতে মুক্ত। কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। দেখেন, আমাদের যে দায়িত্বশীল-সদস্য চট্টগ্রাম মহানগরীর তৎকালীন সভাপতিকে জরুরিভাবে ডেকে নিয়ে আসলেন, চাইলে, তিনি নিজেই আমাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে নিতে পারতেন। তিনি চবিতে সায়েন্স ফ্যাকল্টির একটি সাবজেক্টে পড়তেন। এখন একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু তিনি মনে করেছেন, চট্টগ্রামের সবচেয়ে অভিজাত এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অত্যন্ত সিনসিয়ার এই তিনজন কর্মীর পটেনশিয়ালিটি আছে। উনাদের সামলানো বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

করণীয়

এখন দেখি, যে কোনো দায়িত্বশীলই যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে উদগ্রীব। নিজের অপারগতার কথা বলে সময় নেয়া বা ঊর্ধ্বতন কাউকে রেফার করে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়ার রীতি এখন প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনে দেখি না। রেডিমেড উত্তর দিয়ে ইনস্ট্যান্ট নুডুলসের মতো রেডিমেড সাফল্য হয়তো পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মানুষের মন জয় করতে হলে আন্তরিক হতে হবে। কৌশল হিসাবে নয় রিয়ালাইজেশানের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ভুল স্বীকার করতে হবে। খবরদারির মানসিকতা পরিহার করতে হবে। ব্যক্তি, সংগঠন বা শাখা বিশেষের দুর্বলতার অজুহাতে সেটিকে কব্জা করে না রেখে ছেড়ে দিতে হবে। স্বাধীনভাবে স্বীয় বুঝজ্ঞান মোতাবেক চলতে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট

জামায়াতের সংস্কার সংক্রান্ত ফোর পয়েন্টস: প্রিয় দায়িত্বশীলের সাথে এই সাক্ষাৎকার আমাকে হতাশ করেছে। ব্লগের বিভিন্ন লেখায় গত তিন-চার বছর হতে আমি যে ‘ফোর পয়েন্টসের’ কথা বলেছি তা আবার নতুন করে অনুধাবন করলাম। (১) জামায়াত

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো মৌলিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করবে না। অতএব, 'রিফর্ম ফ্রম উইদিন' অসম্ভব। (২) জামায়াতের বিকল্প কিছু করার মতো নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব ময়দানে অনুপস্থিত। (৩) 'দেখি না কী হয়', 'দেখি, অন্যরা কী করে বা কী হয়' - এই টাইপের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ কোরআন-হাদীস মোতাবেক নাই। অতএব, (৪) ইতোমধ্যে কোমর বেঁধে কনসেপ্ট বিল্ডআপের কাজ করতে হবে। এটি নতুন ধারার উৎপত্তি বা প্রচলিত ধারার সংশোধন বা উভয়টির জন্য 'স্পনিং গ্রাউন্ড' বা ideological hub হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Masuk Pathan: I imagine a turning point would be made now a days by who are the Islamic thinkers especially from the coalition of university teachers and the field browsing potential Islamized youth who will also come from tertiary level academic and research institutions. Then others will move later.

ভাবনার ল্যাম্পপোস্ট: ভাই, অনেক সত্য বলেছেন। সত্যটা একটা আপেক্ষিক বিষয়ই অনেক ক্ষেত্রে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি যা ভাবছি, আরেকজন সেটা নাও ভাবতে পারে।

আর ভাই, সময়টা বড়ই খারাপ। খারাপ সময়ে ভালো কথা, পরামর্শও খারাপ লাগে। তাই আসল কথা, আগে জিততে হবে তারপরে অন্যকিছু। 'অনেক কিছুই হবে তবে হেরে নয়, জিতেই' এটাই জামায়াতের নীতি। অনেকে আমরা সমালোচনা করি, কিন্তু যাদের নিয়ে করি তাদের ত্যাগের ধারেকাছেও আমরা নাই।

তারপরেও ধরুন, একজন ডক্টর বা ব্যারিস্টারের চেয়ে একজন আলেমও ভালো রাজনীতি বুঝতে পারেন। ইসলামের ক্ষেত্রে এই নজির ভুরি ভুরি আছে। বিশ্ব রাজনীতির দিকে খেয়াল রাখাও দরকার। বাংলাদেশের বিষয়ে না হয় মানলাম; কিন্তু মিশর, তিউনিসিয়া, তুরস্কে কী সমস্যা? বা আলজেরিয়া, সিরিয়াতে? আসলে সূত্র একই। আপনি কি আদর্শের সাথে আপস করবেন, নাকি আদর্শ নিয়ে থাকবেন? পদ্ধতি বা হিকমত যতই অবলম্বন করুন না কেন রেজাল্ট আপাতত এক। সরি, আপনার লেখার সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখানোর জন্য।

Mobashwer Ahmed Noman: এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠার পরও (আল্লাহ তৌফিক দিক) যদি জামায়াত অতি রাজনৈতিক দিক থেকে ফিরে না আসে, বুদ্ধিভিত্তিকভাবে সংগঠনকে নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু না করে ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ রাখে; তবে বুঝব, জামায়াতকে দিয়ে সময়ের পিছনে দৌড়ানোই যাবে শুধু। সময়ের আগে তো নয়ই, সময়ের সাথেও চলা অসম্ভব।

Salam Azadi: ভাই, আমিও পড়েছি বিপদে। কিছু কথা বলার কারণে একজন শীর্ষ নেতা তো বলেই দিয়েছেন, "আপনারা ভাবতে থাকেন, আর আমরা কাজ করে যাই।"

Shakil Mamun: বর্তমানের চরম বাস্তবতা এমনটাই। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমাদের পূর্বসুরীরা যে ভুলগুলো করে গেছেন, আমরা তারই ফল ভোগ করছি। তাই আমাদের এমন কোনো ভুল করা চলবে না, যাতে আমাদের উত্তরসুরীরাও আমাদের মতোই সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ে থাকে। কনসেপ্ট বিল্ডআপের কাজটা করতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

আদর্শ নেতার অনুপস্থিতির যে কথা বললেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। সেই সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, আদর্শ নেতা এমনিতেই আসে না। তার জন্য একটি জাতিকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। সাধনা করতে হয়। আমরা তো সবে মাত্র বুঝতে শুরু করেছি, একজন আদর্শ নেতার প্রয়োজন। এতদিন এই বিষয়টা নিয়ে কেউ চিন্তা করেছে কি না, কে জানে। যাই হোক, নেতা নেই বলে কাজ কিন্তু কমেনি। বরং আমাদের মতো নগন্যদের দায়িত্ব আরো বহুগুণ বেড়েছে। আপনার চার পয়েন্টের সঙ্গে অনেক আগেই একমত হয়েছি। আজ আবার তা প্রকাশ করলাম।

Shahidullah Kazi: গত কয়েক বছরে জামায়াত অর্থনৈতিকভাবে যে অবস্থান তৈরি করেছে, বুদ্ধিভিত্তিকভাবে সে অবস্থান তৈরি করতে পারে নাই– এটা যে কেউই স্বীকার করবে। নতুন যে কোনো চিন্তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জামায়াত appreciate করে না। মনে হয় এ কারণেই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতের মধ্য থেকে কোনো আন্তর্জাতিক মানের স্কলার উঠে আসেনি। বাংলাদেশের আদর্শবিহীন রাজনীতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে আজ জামায়াত যতটা না সার্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক। তবুও অনেকেই বলে, যাই হোক অপর রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে আমাদের infrastructure তো ভালো! এই প্রবোধ আর কয় দিন?

Farid A Reza: যারা জানতে চায় না, শুধু জানাতে চায় তাদের সাথে কথা বলা সময়ের অপচয়। এর ফলে শুধু সম্পর্ক নষ্ট হয়, কোনো লাভ হয় না। যেচে পরামর্শ দিতে নেই, পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা থাকলেই পরামর্শ দেয়া উচিত।

Salam Azadi: 100% ustaaz Farid A Reza

Rakib Hossain: আপনার এই সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল, বিগত দুই বছর আগে আইআইইউসির একটি অনুষ্ঠানে আমি এক স্যারকে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিয়ে যাই। উক্ত অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আতিথিয়তার ক্ষণ আসলে কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ সম্মানিত অথিতিদের যথেষ্ট সমাদর করা হয়। ঐ সমাদর তাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তাদের ভোজনের সময় হলে আমাকে কক্ষের বাহিরে যেতে হয় এবং খাওয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত দরজার বাহিরে অবস্থান করতে হয় (ইসলামের সুমহান আলো না

থাকলেও সামাজিকতার খাতিরেও আমি এই কাজ করতাম না)। ঐ সময় বার বারই রাসূলের (সা) আদর্শের কথা আমার মনে পড়ছিল। আমি বার বারই চিন্তা করতে থাকি, এই আমার নেতা! যাদের বিষয়ে আমাদের বরাবরই ধারণা ছিল, তিনি নিজের মুখের খাবার অন্যের মুখে তুলে দিবেন, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াবেন। হায় আফসোস! বাস্তবতা বড়ই ভিন্ন জিনিস। না হলে অনেক বড় বড় নেতা, যারা সারা জীবন শপথ শপথ বলে আমদের কান জ্বালাপালা করে দিলেন, তাদের অনেককেই আজ দেখি জামায়াতে ইসলামী তো দূরের কথা, ইসলামী আন্দোলন যে ফরয সে বিষয়টি ভুলে গেলে হাফ ছেড়ে বাঁচবেন বলে মনে হয়।

Shahed Kalam: Dear Muzzammel bhai, thanks for raising this important issue at this juncture. It is indeed a timely feelings and round-table discussion. I think it is high time for us now to evaluate ourselves and expand our mind and outlook for getting rid of all these serious impediments. Why don't we arrange a research wing of Islamic scholars, consisting of members from home and abroad, working for the sake of Islam? A nice and easy solution may come out to pave the way for the future of Islamic Movement in Bangladesh, InshaAllah.

Sayed Mahmud: মনের কথাটাই লিখেছেন, কর্মী ও সর্মথকদের কথা শোনার সময় কই দায়িত্বশীলেদের? সময় এসেছে জামায়াতে ইসলামীকে ঢেলে সাজানোর।

Mohammad Mozammel Hoque:

‘ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই’ (www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=10895)।

This article is written by Moulana Motiur Rahman Nizami, so far I have been confirmed. It shows that Jamaat will not change itself from its classical position.

Mohammad Fakhrul Islam: জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতি হতে বিলীন হয়ে যাবে। বড় জোড় ধর্মীয় উপদল হিসেবে জামায়াত এই শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকবে।

Mohammad Mozammel Hoque: আমার ধারণায় জামায়াত রাজনীতিসহ অন্যান্য ময়দানে অন্যতম প্রভাবক হিসাবে টিকে থাকবে। তবে দ্বীন কায়েম করা বলতে যা বোঝায়, তা তাদের দ্বারা আদৌ সম্ভব হবে না। অন্য কেউ যে পারবে, তেমনও দেখি না, যদি না আল্লাহ চান। ইক্বামতে দ্বীনের শ্লোগান দিয়ে জামায়াত কার্যত খেদমতে দ্বীনের কাফেলায় পর্যবসিত হয়েছে। খেদমতটা ধর্মীয় না হয়ে রাজনৈতিক, এইটুকু পার্থক্য।

Abm Mohiuddin: আমি আপনাকে চিনি। আপনিও হয়ত আমাকে চিনে থাকবেন। এই সময়ে আপনার দার্শনিক চিন্তাগুলো অন্য প্লাটফরমে কাজে লাগান। আপনার এইসব দেখে জনশক্তির মেজাজ খারাপ করছে। প্লিজ চুপ যান।

Mohammad Mozammel Hoque: Perhaps I know you. Have I tagged someone who did not like it? Is my fb wall an 'organizational platform'? What do you mean by 'চুপ যান'? If you or anyone differ with me, anyone has his right, no problem. Already someone named Abdullah Russel has written an elaborate counter of this note and I have sent it to a few close persons. Anyway, may Allah forgive and bless all of us!

Mazharul Islam: This organization is passing a tough critical situation, so this is not the proper time for argumentation, we all should pray to Allah, the almighty to show us the perfect way to protect Islam and its followers.

Mohammad Mozammel Hoque: (১) ধৈর্য্যধারণ করা, (২) আত্মসমালোচনা করা, (৩) কর্মকৌশল পরিবর্তন করা ও (৪) চলমান মোকাবিলায় অটল থাকা– বিপদ ও মুসিবতের সময় এই কাজগুলো করতে হয়। ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক যে পর্যায়েই হোক না কেন, এই চার ধরনের আমল সর্বদাই করণীয়। অবশ্য, সবাই একযোগে ব্যক্তিগতভাবে ও একই সময়ে উপর্যুক্ত সবগুলো কাজ করে না বা করতে পারে না। তাই না?

Ala Uddin: Thanks for pen throwing in contemporary issues. I have read all your post and comments. I agree with your opinion. You always seek something different which we have observed from varsity life. In this moment our moral duty is to give important advice to our leaders. We don't expect any divide opinion in this crucial time. So I am fully agreed with Mazhar's opinion. Finally I earnestly request you, please advise our brothers what steps should be taken in this crucial time by your practical and dept. knowledge.

Mohammad Mozammel Hoque: এই নাজুক সময়ের কথা বাদ দিন, কখনোই জামায়াত, হোক তা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বা চট্টগ্রাম মহানগরী বা কেন্দ্র, কোনো বিষয়ে সুষ্ঠু পর্যালোচনা বা উন্মুক্ত মন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেনি। সবসময় জরুরতের কথা বলে particularistic approach-এ one-to-one স্ট্র্যাটেজিতে (তাৎক্ষণিক ধরনের) সিদ্ধান্ত নিয়েছে। holistically কোনো বিষয়কে বিবেচনা (review) করেনি। অন্তত চবি জামায়াত সম্পর্কে আমি দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলতে পারি। এসব বিষয়ে এ ধরনের উন্মুক্ত প্লাটফরমে এরচেয়ে বেশি কথা বলা যাচ্ছে না।

জামায়াতের রেজিমেন্টেডনেস যতটা সন্দেহাতীত, এর সাংগঠনিক স্বচ্ছতা ততটাই প্রশ্নবিদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ মহানগরী জামায়াতের বিভিন্ন নৈমিত্তিক হুকুম পালন ও সাদা দল নামক এক 'ব্ল্যাক হোলের' পিছনে সময় দেয়া ছাড়া চলমান জাতীয় সংকট তথা পরিস্থিতি নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নিজস্ব ধরনে কোনো পর্যালোচনা করা, অভিমত গঠন ও উর্দ্ধতনদের কাছে পেশ করেছে কি? আমি আবারো দায়িত্ব নিয়ে বলছি, না, তাঁরা তা করেনি। জামায়াত তো থিংক ট্যাঙ্ক সিস্টেমে বিশ্বাসই করে না। অথচ, কোরআন শরীফে এ ব্যাপারে ইতিবাচক নির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় দুর্যোগের এ দিনে এসব কথা বলতে চাইনি। আপনি প্রসংগ তুলেছেন বিধায় কিছু বললাম।

Atiqur Rahman:

এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে জাগতেই হবে তোমাকে।
জীবনের এই মরু বিয়া বানে
প্রাণ আনতেই হবে আনতেই হবে তোমাকে।
জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৌহিদি হিল্লোল,
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য উঠাতেই হবে উঠাতেই হবে তোমাকে।
এখানে এখনও জাহেলি তমুদ্দুন
শিকড় গড়ার প্রয়াসে যে তৎপর,
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর।
কুফুরির ভিত ভাঙ্গার সময় হলো
মরু সাইমুম আগুনের ঝড় তোলো,
কোরানের ডাকে বাতিলের ঝঙ্কার
শেষ করতেই হবে করতেই হবে তোমাকে।

Mohammad Mozammel Hoque: দুর্যোগ-দুর্ভোগের ‘মাসয়ালা’ কী? আমি যা বুঝেছি তা হলো: (১) ধৈর্যধারণ করা, (২) আত্মসমালোচনা করা, (৩) কর্মকৌশল পরিবর্তন করা ও (৪) চলমান মোকাবিলায় অটল থাকা। জরুরতের কথা বলে সবসময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতে থাকা, আনুগত্যের কথা বলে পরামর্শকে এড়িয়ে যাওয়া, উর্দ্ধতন ডিসিসিভ বডির কথা বলে সর্বাত্মকবাদী কর্তৃত্বকে দৃঢ়তর করা– এসব সঠিক নয় মনে করি। ইসলামী সংগঠন গণসম্পৃক্ত একটি উন্মুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এটি পরিষ্কার থাকা দরকার যে, I am with Islam, not Jamaat-e-Islam or anything else when

it contradicts with Islam. It means, I am with Jamaat-e-Islam or anything else, so far it is consistent with the line of Prophet Muhammad's (pbuh) Sunnah.

সংগঠন বিশেষের মৌলিক প্রপজিশানগুলোর রেফারেন্স বা সমর্থন ইসলামে থাকলেই চলবে না। দেখতে হবে, ইসলামে সামগ্রিকভাবে জিনিসগুলোর অবস্থা কী। অথেনটিসিটির সাথে কম্প্রিহেনসিভনেসকেও সমগুরুত্বে বিবেচনা করতে হবে। সত্যিকারভাবে বলতে কি, কোরআন-হাদীসের প্রেক্ষিত-বিচ্ছিন্ন ভুল অর্থ প্রয়োগের কাজটি সব ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানই কমবেশি করে থাকে। জামায়াতে ইসলামী এ কাজ তুলনামূলকভাবে কম করে। কিন্তু একেবারেই করে না, এমন নয়। সেসব ভিন্ন নোটে আলোচনার বিষয়।

নিজেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হিসাবে দেখতে চাই না। ভালো থাকুন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

Khandoker Zakaria Ahmed: আপনার লেখাটি ভালো করে পড়লাম। পুরানো অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে। আমার মনে হয় পরিবর্তন না হওয়ার পিছনে কারণগুলো হতে পারে:

১) সংগঠনের সাথে অনেকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জড়িয়ে গেছে। এরা পরিবর্তনের পিছনে তাদের পতন দেখতে পায়।

২) নতুন কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সংগঠনের দীর্ঘদিনের লালিত পরিবেশ ও সংস্কৃতি নতুন পথ খোঁজার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব তৈরি করেছে

৩) যারা নতুন কিছু করার চিন্তা করে, তারা পরিবর্তন চায়। কিন্তু তারা এতই দুর্বল যে, 'দুয়ার বন্ধ' এ কথা বলে চিৎকার করা ব্যতীত কাজের কাজ করার সাহস, শক্তি ও বুদ্ধি তাদের নেই (মন্তব্যকারী নিজেও হয়ত তাই)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংস্কার, পরিবর্তন বা নতুন কিছু করার নানা ধরনের ফর্মুলা অনেকেই বলছেন, কিন্তু একটির সাথে আরেকটির মিল নেই, অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী। এমতাবস্থায় সম্মিলিত উদ্যোগের অভাব তীব্র। ফর্মুলাগুলোকে একত্রিত ও যাচাই বাছাই করে ন্যূনতম ঐক্য সৃষ্টির জন্য কোনো ভূমিকা কেউ নিচ্ছে না। ফলে জামায়াতকে আকৃষ্ট করার উপাদান তৈরি না হওয়ায় তারাও তাদের পলিসিতে দৃঢ়।

Mohammad Mozammel Hoque: আপনার সর্বশেষ পয়েন্টটির ব্যাপারে আমার কথা হলো, একটা বহুত্ববাদী বিকেন্দ্রীকৃত সংগঠন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

এর মানে হলো যিনি যেখানে যে সংগঠনের সাথে যে পর্যায়ে জড়িত আছেন, তিনি সেখানে সে অবস্থাতেই থাকবেন। কেবলমাত্র কিছু বেসিক কনসেপচুয়্যাল বিষয়ে তিনি অপরাপরদের সাথে মতৈক্য পোষণ করবেন। এটি এক ধরনের গণসংগঠন ধরনের

ব্যাপার। গণসংগঠনের যে প্রচলিত ধারণা তাতে সংগঠন একটিই যদিও সেটি ক্যাডার সিস্টেম নির্ভর নয়।

এই প্রস্তাবিত সংগঠন ব্যবস্থা গণসংগঠন ব্যবস্থার কাছাকাছি, হুবহু গণসংগঠন নয়। কারণ, প্লুরালিস্টিক ডিসেন্ট্রালাইজড অর্গানাইজেশান সিস্টেমে প্রত্যেকে নিজ নিজ সংগঠনে থেকে এর সদস্য হওয়ার বা এর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখার, এমনকি এতে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ থাকবে। মৌলিক ধারণাগত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় সুবিধা অনুসারে সংগঠন কায়েম করতে পারে।

একটি ফুল নয় বরং চাই বৃহৎ মঞ্জরী। একটি বৃহৎ বৃক্ষ নয়, চাই একটি বিস্তৃত বাগান। কেউ কারো হাত ধরবে না, প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে একই বিশ্বদৃষ্টি ও হেদায়েত, 'আল্লাহর রজ্জু'।

সাংগঠনিক একতার বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের যে সব মৌলিক রেফারেন্স বা 'নসসমূহকে' সেসবের প্রেক্ষিত, spirit এবং administrative aspect-এর দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। আদর্শনির্ভর সামাজিক আন্দোলনের জন্য দলীয় বা প্রশাসনিক এককত্ব প্রযোজ্য নয়।

যাহোক, এই বিশেষ ধরনের গণসংগঠন ব্যবস্থার আউটকাম হিসাবে মোটাদাগে একই আদর্শের অনুসারী অথচ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক, যারা বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়ে পরস্পরের সাথে ঐক্যমত বা দ্বিমতের ভিত্তিতে সহযোগিতা অথবা প্রতিযোগিতা করবে। এক পর্যায়ে এর কোনো অফশুট এককভাবে বা জোটগতভাবে ক্ষমতায় যাবে। পরবর্তীতে কোনো কারণে তাদের পতনকে শুধুমাত্র তাদেরই পতন হিসাবে লোকেরা মনে করবে। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রচলন করতে পারলে ব্যক্তি বা দল বিশেষের জয়-পরাজয়কে কনসেপ্ট বা আইডিওলজি তথা ইসলামের জয় কিম্বা পরাজয় হিসাবে দেখা হবে না।

তাই চলমান পরিস্থিতির উপর নজর রাখার বাইরে যে কোনো সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিকে আপাতত এড়িয়ে কনসেপ্ট বিল্ডআপের কাজ করতে হবে। যারা 'জামায়াতের সংস্কার চান', অতএব, বুঝতেই পারছেন, আমি তাদের সাথে নাই। আমি আত্মশক্তি ও সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। এদেশে ইসলামিক মডার্নিজমের শক্তিশালী ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য আমি জামায়াতে ইসলামীর প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল। আমার অতীত সাংগঠনিক জীবনের ধারাবাহিকতা হিসাবে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতের তাবৎ ভালো কাজে আমি আমৃত্যু সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে যাবো। ব্যাপারটা সিম্পলি এই যে, আমি কখনো 'জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম' এমনটি মনে করি নাই। যার কারণে বাধ্য হয়ে আমার এই স্বতন্ত্র পথ চলা।

আমরা যদি শুধুমাত্র ইসলাম নিয়ে অগ্রসর হই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশের জনগণ সাড়া দিবে। কারণ তারা ইসলামকে ভালোবাসে। অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে এতটুকু পর্যন্ত

আমি একমত। এর পরবর্তী ধাপ (way out) হিসাবে তিনি (রাজনৈতিক) নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা বলেন। আমার মতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন অনেক পরের ধাপ।

এ মুহূর্তে যেটি সবচেয়ে বেশি করণীয় তা হলো –

(১) ইসলাম সম্পর্কে লোকদের ধারণাগত বিভ্রান্তি দূর করার কাজ করা।

(২) ইসলাম নিয়ে যারা কাজ করবেন, বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতাকে অনুধাবন করে ইসলামের ক্লাসিক্যাল বিষয়গুলোকে প্রয়োগযোগ্য হিসাবে নিজেরা বুঝে নেয়া, অগ্রাধিকার বিবেচনাকে (hierarchically) সাজিয়ে নেয়া ও

(৩) সমাজের কাছে পুরো বিষয়টিকে অকপটভাবে তুলে ধরা।

অনেক বড় মন্তব্য করে ফেললাম। ভালো থাকুন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

Abubakar Siddique: জামায়াতের ঘাটতি-ত্রুটি নেই, এমন কথা কি কোনো শীর্ষনেতা বলেছেন? ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ আছেন কি? আমি যা বুঝি তারচেয়ে বেশি বুঝে এমন মানুষের সংখ্যা কি খুব কম ? আমি যা গবেষণা করে পেলাম তা কেন জামায়াত গ্রহণ করে না, কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি এমন চিন্তা করতে পারে? আমাকে ইসলামী আন্দোলন বেগবান ও শক্তিশালী করার জন্যে গবেষণা করতে জামায়াত কি কোনো বাধা সৃষ্টি করেছে? আমি জামায়াতের ব্যর্থতা দেখে জামায়াতের চেয়ে উন্নত কোনো ইসলামী সংগঠন গঠন করতে গিয়ে জামায়াত দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছি, নাকি জামায়াত হুমকি দিয়েছে? আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হলে আমার ঘরের সমস্যা কেন মিডিয়ায় প্রকাশ করব? তাতে কার লাভ? বর্তমান পরিস্থিতির দাবি কী? এই বিতর্ক? যে ভাইটি জেলে, হাসপাতালে, বাড়ী-ঘরে থাকতে পারে না, শহীদ হয়েছে, পারলে তাদের পরিবারে খবর নিন। তাদের পাশে দাঁড়ান। না পারলে চুপ থেকে জালিমের শক্তি যোগান।

Mohammad Mozammel Hoque: ‘জামায়াতের ঘাটতি-ত্রুটি থাকতে পারবে না’, এমনটা কি কেউ বলেছে? আপনার মন্তব্যের ঠিক আগেই Khandoker Zakaria Ahmed-এর মন্তব্যের উত্তরে আমি যা বলেছি তারমধ্যে

“যারা ‘জামায়াতের সংস্কার চান ... আমি তাদের সাথে নাই”

- এই অংশটুকু আপনি হয়তোবা খেয়াল করেননি। বাধা সৃষ্টি করা বা না করার কথা আসছে না, একজন মু’মিন হিসাবে, শুভাকাঙ্খী হিসাবে পরামর্শ দেয়াটা আমার দায়িত্ব। পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা সংশ্লিষ্টদের এখতিয়ার।

‘ফোরামে’ পরামর্শ দেয়ার পর বিষয়টি নিয়ে আর কনসার্ন না হওয়ার যে ‘সাংগঠনিক রীতি’ অনুসরণ করা হয় তার সাথে আমি একমত নই। গোপনীয়তার এই তথাকথিত ‘সাংগঠনিক ঐতিহ্যকে’ আমি পরামর্শ, সংশোধন ও সমালোচনার কোরআন-হাদীসের হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করি।

পরামর্শ, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় exclusiveness এবং openness - এতদুভয়ই জরুরী। তাৎক্ষণিক ও প্রায়োগিকভাবে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য উপযুক্ত ফোরাম থাকতে হবে। সাথে সাথে একটা পর্যায়ে এক্সক্লুসিভ সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলার, প্রশ্ন করার, পরামর্শ দেয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সাধারণ সদস্যগণ তো বটেই, সর্বসাধারণেরও কথা বলার অধিকার থাকা উচিত বলে মনে করি।

বিষয়টা পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির মতো।

পরামর্শ দেয়ার পর সে বিষয়টিকে ‘ভুলে বা চেপে যাওয়ার’ বিদ্যমান ‘সাংগঠনিক রীতি’ ইসলামের মতো প্রাগ্রসর আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে এক ধরনের ‘মতামতের দাসত্বের’ (opinion-slavery) মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

(১) ছাত্রদের উন্মুক্ত-প্রশ্ন করার অধিকার বঞ্চিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা,

(২) ইসলামকে নিছক 'ধর্ম' কিংবা মূলত: ‘রাজনৈতিক ধর্ম’ হিসাবে উপস্থাপনের মাইন্ডসেট ও

(৩) ইসলামী আন্দোলনের প্রচলিত ধারা প্রবর্তনকালীন সর্বাত্মকবাদী (totalitarian) রাজনৈতিক মতাদর্শগুলোর আদলে গড়ে উঠা regimented সাংগঠনিক কাঠামো

– এই তিন ফ্যাক্টর সম্বলিতভাবে ‘মতামতের দাসত্বের’ এই সুন্নাহ বিরোধী প্রবণতাকে টিকিয়ে রেখেছে।

আপনি ‘বর্তমান পরিস্থিতির’ কথা বলে আপনার জানার বাহিরে থাকা আমার অ্যাক্টিভিজমকে undermine করে কিছু খোঁচা দিয়েছেন। ধারণা করছি, আপনি একজন নবীন (young) ফেইসবুক-কর্মী। তাই ‘বিল্লাতি হিয়া আহসান’-এর আলোকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, উপরে জনাব Atiqur Rahman-কে দেয়া প্রতিমন্তব্যে পরিস্থিতি বিষয়ে বলেছিলাম,

“দুর্যোগ-দুর্ভোগের ‘মাসয়ালা’ কি? আমি যা বুঝেছি তা হলো: (১) ধৈর্যধারণ করা, (২) আত্মসমালোচনা করা, (৩) কর্মকৌশল পরিবর্তন করা ও (৪) চলমান মোকাবিলায় অটল থাকা। জরুরতের কথা বলে সবসময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতে থাকা, আনুগত্যের কথা বলে পরামর্শকে এড়িয়ে যাওয়া, ডিসিসিভ বডির কথা বলে সর্বাত্মকবাদী কর্তৃত্বকে দৃঢ়তর করা– এসব সঠিক নয় মনে করি। ইসলামী নেজাম একটি উন্মুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।”

একই কথা আপনার জন্যও থাকলো।

আচ্ছা, আপনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে (মেসেজ/ইমেইল/ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে) না বলে ওপেন কমেন্ট করে ‘সাইজ’ করতে চাচ্ছেন কেন? [উত্তর হতে পারে] কারণ, ওপেন ফেইসবুক নোটের মাধ্যমে বিষয়টাকে ইতোমধ্যে পাবলিক করে ফেলা হয়েছে। তাই?

তাহলে দেখুন, যে সকল ‘সাংগঠনিক (গোপন) বিষয়’ দেশ-জাতি-জনগণ ও সামষ্টিক স্বার্থের সাথে জড়িত, সে সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত পরামর্শকে অযৌক্তিকভাবে উপেক্ষা করা হলে, সে সব বিষয় সামাজিক গণমাধ্যমের সুহৃদ-বন্ধুদের কাছে তুলে ধরাকে কীভাবে অনুচিত বলবেন?

আমি যদি প্রকাশ্যে বলে ‘অন্যায়’ করে থাকি, একই ‘ভুল’ আপনিও কি করেননি? বিপরীতভাবে, আপনার প্রকাশ্য প্রতিবাদটি যদি ‘অন্যায়’ না হয়, তাহলে আমারটা কেন ‘অনুচিত’ হবে? যেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে আমার কথা হয়েছে তা কি তাঁর এবং আমার মধ্যকার একান্ত ব্যক্তিগত কোনো বিষয় ছিল? আমি কি পুরো বিষয়টাকে নৈর্ব্যক্তিক করে বলিনি? সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি কি আপনাকে ট্যাগ করেছি?

“জামায়াতের ব্যর্থতা দেখে জামায়াতের চেয়ে উন্নত কোনো ইসলামী সংগঠন গঠন করতে গিয়ে জামায়াত দ্বারা বাধাগ্রস্ত....”– আপনার বক্তব্যের এই অংশে জামায়াতের লড়াকু কর্মীবাহিনীর একাংশের এক ধরনের যে টিপিক্যাল মেন্টালিটি, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

‘জামায়াতের চেয়ে উন্নত’– এই কথা দ্বারা সাধারণত সংখ্যা, শক্তি ও অবস্থাগত দিকগুলোকে এককথায় quantitative বিষয়গুলোকেই বুঝানো হয়। আন্দোলন বা আদর্শ বিশেষকে ইসলামের তরফ হতে তুলনা করার প্যারামিটার হিসাবে quantity’র চেয়ে quality এবং potentiality-কেই অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তাহলেই কেবল প্রচলিত ‘no alternative theory’র basic flaw সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

যদি সংখ্যা বৃদ্ধিকে সঠিক পথে থাকার অন্যতম প্রমাণ হিসাবে ধরা হয় তাহলে তাবলীগ জামায়াতের জন্যও সেটি সমভাবে প্রযোজ্য হবে, যেটি আপনারা মানতে নারাজ। মনে রাখবেন, ইসলামে কোয়ালিটির মোকাবিলায় কোয়ানটিটির কোনো মূল্য নাই। এবং success is not always measured by what you see...

ভালো থাকুন। আমার জন্য দোয়া করবেন।

Abubakar Siddique: মোজাম্মেল ভাই, আপনি কি সাইজ হবেন এমন বান্দা? ডিপ থিংকার আর ফিল্ড ফাইটার কি এক হয়? আপনি একজন গবেষক। খোঁচাখুঁচিতে আমি অযোগ্য। ইসলামী আন্দোলনের সব বিষয় কি পাবলিকের সামনে উন্মুক্ত থাকবে? কোনো গোপনীয়তা নেই? সকল কাজে সবাইকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ আছে কি? আপনাকে দিয়ে যে কাজটা হবে আমার কাছে সে আশা করার সুযোগ আছে? যে যুবকটা পল্টনে প্রকাশ্যে পুলিশের বুলেটের সামনে জামা খুলে বুক পেতে দিয়ে গুলি করার আহবান করেছিল তার ত্যাগ-সাহস আর আমাদের কলম যোদ্ধাদের ত্যাগ-সাহসের মূল্যায়ন আল্লাহ করবেন। আল্লাহ সবাইকে সব কোয়ালিটি দেননি।

আমি বরাবর ১০০ নেতাকর্মীর চেয়ে মাত্র ১০ জন কোয়ালিটিসম্পন্ন ইঞ্জিন মার্কা নেতাকর্মীকে বেশি শক্তিশালী মনে করি। আমার অনুরোধ, ইসলামী আন্দোলনের গবেষক

ভাইয়েরা বিভিন্ন নামে একাধিক থিংকারস ফোরাম করে ‘গ্রহণীয়-বর্জনীয়’ কর্মনীতি ঠিক করা ও গঠনমুলক সমালোচনা করতে পারেন। যা পাবলিকলি প্রকাশ করলে পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে, তা মিডিয়ায় দেয়া যায়। আর যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ফোরাম ছাড়া কোনো কাজে আসবে না, তা মিডিয়ায় দেয়ার পক্ষপাতি আমি নই। সকল ব্যাপারে সবাই একমত হবেন, তা আশা করা যায় না। মতের মিল-বেমিল থাকবে। অতি রাজনৈতিক, অতি অর্থনৈতিক কর্ম হতে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সে বিষয়ে বেশি গবেষণা দরকার। আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দিন। আমার জন্যেও দোয়া করবেন। আমি ব্লগে আপনার লিখা একাধিকবার পড়েছি। মন্তব্য করেছি ভিন্ন নামে। শোকরান।

www.facebook.com/notes/713904031960068

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদান

শক্তিশালী বড় দুটি পদার্থ যখন একটি অপরটিকে আঘাত করে, তখন তারা পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে সাথে পরস্পরের সাথে ইতিবাচক অর্থে মিথস্ক্রিয়াও করে। এমনকি বৃহৎশক্তিবর্গ যখন পরস্পরকে ধ্বংস করে তখন এক অর্থে তারা পরস্পরকে পুনর্নির্মাণও করে। 'negation of negation' সূত্রটি বস্তুজগতের মতো বৃহৎ শক্তিবর্গের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

হালাকু খানের চেঙ্গিস সেনাদল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদকে ধ্বংস করলেও বলা হয়, মুসলমানেরা পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। কারণ, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কুখ্যাত হালাকু খানের বংশধররা ইসলাম কবুল করে পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

আওয়ামী লীগের লোকজন শীঘ্রই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করবে– আমি এটি মনে করি না। মিডিয়া ট্রায়ালের বাহ্যিক সফলতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের 'জামায়াত ধ্বংস করা'র নীতি সফল হয়েছে বলা যাবে না। বিশেষ করে চলমান যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে জামায়াত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এক দৃষ্টিতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে উপকৃত হয়েছে। এই বিরাট জোয়ার বা ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে না গিয়ে জামায়াত এক অর্থে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

১৯৭০ এর নির্বাচনে জামায়াত ছিল আওয়ামীলীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। জামায়াতের পল্টনের জনসভায় যখন আওয়ামী লীগ সর্বাত্মকভাবে হামলা করে তখন তো 'যুদ্ধাপরাধ ইস্যু' ছিল না। তাই না? অতএব, লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, জামায়াতে ইসলামীর সাথে আওয়ামী লীগের বিরোধ ঐতিহাসিক।

এই বিরোধ মূলত আদর্শিক। এ দেশে জামায়াতের মূল মতাদর্শগত শত্রু 'কম্যুনিস্টরা' বরাবরই আওয়ামী লীগের সেক্যুলার প্লাটফরমকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগের মধ্যকার শীর্ষ জাতীয়তাবাদী ও নন-সেক্যুলার নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। সে আলোচনা পরে হবে। এটি জামায়াতের বিরাট ব্যর্থতা যে, একটি মতাদর্শগত বিরোধকে তার বিরোধীরা 'লোকাল কনফ্লিক্ট' হিসাবে চালিয়ে দিতে পেরেছে। এ দেশের 'ইসলামী আন্দোলনে' জামায়াতের সফলতা-ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরাও এই নোটের বিবেচ্য নয়। জামায়াতে ইসলামীর মতাদর্শগত এজেন্ডা বাস্তবায়নে ও এর সাংগঠনিক অগ্রগতিতে আওয়ামী লীগের যে মৌলিক অবদান, তা নিয়ে এখানে খানিকটা নির্মোহ-একাডেমিক ধাঁচে বিশ্লেষণ করছি–

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কয়েকশত জার্মান যুদ্ধ বিমান এক রাতে লন্ডন শহরের উপর টন টন বোমা ফেলে। মজার ব্যাপার হলো, ব্যাপক ধ্বংসলীলার মাঝেও পরদিন ভোরে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর সদস্যরা আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে! কারণ, তারা এন্টি-এয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করে ও নিজস্ব বিমানের 'ডগ ফাইটিং'য়ের মাধ্যমে অধিকাংশ জার্মান বিমানকে ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়। তারা জানতো, এতো বড় ক্ষয়ক্ষতির পরে জার্মানরা কখনো আর হামলা করতে পারবে না।

'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার' মামলায় জামায়াত নেতাদেরকে গ্রেফতার করে শুরু করা যুদ্ধাপরাধ মামলা একটা পরিণতির দিকে এগুনোর এই সময়কালে এটি স্পষ্ট যে, জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তার সবচেয়ে বড় অস্ত্রটি ব্যবহার করে ফেলেছে অথচ তা 'শত্রু'কে নির্মুল করতে পারে নাই! এরপরে আওয়ামী লীগের হাতে আর কোনো 'তেমন' ইস্যু নাই; যদিও জামায়াতের হাতে (১)ভারতবিরোধী 'নিরাপত্তা ইস্যু' ও (২) ইসলামের মতো দুটি অব্যর্থ ইস্যু বা অস্ত্র রয়ে গেছে।

১) জামায়াতের রাজনৈতিক লাভ

(ক) গণপ্রতিরোধ সক্ষমতা অর্জন:

বিএনপি'র ক্ষমতারোহণ ঠেকাতে অর্থাৎ নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে বামপন্থীদের 'জামায়াত ধ্বংস করো' নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ওপর ঢালাওভাবে দমনপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। এর ফলশ্রুতিতে ক্ষমতার পালাবদলের এই সময়ে দেখা গেল, ক্ষমতালাভ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে ধরনের পেশীশক্তির প্রয়োজন বিএনপির তা ন্যূনতম পরিমাণেও নাই। এর পাশাপাশি জামায়াতের জনশক্তি একধরনের 'ইমিউনিটি' তথা প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করছে।

যেসব এলাকায় জামায়াত বর্তমানে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, সেসব এলাকায় জামায়াত আগে থেকেই শক্তিশালী ছিল– এমন নয়। বরং সেসব এলাকায় জামায়াতকে দমন করতে গিয়ে এ ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মার খায় তারা হয়তো চরমভাবে ভীতু হয়ে পড়ে অথবা তারা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠে। জামায়াতের ক্ষেত্রে, দৃশ্যত, দ্বিতীয়টাই ঘটেছে।

(খ) বিএনপির জামায়াত নির্ভরতা:

রাজনৈতিকভাবে অসহায় হয়ে পড়া মিডিয়ানির্ভর বাম তাত্ত্বিকদের সব আস্ফালনকে উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদী, 'বাংলাদেশপন্থী' ও ইসলামপন্থী মূল 'ভোটিং কনস্টিটিউয়্যানসি'কে হাতে রাখতে গিয়ে ময়দানের শক্তি হিসাবে বিএনপি জ্যামিতিক হারে জামায়াতের মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আওয়ামী লীগ যদি শুধুমাত্র জামায়াতকে টার্গেট করতো ও বিএনপিকে পরবর্তী ক্ষমতাসীন দল হিসাবে

মেনে নিয়ে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে চলতো, তাহলে জামায়াত অস্তিত্বহীন না হলেও বিএনপির বর্তমান জামায়াতনির্ভরতার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

২) আদর্শিক লাভ

(ক) কওমী ধারার সাথে সম্পর্ক:

এই শিরোনামের সাথে কট্টর জামায়াত-শিবির ব্যতিরেকে যে কেউই তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিমত পোষণ করবেন। তৎসত্ত্বেও এটিই সত্য! দেখুন, কওমী ধারার আলেমদের প্রবল মাত্রায় জামায়াত বিরোধিতার কারণে এক অর্থে জামায়াত এক ধরনের 'লেজিটেমেসি ক্রাইসিসে' ভুগতো। শাহবাগ আন্দোলনের মোকাবিলায় হেফাজতে ইসলামীর আবির্ভাব, উত্থান ও এর সর্বশেষ পরিস্থিতিতে জামায়াত এখন দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে।

একসময় জামায়াতের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কওমী ধারার আলেমদের সাথে ঐক্য স্থাপন করার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করেছিলেন। শীর্ষ নেতৃত্বের সেই কাংখিত ঐক্য তখন না হলেও সর্বস্তরে বিশেষ করে কর্মী ও মাঠ পর্যায়ে হেফাজতের সাথে জামায়াতের নেতাকর্মীরা কাজ করছে। এক কথায়, জামায়াতের সাথে কওমী ধারার আলেমদের ব্যাপক সখ্য সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) তাবলীগ জামায়াতের সাথে সম্পর্ক:

কওমী ধারার লোকজন বিপুল সংখ্যায় তাবলীগ জামায়াতের সাথে কাজ করে। জামায়াতের সাথে তাবলীগ জামায়াতের যে দূরত্ব তা আওয়ামী লীগের 'হেফাজত দমনের' ক্যাম্পেইনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা কমে এসেছে। সচেতন মহল এটি খেয়াল করে থাকবেন।

(গ) সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টি:

প্রযুক্তিগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছে জামায়াতের প্রবীণ সংগঠনবাদী নেতৃবৃন্দ। মাত্র গত বছরও জনশক্তিকে ব্লগ-ফেইসবুকের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হতো। অথচ, বর্তমানে জামায়াত-শিবিরের লোকজন এসব সামাজিক গণমাধ্যমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হেফাজতের আন্দোলন দমন করার সময়ে সরকার ইউটিউব বন্ধ করে দিলেও মূলত ফেইসবুকের ফজিলতে আওয়ামী লীগ পরিচালিত 'শাপলা চত্বরের গণহত্যা' এখন সারাদেশে একটি 'প্রতিষ্ঠিত সত্য'।

বন্ধ হওয়ার আগে দিগন্ত ও ইসলামিক টেলিভিশনের বিরুদ্ধে জামায়াত ও এর অফশুটগুলোর রক্ষণশীলদের তরফ হতে নাচ-গান তথা 'অপসংস্কৃতি' চর্চা ও 'বানিজ্যিকীকরণের' অভিযোগ তোলা হতো। এবার কোনো অনুকূল সুযোগ পেলে ইসলামিস্টরা মিডিয়া গড়ে তোলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। কেননা, যুদ্ধাপরাধ ইস্যু নামক 'বামপন্থী সাংস্কৃতিক হামলা'

জামায়াত বিরোধী ইসলামী শক্তিসমূহকে জামায়াতের পক্ষপুটে এনে দিয়ে এই উদিত সম্মিলিত শক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার মূলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। In disguise of the war crime issue, the ‘cultural attack of the leftist’ has pushed the anti-jamat Islamists under the wings of Jamat-i-Islami and has ignited the unnoticed potentialities of this newly emerged collective force.

৩) সাংগঠনিক লাভ

আওয়ামী দমন-পীড়নের ফলে জামায়াত দ্বিমুখী সাংগঠনিক লাভের ভাগিদার হয়েছে। জামায়াতের সংস্কারবাদী ও সংগঠনবাদী– উভয় পক্ষই এই পরিস্থিতিতে স্ব-স্ব অবস্থানের যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে!

(ক) সংস্কারবাদীদের লাভ: যদিও অভ্যন্তরীণ বিভক্তিকে জামায়াতের লোকজন কখনো ফর্মালি স্বীকার করে না তথাপি এটি অনস্বীকার্য যে, জামায়াতের মধ্যে প্রগতিশীল, প্রযুক্তিমনা ও উদার একটা ধারা রয়েছে যাদেরকে আমরা, আলোচনার সুবিধার্থে, ‘সংস্কারবাদী’ হিসাবে বলতে পারি। ইনারা নারীদের ব্যাপারে নমনীয়, ৭১ ইস্যুসহ বিভিন্ন জাতীয় ও সাংগঠনিক ইস্যুতে খোলামেলা আলোচনার পক্ষপাতি, দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি নমনীয় এবং ছাত্র সংগঠনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বিরোধী।

এই ‘বুদ্ধিজীবী শ্রেণী’টি জামায়াতের মধ্যে বরাবরই কোনঠাসা অবস্থায় ছিল। ‘মৃত’ ৭১ ইস্যুটি হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে সংগঠনকে গিলে খাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াতে সংস্কারবাদীরা নিজেদের অবস্থানের পক্ষে জোরালো যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় তারা তুলনামূলকভাবে অধিকতর উচ্চকণ্ঠ।

(খ) সংগঠনবাদীদের লাভ:

জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হতে শুরু করে এ পর্যন্ত সবাই গণহারে যে জিনিসটিকে কোরআন-হাদীসের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের বরাতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, তা হলো আনুগত্য। ধারণাটি এমন যে, জামায়াতে ইসলামী এ দেশে একমাত্র ‘সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন’। অপরাপর ইসলামপন্থীরা হলো ইনফেরিয়র ‘খেদমতে দ্বীনের’ আওতাভুক্ত। অতএব, জামায়াতের আনুগত্যই হলো ইসলামের তরফে গ্যারান্টিযুক্ত আনুগত্য।

এই চেতনার ফলে এমন মনমানসিকতা তৈরি হয় যে, সংগঠন যাহা কিছু করে তাহা কিছুই সর্বদা সঠিক। এমনকি কোনো কার্যক্রমকে ভুল মনে করলেও জনসম্মুখে তাহা সঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করাই ‘সাংগঠনিক ঈমানের দাবি’। এই অবস্থাকে আমি ‘সংগঠনবাদিতা’ হিসাবে বলে থাকি।

জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে চলমান আওয়ামী ক্র্যাকডাউন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যর্থ হয়েছে। ফরহাদ মজহারের ভাষায়, ‘বাংগালী ফ্যাসিস্ট’রা ছাড়া দেশে-বিদেশে কেউই বিশ্বাস করে না যে, এটি একটি নিরপেক্ষ বিচার। এক্ষণে জামায়াতের

সংগঠনবাদীদের এটি মনে করা ও দাবি করার সুযোগ এসেছে যে, জামায়াত সঠিক পথেই ছিল এবং আছে। নচেৎ জামায়াতের পক্ষে এতবড় একটা বিপদ কী করে 'কাটানো গেল'! এবার বলুন, এটি জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহাসিক সাংগঠনিক 'লাভ' নয় কি?

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Tanvir M H Arif: Critical analysis. এতো শিক্ষার মাঝেও যে শিক্ষা অনুপস্থিত তাহলো নামের পুঁজা না করা। পুরনো এবং অন্ধ নব্য-অনুসারীদের বুঝানো খুবই মুশকিল যে, নাম ছাড়াও মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি করা সম্ভব।

Ashik Rahman: শেষ দুটা পয়েন্টের বিশ্লেষণের সাথে একমত নই। এভাবে ধারা চলতে পারে না। দুটার সমন্বয়েই সংগঠন এবং সেটা মেনেই সাংগঠনিক।

আর লাভ বলতে, হ্যাঁ, যাদের মধ্যে সামান্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তারাও সব ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। অথবা পরিস্থিতিই তাদেরকে বুঝতে সহায়তা করেছে।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত নিজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারবাদী বা সনাতনী– এ ধরনের বিভাজনকে স্বীকার না করা সত্ত্বেও বরাবরই এটি ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। পার্থক্য হলো, অতীতে এতটা প্রকাশ পায় নাই। তখন তো আর ফেইসবুক/ব্লগ ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতির end result বা কনসিকোয়েন্স হিসাবে উভয় 'গ্রুপ'ই যার যার অবস্থানের পক্ষে 'যথেষ্ট' যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। quantitative দিক থেকে 'সনাতনী'রা (আমার ভাষায় 'সংগঠনবাদী') সঠিক, আর qualitative দিক থেকে 'সংস্কারবাদী'রাই সঠিক। হতে পারে, এ দুটোই সঠিক।

Abdullah Russel: আপনি জামায়াতের যে ধারাটিকে 'সংস্কারবাদী' বলছেন, আদতে এই ধরনের ধারা বিএনপি বা আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের মতো নয় কিন্তু। একজন সদস্য হিসেবে এবং মোটামুটি অভিজ্ঞতা থেকে আমি শুধু এতটুকু অবলোকন করেছি যে, জামায়াতের মধ্যে তিন ক্যাটাগরির কর্মী আছেন।

প্রথম ক্যাটাগরির কর্মীরা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই এক্সপেরিয়েন্সড।

দ্বিতীয় ক্যাটাগরির কর্মীরা ধর্মীয় দিকের চেয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলাদেশের রাজনীতির মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে এক্সপেরিয়েন্সড।

আর তৃতীয় ক্যাটাগরির কর্মীরা ধর্মীয় এবং একই সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, বর্তমান রাজনীতিসহ প্রায় সবদিক দিয়েই এক্সপেরিয়েন্সড।

কিন্তু এই তৃতীয় ক্যাটাগরির কর্মীদের সংখ্যা খুবই কম। অথচ বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে ইসলাম কায়েমের জন্য তৃতীয় ক্যাটাগরির কর্মীদেরই বেশি

প্রয়োজন। আমি মনে করি, একটি ইসলামী দলে সব ক্যাটাগরির কর্মী থাকা আবশ্যক। তাই কাউকে ‘সংস্কারবাদী’ অথবা কাউকে ‘ব্যাকডেটেড’ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। নানা চিন্তাধারার কর্মী নিয়ে একটি ব্যাল্যান্সড দলই নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। জামায়াতকে এই ২০১৩ সালে অনেকটুকু ব্যাল্যান্সড ইসলামী সংগঠন বলা যায়। ব্যাল্যান্সড না হলে অনেক আগেই উড়ে যেত। আল্লাহ যদি সামনে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেন তাহলে তৃতীয় ক্যাটাগরির কর্মীদের প্রডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে।

Mohammad Mozammel Hoque: বিভিন্ন রকমের লোকদেরকে নিয়ে একটি দল থাকা ভালো। তারচেয়ে বেশি ভালো বিভিন্ন রকমের লোক নিয়ে একই আদর্শের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন দল থাকা। এ ধরনের হক্বপন্থী দলগুলোর মধ্যে সময়ে সময়ে ফেয়ার ফাইটও হতে পারে, ইস্যুভিত্তিক ঐক্যও হতে পারে। সব ইসলামপন্থী দলগুলোর ঐক্য গড়ে তুলে ‘ক্ষমতায় যাওয়ার’ বিষয়ে আমি একমত নই। যেমনটা মিশরে হয়েছে। ইরানের উদাহরণটা ভিন্ন। ধন্যবাদ। ভালো থাকুন।

Khomenee Ehsan: সালাম। সময় করে এখন পড়লাম। ভালো লাগলো। তবে লাভ ঘরে নিতে হলে জামায়াতকে অনেক কাজ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, এ ব্যাপারে আমরা এখানে আলাপ করবো।

আমার পর্যবেক্ষণ হলো দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতের প্রতি সবাই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তবে দলটি এই আগ্রহকে কাজে লাগাতে পারেনি। দলটির রাজনৈতিক কর্মসূচি সাধারণ নাগরিকদের দূরের কথা, নিজ দলের নেতাদেরও নতুন কোনো স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। দলটি তার ইতিহাসে যে সুযোগ পেয়েছে তা ধারণ করতে পারেনি। কাজেই এই দলকে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আগ্রহ থাকবে না।

www.facebook.com/notes/764761933540944

২৭ নভেম্বর, ২০১৩

৩১. নোট

আওয়ামী রাজনীতির ভুল-শুদ্ধতা ও জামায়াত রাজনীতির ভবিষ্যত

বিশেষ করে জামায়াতপন্থী অনেকে বলে থাকেন, যুদ্ধাপরাধ ইস্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি ও হেফাজত দমনসহ ইসলামপন্থী ও তাদের সহযোগী (যেমন, বিএনপি) শক্তিকে গুড়িয়ে দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ যা কিছু করছে, তা ভুল করছে। তাতে তাঁরা দ্রুতই জনসমর্থন হারাচ্ছেন। কথাটি এক অর্থে সঠিক হলেও এর একটি বিপরীত তাৎপর্যও আছে।

বিরোধী পক্ষকে মোকাবিলার দুটি পদ্ধতি

হতে পারে, (১) গণবিরোধী ভূমিকা পালন না করে যথাসম্ভব র‍্যাশনাল হিসাবে জনগণের সামনে হাজির থাকা, অথবা (২) স্বপক্ষের শক্তিকে সুসংহত ও উজ্জীবিত করে বিরোধীদেরকে মোকাবিলা করা। বলাবাহুল্য, আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। গণতন্ত্র চর্চাকারী বা গণতন্ত্রের ঢাল ব্যবহারকারী কোনো দলের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হলেও, এক অর্থে, এটিরও এক ধরনের যথার্থতা রয়েছে।

নিজস্ব শক্তিকে উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে উজ্জীবিত করতে পারলে তারা বিরোধীদেরকে প্রবলভাবে মোকাবিলা করতে পারবে। জনগণ বলতে যে নিরীহদেরকে বুঝায়, কিছু মনে করবেন না, তারা হচ্ছে অপেক্ষমান receptive নারী প্রজাতির মতো সর্বদাই শক্তিমানের পক্ষে। অন্তত, ইতিহাস তাই বলে।

স্রোতের মাঝে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে এর আশপাশে ভাসমান অনেক কিছু জমাট বাঁধতে থাকে। গবেষণার যেমন অনেক পদ্ধতি হতে পারে যার সম্মিলিত নাম হচ্ছে গবেষণা পদ্ধতিতত্ত্ব (research methodology), তেমনি রাজনীতিরও বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। গাড়ির গিয়ার পরিবর্তনের মতো রাজনীতির বিভিন্ন পদ্ধতি অবস্থা বুঝে অনুসরণ করা সম্ভব। সঠিকভাবে করতে পারলে সেগুলো ফলপ্রসূ হয়।

রাজনৈতিক কৌশল ও পদক্ষেপগুলো ‘ওয়ান-টু-ওয়ান’ পদ্ধতিতে গৃহীত হয় না। Game Theory'র তত্ত্বানুযায়ী বহুমাত্রিকতা, জটিলতা ও স্ববিরোধিতার আসপেক্টগুলোকে সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে।

জামায়াতকে আওয়ামী লীগের মতো হতে হবে

আওয়ামী লীগের ‘ভুল’ রাজনৈতিক সমীকরণের ফাঁক দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসা এবং সে হিসাবে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বিকল্প শক্তি হিসাবে আবির্ভূত জামায়াতে ইসলামীও সংগঠন ও রাজনীতির বিষয়ে নিজ শক্তি সুসংহতকরণের নীতিকেই এ যাবতকাল অনুসরণ করে এসেছে। যার কারণে তারা গণসংগঠন গড়ে না তুলে

‘ক্যাডার সিস্টেম’ চালু করেছে, যা কম্যুনিজম চালু হওয়ার আগে ইসলামী সংগঠন-ব্যবস্থাসমূহের ইতিহাসে ‘অনাবিস্কৃত’(!) ছিলো। যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে ‘দাওয়াত’ পৌঁছানোর চেয়ে রিক্রুটেডদেরকে সর্বোচ্চ মানে গড়ে তোলার দিকেই জামায়াত নজর দিয়েছে।

আওয়ামী লীগকে বিট করে এ দেশে ‘ইসলাম কায়েম’ করতে হলে জামায়াতকে আওয়ামী লীগের সদর্থক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অর্জন করতে হবে। জামায়াতকে ‘জামায়াত ব্র্যান্ড’ হতে বেরিয়ে এসে জনমানুষের দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। দল সমর্থিত মিডিয়াতে দলের সমালোচনা করার অধিকার দিতে হবে। দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রথা সম্বন্ধে ‘ইসলামী শুচিতা’ কমিয়ে এনে <u>ষড়ভূজের মতো সংগঠন ব্যবস্থা</u> কায়েম করতে হবে। রাজনীতিনির্ভর সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তে (১) সংস্কৃতি, বিশেষ করে বিনোদন সংস্কৃতি (২) মিডিয়া ও প্রযুক্তি, (৩) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, (৪) সামাজিক পরিসেবা (social service), (৫) বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতা ও (৬) রাজনীতি – এই ছয়টি ধারায় কাজ করতে হবে।

এলাকাভিত্তিক জনশক্তি বিন্যাসের পরিবর্তে যোগ্যতা ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতা বিবেচনা করে সংগঠন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

একটি ষড়ভূজের যেমন সবগুলো বাহু ও কোন সমগুরুত্বের, তেমনই উপর্যুক্ত ছয়টি ধারার সব কটিকেই স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালী করে বিদ্যমান এককেন্দ্রিক সংগঠন ব্যবস্থাকে ‘আমব্রেলা মডেলে’ সত্যিকার অর্থেই একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বাস্তবতার আলোকে নিজেকে এডপ্ট করে নেয়া সম্ভব না হলে আরো ৪০ বছর পরও জামায়াতে ইসলামী ‘সহায়ক শক্তি’ বা ব্যাল্যান্সিং পাওয়ার হিসাবেই রয়ে যাবে। দেশের নেতৃত্ব নয়, ঐতিহ্যই হবে সান্ত্বনা!

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

Farid A Reza: সুন্দর আলোচনা। ভিন্নমত আছে। কিন্তু যাদের সামনে নিয়ে এ আলোচনা তাদের কি তা পড়ে দেখার সময় বা মানসিকতা আছে? ১৯২৮, ১৯২৪ এবং ১৯৪১ সাল নিয়ে আমরা ব্যস্ত। বিগত একশ বছরে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমান শতকে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে অধিকতর দ্রুততার সাথে। কিন্তু এখনো আমরা আটকে আছি ১৮২৪ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে। ৬১০ থেকে ৬২৩-এর সময়টা হচ্ছে আমাদের মডেল। আমাদের সেখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে হবে। এবং তা করতে হবে খুব দ্রুততার সাথে। সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না। পৃথিবী এখন একটা গ্লোবাল ভিলেজ। তাই চট্টলার সমুদ্র সৈকতে একটা ঢিল পড়লেই তা আটলান্টিকের ওপারে গিয়ে আন্দোলিত হবে। আমার বিশ্বাস, অদেখা প্রিয় ভাই মোজাম্মেল তা করতে সক্ষম।

www.facebook.com/notes/774586289225175
১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩

ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার প্রসঙ্গ

[এক বিজ্ঞজনের সাথে আলাপচারিতা হতে গৃহীত পয়েন্টসের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন-উত্তর আকারে লিখিত। আমার পর্যবেক্ষণ-মন্তব্য-পরামর্শগুলোকে বোল্ড করা হয়েছে ।]

জামায়াতে ইসলামীর বিকল্প একটা কিছু করা– আমার অবস্থান সেটা নয়। আমার ধারণায়, এই কাজের যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা কনসেপ্চুয়াল সাপোর্ট আছে, বেইজ আছে বা ইসলামিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের যে বিষয়গুলো আছে, ওইগুলোর তাত্ত্বিক যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলো মেরামত করে ক্রমান্বয়ে একটা মুভমেন্ট গড়ে তোলা দরকার। আমরা নিজেরা বা আমি নিজে কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বা পলিটিক্স রিলেটেড কিছু করবো না।

আমি যে কনসেপ্ট দাঁড় করিয়েছি তার সারমর্ম হচ্ছে, যেসব বিষয় জরুরি, সে বিষয়গুলোকে নিয়ে একেক দিক থেকে একেকভাবে কাজ করা। মানে, রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়ালিটি- এটা একটা দিক, কালচার আলাদা একটা দিক, ইন্টেলেকচুয়্যালিটি আরেকটা আলাদা দিক। এভাবে একটা সংগঠন না করে, জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন জনে ক্লাস্টার অব অর্গানাইজেশনস করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকবে এবং এর বেইজ হবে ইসলামিক আইডিওলজি ও বেসিক টেক্সটস। এটাই হচ্ছে আমার চিন্তা।

তবে আমি বললেও জামায়াতে ইসলামী সেই আইডিয়েল সিচুয়েশনে এখন ব্যাক করতে পারবে না। আমার ধারণা, একেবারে তাত্ত্বিক জায়গা থেকে বর্তমানে তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অরণ্যে রোদন বা ইউটোপিয়ান চিন্তা ভাবনা। তারা যতটুকু সংস্কার করে নিজেদেরকে একটা অবস্থানে আনতে পারে, মানে তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু নিয়ে তাদেরকে একটা পরামর্শ দেওয়া। একই সাথে আমাদের মূল প্রস্তাবনা তাদের সামনে তুলে ধরা।

আমার ধারণা, জামায়াতের সাংগঠনিক পরিধির মধ্যে ওয়াজ-নসিহত করে আনুগত্যের বিষয়টাকে এতো বেশি বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় যে, আল্টিমেটলি লোকেরা ওই পয়েন্টে এসে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আর স্টাবলিশম্যান্ট ইত্যাদি তো আছেই।

কোনটাকে মুখ্য মনে হয়? বাইয়াত তথা শপথ, নাকি স্টাবলিশম্যান্ট?

কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটা, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরেকটা। মানে দুটোকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

বাইয়াত মানে কি? যে ফরম ফিলাপ করছে বা আমীরের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছে। তো এটা কি আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে বড় হয়ে গেছে? অথচ একই ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক নির্দেশাবলী মাঝে মধ্যে লঙ্ঘনও করছে। সবাই না, কেউ কেউ। ছেলেমেয়েকে স্টাবলিশ করার জন্য বিভিন্ন রকমের জিকজ্যাক পথ অনুসরণ করছে। আল্লাহর এইসব নির্দেশের চেয়ে কি আমীরের কাছে শপথ নেওয়া বড় হয়ে গেছে?

এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, একটা প্রতিষ্ঠিত ধারায় কাজ করা যতটা সহজ, একটা ধারা তৈরি করার যে রিস্ক আছে, কমফোর্ট জোনের বাইরে যাওয়ার যে একটা...

আমি সেটাই বলছি। তারমানে তাদের শপথটা আছে, শপথটা কারো কারো কাছে বড় ব্যাপার হতেও পারে; কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়। সবকিছু তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্টিমেটলি। পরকালে এবং ইহকালীন সুখের জন্য। আপনি ইহকালীন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও চাচ্ছেন পরকালীন মুক্তির জন্য। ইহকাল কিন্তু প্রধান বিষয় না। প্রধান বিষয় হলো পরকাল।

বলা হচ্ছে, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করছেন আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য। যদি তাই হয়ে থাকে, তারমানে আল্লাহর দুনিয়াতে যে রাষ্ট্র, সেটাও পরকালের মুক্তির জন্য। তো যে লোকদের কাছে পরকালীন মুক্তির কোনো কোনো বিষয়ও আপসযোগ্য... আমি শুধু জামায়াতের কথা বলছি না, অন্যান্য ইসলামিস্টদের কথাও বলছি, পীর-আলেম-ওলামাদেরও, তারা দুনিয়ার বহু প্রশ্নেই তো আপস করছে।

আর আনুগত্যের শপথটা বড় কি না? আমার মনে হয়, ব্যাপারটা শুধু জামায়াত নয়, যারা ফুল টাইম পলিটিক্স করে, রাজনীতি এক পর্যায়ে তাদের পেশা হয়ে যায়। রাজনীতির উপর এক পর্যায়ে যারা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়, যাদের রুটিরুজি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, তাদের জন্য আসলে এটা একটা সেল্ফ ইন্টারেস্টে পরিণত হয়।

এটা আমি দীর্ঘদিন বামপন্থীদের অবজার্ভ করে দেখেছি। এমনকি বিএনপিতেও, আওয়ামীলীগে তো বহুলোক আছেই, যাদের আসলে মূল পেশা হয়ে যায় রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতি থেকে তো বেতন পাওয়া যায় না। তাই তারা এই রাজনীতির নামে চাঁদা তুলে, এলাকায় মাস্তানি করে, জমি দখল করে টাকা নেয়। এইসব কিছু সমর্থনের বড় ভিত্তি হলো রাজনৈতিক একটা সংগঠন।

আমি শুধু ওই প্রশ্নটা করছি, যারা আল্লাহর আনুগত্যের প্রশ্নে প্রয়োজনে আপস করতে পারে, তারা আমীরের আনুগত্যের প্রশ্নে আপস করতে পারবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা? এটা কতটা গ্রহণযোগ্য আমি জানি না।

দুইটা বিষয়ে আপনি যদি একটু বলতেন। একটা হলো, ইসলামের জন্য, যদি বাংলাদেশকে বেইজ ধরে ইসলামী আইডিওলজি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, সেটা যে ফরম্যাটেই হোক না কেন, এটার জন্য কী করণীয়? এটা এক ধরনের আলোচনা।

আরেকটা হলো, জামায়াতে ইসলামী যে অবস্থার মধ্যে রয়েছে, তারা যদি এখন তাদের প্রথম অবস্থানের কাছাকাছি ফিরে যেতে চায়, তাহলে কোন কোন জায়গায় তাদেরকে রিফর্মগুলো করতে হবে?

এটা জামায়াতের পক্ষে-বিপক্ষে যাই হোক না কেন, মূল বিষয়ে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে ধর্মীয় কারণ তথা বিশ্বাসগত কারণে চিন্তা করলে এক প্রকার সিদ্ধান্ত, এক ধরনের পদ্ধতিতে পথ চলতে হবে। অর্থাৎ যদি মনে করা হয় যে, আল্লাহর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ধর্মীয় দায়িত্ব, আল্লাহ নির্দেশিত দায়িত্ব। এর বাইরে কোনো মুসলমান অন্য কিছু করতে পারবে না, তাহলে এক ধরনের হবে। অপরদিকে যদি মনে করা হয় যে, এটি একটা বিচার্য বিষয়। শুধু ধর্ম হিসেবে আপনি ইসলামকে দেখবেন, নাকি ইসলামকে প্রধানত রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে দেখবেন?

জামায়াতে ইসলামীর কর্মকাণ্ডে, মাওলানা মওদূদী সাহেবের লেখালেখি অথবা জামায়াতের লোকদের কর্মকাণ্ড বিচার করে আমার যেটা ধারণা, জামায়াতে ইসলামীর কাছে রাজনীতিটা তথা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই মুখ্য বিষয়। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনের চেয়েও আমার মনে হয় জামায়াতের কাছে মুখ্য হলো, আল্লাহর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যদি এটি মনে করা হয় যে, এর বাইরে যাওয়ার কোনো পথ নাই, তাহলে এক ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আগাতে হবে।

আর যদি আপনি মনে করেন যে, না, রাজনীতিটা হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য। রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য। যেখানে যে ব্যবস্থাটা তুলনামূলকভাবে বেশি উপযোগী, সেটা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানুষের সেবা করাটাই হলো লক্ষ্য, তাহলে রাজনীতিতে আরেক রকম কর্মপ্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষের মন-মানসিকতা, মানুষের উপর দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রভাব– এসবের আলোকে যদি বিচার করা হয় তাহলে ‘ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম উর্বর ক্ষেত্র বাংলাদেশ’– এই জাতীয় কথা মেনে নেয়া যায় না। বরং বাংলাদেশ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক থেকে অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে অনেক বেশি অনুর্বর।

“বাংলাদেশ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক থেকে অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে অনেক বেশি অনুর্বর” – কেন তা যদি বলতেন?

বাংলাদেশের চারদিকে ভারতের অবস্থান। ইচ্ছা করলে ভারত আমাদের জলসীমাও দখল করে ফেলতে পারে। বাংলাদেশে হিন্দুরাসহ নন-মুসলিমদের মধ্যে যে ঐক্য তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিমরা যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু কালচারালি নন-মুসলিমরা অনেক বেশি প্রভাবশালী।

রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক আমাদের যে মনোজগত গড়ে উঠেছে, এটার প্রভাব ইসলামপন্থীরা খুব বেশি বোধ করে না। কিন্তু যারা করে, তারা অসম্ভব বেশি বোধ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে

প্রভাব, যত কথাই বলি না কেন, আলীগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের লোকেরা তো সবাই পাশ্চাত্যমুখী। আলেমদের কয়টা সন্তান মাদ্রাসায় পড়ছে?

মাদ্রাসার পক্ষে এখানে আন্দোলন হচ্ছে, অথচ আন্দোলনকারীরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকেই তো মাদ্রাসায় পড়াচ্ছে না। সুতরাং এই মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের যে আন্দোলন, এটা কি এক অর্থে হিপোক্র্যাসি নয়? গরিব মানুষদের জন্য মাদ্রাসা রাখতে হবে, এটা তো কোনো মানবিক বিষয় হতে পারে না। সেই জন্য এইসব মৌলিক প্রশ্নে আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কোন্ বিষয়ে আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

ইসলামী রাষ্ট্রটা করতেই হবে বা ইসলামী রাষ্ট্র করাটাই হলো আল্লাহর চূড়ান্ত বিধান, এর বাইরে করলে ধর্ম পালন হবে না– যদি এ রকম বোধ থাকে, তাহলে কোনো না কোনোভাবে সংস্কার বা জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে 'ইসলামী রাষ্ট্রের' দিকে যেতে হবে। আর যদি মনে করা হয় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে হিলফুল ফুজুলের মতো একটা প্রতিষ্ঠান। যার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের কল্যাণ করা। যদ্দুর পারা যায়। তাহলে সেটি হতে পারে।

হিলফুল ফুজুল, মানে জনকল্যাণই মূল লক্ষ্য? রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক?

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে থাকতে হবে– এটা যদি ধর্মীয় বিধান হয়ে থাকে, তাহলে তো এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নাই মুসলমানদের। আর যদি মনে করা হয় যে, না, রাষ্ট্র বা রাজনীতিটা হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য একটা উপায়। তাহলে যখন যেখানে যেটা প্রয়োজন, যখন যে সময়ে যেটা উপযোগী, সেটা গ্রহণ করার অপশন থাকবে।

রাসূল (সা) মদিনায়, সেটাকে রাষ্ট্র বলি বা যা-ই বলি, একটা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তো স্থাপন করেছেন?

ঠিক আছে, করেছেন। সেটা ছাড়া যে ইসলাম হবে না, এ রকম কোনো কথা আছে নাকি? ধরলাম, সেটা একটা অপশন। করতে পারলে ভালো। তাহলে এখন পৃথিবীতে উল্লেখ করার মতো ইসলামী রাষ্ট্র কোনটা? সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হলো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম প্রধান দেশসমূহ। তারা ওয়াহাবী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিকগুলো গ্রহণ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়গুলো তো গ্রহণ করেনি। তার মানে বাস্তবতা তাদেরকে বলছে, আরব ভূমিতে আর আগের খেলাফত হবে না। বাস্তবতা তাদেরকে বলছে, আধুনিক যুগে সে ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র এখন আর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আসলে মধ্যপ্রাচ্যের যে অবস্থা, সে অবস্থায় ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?

না, এখন তো এটা নানা কারণেই ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের কথায় আসি। যেমন নির্বাচন। নির্বাচন ছাড়া নেতৃত্ব বাছাইয়ের আসলে গ্রহণযোগ্য আর কোনো পথ নাই, এই পদ্ধতির মধ্যে যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন। ইসলাম তো এ নির্বাচনটা সমর্থন করে না। ইসলাম হলো কোয়ালিটিসম্পন্ন লোকেরা কোয়ালিটিসম্পন্নদের মধ্য হতে নেতৃত্ব বাছাই করবে। যে লোকদের রাজনীতি, রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই; একেবারে অশিক্ষিত, অজ্ঞ, রিমোট এরিয়ার লোকজন, তারাও দেশের পার্লামেন্ট সদস্য বাছাই করবে– এটা কি ইসলাম অনুমোদন করে?

ইসলাম তো আসলে একটা কোয়ালিটেটিভ জিনিস, কোয়ান্টিটি...

এখন মানুষের সচেতনতার যে মাত্রা, তাতে কি রিকশাওয়ালারা সেটা মানবে? নির্বাচন, হেড অব দ্যা গভর্মেন্ট, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মিডিয়া, চলচ্চিত্র, অর্থব্যবস্থা– একদম পরিপূর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? ইসলামী ব্যাংক কি ইসলামী অর্থনীতির মডেল?

আমার মনে হয়, ট্র্যাডিশনালি ইসলামকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে তো এক ধরনের কন্ট্রাডিকশন, কনফ্লিক্ট দেখা যায়।

তো এতো কন্ট্রাডিকশন নিয়ে....! রাইট অর রং, যা-ই হোক, একটা কিছুকে কনফার্ম করতে হবে। রাজনীতিতে মানুষ সেই জন্য এক জায়গায় গিয়ে ডিকটেটরিয়াল হয়ে যায়। ফিলসফিক্যালি এটা হয়তো পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বলতে হবে, এই সময়ের জন্য এটাই করতে হবে এবং এটাই সিদ্ধান্ত। দার্শনিক বিতর্ক হিসেবে হয়তো এটা শেষ হবে না। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা জায়গায় গিয়ে বলে দিতে হয় যে, এখানে যেতে হবে। যেমন, নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত নেতৃত্ব– এটা হলো বেস্ট সল্যুশন। এরচেয়ে ভালো বিকল্প আর নাই।

তাহলে বলতে চাচ্ছেন, জামায়াতে ইসলামীকে যদি রাজনীতি করতে হয়, তাহলে তাকে এ বিষয়গুলোতে প্র্যাকটিক্যালি কম্প্রোমাইজ করতে হবে?

প্র্যাকটিক্যালি কম্প্রোমাইজ করতে হবে অথবা নিজেরা নিজেদের যুক্তিটা লজিক্যালি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যুক্তি দিয়ে বলতে হবে যে, আমরা এগুলো ওভারকাম করতে পারবো। ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ বললে হবে না। জামায়াতে ইসলামী কোনোদিনই এগুলো ক্লিয়ার করেনি। যুক্তিসিদ্ধভাবে বলতে হবে, এটা আমরা পারবো।

মানে এটা বুঝা যেতে হবে যে, তারা পারবে।

হ্যাঁ, এটা তাদের নিজেদের বুঝতে হবে। বেশিরভাগ মানুষকেও যে কোনোভাবেই হোক, বুঝাতে হবে। অন্তত সচেতন, শিক্ষিত মানুষদেরকে বুঝতে হবে। এসব বিষয়ে জামায়াতের কারান্তরীণ শীর্ষ নেতাদেরকে অন্তত এক দশক আগে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

একেবারে ক্যাটাগরিক্যালি বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানদের, বিশেষ করে নারীদের মন থেকে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে, সেটা দূর করতে হবে। অমুসলিমদের মন থেকেও ভীতি দূর করা দরকার।

শ্রমজীবী মানুষ যারা আছে তাদের ব্যাপারে...

সেখানে তো জামায়াতের কোনো কাজই নেই। চিন্তা করে দেখুন, আপনি যে ড্রেস পরে এসেছেন, এর কোনোটাই ট্রাডিশনাল ইসলামিক ড্রেস কি না?

সনাতন অর্থে?

আমরা যে কায়দা-কানুন করে এখানে বসে কথা বলছি, কোনোটা সনাতন কিনা? সনাতন নিয়মে তো নিচে বসে... ফরাস বিছিয়ে খাওয়া, পাশে ছিলমছি রাখা...। এখনকার কোনোটাই কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃষ্টি-কালচারের নিরিখে ‘ইসলামিক’ না।

এটা নন-ইসলামিক হবে কেন?

এটাকে নন-ইসলামিক মনে না করলে সেটা হবে আপস। তাহলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও আপনি এই আপসটা করবেন কিনা? যেমন আপনি বলছেন যে, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা হারাম নয়; বরং সেটাই ইসলামিক। এই তত্ত্ব সর্বত্র প্রয়োগ করবেন কিনা? সেটা আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আলেম-উলামারা যে ধরনের ওয়াজ করে, আর জামায়াতে ইসলামী যে ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে– এগুলো একাকার হয়ে জনগণের মধ্যে একটা ভীতি সৃষ্টি হয়েছে যে, এ ধরনের ইসলাম বাস্তবায়ন করা বা মেনে চলা সম্ভব না।

আপনি নির্মোহভাবে চিন্তা করে দেখেন, শাহবাগে যেসব ছেলেরা গেছে, তারমধ্যে কয়টা ছেলে নাস্তিক? অনেক মুসলামান তো নামাজ পড়েই সেখানে গেছে। শাহবাগকে যদি এন্টি-ইসলামিক মুভমেন্টের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাবে, যারা গিয়েছে তারমধ্যে নাস্তিক দুইশো জনই না হয় হলো। কিন্তু মানুষ তো গেছে কমপক্ষে বিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার। তার মানে বাকিরা সব...?

আস্তিকরা প্রস্রাব করলেও তো নাস্তিকরা সব ভেসে বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে, বাংলাদেশের যা অবস্থা। তাই না? তাহলে কেন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আসছে না? এমনকি বিএনপির লোকেরাও তো ইসলামের প্রতি সফট। আওয়ামীলীগেরও ৮০% লোক ইসলামের প্রতি সফট। এতদসত্ত্বেও তারা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে না কেন?

আমি খেয়াল করেছি, ইসলামের ব্যাপারে ততটা নেগেটিভ নয়। কিন্তু জামায়াতের ব্যাপারে খুব নেগেটিভ।

তো জামায়াতের প্রতি মানুষের কেন আকর্ষণ থাকবে? ১৯৪৭ সালে সব মানুষ, অর্থাৎ ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে। অথচ জামায়াতে ইসলামী তার বিরোধিতা করেছে। ১৯৭১ সালে এক হাজার মাইল দূরের পাকিস্তান, যে পাকিস্তান ডেমোক্রেসির পক্ষে না, যে পাকিস্তানী আর্মি তাদের কোনো কথাই শোনে না, সে পাকিস্তানী আর্মির পক্ষে তারা যুদ্ধ করতে কেন গেলো?

অন্যান্য সব ইসলামী দলগুলোও তো পাকিস্তান অখণ্ড রাখার চেষ্টা করেছে।

অন্য ইসলামিক দলগুলো তো ওইভাবে কোনো দল না আসলে। বাকিগুলো তো হলো...

যারা ইসলামিক পারসোনালিটি ছিলো, তৎকালীন সময়ের বড় আলেম...?

কারা তারা? একজন লোকের নাম বলেন? ওই সময়ের কথা বাদ দেন। বাংলাদেশে এখনও কি হেফাজতে ইসলামকে কোনো পার্টি বা আধুনিক দল বলবেন?

নেজামে ইসলামী পার্টি তো...

নেজামে ইসলামী ছিল চুপচাপ। ওরা ওই রকম অ্যাক্টিভ ও শক্তিশালী ছিল না।

ওরা তো পিস কমিটিতে ছিল।

ছিল। কিন্তু তারা কোনো অ্যাক্টিভ ভূমিকায় ছিল না।

কিন্তু নেজামে ইসলামীর লোকেরা তো মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য ছিল।

ছিল। কিন্তু মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য থাকা আর আলবদর বাহিনী গঠন করা তো এক কথা নয়। ডা. মালেক তো বামপন্থী ছিল! মুসলিম লীগের মধ্যে বামপন্থী ঘরানার লোক ছিল। শেখ সাহেবের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে ডা. মালেকের ব্যাপারে বহু কথা আছে। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামের জন্যই কি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে গিয়েছিল?

দৃশ্যত তাই।

পাকিস্তান বাহিনী কোনোদিন ইসলাম চর্চা করেছে?

অনেকে মনে করেছেন ইন্ডিয়ার সাথে...

এটা একটা যুক্তি যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না, বাংলাদেশ ভারত ভূখণ্ডের অধীনে চলে যাবে। তো তারা যুদ্ধ করে কি পাকিস্তান রক্ষা করতে পারবে মনে করেছিলো? যদি না হয়, তাহলে? এমন কিনা যে, ইসলামী রাষ্ট্র হোক বা না হোক, আমি কাজ করে যাবো? তেমন করে পাকিস্তান রক্ষা শেষ পর্যন্ত হোক বা না হোক; আমরা পাকিস্তান রক্ষার জন্য কাজ করে যাবো?

জামায়াত-শিবির বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে আছে, তাতে তাদের পক্ষে থামা বা পেছনে যাওয়া– এটা কি প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব?

না। আমার ধারণা, জামায়াতে ইসলামী বহু বহু ভুল করেছে। জামায়াতে ইসলামী জানে যে, বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের প্রতীক হচ্ছে জামায়াত। আদতে সেটা হোক বা না হোক, প্রতীক হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য কোনোদিনই, আর যাই করুক, আল কায়েদার উত্থানের পর ইসলামী মৌলবাদকে সীমাতিরিক্ত বাড়তে দিবে না।

এই দেশে জঙ্গিবাদী যারা হয়েছে, তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে জামায়াত-শিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে মাওলানা মওদূদীর বই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমেরিকানরা আমাদের চেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি, মুসলিম ওয়ার্ল্ডের রাজনীতি সম্পর্কে অধিক বোঝে, বেশি জানে। তারা কোনোদিনই জামায়াতে ইসলামীকে এমন সুযোগ দিবে না যে, জামায়াতে ইসলামী একটা বড় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। যার ফলে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় চলে যাবে। কারণ, তারা বুঝে, এটাতেই শেষ হবে না। তখন এটা একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রূপ নেবে এবং তখন এটি জঙ্গিবাদের দিকে মোড় নিতে পারে। ওই সশস্ত্র পর্যায়ে জামায়াতের কিছু লোক বাই প্রোডাক্ট হিসেবে চলে যাবে। যেমন ধরেন, বামপন্থীদের সবাই কি নকশালাইড হয়েছে? কিন্তু একটা ইয়ং অংশ তো হয়েছে। এখনো মাওবাদী...

এরা নাকি সবাই উচ্চ শিক্ষিত। সিরাজ শিকদার নাকি বুয়েট থেকে পাশ করা?

হ্যাঁ। বাংলাদেশের কথা বাদেও, ভারতের নকশাল বাড়ি আন্দোলনে সব ইয়ং ও উচ্চ শিক্ষিতরা গিয়েছে। কেউ গেছে ডাকাতি করার জন্য, কেউ গেছে আদর্শের জন্য।

জামায়াতে ইসলামী কি করে আশা করছে, আমেরিকা তাদেরকে ক্ষমতা গ্রহণের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে? ভারতের সাথেও তো পাকিস্তান আমলে জামায়াত যোগাযোগ রেখেছে। কিন্তু ভারত জানে যে, জামায়াতে ইসলামী এক সময় অখণ্ড ভারত চাইলেও পাকিস্তানেও জামায়াতে ইসলামী কট্টর ভারতবিরোধী, বাংলাদেশেও ভারত বিরোধিতার প্রধান উদ্যোক্তা হলো জামায়াত।

ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য জামায়াতে ইসলামীকে কোন কোন দিকে নজর দিতে হবে বলে মনে করেন?

জামায়াতে ইসলামী কোনোদিন বিএনপি হতে পারবে না। বিএনপি যে রকম আপসকামিতা করবে, জামায়াতে ইসলামী তা পারবে না। অন্তত পুরানো স্ট্রাকচারে যারা রিক্রুট হয়ে গেছে, তারা পারবে না। আমি মনে করি, জামায়াতে ইসলামী যদি বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রাজনীতি করে রাষ্ট্র ক্ষমতার পর্যায়ে যেতে চায়, নিজেরা দখল করুক, অথবা সহযোগীদের নিয়ে এলায়েন্স করে, তাহলে জামায়াতের ব্যাপারে প্রথম কথা হলো বাংলাদেশে সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সুদূর পরাহত। এর অন্যতম কারণ হলো ভারত এটা কোনোদিন মানবে না, পাশ্চাত্য মানবে না।

তার মানে ইসলাম বায়াসড সিভিল ডেমোক্র্যাটিক স্টেট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি এটি বলতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ, তাই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত যে কতো বেশি শক্তিশালী তার নজির হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। সারা পৃথিবী একদিকে, ভারত আরেক দিকে। তাই তো এরা বর্তমান সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারছে। সারা পৃথিবী ভারতকে চরমভাবে হোস্টাইল করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে, আমার এমনটা মনে হয় না। সুতরাং বিএনপি বলেন, জামায়াত বলেন, জাতীয় পার্টি বলেন, আওয়ামী লীগ বলেন, ভারতের সাথে একেবারে বৈরি সম্পর্কের পর্যায়ে গিয়ে কেউ এখানে টিকে থাকতে পারবে না।

মনে করুন, ভারত আর্মি মার্চ করিয়ে দিলো। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি সেটি রেসিস্ট করতে পারবে? এ ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে। অথচ এই দেশের ৯০% লোক হলো সুবিধাবাদী। এর সাম্প্রতিক নজির হলো ৯০% লোক কেয়ারটেকার গভর্নেন্ট চাইলেও তারা কিন্তু রাস্তায় নামছে না।

তারমানে ভারত যদি দখলও করে ফেলে, এর বিরুদ্ধে মুভমেন্ট দাঁড় করাতে বহু সময় লাগবে। ভারত যদি দখল করে পাকিস্তানের মতো না করে, ২৫ মার্চের ঘটনা যদি না ঘটায়, ভারত যদি শুধু স্ট্র্যাটেজিক জায়গাগুলো দখল করে রাখে এবং বলে যে, বাকি সব তোমাদের। ভারত কি এরশাদের মতো শাসক খুঁজে পাবে না, যারা ভারতকে সহযোগিতা করবে? ভারত এখানে সিকিমের মতো যদি না করে, তাহলে তারা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে।

আমি মনে করি, ১৯৭১ সালেও আওয়ামী লীগকে ক্র্যাশ করে দিয়ে পাকিস্তান টিকে যেতে পারতো। যদি আওয়ামীলীগকে ব্যানড করে দিয়ে চুপ করে থাকতো, গণহত্যাটা না করতো। আমি নিজেই তো পাকিস্তানের বিরোধী হয়েছি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে। এর আগেও আমি পাকিস্তান টিকে থাকার পক্ষে ছিলাম, ভিতরে ভিতরে। যদিও আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম।

জীবন বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে শরনার্থী শিবিরে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন গেছে? আমি নিজে ১৯৭১ সালে ৯ মাস ভয়ে ক্লাস করতে আসিনি। কারণ, বাঙালি মাত্রই একটা ভীতির মধ্যে ছিল। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বলুক, মুসলিম লীগ নেতারা বলুক, তাদের কোনো সুন্দরী মেয়ে ১০০% নিরাপদ ছিল কি না যে, পাকিস্তানী বাহিনী ধরে নিয়ে যাবে না? তারা বলুক। তাদেরও নিরাপত্তা ছিল না। এর মানে কি সব মেয়ে রেপড হয়েছে? তা না। কিন্তু সবার মনে ভীতিটা তো ছিল, আশংকা ছিল, আতঙ্ক ছিল। আওয়ামী লীগকে কত শতাংশ লোক ভোট দিয়েছে? ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগকে মোট ভোটের ৪২-৪৫ শতাংশের বেশি লোক ভোট দেয় নাই।

কিন্তু আওয়ামী লীগ তো তাদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব সিটই পেয়েছিল ...

পাঁচ ভাগ হয়ে ভোট হয়েছে, তার মধ্যে ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেছে। আওয়ামীলীগ ১৯৭০ সালেও ব্যাপক জাল ভোট দিয়েছে। যেহেতু বাকিরা সব দুর্বল ছিল। এটা আসলে সবারই চরিত্র। সুযোগ পেলে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী সবাই জাল ভোট দেয়। দেয় না?

দেয় না, এটা বলা যাবে না।

মনোপলি হয়ে গেলে, সেন্টারের ৮০ শতাংশ লোক নিজেদের হয়ে গেলে বাকি ২০ শতাংশ লোক খালি রেখে লাভ কি? আমাদের দেশের লোকদের তো ওয়েস্টার্নদের মতো প্র্যাকটিস নাই। পুলিশ নাই, তারপরেও তারা লাল বাতি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে...! দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করে পাশ্চাত্য এ ধরনের নৈতিক মান অর্জন করেছে।

সিকিউরিটি পলিসিতে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল। যেমনটি তারা দাবি করে। ... 'ইসলাম রক্ষা' ইস্যুও ছিল।

'ইসলাম রক্ষার' একটা সেন্টিমেন্ট হয়তোবা তাদের ছিলো। পাকিস্তান আর্মির প্রতি তাদের এমন অন্ধ বিশ্বাস ছিল। মুসলমানরা গায়েবী মদদে বিশ্বাস করে তো। আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জেতার আশা করছে না?

জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ক্যাডার সিস্টেম আছে। ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার অবজারভেশন সম্পর্কে বলুন!

জামায়াতে ইসলামী যদি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় অথবা জনপ্রিয় পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হতে চায়, তাহলে জামায়াতে ইসলামী তার বিদ্যমান কাঠামো দিয়ে কোনোদিন তা পারবে না। না পারার একটা বড় কারণ হচ্ছে, খুব মেধাবী, খুব ক্রিয়েটিভ কোনো লোকের পক্ষেই জামায়াতে ইসলামীতে জয়েন করা সম্ভব নয়। অতি মেধাবীদের ছাত্রশিবিরে জয়েন করার সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম।

এর কারণ কি?

কারণ হলো, তাদের সংগঠন পদ্ধতি ও মতাদর্শ এতো রিজিড যে, তাদের সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে বলতে গেলে কোনো স্বাধীনতাই থাকে না। এ ধরনের চরম আনুগত্য নিজ সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি করতে চায় না। সর্বাত্মকবাদের মতো চরম প্রান্তিক মতাদর্শ ব্যতিরেকে কোনো মতাদর্শ এমনকি থিওরিটিক্যালিও এটিকে এলাউ বা প্র্যাকটিস করে না।

এখন জামায়াত-শিবিরের পক্ষে এই স্ট্রাকচার চেঞ্জ করা কি সম্ভব বা বাস্তবসম্মত? এমনকি যদি তারা চায়ও...?

না, পারবে না। একটা ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী ও কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক মিল আছে। লোকে বলে এবং আমার নিজেরও ধারণা, মাওলানা মওদূদী আসলে ইসলাম ও কমিউনিজমকে একত্রিত করেছেন– ইসলামী আদর্শ আর কমিউনিস্ট স্ট্রাকচার। মাওলানা

মওদূদীর স্কলারশীপের উচ্চতা যা-ই হোক, জামায়াতের বাকি যারা আছেন, তারা প্রতিভা ও জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে আরো অনেক অনেক কম যোগ্যতা সম্পন্ন। তারা সব হলেন কার্যত মাওলানা মওদূদীর দ্বারা প্রভাবিত, মোর অর লেস স্মার্ট ফলোয়ার মাত্র।

ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন অফশ্যুটের মাধ্যমে জামায়াত যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন সমাজের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে সর্ব পর্যায়ে তাদের লোকজন আছে। যে ঘরে একজন বিএনপি করে, একজন আওয়ামী লীগ করে, সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে, কেউ একজন জামায়াতে ইসলামী সমর্থন করে বা ওই ঘরানার। তাহলে এরা এই উন্নতি করলো কীভাবে?

এর কারণ হচ্ছে ধর্ম। জামায়াতে আসলে তো স্বাধীন চিন্তা করার কোনো অবকাশ নাই। সে জন্য কোনো মেধাবী লোক এখানে টিকতে পারে না। আমি শীর্ষতম এক জামায়াত নেতাকে ১০/১২টা প্রশ্ন করেছিলাম। উনি সবগুলোতেই মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কথারই স্পষ্ট উত্তর দেননি। তারমানে, বলার স্বাধীনতা নাই। তাছাড়া স্ট্রাকচারে থাকার কারণে তারা সংগঠন থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মোটাদাগে আর্থিক সুবিধা পান। নচেৎ দৃশ্যত কোনো ইনকাম না থাকা সত্ত্বেও উন্নত লাইফস্টাইল মেনটেইন করে ছেলেমেয়েদেরকে বিদেশে বা দেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ান কীভাবে? গাড়ি মেনটেইন করেন কীভাবে?

ওনাদের তো ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যও আছে...

ব্যবসা-বাণিজ্য করে, সেটাও তো নিজেদের সাংগঠনিক তথা রাজনৈতিক প্রভাব বলয়কে কাজে লাগিয়ে করে, ইসলামী ব্যাংকের লোন দিয়েই তো করে। জামায়াতে ইসলামীর কন্ট্রাডিকশনটা হলো, তার পুরো স্ট্রাকচারটা হলো ক্যাডার পার্টির, অথচ তারা পপুলার পার্টি হতে চায়।

পর্ব-১: *www.facebook.com/notes/806095786074225*

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

***

ক্যাডার বেইজড হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদীরা কীভাবে ক্ষমতায় গেলো? প্রায় ৩৪ বছর তারা তো ক্ষমতায় ছিলো?

মার্কসবাদ এবং ইসলাম কিন্তু এক কথা না। ইসলাম কায়েম করার চেয়ে মার্কসবাদ কায়েম করা অনেক সহজ। কারণ মার্কসবাদে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ করার মতো কোনো ব্যাপার নাই। মার্কসবাদীরা বলে, এটা একটা সায়েন্স। যুগোপযোগিতাই হলো মার্কসবাদ।

বদরুদ্দীন উমররা তো বলেন, মার্কসবাদ কখনো ফেইলিউর হবে না। কারণ রাশিয়াতে কমিউনিজম আসেই নাই, কী ফেইল করবে? ওরা বলে, রাশিয়াতে তো মার্কসের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। মার্কসবাদের যে সাম্যবাদী পর্যায়– সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা– সেটাকেও এখন তারা শেষ বলছে না। এরপরেও আবার বিবর্তন হতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব উন্নতিতে নতুন নতুন সিচুয়েশন ফেস করবে মার্কসবাদ। আমরা যেটা দেখেছি, সেটা মার্কসবাদের একটা সাময়িক রূপ। এটা হলো মার্কসবাদের একটা ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় কথা হলো, মার্কসবাদ তো মানব রচিত মতবাদ। এটাকে আপনি ভাঙতে পারেন যে কোনো সময়। কিন্তু ইসলাম তো ওই রকম না। ইসলামকে তো ভাঙতে পারবেন না।

প্রশ্নটা ছিল, ক্যাডার পার্টি হলে পপুলার হতে পারবে না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সেটা কীভাবে সম্ভব হলো?

পশ্চিমবঙ্গে যখন যেটা দরকার, তারা সেটা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তো তারা আদি মার্কসবাদ কায়েম করে নাই কখনো। ওরা সেটা দাবিও করে নাই। ওরা বলে যে, একটা পুঁজিবাদী সমাজে যদ্দুর পারা যায় আমরা গরিব মানুষের কল্যাণ করার চেষ্টা করছি। ওরা এটাকে মার্কসবাদী রাষ্ট্র বলে না তো। তারা সর্বক্ষেত্রে আপস করেছে এবং সেটা তারা বলে কয়েই করেছে। ওরা বলেছে, ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সারা ভারতের ক্ষমতা দখল না করে একটা অঞ্চলে মার্কসবাদ কায়েম করা সম্ভব নয়। তার মানে তাদেরকে ভারতের, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের, সংবিধান মেনে চলতে হয়েছে। ভারতীয় পুঁজিবাদী আর্মির ছত্রছায়ায় কাজ করতে হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন জারি হওয়ার ঝুঁকি রেখেই কাজ করতে হয়েছে।

তারা কী পরিমাণ আপস করেছে সেটি দেখেন। সিপিএমের আমলে ভারতের অন্য যে কোনো অঞ্চল থেকে শিল্প-কারখানা গড়ার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা পশ্চিমবঙ্গকে আগে বেছে নিতো। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে শ্রমিকরা কারখানা কন্ট্রোল করতে পারে না। ফলে তাদের কথিত মার্কসবাদ পুঁজিবাদকেই সহায়তা করেছে এক অর্থে। এমনকি সিপিএমের নেতারা স্বাধীনভাবে আমেরিকায় গিয়ে বাণিজ্যিক সফর করে পুঁজি আনার চেষ্টা করেছে।

দেশের আয় বাড়ানোর জন্য তারা এটা করেছে। সোজা কথায়, তারা অ্যাডাপ্ট করেছে।

ওরাতো সেখানে কমিউনিজম কায়েমের কথা বলেনি। নাকি বলেছে?

তাহলে জামায়াতে ইসলামী যদি ক্যাডার সিস্টেম বহাল রেখে অ্যাডাপ্ট করার দিকে অগ্রসর হয়...

না, পারবে না। কারণ অযোগ্য ‘রোকন’রা সবসময় যোগ্যদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তাহলে যোগ্য লোকেরা সেখানে কেন কাজ করবে?

তো এখন জামায়াতের একাংশ যদি জামায়াতকে রেখেই কিছু একটা করে...

জামায়াতের উচিত ছিল ১৯৭১ সালের লিগ্যাসিকে চাপা দেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর নামে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি করা। অথবা সেমি-আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি করা, যেটা ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট হিসেবে থাকবে। বাহ্যিকভাবে উচিত ছিল একটা mass party করা। যেখানে ইসলামবিদ্বেষী নয় এমন যে কেউ স্পেস ও প্রপার এপ্রিসিয়েশান পেতে পারে। যেমন, ভারতে বিজেপি যখন আরএসএস করে, হিন্দু মহাসভা করে দেখেছে যে, ইন্ডিয়ান হিন্দুদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাচ্ছে না, তখন তারা বিজেপি নামে আধা সেক্যুলার পার্টি করেছে। যার ফলে তারা ৫/৭ বছরের মধ্যে ক্ষমতায় চলে গেছে।

জামায়াতে ইসলামী যদি ইসলামী ছাত্রশিবিরকে তাদের পার্ট না রাখতো, তারা কোনো ধরনের ভায়োলেন্সে আসতো না। তারা শুধু লোক রিক্রুট করে ওই পার্টিতে দিতো। সমস্ত জেলা কমিটিগুলো ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতারা ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। কিন্তু কেউ এটাকে সাম্প্রদায়িক দল বলতে পারতো না। কেউ এটাকে ১৯৭১ সালের দল বলতে পারতো না। বিজেপি তো তাই করেছে। বিজেপির সব key পোস্টগুলো আরএসএস-এর দখলে না? এভাবে চললে এই কন্ট্রাডিকশনটা হতো না।

কিন্তু উনারা এটা অতীতেও করেন নাই, নিষিদ্ধ হওয়ার পরে বাধ্যগত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে বর্তমান বা ভবিষ্যতেও করবেন না। জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের এসব শোনারও ধৈর্য নাই। উনারা মনে করেন যে, ইসলামের মনোপলি উনাদের হাতে। আসল কথা হচ্ছে এটা একটা vested স্বার্থ। উনারা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন। উনারা মনে করছেন যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, এমন কোনো কথা নাই। তাদের দায়িত্ব হলো ইসলামের কথা বলে যাওয়া, প্রতিষ্ঠা করাটা আল্লাহর দায়িত্ব।

জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের ব্যাপারে বলতে পারবো না। তবে মধ্যম পর্যায়ের অনেক নেতাসহ অনেক লোকজন আছে যারা একটা কিছু করার জন্য দৃশ্যত খুব সিরিয়াস। বর্তমান সংকটটা একটুখানি কেটে উঠলে বোধহয় একটা আউট বার্স্ট হবে। ইতোমধ্যেই জায়গায় জায়গায় বিভিন্নভাবে কিছু কিছু গ্রুপ বা পকেট সৃষ্টি হয়েছে।

আমি সবার আগ্রহ ও চেতনার প্রতি সিম্প্যাথি রেখেই বলছি, যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে জামায়াতের সংস্কারের চেয়ে নতুন নাম দিয়ে কিছু করাটা সহজতর ও ফলপ্রসূ হবে। বাম ঘরানার অভিজ্ঞতাকে সামনে রাখলে দেখা যায়, এত কিছুর পরও কমিউনিজমের পতাকাকে কিছু লোক ছাড়ছে না, ছাড়বে না। কমিউনিজমকে এখনো মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমরা কেন ধরে রেখেছে? যদিও তারা জানে, বাংলাদেশে কোনো দিন কমিউনিজম হবে না। এর পেছনে দুইটা কারণ।

একটা হলো, তারা ঐতিহ্যের ধারক হয়ে গেছে। মিডিয়াও তাদেরকে এক ধরনের সহযোগিতা করে টিকিয়ে রেখেছে, টকশোতে দাওয়াত করে। বামপন্থীদের তো কথা বলা

সহজ। একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগও দূরতমভাবে হয়তোবা আছে। এখনো WARSAW-ভুক্ত দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসছে। এমনটা ভারতে আছে।

সোশ্যালিস্টদের মধ্যেও কমিউনিস্টদের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা কাজ করে, যেমন আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রতি এক ধরনের ন্যাচারাল দুর্বলতা আছে, তাই না? যদিও তারা কোনোদিন কমিউনিজম করবে না। কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা থাকলে আমাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট জমজমাট থাকলো। এছাড়া কিছু সম্পত্তি আছে তাদের। সম্পত্তি নিয়ে মারপিট হয়েছে না সিপিবির সাথে, ওদের সাথে? এ কারণেই কিছুদিন পর পর বাসদ ভাঙছে।

আমি খারাপ অর্থে বলছি না, বামপন্থী দলগুলোর উদাহরণ দিলাম এজন্য যে, বামপন্থীরা যেখানে আছে সেখানে থাকলে কিছু সুবিধা ভোগ করে। জামায়াতে ইসলামীর এরচেয়ে বহু গুণ বেশি সম্পত্তি আছে। বাংলাদেশে জামায়াত নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও বিদেশে জামায়াতের প্রচুর লোক থাকবে। সারা পৃথিবীতে। তারা আরো বেশি কমিটেড। তাদেরকে বোঝানো সম্ভব হবে না। সুতরাং এর সুযোগ নিয়ে এখানে কিছু ঝাণ্ডাধারী থাকবে। কারণ তাদের সম্পত্তি আছে অনেক। এই সংগঠনের নেতা হিসেবে সৌদি আরব গেলে সেখানে এক মাস বিনা পয়সায় থাকতে পারছে, খেতে পারছে, কিছু দিরহাম পেয়ে যাচ্ছে ...

আমার কাছে মনে হয়েছে, নিবাসী বাংলাদেশী জামায়াত নেতাকর্মীদের চেয়েও অনিবাসী বা প্রবাসী বাংলাদেশী জামায়াত নেতাকর্মীরা অনেক বেশি কমিটেড...

এটা এ কারণে যে, তারা নিরাপদ। এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই এ রকম। বলা হয়, মনের দিক থেকে ইসরাইলে বসবাসকারী ইহুদীদের চেয়ে নন-ইসরাইলী ইহুদীরা আরো বেশি সিরিয়াস। তাই জামায়াতে ইসলামীর সবকিছু একেবারে অ্যাবুলিশ করে ফেলা বাস্তবে সম্ভব নয়। জামায়াত সদস্যদের মধ্যে একটা মানসিক ঐক্য তো গড়ে উঠছে। দশ জন একত্রিত হয়ে একটা বাড়ি করে ফেলেছে। দশ জন একত্রিত হয়ে একটা ফ্যাক্টরি করে ফেলছে। দশ জন একত্রিত হয়ে একটা প্রতিষ্ঠান করে ফেলছে। 'জামায়াত-বিশ্বাস' অনেক জামায়াত নেতাকর্মীদের মধ্যে বলা যায় এক ধরনের ঈমানের মতো হয়ে গেছে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটি সত্য। এর ফল হলো, যে যাই বলুক, দরকার হলে আমি মরে যাবো, তারপরও জামায়াতে ইসলামী ছাড়বো না।

দেখুন, রাজনৈতিক ভুল হতেই পারে। কিন্তু কত গোয়ার হলে জামায়াতে ইসলামী তার চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও গত ৪২ বছরে এটি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করতে রাজি হয়নি যে, ১৯৭১ সালে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

শুনেছি, গোলাম আযম সাহেব নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে নাকি তিনি এ ব্যাপারে....

জামায়াতে ইসলামী একটা বুকলেট লিখে, একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি বললে কি গোনাহ হতো নাকি? শুনেছি, কোনো এক রোকন সম্মেলনে একজন শীর্ষনেতা এমনও বলেছেন যে, ১৯৭১ সাল আমাদের জন্য বিপদ না, আমাদের জন্য কোনো সমস্যা না। বরঞ্চ, যারা ৭১ সালকে জামায়াতের সমস্যা হিসেবে মনে করছে, তারাই আমাদের জন্য বড় বিপদ!

যাহোক, আমার মতে ভিন্নমত পোষণকারীদের উচিত নতুন করে চিন্তাভাবনা করা। একেবারে ফ্রেশভাবে। যারা আসার আসবে।

একেবারে ফ্রেশ সংগঠন দাঁড় করানোর সম্ভাবনা কতটুকু? জামায়াত কি তাদেরকে বিভিন্নভাবে ***oppose*** *করা বা গিলোটিন করার চেষ্টা করবে না?*

তাতো করবেই। সিপিএম যে ধরনের চরম নির্যাতন নকশালপন্থীদের উপর করেছে, অন্য কেউ হলে ততটুকু হয়তোবা হতো না। ডিভোর্সি হাজব্যান্ড-ওয়াইফ পরস্পরের সবচেয়ে বেশি শত্রু। তাই না?

নকশালপন্থীদের শেষ পর্যন্ত সাকসেসটা কি?

না, সাকসেস নাই। বিশ্ব প্রেক্ষাপটই তো পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে সময়ে যে প্রেক্ষাপটে যেসব দেশে হয়েছে, ওই প্রেক্ষাপটই পাল্টে গেছে। পুঁজিবাদীরা ওয়েলফেয়ার মডেল সামনে এনে কৌশলে কমিউনিজম ঠেকিয়ে দিয়েছে। সর্বহারাই তো থাকছে না, সর্বহারার বিপ্লব কী জন্য হবে?

ইউরোপ কী করেছে? মার্কস তো আশা করেছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে উন্নত শিল্পায়িত সমাজে, যেখানে have nots সৃষ্টি হবে। এখন have nots'ই নাই, পুঁজিবাদীরা new economy চালু করে শ্রমিকদের ফ্যান, ফ্রিজ, গাড়ি, চিকিৎসাসহ সব নাগরিক সুবিধা প্রায় নিশ্চিত করেছে। তারপরও মানুষ কেন বিপ্লব করবে? বাক-স্বাধীনতা? সেটাও তারা অন্তত আমাদের বা অন্য যে কারো থেকে বেশি দিয়েছে। বড়জোর এটা হবে যে, এখন ৫০০ টাকা গ্র্যাচুয়িটি আছে, এটা ১০০০ টাকায় উন্নীত করার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করা। মাঝে মধ্যে ২/৩ দিন স্ট্রাইক করা। দরকার হলে মালিককে একটা পিটুনি দিলেও মেরে ফেলবে না। মেরে ফেললে গ্র্যাচুয়িটি বাড়াবে কে?

কমিউনিজম হলো একটা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ হলো একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সে জন্যই পুঁজিবাদ টিকে আছে। তাই কমিউনিজম সময়ে এসেছিলো, সময়ই তাকে রাষ্ট্রচ্যুত করেছে। অথচ, পুঁজিবাদ কল্যাণরাষ্ট্রে বিবর্তিত হয়ে টিকে আছে।

যেটা বলছিলাম, নতুন দলের সম্ভাবনা তাহলে কতটুকু?

নতুন দলের সম্ভাবনা বলতে যদি ক্ষমতা দখল করা হয়, তাহলে নিকট ভবিষ্যতে এটা হবে না, দেরি হবে। বাংলাদেশে বিএনপি-আওয়ামী লীগের বাইরে কেউ পারছে না কেন?

তারমানে আমাদের দেশের লোকজন রাজনৈতিকতার দিক থেকেও আদতে পীরবাদী। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরকে পীর মর্যাদায় অনুসারীরা মনে করে। এই অর্থে একেকটি দল যেন ধর্ম হয়ে গেছে। যারা আওয়ামী লীগ করে তারা মনে করে, ধর্ম চেঞ্জ করার মতোই আওয়ামী লীগ চেঞ্জ করাটা অসম্ভব। আওয়ামী লীগ বিরোধিতাও এক ধরনের ধর্ম হয়ে গেছে। এইসব বাস্তবতার মধ্যেই কাজ করতে হবে।

আমার ধারণা, বিএনপির লোকজন ভালো প্লাটফরম পেলে সুইচ করবে। বিএনপির যে অবস্থা, নড়তে চড়তে পারছে না...

নতুন দল হলে বিএনপির লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু জামায়াতের লোক কম পাওয়া যাবে। অবশ্য সাধারণ মানুষ এক পর্যায়ে আসবে। রাজনীতি তো একদিনের জন্য নয়। পাঁচ বছর পরেই ক্ষমতায় যেতে হবে, এ রকম তো না। রাজনীতি যদি মানুষের কল্যাণের জন্য হয়, তাহলে...

আরেকটা ব্যাপার হলো, ইসলামকে আদর্শিকভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করার বিষয়গুলোর মধ্যে যে বেসিক প্রবলেমগুলো, মাদ্রাসা সিস্টেমের মধ্যেও, তাবলিগ জামায়াতের মধ্যে তো অবশ্যই, এমনকি জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেও...। ইসলামকে রি-ইন্টারপ্রেট করার যে বিষয়টা, কনসেপ্চুয়াল অ্যাম্বিগুইটির যে বিষয়গুলো...

আমি মনে করি, নতুন রাজনৈতিক দলের ওইসব জটিলতায় যাওয়ার কোনো দরকার নাই। এগুলোর কোনোদিনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে এসব ফিলসফিক্যাল প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কোনোদিন এগুলোর মিমাংসা হয়নি, হবেও না। এগুলো দার্শনিক বিতর্ক হিসেবে থাকুক। এগুলোকে সাংগঠনিক বিতর্ক হিসেবে আনার দরকার নাই।

তাহলে আমরা যদি বলি, নতুন ধারার রাজনীতি, তারা তো তাহলে তেমন কোনো আদর্শ নিয়ে কাজ করবে না। তারা শুধু জনকল্যাণের জন্য কাজ করবে।

রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্কের কোনোদিন শেষ হবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে কিনা, এটা নিয়েও তো বিতর্ক আছে। রাজনীতি, সংগঠনের প্রয়োজন আছে কিনা। পৃথিবীতে এই আন্দোলনও তো আছে, আদিম অবস্থায় ফিরে যাও এবং সেখানেই শান্তি। আছে না? রুশো– এরাও তো বলেছেন, এসব তো যন্ত্র। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, পরিবার, বিবাহ প্রথা– এগুলো মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করে ফেলে। মানুষ জন্মগতভাবেই কেবল স্বাধীন, পরেই সে পরাধীন। এসব বিতর্ক তো কোনোদিন শেষ হবে না। এইসব ফিলসফিক্যাল বিতর্ক নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো আগ্রহ নাই। দরকার কি? ওগুলো ফিলসফির কাজ।

সমস্যা হলো, যারা এ ধরনের কিছু করার জন্য মিনিমাম কম্পিট্যান্ট, তারা তাদের কমফোর্ট জোনের বাইরে আসতে তো রাজি নয় ....

কোনোদিনও মতাদর্শিক আন্দোলনে, টোটালেটারিয়ান আন্দোলনে কখনো কোনো বেশি মেধার জন্ম হয় না। রুশ বিপ্লবের পরে আর একজনও ম্যাক্সিম গোর্কি আসেনি, একজন

টলস্টয় আসেনি। ওয়েস্ট বেঙ্গলেও নামকরা, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, এক সময় যারা বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিল, সিপিএমের ২০ বছরের শাসনামলে তাদের ৯০ শতাংশ সিপিএম ছেড়ে দিয়েছে।

তারমানে তত্ত্বগতভাবে টোটালেটারিয়ানিজম এবং ক্রিয়েটিভিটি– দুইটা কন্ট্রাডিকটরি?

সিপিএম সারাজীবনে একটা আনন্দবাজার পত্রিকা বের করতে পারেনি, এতো বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও। চট্টগ্রামে যখন কর্ণফুলী বের হয়, আল মাহমুদ সাহেবের সভাপতিত্বে, আমিও সেই মিটিংয়ে ছিলাম। সেখানে আমি বলেছিলাম, আপনারা কোনো অবস্থাতেই আরেকটা সংগ্রাম হতে দিয়েন না। কিন্তু এটা সংগ্রামের চেয়েও খারাপ হয়েছে। নয়াদিগন্ত এখন কেউ রাখে কি? নয়াদিগন্তে কিছু পড়ার আছে? আমরা দলীয় কারণে রাখি।

আমার কথা হচ্ছে, যদি ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট করতে চান, সেটি হতে পারে। কিন্তু রাজনীতি করতে হলে প্র্যাগম্যাটিক হতে হবে। রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংগঠন করতে হলে ওইসব মিথে যাওয়ার দরকার কি? একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রই তো লক্ষ্য....।

***Conceptual** যেসব **ambiguity** আছে, ওইগুলোকে **eradicate** না করে প্র্যাকটিকাল ফিল্ডে কিছু করতে গেলে, একটা পর্যায়ে, ৫/১০ বছর পরে, থিওরিতে যে প্রবলেমগুলো আছে...*

ইসলামী রাষ্ট্র করতে গেলে এই সমস্যাটা হবে।

*যেমন, আমি খুব প্র্যাক্টিকাল একটা উদাহরণ বলি। যদি মনে করা হয়, ইসলামী শরীয়াহর রেফারেন্সগুলো **require** করে মেয়েদের মুখ ঢাকতে হবে। তাহলে বর্তমানে যে ধরনের একটা হেজেমনি আছে, প্রবলেম হচ্ছে- সেটা হবে। আর যদি থিওরিটিক্যালি এটাকে সলভ করা যায় যে, এটা **required** না, অপশন আছে। এখন সলভ করা বলতে আমি মনে করি না যে, সহস্রাব্দ প্রাচীন এ বিষয়গুলো একদম **settle for ever** হয়ে যাবে। কিন্তু একটা ডমিন্যান্ট আইডিয়া হিসেবে মডারেট চিন্তাগুলো যদি থিউরিটিক্যালি **enrich** করা যায়...*

মুখ ঢাকার দরকার আছে কি নাই– এই বিষয়টার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী? এটা একটা সোশ্যাল ব্যাপার। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্র ও পরিধি আলাদা।

কিন্তু সমস্যার সমাধান না হলেও, বাস্তবে যারা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট পরিচালনা করবে, তাদের পক্ষে কিন্তু এক ধরনের ফিলসফিক্যাল সাপোর্ট লাগবেই।

আমি একটা কথা বলি, ইসলামী রাষ্ট্র হলেও, ইসলামী বিপ্লব করে রাষ্ট্র গঠিত হলেও জোর করেই টিকে থাকতে হবে, যদি সনাতনী ধারায় এক রকমের ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করা হয়। কমিউনিজমও একইভাবে জোর করে টিকে ছিল বা আছে। সেক্ষেত্রে সেটি হবে এক ধরনের পুলিশি রাষ্ট্র, যা কাম্য নয়। তাই বাস্তববাদী হয়ে যতটুকু সম্ভব জনগণের ইচ্ছার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করতে হবে।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Md. Ohidur Rahman: ইজিপ্টের মত জায়গাতে মুসলিম ব্রাদারহুড চড়া মূল্য দিচ্ছে, সেখানে জামায়াত ইভেন মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো অবস্থানেও যেতে পারে নাই এখনো। আর মূল্যটা তূলনামূলক কমই দিয়েছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম। আপনি যদি একেপির দিকে দেখেন, তারাও খুব ভালো অবস্থায় যে আছে তা বলা যাবে না। সো গবেষণা করার মতো আরো অনেক প্যারামিটার আছে মনে হচ্ছে, যা পাচ্ছি না, আমিও জানি না। তবে মনে হচ্ছ মূল বিষয়টা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি নাই। আর তাই এখন পর্যন্ত ঐটাই ঠিক, চেষ্টাটুকু আপ্রাণ এখলাছের সহিত করতে হবে। অবশ্যই ডাইভারসিটি গ্রহণযোগ্য সেটা কনভিন্সিং হইলে, বাট থেমে থাকা তো যাবে না।

আমি এখনও বিলিভ করি, ৭১ কখনই জামায়াত ইসলামের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না। ইসলামী রাজনীতি করলেই কোনো না কোনোভাবে এরকম কটু কথা আসবেই। তবে বিষয়গুলো মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে সুদক্ষভাবে। মনে হয় আমরা এখনো সুদক্ষভাবে কাজটা করতে পারি নাই। লেখাটা মনে হলো দেয়ালে ঘেরা চিন্তাগুলো, সামনে দেখতে পাচ্ছি না।

Mohammad Mozammel Hoque: “৭১ কখনই জামায়াত ইসলামের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না” আপনার এ কথাটি আবার ভেবে দেখবেন? ইসলামী আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা ছিল, আছে, থাকবে। তাই বলে নিজেদের ভুলগুলো লেজিটিমেইট হতে পারে না। বাতিলের বিরোধিতার একটা ধরন থাকবে।

Md. Ohidur Rahman: ৭১-এ পাকিস্তান বিভক্তির বিরোধিতা করা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এটা ভুল ছিলো কি ছিলো না, তা এক পাশে রেখে যদি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কনসার্ন হতে পারে তখনকার অবস্থার উপর ভিত্তি করে। সেটা একটা কমপ্লেক্স ইস্যু। এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা, সমঝোতা বা বিচার সবকিছু তখনই সম্ভব, যখন কোনো ন্যায়পরায়ণ বিচারক/আলোচক/গবেষক এই এই বিচার করবেন। বাট, এখন এটা ইমপ্র্যাক্টিকাল মনে হয়।

সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। ৭১-এ জামায়াতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অবস্থানটা আমার কাছে লেজিটিমেইট। প্রতিপক্ষ ৭১-কে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড় করাবে জনগনের সামনে, এটা স্বাভাবিক। এই ইস্যুটা জামায়াত ভালোভাবে হ্যান্ডল করতে পারেনি বলে আমি মনে করি। জামায়াত তো খোলাখুলি কথা বলে না এই ব্যাপারে, কেন যেনো ...।

M Nurul Islam Faruk: একগুয়েমিই দায়ী। TC, TS-এ দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতো, ৭১ মিমাংসিত। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাটির দরকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো সঠিক ব্যাপারটা অভ্যন্তরীণ বৈঠকেও গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেনি। একগুয়েমিও বলতে পারেন, দাম্ভিকতাও বলতে পারেন।

Md. Ohidur Rahman: জামায়াতের ব্যাখ্যা খুব বেশি গ্রহণযোগ্য তখনই হবে, যখন মানুষ এই ব্যাপারটা সত্যই জানতে চাইবে। শর্মীলা বোসের লেখা যতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছে, গোলাম আযম সাহেব এই ব্যাপাটা নিয়ে লিখলে ততটুকু গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতো না। আপনার আমার সবারই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করা উচিত। জামায়াত খুব বেশি ভালো সময় কাটাতে পারেনি এখনো বাংলাদেশে। এটাও বুঝতে হবে। দোষক্রুটি তো থাকবেই, আমাদের মাঝে তো নবী নেই, তাই না?

Mohammad Mozammel Hoque: এরেস্ট অনিবার্য দেখে প্রফেসর গোলাম আযম সাহেব সাংবাদিক ডেকে যে খোলামেলা কথা বলেছন, তা ইতোপূর্বে করেননি কেন? উত্তর তো বুঝাই যায়। তারা মনে করেছিলো, এটি একটি ডেড ইস্যু। এভাবে মনে করাটা ভুল ছিলো।

Abdul Quadir Saleh: The inner motivation of the organisation is so high, they thought they are the only Islamic organisation who are truly Islamic movement.

This sense of supremacy came from mostly their belonging on Islamic revival idea and partly from the weakness and failure of other Islamic organisations. Jamat thought that its a mass people’s organisation but they cannot accept any partner of same ideals in the field.

Any criticism or proposal out of their convention is oposed. They always treated it as anti-Islamic, anti-movement activity or the conspiracy against Islamic movement. As a result Jamat not only made their strong distance from them but they engaged themselves to root out those efforts.

For instance, debat in the Shibir leadership in 1982 and behave with Islamic Jobo Shibir since 1983. Jamat always likes to think their all actions as OK. These kind of tunnel vision has made Jamat-e-Islami an ego-based, an arrogant and an intolerate organization belonging with highly Islamic one party leadership conception.

Why sympathisers of Islamic movement from ulamas and vast intellectuals and professionals are away from them? It should be reviewed by them.

Now jamat is passing a critical moment what's they don't deserve. Any criticism will heart them seriously. But for the betterment of the future of Islamic movement need to allow a window for constructive discussion.

Md. Ohidur Rahman: There is always a high time to criticize, I don't think this is high time now to criticize. When good time will come then discuss these issues please. If you have better something to present before the mass people then you can do that as well.

I didn't see anybody from Jamaat or Shibir who claims that this is the only Islamic group. There might have some others problem but until we can see things clearly, cannot blame! We cannot see everything and they don't let it see. This can be a strategy as well. Why do we think we are right? On which basis? There is a big question regarding scholars! That is another debate! We should criticise with *ekhlas* and we can very well understand, if it is done with *ekhlas*!

Abdul Quadir Saleh: This is not blaming. There is no question of *ikhlas*. If someone comes forward to point something for betterment it does not mean his intention is bad. If someone did not see any fault that does not mean, no one cannot see, or it's doesn't exist.

Treating any suggestion as a blame will never help anyone to achieve the goal. Our whole sympathy and prayer goes to brothers who are in their fighting against *tagut*.

But searching the right strategy does not disqualify the *ikhlas* and sympathy.

Md. Ohidur Rahman: It's also a part of modesty not to criticise at bad time. If someone criticise at bad time, things will be questionable! If you have *ekhlas*, do criticise at good time. If they don't pay heed to you, you have done your job, rest is on them!

Abdul Quadir Saleh: Yes, that's it. But emotion always dominates over reality. It's makes people's one sighted.

Syed Moududi described in his *'Islami Renaissance Andulon'* why Mujaddid-e-Alfesani, Syed Ahmed Bberlovi, Shah Ismail Shahid rahimahumullah has 'failed' to achieve the target. That eye view is in need to focus on the movement's strategy now a days.

In the innugral period of Jamat-e-Islami, Syed Moududi rahimahullah called the ummah to unite under a purely truthful organisation titled *'Ekti Sottonistho Doler Proyujon'*. In any situation, it should not be forgotten.

Again simply stick to on emotion and misunderstanding will give the wrong massage and would derail us from the right direction. As I understood, the writer and me didn't blame or criticise JI. This is an intellectual and academic review.

Before expressing any view or judgement, we need to read the whole text carefully and try to understand if there is any right massage. For reminder, I quote my comment bellow:

> "Now jamat passing a critical moment what's they don't deserve to, any criticism will heart them seriously. But for the betterment of the future of Islamic movement, need to allow a window for constructive discussion to be heard."

I have my own criticism on it like everyone can have. But here I just mention for the leadership to allow a window for a constructive discussion. If brothers ere not ready in constructive discussion it's up to them.

History will write his own story.

Mohammed Shah Alam: ৭১ সালের ভূমিকার দুটি দিক আছে।

১. পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা বা অখণ্ডতার পক্ষে রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়া।

২. পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক সামরিক বাহিনী দিয়ে নাগরিকদের একাংশকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে নিধনযজ্ঞ চালানো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং নারীদের ধর্ষণ করা (কত মানুষ হত্যা করা হলো বা কত নারী ধর্ষিত হলো, সেই সংখ্যার বিচারটা গৌণ)।

পাকিস্তান অখণ্ড (সে যে কারণেই হোক) রাখার জন্য বা রাখার নামে দ্বিতীয় কাজটি সমর্থনযোগ্য কি না? যদি সে কাজটি সমর্থনযোগ্য না হয় তবে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রতি সমর্থন জারি রাখা ইসলামের নৈতিক দিক থেকে সংগত (হয়েছে) কি না? জামায়াত কি এমন প্রশ্নের উত্তর খোলাসা করতে পেরেছে? নাকি খোলাসা করতে তৈরি ছিলো?

Khomenee Ehsan: ১৯৭১ সালে জামায়াতের উপলব্ধি ঠিক ছিল। তবে সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। উপলব্ধি ঠিক হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করা জামায়াতের লোকদের শ্রেণী চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তবে খোদ পলিটিক্যাল ইসলাম ব্যাপারটাই এমন যে এর মধ্যে ভুল করাটাই স্বাভাবিক।

জামায়াত ভারতবর্ষের জনগণের কোনো আন্দোলনেই কখনো থাকেনি। এটা শুধু ৪৭ ও ৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনেই ঘটেছে এমন নয়। এ দলটি ক্ষমতার আন্দোলন ছাড়া জনগণের সব আন্দোলনেই দূরে থাকে।

খোদ ছাত্রশিবিরেরও ছাত্র আন্দোলন করার কোনো রেকর্ড নাই। কেন নাই, কারণ খুঁজলেই ১৯৭১ বুঝা যাবে।

Latifur Rahman: মদীনায় এসে মুহাম্মদ (সা) স্থানীয় গোত্রগুলোর সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মদীনা সনদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন। মদীনার সুরক্ষার জন্য তিনি টহল বাহিনী গঠন করেন। তারা একবার নাখালার দিকে টহল দিতে যেয়ে কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ হতাহতের ঘটনায় আল্লাহর রাসূল (সা) অসন্তুষ্ট হন এবং বন্দীদের মুক্তি ও নিহতদের জন্য রক্তপণ দেন।

ওহুদ যুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি দাওয়াতী গ্রুপ মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়। বীরে মাউনায় ৭০ জনের চৌকশ দাওয়াতী গ্রুপের একজন ব্যতীত সবাই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। কোনোমতে পালিয়ে ফেরার পথে ভুলক্রমে শত্রুপক্ষের লোক মনে করে ঘুমন্ত দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেন রক্তাক্ত কা'ব বিন যায়েদ। আল্লাহর রসূল (সা) এর জন্য রক্তপণ প্রদান করেন।

এ দুটি ঘটনা থেকে আমি শিখেছি ভুল হতেই পারে এবং তার জন্য করণীয় কী।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, ৭১ এ জামাতের ভূমিকার জন্য অনেকেই জামাতকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে থাকেন। তবে কোন অপরাধে ক্ষমা চাইতে হবে সেটা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না– অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় জামাতের রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য, নাকি ৭১-এ গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য।

(আমি নিজে ৯১-এর বিএনপি টার্মের সময় বিটিভির 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ক্লিপিংস দেখেছি। যেখানে তৎকালীন জামাতের সেক্রেটারি এবং বর্তমান আমীর জনাব মতিউর রহমান নিজামী প্রথমটি স্বীকার করেছেন এবং দ্বিতীয়টি স্পষ্টভাবে তাদের প্রতি অন্যায় অভিযোগ বলে কড়া সমালোচনা করেছেন।)

Khomenee Ehsan: মজলুম মানুষের পাশে না দাঁড়ানোর জন্য তওবা করবে, জনগণের কাছে সরি বলবে।

পর্ব-২: *www.facebook.com/notes/806441046039699*

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩৩. পোস্ট

বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত

জামায়াত-শিবিরের পক্ষে কি ৮৩ সালে ফেরত যাওয়া সম্ভব? বর্তমান আন্দোলনকে পপুলার মুভমেন্টে রূপান্তর করা কি সম্ভব?

জামায়াতের হাই কমান্ড এটা মনে করে কিনা যে, something is problem there? এটা হলো বুনিয়াদী ব্যাপার। যদি তারা মনে করে যে- কোনো প্রবলেম নাই, তাহলে ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে জামায়াত কেন ১০ শতাংশের বেশি জনপ্রিয়তা পায় না?

এক্ষেত্রে ট্র্যাডিশনাল জামায়াত লিডারশীপ হয়তো বলবে, ***problem is within the concept of people about Islam.***

আসলে ব্যাপারটা ঠিক নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে একেবারে সাধারণ থেকে শুরু করে শিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যখন ইসলামের কথা বলে তখন তারা এর সাথে থাকে না, বরং দূরত্ব বজায় রাখে। আসলে পাবলিক সাপোর্টের দিক থেকে জামায়াত এক ধরনের legitimacy crisis-এ ভুগছে। এই বৃত্ত থেকে জামায়াত গত ৩৮ বছরে বেরুতে পারেনি এবং যদি major reform না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতেও পারবে না। opinion maker হলো সাধারণ মানুষ এবং সুশীল সমাজ। এই দুই শ্রেণীর মানুষের কাছে জামায়াতের একটা legitimacy crisis আছে।

এই ব্যাপারটা কেমন?

নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের চেয়েও legitimacy থাকাটা ভিন্ন একটা ব্যাপার। জামায়াতে ইসলামীকে socio-political বাস্তবতা বুঝতে হবে। এজন্য জামায়াতের soul-searching থাকা উচিত।

বাংলাদেশে নাস্তিকদের সংখ্যা যদি ৫ শতাংশও হয়, তাহলে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে তারা হলো ৮০ লক্ষ। যদিও ৮০ লক্ষ একটা বড় সংখ্যা কিন্তু ৯৫ শতাংশ মানুষ তো আস্তিক। তাহলে কেন জামায়াতে ইসলামী legitimacy crisis-এ ভুগছে? আসলে এটা শুধুমাত্র ৭১ ইস্যু নয়। ৭১ সালে জামায়াতের মতো অন্য যারা একই ভূমিকা পালন করেছে, তারা তো এ ধরনের সংকটে নাই।

বিভিন্ন দিক থেকেই জামায়াতের legitimacy crisis রয়েছে। তাত্ত্বিক দিক থেকেও জামায়াতের এক ধরনের legitimacy crisis রয়েছে। জামায়াত প্যান ইসলামিজমের

কথা বলে। অথচ পাকিস্তানকে একটা আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার যে মডেল, সেটা একটা টেরিটোরিয়াল ব্যাপার। এটা প্যান ইসলামিজমের সাথে মিলে না।

জামায়াতের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তের একটা উদাহরণ হলো জামায়াত পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সময় এর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তানকেই আবার একটা মডেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের চেষ্টা করছে। এমনকি পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টাও করেছে। মূলত ইসলামিক সেন্স থেকে জামায়াত ৭১ সালে ওই ধরনের ভূমিকা পালন করে। যদি এটাই হয়, তাহলে তো এক ধরনের কন্ট্রাডিকশন রয়েছেই।

এক্ষেত্রে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হতে পারে, যেহেতু জামায়াত একটা পজিশনে এসেছে, তাই সবাই জামায়াতের নাম নিচ্ছে এবং অন্যরা যেহেতু পজিশনে নাই, তাই তাদের নাম কেউ নিচ্ছে না।

স্বাধীনতার আগে-পরে কমিউস্টদের ভূমিকা, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে প্রাসংগিক। স্বাধীনতার পর জামায়াতের পুনর্গঠনের ইতিহাস দেখেন। সবশেষে ৭১ ইস্যুতে কমিউনিস্ট দলগুলোর সাথে জামায়াতের তুলনা করেন। ১৯৬৮/৬৯ সালের দিকে ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিংহ) এবং ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (আব্দুল হক - তোয়াহা) নামে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে সিরাজ শিকদার গঠন করেন পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। এভাবে অনেকগুলো গ্রুপ গড়ে উঠে। এই গ্রুপগুলোর মধ্যে সিরাজ শিকদারের গ্রুপটা স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা পালন করেছে। মোটাদাগে যারা তরুণ ছিল, তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছে।

চীনপন্থী কমিউনিস্টদের বিভিন্ন গ্রুপ জামায়াতের মতো বা জামায়াতের চেয়েও বেশি করে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। এদের গুরু ছিলেন মাওলানা ভাসানী। এমনকি মোহাম্মদ তোয়াহা গ্রুপ ১৯৭৮/৮০ সাল পর্যন্ত নিজেদেরকে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তালুকদার মনিরুজ্জামানের Radical Politics in the Emergence of Bangladesh নামের বইটিকে পড়া দরকার। কমিউনিস্টরা মূলত ইন্ডিয়া-চায়না কনফ্লিক্টে চীনের পক্ষে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। এটা করতে গিয়ে তারা প্রচুর মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং মুক্তিযোদ্ধারাও তাদেরকে হত্যা করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর জামায়াতের পুনর্গঠনের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জিয়াউর রহমান ছিল রাজনৈতিকভাবে জামায়াতের জন্য বেনিফেক্টর, আর জামায়াত বেনিফিশিয়ারি। কারা কারা রাজনৈতিক দল করতে পারবে কিংবা পারবে না, তা অনুমোদনের জন্য জিয়া Political Parties Regulation (PPR) ঘোষণা করেন। ওই সময় জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ বিরোধী সবাইকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দিয়েছিলেন।

এই PPR-এর অধীনে জামায়াত নিজ নামে রাজনৈতিক দল পুনারায় চালু করার অনুমতি চেয়ে তিনবার দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমান জামায়াতে ইসলামী নামে দল পুনর্গঠনের অনুমোদন দেননি। সে জন্য পরে আইডিএল (Islamic Democratic League) গঠন করা হয়। IDL থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরবর্তীতে জামায়াত যখন নিজ নামে চালু হলো, তাতে জিয়ার সমর্থন ছিল না। এ জন্য জিয়া তার মৃত্যুর আগে জামায়াতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নেজামে ইসলামী পার্টির সভাপতি মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ছিলেন আইডিএলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কিছুদিন পর জামায়াতের কিছু লোক উদ্যোগ নিয়ে compelling situation-এ আইডিএলের মধ্যে রিকুইজিশন মিটিং ডেকে এক ধরনের ক্যু করেন। ওই মিটিংয়ে সিদ্দিক আহমদকে বাদ দিয়ে জামায়াতের মাওলানা আব্দুর রহীমকে আইডিএলের সভাপতি করা হয়।

অথচ, মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ফেরার পর শেখ মুজিবের সাথে তাঁর এক ধরনের জেন্টলম্যান্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছিল যে, তিনি রাজনীতি করবেন না। কিন্তু জামায়াত রাজনীতিতে আসার জন্য মাওলানা আব্দুর রহীমকে ব্যবহার করে আইডিএল-এ ভাঙ্গন ধরায়। এই ভাঙ্গনের ফলে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আইডিএল-এর এক অংশের নেতা হন, আর মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব হলেন আরেক অংশের নেতা।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৮১ সালের শুরুর দিকে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি কাজী নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে দেশব্যাপী জামায়াতের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়, জামায়াতের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা করা হয়। তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ছিল সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত। পদাধিকার বলে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ছিলেন সংস্থাটির উপদেষ্টা। এরশাদ সাহেব তখন এ পদে ছিলেন।

একই সময়ে জামায়াত মাওলানা আব্দুর রহীমকে আইডিএল থেকে পদত্যাগে রাজী করাতে না পেরে ‘জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ’ নামে দল ঘোষণা করে। জামায়াতে ইসলামী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমর্থন ছিল না। কাজী নুরুজ্জামান তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান তাকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি ‘স্বাধীনতা বিরোধী’ জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন এবং জামায়াতকে তিনি দমন করবেন। কিছু দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার ফলে এটা তিনি করে যেতে পারেননি।

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব লাভের পর বাইতুল মোকাররম গেটে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্যে ৭১ ইস্যুতে এপোলজি করার ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এটা চ্যালেঞ্জ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম এমনটা বলেননি। বরং ৯২ সালে দৈনিক ইনকিলাবে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে গোলাম আযম ৭১ ইস্যুতে জামায়াতের ভূমিকাকে লেজিটিমেট করার চেষ্টা করেছেন। একটা অন্যায়কে সোজা স্বীকার করা একটা ব্যাপার। কিন্তু অন্যায়ের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো এবং সে যুক্তিকেই হাইলাইট করা তো আসলে কনফেশন না। যেসব পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন থেকে শুরু করে সবাই, তারা প্রকাশ্য জনসভায় ওই বিষয়টা ফোকাস করে জনগণকে বলেছে যে, তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং সে জন্য তারা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। এই কাজটা জামায়াত ছাড়া সবাই করেছে । অথচ সবাই চাচ্ছিল জামায়াত এটা করুক।

জামায়াত-শিবিরের অভ্যন্তরীণ একটা বিষয়ের তথ্য হলো, ৮০'র দশকের শুরুতে মাওলানা আবু তাহের শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি থাকাকালীন ৭১ ইস্যু নিয়ে একটা ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি করা হয়। পরবর্তীতে উনার পরে এনামুল হক মঞ্জুর পরে যখন আব্দুল কাদের বাচ্চু কেন্দ্রীয় সভাপতি হন, তখন তিনি ওই কমিটির কার্যক্রম জোরদার করেন।

তৎকালীন শিবির নেতাদের মধ্যে যে তিনজন এতে বাধা দেয়, তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের শাহজাহান চৌধুরীও ছিলেন। তারা এ কমিটিকে কাজ করতে দেয়নি। যে ইস্যুগুলো তখন সমস্যা হিসেবে ছিল, সেগুলো এখনও রয়ে গেছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, আহমদ আব্দুল কাদের বাচ্চুই ছিলেন সঠিক।

জামায়াতর উত্থান থেমে যাওয়া প্রসঙ্গে ...

আব্বাস আলী খান 'একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ' শীর্ষক একটা বই লিখেছেন। তার আলোকে জামায়াতের উত্থান থেমে যাওয়াকে যদি আমরা পতন হিসেবে ধরি, তাহলে এর মূল কারণ হলো, জামায়াতের সাংগঠনিক অহংবোধ এবং দম্ভ।

জামায়াতে ইসলামী হলো বিএনপির বেনিফিশিয়ারি। কিন্তু বিএনপির সাথে যখন জামায়াতের দ্বন্দ্ব শুরু হলো তখন বিএনপি, বিশেষ করে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে জামায়াতের দায়িত্বশীল পর্যায়ের শিক্ষিত-ভদ্রলোকেরা যত আক্রমণাত্মক কথা বলেছেন, সেগুলো এতোটাই অশালীন ও অসুন্দর ছিল যে শেখ হাসিনাও বর্তমানে এই ভাষায় কথা বলেন না। ওই সময়ের সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও দৈনিক সংগ্রামে এর উদাহরণ রয়েছে।

জামায়াতের আদর্শের তাত্ত্বিক ত্রুটি এবং একই সাথে তত্ত্বের সাথে বাস্তবের বৈপরিত্ব হলো জামায়াত যে ধরনের পিউরিটানিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেটা আসলে কখনোই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ, বাংলাদেশ একমাত্র মুসলিম দেশ, যার সব আশপাশে কোনো মুসলিম দেশ নাই। এই বিষয়টি জামায়াতের বিবেচনায় থাকতে হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিও বিবেচনায় নিয়ে জামায়াতকে কাজ করতে হবে।

পিউরিটানিক ফর্মে জামায়াত টিকে থাকবে এবং সাংগঠনিকভাবেও শক্তিশালী হবে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করতে পারবে না। সেটা করতে হলে জামায়াতকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষের এথনিক আইডেন্টিটিকে soul searching করে অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে যদি জামায়াত নিজেকে সংস্কার করে,

তাহলে হয়তো তাদের দিয়ে হবে। কিন্তু dilemma হলো, জামায়াতে ইসলামী পিউরিটানিক ইসলামের কথা বললেও নিজেরা কিন্তু তার মধ্যে নেই।

True Islamic spirit-এর আওতায় থেকে যদি কোনো কিছু করতে হয়, তাহলে মদীনা সনদকেই সামনে রাখতে হবে। মদীনা সনদের গুরুত্ব এতো বেশি যে, যদি ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ না হতো, তাহলে হয়তোবা মদীনা সনদকে কোরআনের আওতাভুক্ত করা হতো।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাম্য। 'প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে ইবাদত কবুল হবে না'- এ ধরনের হাদীসগুলোতে তো প্রতিবেশী মুসলিম নাকি অমুসলিম, তা বলা হয়নি। ইসলামের এই সাম্যবাদী চেতনার বিপরীতে পিউরিটানিক ইসলামপন্থী জামায়াতের নেতাদের সামাজিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, মূলত তারা একটা ভোগবাদী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাদের চরিত্রের মধ্যে সেগুলোর প্রতিফলন দেখা যায় না, যেগুলো তারা বলে বেড়ায়।

সাম্য এবং ন্যায়বিচারের পথ থেকে সরে আসার কারণে জামায়াতে ইসলামী নিজেই অভ্যন্তরীণভাবে সমাজের মধ্যে এক ধরনের legitimacy crisis-এ ভুগছে। ৮০'র দশকে জামায়াত বাইরে থেকে ফান্ড এনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার বিষয়টাকে এজন্যই প্রাধান্য দিয়েছিল যে, মনে করা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিপ্লবীরা বের হবে। কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের সাথে সমানতালে স্পিরিট বা মননশীলতা ডেভেলপ না হওয়ার কারণে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো সে ধরনের বিপ্লবী সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জামায়াতের ভবিষ্যত

জামায়াতের ভেতরে একটা প্যাসিমিস্ট অ্যাপ্রোচ আছে। জামায়াতের ১৫/১৬ জন নেতার ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পরেও জামায়াত যদি কোনো সহিংস পথে না গিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে থাকে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে হয়তো জামায়াতে ইসলামী একটা সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

জামায়াতকে এভাবে ক্র্যাশ করার পরে জামায়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ইন্ডিয়ার এ রকম একটা ভুল রিডিং আছে। একইভাবে এই ভুল রিডিং আছে দেশের কিছু থিংক ট্যাংক এবং শাহবাগ আয়োজকদের। তাদের এই আইডিয়াটা সঠিক নয়। কারণ, জামায়াত সাংগঠনিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী হবে, যদিও ইসলামী আন্দোলন হিসেবে সামাজিকভাবে এর গ্রহণযোগ্যতা আগের চেয়ে দুর্বল হবে।

পরিস্থিতিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটা কোনোভাবেই শেখ হাসিনার উচিত হয়নি। এর ফলে রাজনীতির যে মিডল সেন্টার, যে ইকুইলিব্রিয়াম, তা অলমোষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে।

বিএনপির মধ্যে মেজরিটি হলো ডানপন্থী মানসিকতার লোকজন, যারা আদতে র‍্যাডিক্যালিস্ট না। আওয়ামী লীগের মধ্যে মেজরিটি প্রগতিশীল ধারার হলেও তারাও কিন্তু র‍্যাডিক্যালিস্ট না। radical right হিসাবে যখন জামায়াতকে আঘাত করা হলো, তখন আওয়ামী লীগের উচিত ছিল মিডলে যারা আছে, তাদেরকে আশ্বস্ত রাখা। তা না করে যখন মিডলের লোকদেরকেও আঘাত করা হয়েছে, তখন পাশের র‍্যাডিক্যালরা মিডল পয়েন্টের কমান্ড নিয়ে নিয়েছে।

আসলে মিডলে যারা আছে (বিএনপি), তাদের চাওয়াটা কী? তাদের চাওয়া হলো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। দেশের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশ থাকলে র‍্যাডিক্যালরা পাশে থাকবে। আর যারা মডারেট তারা দেশ পরিচালনা করবে, আওয়ামীলীগ বা বিএনপি- যে কোনো একটা দলের তরফ থেকে। কিন্তু এখানে একটা শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং এই শূন্যস্থান র‍্যাডিক্যালদের দিয়ে পূরণ হওয়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে চারটা শীর্ষ এনজিও'র সম্মিলিত একটা অনুষ্ঠানে রাশেদ খান মেনন অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'সুশীল সমাজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেয়েও জাতীয় নির্বাচনকে প্রাধান্য দিচ্ছে।' অথচ এটাই হলো বাস্তবতা। সুশীল সমাজ চাচ্ছে না, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে দেশের চলমান অস্থিতিশীলতা আরো গড়াক। তারা চাচ্ছে, একটা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটা স্বাভাবিক হোক।

জামায়াতকে একটা পক্ষে চলে আসা উচিত, হয় একটা কনস্টিটিউশনাল পার্টি, নয়তো একটা রেভ্যুলশনারি পার্টি। যদি তারা স্বাভাবিক রাজনীতি করতে চায়, তাহলে তাদের আর দশটা পার্টির মতো কনস্টিটিউশনাল পার্টি হওয়া উচিত। তাদের তাত্ত্বিক অস্বচ্ছতা দূর করা উচিত। বাঙ্গালিত্ব এবং মুসলমানিত্বের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত খুব খারাপ কিছু না। কিন্তু আদর্শিক জায়গা থেকে যদি দেখা হয় বা ইসলামের জায়গা থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে জামায়াতের মধ্যে মেজর প্রবলেম আছে।

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

Farid A Reza: ১ম পর্ব, ২য় পর্ব এবং বর্তমান লেখাটা পড়লাম মন দিয়ে। খু-উ-ব ভালো লাগলো। এ রকম আলোচনা আর আমার চোখে পড়েনি। দুয়েকটি ছোটখাটো ব্যাপারে লেখকের সাথে দ্বিমত থাকলেও তাঁর কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্যের সাথে আমার দ্বিমত নেই। লেখককে আন্তরিক মোবারকবাদ।

যাদের বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন আছে তাদের সবার এটা পড়া দরকার। আমার মতে সব আলোচনার সার কথা হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং অবস্থা ও সময়ের আলোকে সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন। অনেকেই আমরা একটা ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে দ্বীন নিয়ে আলোচনা করি এবং আংশিক সত্যকে পুরো সত্য ধরে নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিয়ে গোঁ ধরে

বসে থাকি। সাংগঠনিক দায়িত্বের ছোঁয়ায় আমরা সবাই যেন পণ্ডিত এবং সে পাণ্ডিত্যকে কেউ চ্যালেঞ্জ করুক তা আমরা চাই না। এটা এক ধরনের অহংকার।

Sk Mahdi: কথাগুলোতে কিছুটা ভুল থাকলেও বেশির ভাগ সত্য । তবে ইসলাম জাতীয়তাবাদ মানে না । সারা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য রাজনীতি করা উচিত।

Shariful Hoque: Actually the basic problem lies in other side that is unification of thought in every level of its command or chain. For example, high level leaders are divided into two approaches: radicalist and liberal. Middle class leaders, who led BICS in 90's to 2000 has become Islamic bourgeois.

Saimum Ctg: অনেক কিছু জানতে পারলাম,যা আগে জানতাম না। স্যারের কাছে অনুরোধ ৮০ ও ৯০ শতকের জামাত ও ইসলামি ছাত্র শিবির সম্পর্কে জানতে চাই।

Mahbubur Rahman: A nice interpretation.

Mohammad Mozammel Hoque: শীর্ষ জামায়াত নেতৃবৃন্দের তো সাংগঠনিক ফোরামের বাইরের এ ধরনের 'অসাংগঠনিক' লেখাতে এমন খোলামেলা মন্তব্য করা উচিত নয়!!!! @Mahbubur Rahman

নোমান সাইফুল্লাহ: Good Thinking.... কিন্তু জামাতের লোকজন এসব কখনোই পড়বে না। ওনারা ‘চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান’, ‘ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা’, ‘সাফল্যের শর্তাবলী’ ইত্যাদি পড়তে আগ্রহী। ফলে আপনি আমি যতই চেঁচামেচি করি, অবশেষে ফলাফল শুন্য...। জামাতের বর্তমান নেতৃত্বের কথা বাদই দিলাম, শিবিরের যে নেতৃত্ব আছে.....তাতে তেঁতুল গাছে কখনো আম ধরবে না। ধন্যবাদ আপনাকে।

Mohammad Mozammel Hoque: "চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, সাফল্যের শর্তাবলী" এই সব তো পড়া দরকার। সাথে আরো অনেক কিছু পড়া দরকার।

Adv Imrul Kayes Rana: তবে মাওলানা মওদূদীর বিষয়টিও আসতে পারে, তিনি অনেক বড় মপের আলেম কিন্তু এদেশের অন্যান্য আলেমরা তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মত প্রদর্শন করে....। তাঁর লেখা বাদ দিলে কি খুব ক্ষতি হবে?

Khaled Mohammad: আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর সময় উপযোগী একটি লেখার জন্য। তবে বন্ধু সংগঠনের ভাইদের অনুরোধ জানাবো লেখকের বিরুদ্ধে কথা না বলে আত্মসংশোধনীর জন্য কথা বলেন, লিখেন। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে শুনার, জানার, বুঝার এবং মানার তৌফিক দেন, আমিন।

Shimanto Eagle Ami: Very nice & thoughtful write up. Jamat should realize their weakness. জামায়াতের মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা ওপেন করা দরকার। শীর্ষ নেতা কামারুজ্জামান এবং আব্দুর রাজ্জাকের দুটি আর্টিকেল পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং আশাবাদী হয়েছিলাম যে জামায়াত অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের পর্যালোচনা বা সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় সামসুন্নাহার নিজামী এবং আবু নকিব ছদ্মনামে মতিউর রহমান নিজামীর লেখা পড়ে খুব হতাশ হয়েছিলাম। উনারা উভয়েই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোন সংশোধনের চিন্তাকে "হীনমন্যতা" হিসেবে উল্লেখ করে জামায়াতের বর্তমান কর্মনীতিকে সঠিক বলে জোর দাবী করেছেন।

আবু নকিব (নিজামী সাহেব) তার লেখায় তুরস্ক এবং মিশরের কর্মপন্থারও সমলোচনা করেছেন এবং যারা জামায়াতে রিফর্ম বা সংস্কারের কথা বলছেন তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী বলতেও দ্বিধা করেননি। জামায়াতের শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের মাইন্ড সেট-আপের উপর যদি সংগঠনের নীতি কি হবে না হবে তা নির্ভরশীল হয়ে যায় তাহলে পরিণতি কী হবে তা পরিস্কার।

তাই এ সকল স্পর্শকাতর বিষয় আর গোপনীয়তায় সীমাবদ্ধ না রেখে ওপেন ডিসকাসশান এ আনা দরকার। এতে সবাই ইনপুট দিতে পারবে এবং বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ পাবে।

Khandoker Zakaria Ahmed: চমৎকার লিখা, ধন্যবাদ । প্রায় সব বিষয়ের সাথে একমত। আইডিএল এর অন্যতম সংগঠক এডভোকেট সা'দ আহমদ আইডিএল ভেংগে জামায়াত গঠন প্রসংগে বলেছিলেন,

> “আমাদের কিছু সংখ্যক বন্ধুদের এই পদক্ষেপ এদেশে একটি সফল ইসলামী আন্দোলনকে কিছুদিনের জন্য হলেও পিছিয়ে দিয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে এবং আইডিএলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করা হয়েছে কিনা একথা আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও চিন্তাভাবনা করার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।”

-‘আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল’

কতবড় সত্য কথা তিনি বলেছিলেন তা আজ আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

Shakil Mamun: আবদুল কাদের বাচ্চু ভাইদের সময়কার প্রবলেমের কথাটা খুব বেশি জানি না। তবে ত্রিশ বছর আগে যে ভুলটা করেছিলেন নেতারা, তার ফলটাই এখন ভোগ করতে হচ্ছে তাদের।

আর ক্ষমা চাওয়ার যে বিষয়টা এই অজ্ঞাত পরিচয় বিজ্ঞজন বলেছেন, তার চেয়ে বাস্তব কিছু হতে পারে না। ভুলটাকে ভুল না বলে সেই ভুলটার পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো বোকামি বোধ হয় জামায়াতই করল।

Tariq Faisal: বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে একটা কথা জিজ্ঞেস করা যাবে? জামায়াত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, এ ব্যাপারে অথেনটিক কোন রেফারেন্স দিলে বড় উপকৃত হতাম।

M Nurul Islam Faruk: Tariq Faisal, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে এতে কোন ভুল বা সন্দেহ নেই। মাওলানা মওদূদী সেটা ক্লিয়ার করেছেন, পাকিস্তানকে ধারণ করেছেন।

Mohammad Mozammel Hoque: যখন হিন্দু জমিদার-ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের বাঁচার একমাত্র পথ ছিল একটি আলাদা হোম ল্যান্ড প্রতিষ্ঠা, তখন আদর্শের কথা বলে জামায়াত এই আন্দোলনে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল।

পূর্ব পাঞ্জাবের তথাকথিত 'দারুল ইসলাম' হতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে মাওলানা মওদূদী কর্তৃক প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানে চলে আসাই প্রমাণ করে জাতিকে রক্ষা হলো প্রথম কর্তব্য, জাতিকে আদর্শ নির্ভর করার চেষ্টাটা সকল জরুরত সত্বেও দ্বিতীয় কর্তব্য।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি - যে কারো জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বনাম ভারত রক্ষা - উভয় ধারাকে বাতিল সাব্যস্ত করে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে উভয় আন্দোলনকে প্রবলভাবে বিরোধিতা করাই ছিল মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক ভুল। @Tariq Faisal

Tariq Faisal: To be honest, I don't care a dime about the interviewed pundits opinion whether it was right or wrong. What I am concerned about is the intentionally propagated false allegation that JIH opposed Pakistan movement. Now from your writing, it is clear that they didn’t actually oppose. Just kept themselves distant from the movement.

Mohammad Mozammel Hoque: It was more than physical oppose. Firstly, JI was so tiny to stop the movement. Secondly, JI was opposing conceptually which could be a fatal. They just failed to see the reality on the ground. Any social movement has to be pro-people. Try to understand it, please!!

আবু হানিফ: আপামর জনগনের সাথে তো জাশি(জামাত শিবির) মিশতে পারেনা, পারেনা দেশের প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মনেও ইসলামী আন্দোলনের মূল মুটিভটা জাগিয়ে তুলতে। আপনার সাথে আমিও একমত যে,কোথাও একটা মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে।

আমার মনে হচ্ছে, জাশি-এর থিংকিংটা অনেক হাই। যা সাধারণ মানুষের থিংকিংয়ের সাথে মিলেনা। যেমন, তাবলিগ জামাত বলছে, সৎকাজের আদেশ, নামায, রোযা ও ব্যক্তিগত

আমল-আখলাক ঠিক হলেই দেশ ঠিক হয়ে যাবে। এ কথা দেশের সাধারণ মানুষের জন্যে বুঝতে সুবিধা। জামাত বলছে, না শুধু নামায কালাম পড়লেই হবেনা, দেশের রাজনীতি ও সমাজ নিয়েও সক্রিয় ভুমিকা রাখতে হবে। কথা সবই ঠিক, তবে সাধারণ মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয়গুলো সমন্ধে তেমন জ্ঞাত না।

Mohammad Mozammel Hoque: সমাজ ও রাজনীতির সংস্কার জরুরী। তবে এই জরুরত, বিশেষ করে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রসংগ অতি উচ্চ মার্গের। সমস্যা হলো, জামায়াত রাজনীতি দরকার, এ কথা বলে নিজেকে বাস্তবে আপদমস্তক রাজনৈতিক করে ফেলেছে। ব্লেইম গেম ও কন্সপির‍্যাসি থিওরীই তাঁদের ভরসা ও সান্তনা! @আবু হানিফ

Tariq Faisal: well, that's your interpretation and you have every right to do that. But that doesn't change the truth. ZazakAllah for your reply.

www.facebook.com/notes/806798026004001

ফেব্রুয়ারী ৬, ২০১৪

৩৪. নোট

জামায়াতের সংস্কারবাদীদের উদ্দেশ্যে জরুরি এলান

প্রশ্ন: সমস্যা কি শুধুমাত্র জামায়াতের কর্মকৌশলগত, নাকি তাত্ত্বিক? অথবা উভয়ই?

উত্তর: সমস্যা যদি শুধুমাত্র জামায়াতের কর্মকৌশলগত তথা কাজের ভুল হয়ে থাকে তাহলে জামায়াতের সংস্কার বা একটি বিকল্প জামায়াতের কথা ভাবতে পারেন। আমি মনে করি, সমস্যা শুধু জামায়াতের নয়। জামায়াত এ দেশের অপরাপর ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো করে সর্বাত্মকবাদী, ভক্তিবাদী ও পপুলিস্ট ধাঁচে গড়ে উঠেছে। তাই এটি (JI) থাকুক। ইনফ্যাক্ট, ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা establishment-সমূহ এবং এক ধরনের ধারাবাহিকতার উপর ভর করে এটি টিকে থাকবেও। জামায়াত কন্টিনিউ করাটাই সবার জন্য ভালো।

আমার বিবেচনায়, জামায়াতের 'ইসলামী আন্দোলন তত্ত্বকে' আমূলভাবে পুনর্গঠন করা জরুরি। অতএব, জামায়াত আমার head-ache নয়। যারা জামায়াতের reform from within-এর আশা ও দাবি নিয়ে আছেন, তারা ভুল করছেন। রিফর্মের কথা বলে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। জামায়াতের paradigm নিয়ে আর একটি 'জামায়াত'ই হতে পারে। জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন সম্পন্ন হয়েছে। তাই ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক নতুন সামাজিক আন্দোলনে একতরফা 'জামায়াত চর্চা' কোনো কাজের জিনিস নয়।

ইসলাম ও একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা– এই দুইয়ের সমন্বয়ে সমাজ আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ নতুন চিন্তাকাঠামো বা পদ্ধতির (paradigm of thought) উপস্থাপনাই আশু কর্তব্য মনে করি। মনে রাখতে হবে, 'ইসলামের তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব' কোরআন-হাদীস তথা কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সমাজে বাস্তবিক অর্থেই একে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা আপনার আমার সব ইসলামপন্থীর দায়িত্ব। এর মানে এই নয় যে, জ্ঞান অর্জন ও গবেষণাকর্ম শেষ করে প্র্যাকটিক্যলি (সামাজিক) কাজ শুরু করবো।

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক জ্ঞানের অন্বেষণই শ্রেষ্ঠ আমল। আমল যথাসম্ভব পারফেক্ট, আর জানাশোনা ন্যূনতম– আমলবাদীদের এই ধারণা ভুল। 'লিমা তা কুলুওনা মা লা তাফয়ালুওন' (তোমরা সে কথা কেন বল, যা তোমরা কর না)– এর তাৎপর্য হলো, কাজ যেন জ্ঞানের বিপরীত না হয়। অতএব, জানা ও করা– দুটোই সমানতালে চলবে।

জামায়াত করার মানে যদি হয় 'ইক্বামতে দ্বীনের ফর্মুলা' অনুসারে জামায়াত বহির্ভূত সবার কাজকে নিছক 'খেদমতে দ্বীনের' ট্যাগ লাগিয়ে বাস্তবে খারিজ করা, তাহলে আমি এর সাথে নাই। আবার জামায়াত না করার মানে যদি হয়, জামায়াতের অনস্বীকার্য অবদানগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা, তাহলে এই নব্য র‍্যাডিকালিস্টদের সাথেও আমি নাই।

বস্তুত, কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট হেদায়েত থাকার পরও জামায়াতে ইসলামী বা এ ধরনের কোনো লোকাল সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা থাকা না থাকার প্রসঙ্গটি বড় করে দেখার কিছু নাই। মসজিদে যখন আমরা নামাজ পড়ার জন্য যাই, তখন কি আমরা এর ব্যবস্থাপনা, কর্তৃপক্ষ, এমনকি ইমাম সাহেবকে নিয়েও খুব একটা ভাবি? অতএব, ভালো কাজের প্রসঙ্গ আসলে সহযোগিতার কাজে প্রতিযোগিতায় নেমে পরতে হবে। কোনো ভুল কাজ হলে, এ সংক্রান্ত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী নিজের ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, কোনো অনুচিত কাজকে হাত দ্বারা বাধা দিতে হবে, না পারলে মুখে বাধা দিতে হবে, তাও না পারলে সংশ্লিষ্ট খারাপ বিষয়টিকে প্রতিরোধের জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে। ঈমানের এটি সর্বনিম্ন স্তর।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক হযরত উমরকে (রা) মোকাবিলা করার ঘটনাটি যথেষ্ট শিক্ষণীয়। মসজিদে নববীর সামনে হযরত উমার (রা) শোকের আবেগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তরবারী বের করে চিৎকার করে বলছিলেন, যে বলবে মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে কতল করা হবে। হযরত আবু বকর (রা) এসে তা দেখে উমর (রা.)কে থামানো বা বুঝানোর চেষ্টা না করে পাশেই দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সূরা আল আলে ইমরানের শেষাংশ হতে তিলাওয়াত করা শুরু করলেন, "... মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া কিছু নয়, তাঁর পূর্বেও রাসূলরা গত হয়েছেন। সুতরাং, যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে?"

যারা এতক্ষণ উমরকে (রা) ঘিরে তামাশা দেখছিলো তারা আবু বকরকে (রা) ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে লাগলো। হযরত উমর (রা.) পরবর্তীতে বলেছেন, আবু বকরের (রা) তিলাওয়াত শুনে উনার মনে হয়েছে, উনি আগে এই আয়াতগুলো শোনেন নাই এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন। বলাবাহুল্য, উমারকে (রা) নিবৃত্ত করার এই কৌশল কার্যকরী হয়েছিল। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর পরই হযরত উমর (রা) তরবারী ফেলে দিয়ে বসে পড়েন এবং কাঁদতে শুরু করেন।

অতএব, প্রো-একটিভ সেন্সে কাজ করুন। বেটার অলটারনেটিভ সেট করুন। স্রোতহীন নালার পাশে খাল কেটে দিতে পারলে সেটি পরিস্কারকরণের প্রয়োজনীয়তা কিম্বা সম্ভাব্য-সংকট ইত্যাদি আর প্রাসঙ্গিক থাকে না, তাই না? এই 'আক্বাবা' (কঠিন বাধা) অতিক্রম করার সামর্থ্য কথিত সংস্কারবাদীদের আছে কিনা, তাই দেখার বিষয়। কোনো প্রতিষ্ঠিত ধারায় কাজ করে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যত সহজ, নতুন কোনো ধারা সৃষ্টি করা তারচেয়ে ঢের কঠিন! অতএব...

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Akbar Khan: জামায়াতে কোনো পরিবর্তন আনতে হবে না, যদি শুধু একটিবার শাসক গোষ্ঠীকে 'ইয়েস' বলে কিংবা ১৯ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে আসে। জামায়াতে

পরিবর্তনের কিছুই নেই। আর যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তাহলে জামায়াত থাকবে হয়তো, কিন্তু ইসলাম থাকবে না।

Mohammad Mozammel Hoque: ‘জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম’, আপনার মন্তব্যের এটি হলো অন্তর্গত সুর (inherent tone), যদি আমি বুঝে থাকি। এ ধরনের প্রান্তিক দাবির যুক্তি কী? আর কথায় কথায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে নিয়ে আসা কি ঠিক?

> “ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজসহ সব মানবিক বিষয়কেই ইসলামে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি তা-ই হয়, সেক্ষেত্রে ‘ইসলাম একটি অরাজনৈতিক ধর্ম’ কিম্বা ‘ইসলাম হলো রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট একটি ধর্ম’ কিম্বা ‘রাজনীতি হলো ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য”
>
> – এই সব ধারণাই প্রান্তিক এবং ভুল।” বিস্তারিত দেখুন– cscsbd.com/556

Noman Khan: সংস্কারের কথা হতে হবে স্পেসেফিক– কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে, কেন ভুল হচ্ছে, কিসের জন্য ভুল হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাস-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করে কোরআন-হাদিসের রেফারেন্স ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের রেফারেন্স সহকারে ভুল সমাধানের উপায় কী – তা বলা। কিন্তু হাতাশাজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সংস্কারবাদীদের মধ্যে এই জিনিসটি আমার কাছে মিসিং মনে হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ দলকে অবজ্ঞা এবং নিচু করার মানসিকতা থাকে। যারা সংস্কারের কথা বলেন, তাদের বেশিরভাগ লোকের কথা বলার ভঙ্গি, লেখার কৌশল খুবই আক্রমণাত্মক। এতে পরিস্কার হয় তারা সংস্কার চায় না, তারা চায় তাদের মতের জোরপূর্বক বাস্তবায়ন।

আমি এক্সটারনাল ডিবেটের পক্ষে। কারণ এক্সটারনাল ডিবেট ইন্টারনাল ডিবেট করতে বাধ্য করে। আর এভাবেই আজ নয় কাল পরিবর্তন আসবে। কিন্তু আমাদের এক্সটারনাল ডিবেট হয় তীর্যকপূর্ণ, হেয় প্রতিপন্নমূলক। সেই সাথে বেশিরভাগ সংস্কারবাদীদের দেখেছি ভিন্নমত বা ভিন্ন যুক্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, যারা পরিবর্তন আনতে চান, তারা আর কিছু না পারলেও Mohammad Mozammel Hoque ভাইয়ের মত বিশ্লেষণমূলক লেখালেখি করতে পারেন। অথবা যে জায়গাগুলোতে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের গ্যাপ আছে, সেগুলোতে অবদান রাখতে পারেন। যেমন মিডিয়া, ইনটেলেকচুয়্যাল তৈরি, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি।

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাঁ ভাই, জামায়াতের জন্য একটা কমপ্রিহেনসিভ এরিয়াস অফ ইমপ্রুভমেন্ট ধাঁচের সংস্কার প্রস্তাবনা তৈরির কথা ভাবছি। এ ধরনের কিছু আবার ‘জামায়াত চর্চা’ টাইপের কিছু হয়ে যাচ্ছে কিনা, তাও ভাবছি। দেখা যাক। ধন্যবাদ।

Muhammad Nurullah Tarif: আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় জ্ঞানগর্ভ এই নোটের সবচেয়ে যথার্থ একটি প্যারা: “জামায়াত করার মানে যদি হয় ‘ইক্বামতে দ্বীনের ফর্মুলা’ অনুসারে জামায়াত বহির্ভূত সবার কাজকে নিছক ‘খেদমতে দ্বীনের’ ট্যাগ লাগিয়ে বাস্তবে

খারিজ করা, তাহলে আমি এর সাথে নাই। আবার জামায়াত না করার মানে যদি হয়, জামায়াতের অনস্বীকার্য অবদানগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা, তাহলে এই নব্য র‍্যাডিকালিস্টদের সাথেও আমি নাই।”

ইকামতে দ্বীন আর খেদমতে দ্বীনের এই বিভাজন অভিনব। ইতিপূর্বে কোনো আলেম এমন বিভাজন করেছেন বলে জানা যায় না। উপরন্তু এর সাথে যদি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার গণ্ডি সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত রাখার পরিবর্তে বিশেষ কোনো দলের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেয়া হয়, সেটা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব আদর্শের সরাসরি খেলাফ বৈকি!

আর এই নোটের সবচেয়ে আশংকাজনক বাক্য: “ইসলাম ও একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা– এই দুইয়ের সমন্বয়ে সমাজ আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ নতুন চিন্তাকাঠামো বা পদ্ধতির (paradigm of thought) উপস্থাপনাই আশু কর্তব্য মনে করি।”

যেন ইসলামী অনুশাসন নাযিলকালে আল্লাহ তায়ালা একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা কোথায় দাঁড়াবে সে সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন! অথচ কোরআনে বারবার বলা হচ্ছে– “তিনি মহাজ্ঞানী।” আরো বলা হচ্ছে– “তিনি তোমাদের সামনে পিছনে সব জানেন।” আরো বলেছেন– “তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য।”

যদি কেউ ইসলামের দরদী থাকে, তবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে, শুধু দল হিসেবে ইসলামকে যতটুকু ধরে রেখেছে ততটুকু ধরে রাখার কারণে; তাহলে তার উচিত তাদের কল্যাণ কামনা করা। জামায়াতের লোকদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া। কোরআন-সুন্নাহকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার প্রতি আহ্বান জানানো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন সকল দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করার নসীহত করা। দেশবিদেশের তথাকথিত দোস্তদের উপর আশা না করে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পূর্বে কোরআন-হাদিসে অভিজ্ঞ আলেমদের মতামত জানার চেষ্টা করা।

Mohammad Mozammel Hoque: জনাব, আপনি নোটের “ইসলাম ও একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা– এই দুইয়ের সমন্বয়ে সমাজ আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ নতুন চিন্তাকাঠামো বা পদ্ধতির (paradigm of thought) উপস্থাপনাই আশু কর্তব্য মনে করি।” এই অংশকে ভুল বুঝেছেন। একটু কষ্ট করে আমাদের ওয়েবসাইটে (cscsbd.com) গিয়ে ‘সামাজিক আন্দোলন’ টপিকের লেখাগুলো পড়ার অনুরোধ করছি। এছাড়া ‘ইসলামী চিন্তার সংস্কার: কোথায়, কেন ও কিভাবে’ (cscsbd.com/396) প্রবন্ধটিসহ আরো কয়েকটি লেখা পড়তে পারেন।

www.facebook.com/notes/ 838752462808557

৩১ মার্চ, ২০১৪

৩৫. পোস্ট

শাপলা চত্বরের বছর পূর্তি

আওয়ামী লীগ নৃশংসভাবে হেফাজতকে দমন করেছে। আওয়ামী লীগের অবস্থান থেকে দেখলে এর কোনো গত্যন্তর ছিল না। আওয়ামী লীগকে জন্ম থেকে চেনার দাবিদার (যেমন- বিএনপি) কিংবা আওয়ামী লীগকে ঐতিহাসিকভাবে চেনা, জানা ও মোকাবিলার দাবিদার (যেমন- জামাত)– তারা কী করে এতগুলো নিরীহ লোককে চরম ঝুঁকির মুখে ছেড়ে দিল? সরলপ্রাণ আলেম-উলামাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যারা ঢাকা শহরের নিরাপদ ফ্লাটে রাতযাপন করেছে, আমি তাদেরকে ঘেন্না করি...! জামায়াত ও বিএনপি– উভয় দলই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছে। মাঝখানে অগণিত নিরীহ লোকের রক্তের বন্যা বইলো...!

মনে পড়ে, প্রথম ঢাকা সমাবেশের পরে হেফাজত যখন সন্ধ্যায় সমাবেশ সমাপ্ত ঘোষণা করে তখন জামায়াতের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলেরা হতাশা ব্যক্ত করে। তাদের মতে, হেফজতের সাথে যা কথা হয়েছে, সে অনুসারে অনির্দিষ্ট কালের ঘোষণা দিয়ে অন্তত তিনদিন ঢাকায় অবস্থান করার কথা ছিলো। তাদের অর্থাৎ জামায়াতের নাকি সে ধরনের 'প্রস্তুতি'ও ছিল!

আমি তখনই (এপ্রিলের ছয় তারিখ সম্ভবত) সেই উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, হেফাজতকে ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবিলায় একটা সামাজিক চাপ হিসাবে রেখে দেয়ার নীতি গ্রহণ করার জন্য। বলেছিলাম, রাজনৈতিকীকরণ করলে হেফাজতের পরিণতি হবে আওয়ামীকৃত গণজাগরণ মঞ্চের মতো। ক্র্যাকডাউনের পরে, বলেছিলাম, হেফাজত আর কোনোদিনও ওঠে দাঁড়াতে পারবে না। অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন, প্রবলভাবে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কাঙালের কথা বাসি হলেই ফলে ...।

এখন রক্তমাখা ছবি পোস্ট করে কী লাভ? হতে পারে এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে 'স্কেপ গোট' বা বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকা দেয়ার নয়া রাজনীতি...!

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

Asif Mahmud: আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের মন্তব্য হচ্ছে, হেফাজতের উছিলায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ আল্লাহ আমাদের করেছিলেন। সুযোগ আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পারলাম সেটাই আলোচনা হতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য সাহায্য ঠিকই এসেছিলো, কিন্তু মুসলমানরা সে মানে উন্নীত হইনি বলেই তো পরাজয় এসেছে। ঠিক তেমনি জালিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ একটি আন্দোলন সময়ের দাবি ছিলো, যার পরিবেশ আল্লাহই তৈরি করেছিলেন।

আমার দৃষ্টিতে এখানে হেফাজতের দায় সবচেয়ে বেশি, যা আমি কাছ থেকে কিছুটা আঁচ করেছি। তাদের অনেকের মুখে শফী হুজুরের কেরামতি সুর বেজে উঠেছিল। হেফাজত নেতাদের মধ্যে অতিমাত্রায় অহমিকা চলে এসেছিলো। বিএনপির জন্যে কোনো মন্তব্য করতে চাই না, যারা ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে পরিবেশ ভারী করে দিয়েছিলো। আর জামায়াত-শিবিরের নেতারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরিকল্পনা নিয়েছিলো।

একজন দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাগে স্টিকার, পতাকা থাকলে যাত্রাপথে কোনো সমস্যা হবে কিনা। উনি 'সমস্যা হবে না' বলেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে অনেকে সমস্যায় পড়েছেন। আরো মজার ব্যাপার ছিলো, অপরিচিত জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছেন, যা পরিকল্পনার অভাব। অর্থাৎ, (১) সঠিক পরিকল্পনা (২) নেতৃত্ব আর (৩) অহমিকাই ছিলো এমন পরাজয়ের কারণ।

Mohammad Mozammel Hoque: আন্দোলনমুখর অঢেল জনতা হলো উন্মনা-উচ্ছল অনিন্দ্য সুন্দরী নারীর মতো। দেখলেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়! 'গণজাগরণ' দেখে এতিম বাম মিডিয়া-বিপ্লবীরা বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। সরকার মনে করেছে, জামায়াত-শিবিরকে ধুইয়া ফেলার এই তো সুবর্ণ সুযোগ! এরপরে বিএনপি তো মুখের এক ফুঁতে উবে যাবে।

হেফাজতের ১৩ দফা আন্দোলনের রমরমা অবস্থা দেখে জামায়াত ভেবেছে, এইবার আওয়ামী লীগকে বিচার-বিচার খেলার মজা দেখাইয়া দিবো...। বিএনপি ভেবেছে, জামাত-হেফাজতের কাঁধে বন্দুক রেখে মসনদ শিকারের এই তো মোক্ষম সময়! প্রান্তিক অবস্থান হতে রাতারাতি লাইমলাইটে ওঠে আসা কওমীরা মনে করেছে, জামাত-শিবির কোনো ফ্যাক্টর নয়, ফালতু! আমরাই ফ্যাক্টর, বাংলাদেশকে (আফগানিস্তান হিসাবে?) ইচ্ছামতো গড়ে তুলবো। মাঝখানে ফরহাদ মজহারের গ্রুপ ভেবেছে, এই যা, বাংলাদেশে 'গণতান্ত্রিক রূপান্তরের হাতিয়ার' হিসাবে ইসলামপন্থীদের ব্যবহার করে বিপ্লবের শিঁকায় হাত দেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র!

খোদার কী হুকুম, সবার ক্যালকুলেশনই আলাদা আলাদাভাবে ভুল প্রমাণিত হলো।

ভাবনার ল্যাম্পপোস্ট: জেআই-কে আমরা যেভাবে দোষারোপ করছি, সেটা ঠিক নয়। তারা ছিল এখানে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। বিএনপিকে সম্ভবত কেউ থ্রেট দিয়েছিল। আবার বিএনপির ভিতর আরেক বিএনপি কাজ করছিল, যারা সেক্যুলার বিপ্লবের স্বপ্নের অংশীদার। হেফাজত তখন হিট আইটেম। ম্যাডাম যোগাযোগ করছেন, প্রধানমন্ত্রী করছেন, মার্কিন দূতাবাস গাইড দিচ্ছে, সমস্ত মিডিয়া এক মাস ধরে তারা দখল করে আছে। ইন্ডিয়ার এজেন্ট বসুন্ধরা তার মাদ্রাসা থেকে পরিচালনা করছেন। এই অবস্থায় জেআই তো নস্যিরে ভাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জেআইকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নাই। তারা ছিল আসলেই তিন নম্বর বাচ্চা। তবে এই তিন নম্বর বাচ্চার লাফালাফি তাকে এক নম্বর বাচ্চায় পরিণত করেছে।

Mohammad Mozammel Hoque: পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জামায়াত হয়তোবা তিন নম্বরের অবস্থানে ছিলো। সমস্যা সেটি নয়। সমস্যা বা প্রশ্ন হলো, জেআই কর্তৃক তাদের সম্ভাব্য এক নম্বরের করণীয় কী, সেটি যে যার মতো বিবেচনা করতে পারেন, তা স্পষ্ট করেছিলো কি-না এবং তা সম্পাদন করেছিলো কি-না?

যাদের বিরাট অংশ কেবল তখনই জীবনের প্রথমবার রাজধানী শহরে এসেছে, এমন বিপুল সংখ্যক নিরীহ ইসলামপ্রিয় জনতাকে আওয়ামী লীগের যুদ্ধাস্ত্রের মুখোমুখি অবস্থানে ঠেলে দেয়া ও যখন একতরফা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠলো তখন মানবিকতার দৃষ্টিকোণ হতে দায়িত্বপূর্ণ অবস্থান না নিয়ে কৌশলগত রাজনৈতিক অবস্থান নেয়াসহ এই ঘটনায় জামায়াতের যতটুকু দায়, তার গভীরতা ও পরিধি যে যার মতো করে ঠিক করুন না কেন, জামায়াত কি তা এড়াতে পারে?

আক্রমণকারী হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকার, সমাবেশ পরিচালনাকারী হিসাবে হেফাজত নেতৃবৃন্দ, 'সর্বাত্মক সমর্থন' দানকারী হিসাবে বিএনপি– এই তিন পক্ষের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে শাপলা চত্বরের ঐতিহাসিক গণহত্যার জন্য দায়ী।

২০১৩ সালের শুরুতে হেফাজতের জয়-জয়কারের সময়ে সম্ভাব্য সকলভাবে জামায়াত কর্তৃক এই গণজোয়ারের ক্রেডিট দাবি করা হচ্ছিল। ভেতর থেকে জামায়াতই নাকি সবকিছু এরেঞ্জ করছিলো ইত্যাদি। তাহলে ব্রাশফায়ারে বেঘোরে মারা পরা লোকদের বা ঘটনার দায় তারা নিবে না কেনো? গণজোয়ার ঘটানোর কৃতিত্ব দাবির সাথে গণহত্যা অনিবার্যকরণের দায় অস্বীকার কি সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent) হয়?

Khomenee Ehsan: হেফাজতের কথা ছিল ঢাকা অবরোধ করে চলে যাওয়ার। কিন্তু ৩ মে খালেদা জিয়া শাপলায় অবস্থান গ্রহণ না করায় প্রায় ছয় লাখ লোক এনেও হতাশ জামায়াত হেফাজতকে বাধ্য করেছিল শাপলার সমাবেশ করতে।

টোটাল ঘটনার জন্য দায়ী জামায়াতের তিন জন নেতা। তারা সরকারেরই এজেন্ট, একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। সেনাবাহিনীর কিছু লোকের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। এরা একটা ক্যুর কথা ভেবেছিল। কিন্তু সেনাপ্রধান ইনডিয়া সফরের পর সবকিছু উল্টে যায়। মাহমুদুর রহমানরা এরেস্ট হয়ে যান। খালেদা জিয়াও ইন্টারভেনশনের বিপক্ষে অবস্থান নেন। কিন্তু এসব ডেভলেপমেন্ট বোঝার মত কাণ্ডজ্ঞান ও এলেম ছিল না জামায়াতের লোকদের। তারা বরং হেফাজতকে চাপ দিয়ে মতিঝিলে রাতে রেখে দিয়েছিল। নিজেদের জনশক্তিকে ফজরের সময় ওইখানে মোতায়েন করে তারা সচিবালয়মুখি অপারেশনের খোয়াব দেখছিল।

কথা হচ্ছে জামায়াত ও বিএনপি এই হত্যাকাণ্ডের দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

Mohammad Mozammel Hoque: কোনো ঘটনার দায়, ভুল কিংবা ব্যর্থতাকে জামায়াত কখনো স্বীকার করেছে, এমন কোনো রেকর্ড নাই। যথারীতি হেফাজত

ট্রাজেডিতেও টিপিক্যাল জামায়াত রেসপন্স হবে এমন– “প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনায় জামায়াতের কোনো ভুল নাই, থাকলেও অন্যদের ভুল, বাড়াবাড়ি কিংবা ব্যর্থতার কারণেই জামায়াত সঠিক কাজটি করতে পারেনি”!!!

Khomenee Ehsan: রাজনীতি করলে তো ভুল স্বীকার করা চলে। তারা তো করে ক্রাইম। ক্রিমিনালরা কখনো ভুল স্বীকার করতে পারে না, কারণ ভুল স্বীকারে শাস্তি মওকুফ হয় না।

মজার ব্যাপার হলো, ১৯৭১ থেকেই জামায়াত সেনাবাহিনীর সাথে আঁতাত করে ক্রাইম করতেছে। আর কোল্ড ওয়ারের রিশতাটা তারা কী যতনের সাথেই না এতকাল ধরে টিকিয়ে রেখেছে।

Zakir Howlader: Khomenee Ehsan, আপনি কি হতাশায় ভুগতেছেন? আর মোজাম্মেল স্যার, ঘটনার ১ বছর পর এসে আপনি জামাতের সমালোচনা করছেন। যদি ৫ মে হেফাজত সফল হয়ে যেত তাহলে জামাতকে আপনি কী বলতেন? এই প্রশ্নের উত্তরটা দিলে খুশি হব।

Mohammad Mozammel Hoque: এক বছর আগের এই লেখাটি দেখুন: www.facebook.com/MH.philosophy/posts/649853748365097

কাল্পনিক প্রশ্ন ও speculative কথাবার্তা না বলে বিষয়ানুগ তথা factual analysis করাই ভালো। আলোচনাটিতে জামায়াত এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে, মূল ফোকাস হিসাবে নয়। হতে পারে, এক ধরনের নেগেটিভ মেন্টালিটির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে জামায়াতের সংগঠনবাদীদের একতরফা ডিফেন্সিভ কমেন্ট-ফ্লাডিংয়ের কারণে জামাত প্রসঙ্গটি এই স্ট্যাটাসের মন্তব্যে হাইলাইট হয়েছে।

Khomenee Ehsan: আমি আসলেই হতাশা ভুগতেছি। এখনো এই দেশে এত বছর পরেও ইসলামকে বিক্রি করা বন্ধ হলো না। এটা দেখে আপনারা আশাবাদী হলেও আমার হতাশ লাগে। মানুষ কবে বুঝবে যে ইসলাম বিক্রি না করেও খাওয়া যায়, চলা যায় ...।

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/860039827346487

৫ মে, ২০১৪

৩৬.

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: মূল্যায়ন ও পরামর্শ

[পূর্ব পরিচয় সূত্রে কয়েকজন জামায়াত দায়িত্বশীলের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আলোচনার পয়েন্ট-নোট হিসাবে এটি লেখা। উনাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে এটি পৌঁছিয়েছি এবং সংক্ষেপে ব্যাখ্যাও করেছি। কথা দিয়েছিলাম এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করবো না। জামায়াতের দাবি, নিজস্ব ফোরামে উত্থাপিত একান্ত পরামর্শকেই শুধুমাত্র জামায়াত বিবেচনা করে। তাই, বাহিরের লোকের কথা তারা শুনেন না। ইসলামিক্যালি এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কেননা, যা হক, তা ব্যক্তিবিশেষের বলা না বলার ওপর নির্ভর করে না। যা হোক, এ নিয়ে পরবর্তীতে আর কারো সাথে আমার কোনো ধরনের যোগাযোগ হয় নাই। এখন স্পষ্ট, তারা আমার কোনো পরামর্শকেই গ্রহণ করে নাই। সংগত কারণে এই লেখাটির কোনো সোশ্যাল মিডিয়া লিংক নাই। এটি ২০১৫ সালের শুরুর দিকে লেখা।]

জামায়াতে ইসলামীর গঠন পর্ব

ক. তাত্ত্বিক ভিত্তির উত্তরাধিকার:

১। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট ইসলামী পুনর্জাগরণ চেতনা।
২। তৎকালীন উপনিবেশ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব।

খ. তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রধান দিক:

১। এই সংগঠনটির একমাত্র দৃশ্যমান তত্ত্বগুরু তথা ideologue হলেন মাওলানা মওদূদী।
২। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে অতি সরল বা ইউটোপিয়ান ধ্যানধারণা।
৩। প্রচলিত অন্যান্য প্রায়োগিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি, মত ও তত্ত্বসমূহের বিষয়ে গড়পড়তা নেতিবাচক ধারণা পোষণ ও প্রচার।
৪। প্রচলিত রক্ষণশীল ধর্মবাদী ধারার সাথে নিজেকে আইডেন্টিফাই করা বা এক ধরনের puritanic ধারাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

গ. সাংগঠনিক কাঠামোর তাত্ত্বিক ভিত্তি:

১) লেনিনবাদী সর্বাত্মকবাদ

মুসলিম ব্রাদারহুডের সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে এই write-up-এর লেখকের দাবি করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই। হতে পারে তৎকালীন বিশ্বব্যবস্থায় সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার জয়জয়কার অবস্থা দেখে মাওলানা মওদূদী ইসলামী সংগঠন ব্যবস্থায় লেনিন প্রবর্তিত ক্যাডার সিস্টেম সংযোজন করেন।

২) প্রচলিত গুরুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন সময় হতে শুরু করে এখনো পর্যন্ত মূলত একটি 'গুরুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা'। গুরুবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু সবকিছু, অন্ততপক্ষে বেশি জানেন। ছাত্র কিংবা অনুসারীর কাজ হলো passive audience হিসাবে নীরবে শুনে যাওয়া ও প্রদত্ত নির্দেশ-নির্দেশনাকে মনেপ্রাণে বাস্তবায়ন করা।

জামায়াতে ইসলামী এবং এর অংগসঠনসমূহ অন্তত এই দিক থেকে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক ধরনের সম্প্রসারিত রূপ। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। এই ব্যবস্থার ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকগুলোও জামায়াতের 'অর্জনের তালিকায়' সংযোজিত হয়েছে। গুরুবাদী মনমানসিকতায় উন্মুক্ত ও গঠনমূলক সমালোচনা পদ্ধতি গড়ে ওঠা ও কার্যকর থাকা অসম্ভব।

অর্জিত সফলতার প্রধান দিক

১) ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী রাজনীতি ধারণার ব্যাপকতা

জামায়াতের মাধ্যমেই পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ধারণা ইসলামপন্থীদের কাছে একটা popular rhetoric হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা জামায়াতের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে, মজার ব্যাপার হলো, তারা বিশেষ করে রাজনৈতিক এপ্রোচ ও সাংগঠনিক দিক থেকে জামায়াতকে step by step অনুসরণ করে। জামায়াত যেই পর্যায়গুলোকে কয়েক দশক আগে অতিক্রম করে এসেছে, বাদবাকী ইসলামপন্থীরা সেগুলোকে ধারণ ও চর্চায় মনোনিবেশ করছে।

২) ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ইসলামী মতাদর্শের জন্য যে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তা প্রধানত জামায়াতে ইসলামীর অবদান। অনেকটা, উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিতদের প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবদানের মতো।

৩) বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামী মতাদর্শকে সম্ভাবনাময় হিসেবে উপস্থাপন

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও সবচেয়ে কার্যকর তত্ত্ব হিসাবে ইসলামকে সুধী সমাজের কাছে তুলে ধরার কাজে জামায়াতের মৌলিক অবদান রয়েছে।

খেয়াল রাখতে হবে, এখানে আমি সম্ভাবনা শব্দটি ব্যবহার করেছি। এটিও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতো। উচ্চশিক্ষা ব্যতীত যা বাস্তবে তেমন একটা কাজে লাগে না। বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জামায়াতের এই সংকটের উদাহরণ হলো উর্বর জমিতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ না করে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফসলের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

ব্যর্থতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

১। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ব্যর্থতা

ইসলামী ও সাধারণ উভয় ক্ষেত্রের জন্যেই এটি প্রযোজ্য। ইসলামী শক্তির মধ্যে ন্যূনতম ইস্যুতে ঐক্য গড়ে তোলার কাজে জামায়াত বিশাল ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ বিষয়ে জামায়াতের স্মার্ট এপলজি আছে।

কিন্তু কথা হলো, বিপ্লব জাতীয় কিছু করতে হলে এবং তা টিকিয়ে রাখতে হলে কোনো না কোনো সেক্টরে একক নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে জামায়াত এই শক্তি অর্জন করতে পারতো। জামায়াত নেতৃত্বের মানসগঠনে ডিপ-রুটেড আভিজাত্যবোধ বা কৌলিন্যবোধের কারণে তারা নিরলস ঐকান্তিকতার পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর কথাবার্তা ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর নির্ভর করেছে।

জামায়াতে ইসলামী মাদ্রাসাকেন্দ্রিক প্রচলিত ইসলামী ধারা ও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর আধুনিক ধারার মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে। এতে সফলতা যা অর্জন করেছে, ব্যর্থতার পাল্লা তারচেয়ে অনেক ভারী। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দৃশ্যমান মেধাশূন্যতার জন্য জামায়াতের এই ভুল পলিসি দায়ী। দেশে জামায়াত ঘরানার ভালো আলেম সৃষ্টি না হওয়ার জন্য জামায়াত নিজেই দায়ী।

একীভূত সাংগঠনিক ব্যবস্থার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সহজেই জামায়াতের নেতৃত্বে উঠে এসেছে। এতে করে অবস্থা এমন হয়েছে যে, এককালে যিনি ছিলেন মেধাবী আলেম, বর্তমানে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক দ্বীনি পরিসরে তিনি আগন্তুকের মতো অসংশ্লিষ্টবোধ করছেন।

প্রচলিতভাবে ইসলামী বলতে যা বুঝায় তার বাইরে নানাবিধ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর বিষয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে জামায়াতের তেমন কোনো অবদান দৃশ্যমান নয়। এর কারণ সম্ভবত জাতীয়তাবাদ নিয়ে জামায়াতের তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা। রাজনৈতিক জাতীয়তা ও নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তার বাস্তবতার বাস্তবতাকে তারা বুঝতে ভুল করেছে। বিশেষ করে, তারা জাতীয়তাকে সাম্প্রদায়িকতা ও জাত্যাভিমানের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে।

জামায়াত হতে পারতো জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তা না হয়ে তথাকথিত ‘ব্যালেন্সিং পাওয়ার’ হতে গিয়ে জামায়াত খলনায়কের ভূমিকায় নিজেকে পরিচিত করেছে। দোষারোপের কথামালায় জামায়াত যতটা পারঙ্গম, দায়িত্ব পালন, জননেতৃত্ব সৃষ্টি ও ধরে রাখার ব্যাপারে জামায়াত ততটাই ব্যর্থ।

২। আকীদা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারা

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিরসনে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারা জামায়াতের ঐতিহাসিক ব্যর্থতা।

সমসাময়িক বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় জামায়াত যে অর্থ ও শ্রম দিয়েছে তার অংশমাত্রও যদি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির কাজে ব্যয় করতো, তাহলে এ দেশের সাধারণ জনগণের মানসগঠনে একটা মৌলিক রূপান্তর ঘটতো। মাওলানা মওদূদীর লেখালেখির বাইরে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনার একটা বিপ্লব জামায়াত ঘটাতে পারতো।

৩। ইসলামের সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত হিসেবে তুলে ধরতে না পারা

প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের আলোকে ইসলামের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ও টেকসই হিসেবে উপস্থাপন করতে না পারার দায় নেতৃস্থানীয় ইসলামী সংগঠন হিসাবে জামায়াতের ওপরই বর্তায়। বিআইআইটি নিম্নমানের অনুবাদকর্ম ও বিআইআইটির অত্যন্ত সীমিত কার্যক্রমের বাইরে জামায়াতের কোনো থিংক ট্যাংক বা রিসার্চ সেন্টার নাই। বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে ইসলামবিরোধীদের ব্যাপক কার্যক্রমের মোকাবিলায় জামায়াতের তেমন কোনো প্রস্তুতি, কার্যক্রম, এমনকি চিন্তাভাবনাও নাই।

জামায়াত খুব সম্ভবত তাত্ত্বিকভাবে থিংক ট্যাংক সিস্টেমে বিশ্বাস করে না। জামায়াত সাংগঠনিকভাবে ফুল টাইমার 'সাংগঠনিক-পেশাজীবীদের' বাইরে কারো শীর্ষ নেতৃত্বে আসাকে রুদ্ধ করে রেখেছে। যদ্দুর জানি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ের রুকনগণ জামায়াতের দ্বিতীয় সারির রুকন। তাদেরকে শীর্ষ নেতৃত্বে ভোট না দেয়ার নির্দেশনা থাকে। অথচ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৪। ধর্ম, রাজনীতি ও মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে স্পষ্ট করতে না পারা

জামায়াতের অন্যতম ব্যর্থতা। রাজনীতিমুক্ত ধর্ম– এই ধারণাকে জামায়াত ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধারণা দিয়ে রিপ্লেস করেছে। ধর্ম ও রাজনীতি যে আদতে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়, তা মানতে জামায়াত বুদ্ধিজীবী ও নেতৃত্ব নারাজ।

আমার প্রস্তাবনায়, জামায়াত বা ইসলামপন্থী যে কারো উচিত, ইসলামকে এমন একটি অনন্য মতাদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করা, যা ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কে সুসংগতভাবে ধারণ করে।

৫। সংস্কৃতি, বিশেষ করে বিনোদন সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে না পারা

জামায়াতের সব অর্জন এই ছিদ্র দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিকভাবে যেমন বিএনপির আলাদা কিছু নাই। যা কিছু আছে, চলছে তা যেন বামপন্থী ও আওয়ামী লীগেরই। জনগণ, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীকে, দোষারোপ করা ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে জামায়াতের কোনো সাংস্কৃতিক অবদান নাই।

কোনো না কোনোভাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' কায়েম হয়ে যাওয়ার পরে সংস্কৃতি কীভাবে চলবে, সাংস্কৃতিক উপাদান কোত্থেকে আসবে তা নিয়ে 'ইন্না মাশাআল্লাহ', 'চেষ্টা করবো', 'চলবে' ইত্যাদি ধরনের গায়েবী কথাবার্তা ছাড়া কোনো ধরনের বাস্তবধর্মী চিন্তাভাবনা নাই।

৬। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বস্তুগত প্রাসঙ্গিকতা বা অপরিহার্যতাকে উপস্থাপনে ব্যর্থতা

ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ নয়, এমন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বস্তুগত প্রাসঙ্গিকতা বা অপরিহার্যতাকে উপস্থাপনে ব্যর্থতা জামায়াতের অন্যতম ব্যর্থতা। জামায়াতের হাবভাবে মনে হয়, ইসলামী রাষ্ট্র যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্র্যাকটিসিং মুসলমানদের রাষ্ট্র।

অন্তত গঠনপর্বের দিকে তাকালে জামায়াত উপস্থাপিত 'মদীনা রাষ্ট্রের' চিত্র এই পিউরিটানিক চিন্তাভাবনার সাথে মিলে না। বলাবাহুল্য, মদীনা সনদ স্বাক্ষরকালীন তৎকালীন ইয়াসরিবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশ। নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে একটি জাতীয় ঐক্যে আশ্বস্ত করার মতো আস্থা ও যোগ্যতা অর্জনের বিষয়ে জামায়াত নির্বিকার। অন্তত সাংগঠনিক দিক থেকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় আমলদার মুসলমান তৈরির ওপরই তাদের সকল ফোকাস কেন্দ্রিভূত।

৭। অতিরক্ষণশীল নারীনীতি

নারীনীতির বিষয়ে জামায়াতের সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক মনোভাব। নারীদের ধর্মীয় অধিকার– যেমন, মসজিদে প্রবেশাধিকার, ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণ, মোহরানা ও মিরাছ আদায় ইত্যাদি– প্রতিষ্ঠায় জামায়াতের নারী কর্মীদের কোনো তৎপরতা দৃশ্যমান নেই। প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ এমনকি রাজনৈতিক সংঘর্ষে অন্যান্য দলের নারী কর্মীদের যতটা সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়, জামায়াতপন্থীদের মধ্যে তা দেখা যায় না। নারীদের যেন ঘরে থেকে 'ভূমিকা' পালনই শোভনীয়!

বিশ্বব্যাপী এমনকি ইসলামিস্টদের মধ্যেও নারীদের দৃশ্যমান সক্রিয় অংশগ্রহণের উদাহরণ জামায়াত নেতৃত্বের অচলায়তনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নাই। যার ফলে ধর্মীয় কারণে নারীরা জামায়াতের প্রতি যতটা সফট, বাদবাকি কারণে ততটাই বিরূপ, অন্ততপক্ষে শংকিত ও দ্বিধান্বিত, এতটুকু বলা যায়।

৮। অর্থনীতির মতো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি ও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে কোনো তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনা ও বাস্তব কর্মপন্থা না থাকার বিষয়টি জামায়াত নেতৃত্বকে কখনো ভাবায় না। উনারা মানুষের আত্মিক-নৈতিক পরিশুদ্ধি ও পরকালীন নাজাতের বিষয়ে যতটা ফোকসড, মানুষের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা বিধান ও বস্তুগত উন্নতি বিধানে ততটাই রিলাক্সড। সবকিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখা ও নাজাতের মাসয়ালা দিয়ে

আলটিমেটলি সব সমাধান বের করার চেষ্টাই এই বুদ্ধি-বৈকল্যের কারণ। ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করাটা যে ধর্মেরই খেলাফ, নাজাত যে বিশেষ কারো একক প্রাপ্যতা নয়– তা জামায়াত নেতৃত্ব ও জনশক্তি খুব একটা মনে করে বলে মনে হয় না।

যা হওয়ার তাই হয়েছে, নাকি যা হওয়ার কথা ছিল না তাই হয়েছে?

১। Constituency of Jamat leadership

জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হয় রুকনদের ভোটে। কাজে কাজেই জামায়াতের নেতৃত্ব গণমুখীনতাকে বাতুলতা, খুব বেশি হলে একটা অতিরিক্ত গুণ মনে করে। জনগণের আস্থায় যেহেতু তারা নেতৃত্ব পায় না, তাই জনগণকে সার্ভ করাটাকেও তারা বাহুল্য বা অতিরিক্ত মনে করে।

আমি বুঝতে পারি না, একটা ক্যাডারভিত্তিক দল কীভাবে গণতান্ত্রিক হয়! কেননা, নির্বাচনমুখীনতা এবং ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থা পরস্পরবিরোধী ধারণা। দুনিয়ার কোনো ক্যাডারভিত্তিক দল পপুলার ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যায় নাই কিংবা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর টিকে থাকতে পারে নাই। গণতন্ত্র সম্পর্কে জামায়াতের ধারণা কল্পনাশ্রয়ী। জুয়ায় জিতে পুরো ক্যাসিনো কিনে নিয়ে সেটি বন্ধ করা দেয়ার চিন্তার মতো অবাস্তব।

জামায়াতের উচিত ক্যাডার ব্যবস্থাকে বাদ দেয়া, অথবা গণমুখী অনুকূল আদর্শের রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

২। প্রশাসনিক কাঠামো বনাম সামাজিক সংগঠন কাঠামো

কেন্দ্রমুখী ব্যবস্থা প্রশাসনিক দিক থেকে যতটা উপযোগী, সমাজ আন্দোলন ও আদর্শ চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে ততটাই অনুপযোগী। জামায়াতের সংগঠন জায়ান্ট-ট্রি মডেলের। এর অসুবিধা হলো, কোনো কারণে এর গোড়ায় কোনো সমস্যা হলো ডাল-পালা-ফুল-পাতা-ফল সব কিছুর ওপরই এর প্রভাব পড়ে।

উন্মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা না থাকার কারণে জামায়াতের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ প্রশাসনকেন্দ্রিক সংগঠন ব্যবস্থা আর সমাজ আন্দোলন উপযোগী সংগঠন ব্যবস্থা যে এক নয়, তা বুঝতে পারছেন না। মেধাবী হলেই উন্নতমানের বুদ্ধিবৃত্তি পয়দা করতে সক্ষম হবেন, এমন কথা নাই। বুদ্ধিবৃত্তির সাথে চর্চার সম্পর্ক অপরিহার্য।

৩। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

জামায়াতের বিদ্যমান প্রতিযোগিতাশূন্য রেজিমেন্টেড সাংগঠনিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ও উদ্যোগী নেতৃত্ব সৃষ্টির অন্তরায়। কোরআন-হাদীসের খণ্ডিত সূত্র উপস্থাপন করে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকার যে কঠোর চেষ্টা জামায়াতে ইসলামী ঐতিহ্যগতভাবে করে থাকে, তা দেখে আসহাবে রাসূল (সা) সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক

(আল্লাহ মাফ করুক)! যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য তথ্যগত স্বচ্ছতা ও সৎ মনোভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা যে অত্যাবশ্যক, এই সাধারণ সূত্রটিও তারা মানতে ও বুঝতে নারাজ।

৪। মেন্টর প্রবলেম:

জামায়াত স্বীকার করুক বা না করুক, সিলেবাসের দিকে তাকালে এটি মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যে, জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাওলানা মওদূদীর ইসলাম ও সংগঠন ভাবনাকে রূপায়িত করার জন্য। কোনো একজনকে একমাত্র কিংবা প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে মেনে নিয়ে বর্তমান জটিল তাত্ত্বিক সংকট নিরসনে সক্ষম একটি আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব।

এমনকি জামায়াতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ের নেতারাও মনে করে, মাওলানা মওদূদীর লিটারেচার না পড়ে কারো পক্ষে 'ইসলামী আন্দোলনের' সঠিক বুঝ পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলনগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবেই গড়ে উঠেছে। তাদের স্কলারদের বাইরে মাওলানা মওদূদীর লিটারেচারের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য ও আরব বিশ্বে, বিশেষ করে মিশরে, গত পঞ্চাশ বছরে যে বিপুল সংখ্যক স্কলার ইসলামের ওপর অসংখ্য গবেষণাধর্মী সাহিত্য রচনা করেছেন, তা সম্পর্কে সংকীর্ণ চিন্তার জামায়াত নেতৃত্ব কোনো ধারণা রাখেন না। আমরা জানি, সাইয়েদ কুতুব সাংগঠনিকভাবে ব্রাদারহুডের রুকন ছিলেন না। অথচ তিনি ছিলেন ব্রাদারহুডের অন্যতম তাত্ত্বিক। জামায়াতের একজন সাইয়েদ কুতুব কোথায়?

এই পর্যালোচনামূলক প্রস্তাবনাকে যে আমি থার্ড অবস্থান তথা একাডেমিক দৃষ্টিকোণ হতে লিখছি, জানি, এটিও বৃহত্তর জামায়াত নেতৃত্বের কাছ আপত্তিকর বা অস্বস্তিকর মনে হবে। বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি যদি না-ও থাকতো, জামায়াত কি খোলা মনে স্বীয় করণীয় সম্পর্কে অন্যদের সাথে তো দূরে থাক, নিজের কর্মীদের সাথেও আলাপ-আলোচনা করতো? আসলে জামায়াত অন্য সবার সমালোচনা করলেও নিজেদের সমালোচনা করার অধিকার কাউকে দেয় না। দোষ স্বীকার করা, ভুল বুঝে ক্ষমা চাওয়া, বাস্তব কর্মকৌশলগত নীতি পরিবর্তন করা ইত্যকার স্বচ্ছতার নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে জামায়াত 'অনৈসলামী' মনে করে। কী আশ্চর্য!

৫। জামায়াত সময়ের স্পন্দন বুঝতে অপারগ

যোগাযোগ ব্যবস্থার মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট গ্লোবাল সিস্টেমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চার সনাতন পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর হওয়ার নয়। প্রযুক্তির এই অকল্পনীয় উত্থানযাত্রাকে আত্মস্থ করার বিষয়ে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে তাদের মধ্যে অগ্রণী অবস্থানে আছে জামায়াতে ইসলামী। তাদের অনলাইন এক্টিভিটির দুর্বলতা থেকে এটি বুঝা যায়। আগামী দিনে যারা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্ব দিতে চায়, যুব-মানসিকতাকে বুঝার ক্ষেত্রে তারা অক্ষম। কী আশ্চর্য কথা!

এসব দৃষ্টিতে মনে হয়, যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে। আম গাছ থেকে তো আমই হয়, কাঁঠাল হয় না। বরং বহু পূর্বেই মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে নির্মিত এই তাত্ত্বিক কাঠামো ও সংগঠন ব্যবস্থা অনেক বেশি সার্ভিস ইতোমধ্যে দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। কথা হলো, আশংকার কথা হলো, এই ঢিমেতালে চলা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছা যাবে না।

অবশ্য জামায়াত নেতৃত্বের কাছে 'গন্তব্য' সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা আছে কিনা, আমি জানি না। গন্তব্য হতে পারে জান্নাত লাভ। সেটি ভালো। কিন্তু তার উপর তো কারো কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নাই। উপরে যেমনটা বলেছিলাম, পরকালীন মুক্তি লক্ষ্য হলেও এটিকে কোনো আমলের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা হিসাবে দাবি করা সম্ভব নয়। সঠিকভাবে দায়িত্বপালন বা পালনের সর্বাত্মক চেষ্টার অজুহাতে কেউ নাজাত আশা করতে পারে বটে।

অতএব, মানুষ হিসাবে, মুসলমান হিসাবে যে বিষয়টির ওপর আপনার-আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, অর্থাৎ সঠিক পন্থায় চেষ্টা করে যাওয়া, তার ওপর ফোকাস না করে যে কোনো ভুল-ভালকে লেজিটিমেইট করার জন্য নাজাতের প্রসংগকে হাজির করাটা এক ধরনের রিলিজিয়াস ফ্যালাসি। জামায়াত তাই করে যাচ্ছে। 'উটকে আগে বাধো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো'– এই মর্মের হাদীসকে বাস্তবে তারা উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। বাস্তব দুনিয়ার ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতাকে হাজির করা, অজুহাত হিসাবে তুলে ধরা ইত্যাদি যে আদতে ভুল, এটি উনারা আদৌ মানবেন কিনা জানি না। মুয়ামালাতের বিষয়ে আধ্যাত্মিকতা হলো অন্তর্গত চেতনার বিষয়, প্র্যাকটিক্যাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট নয়।

করণীয় বিবেচনা

ক. প্রেক্ষিত :

১। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কী সংস্কার করা জরুরি– এটি একটি প্রশ্ন, বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থার সমকালীন ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে ইসলামী মতাদর্শের বিজয়ের জন্য কী করণীয়– সেটি ভিন্ন প্রশ্ন।

২। ইসলাম = জামায়াতে ইসলামী– এই প্রপোজিশনকে যারা অন্তরে লালন করেন তাদের মতে,

(ক) মাওলানা মওদূদী প্রস্তাবিত ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামোই একমাত্র সঠিক ও সত্যিকারভাবে কার্যকর বিষয়।

(খ) ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনে কিছুটা নমনীয়তা সহকারে হলেও বজায় রাখতে হবে। রিপোর্ট না লিখে কারো পক্ষে 'মান' বজায় রাখা অসম্ভব।

(গ) কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত কোনো সংগঠন ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

(ঘ) প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক, জামায়াতে ইসলামীই এ দেশে ইসলামের একমাত্র ভবিষ্যৎ।

এ ধরনের 'বুদ্ধি-বিক্রীত' মন-মানসিকতার লোকজনের কাছে এসব মন্তব্য-পরামর্শ অর্থহীন। যে কারণেই হোক, আগ্রহীদের জন্যই এসব কথা।

খ. মৌলিক পরিবর্তন:

৩। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের ভায়াবল জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপনের বিষয়টি যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ড. তারেক সোয়াইদান, ড. তারিক রমাদান, ড. ইয়াসির ক্বাদী, নোমান আলী খান প্রমুখ স্কলারদেরকে মেন্টর হিসেবে গ্রহণ করা।

৪। গণমুখী সংগঠন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তৈরির জন্যে স্বচ্ছতার নীতি অবলম্বন করা এবং উন্মুক্ত পরামর্শ ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশকে মেনে নেয়া।

৬। জামায়াতে ইসলামী বহির্ভূত ইসলামী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দল ও শক্তিসমূহকে 'খেদমতে দ্বীন' ট্যাগ দিয়ে সেসবকে অবমূল্যায়ন করা বা মার্জিনালাইজড করে রাখার নীতি পরিহার করা।

গ. জামায়াতে ইসলামী মোটাদাগে কী করতে পারে?

৭। বর্তমান জাতি ও বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সভ্যতা নির্মাণের জন্যে যে ধরনের পুনর্গঠন প্রয়োজন, তাতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তির অতিরিক্ত হবে না।

৮। ১৯৭৭ সালে যুগপৎ গঠনতান্ত্রিক ও বাস্তবে একটি স্বাধীন সংগঠন হিসেবে ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠার মতো করে বিভিন্ন সেক্টরে সমআদর্শের স্বাধীন সংগঠন কায়েমের জন্যে সংশ্লিষ্টদেরকে ছেড়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গুচ্ছ পদ্ধতির সংগঠন ব্যবস্থা কায়েম করা।

৯। মুসলিম ব্রাদারহুড বা অন্যান্য বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনগুলোর মতো জামায়াত নিজেকে আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করাটা এখন অসম্ভব প্রায়। তাই জামায়াতে ইসলামীকে এ দেশে উদীয়মান ইসলামী রাজনীতির সমন্বয়ক শক্তি ও কমন প্লাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা।

১০। আল্ট্রা-কনজারভেটিভ নারীনীতিকে পরিহার করা অথবা মহিলা জামায়াত ও ছাত্রীসংস্থার পাশাপাশি ন্যূনতম মানে ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করে এমন local women organization গড়ে তোলার জন্যে সম্ভাবনাময় জনশক্তির একাংশকে ময়দানে ছেড়ে দেয়া।

ঘ. যেসব কাজ এখনি শুরু করা উচিত:

১১। জনশক্তিকে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিটে বিন্যস্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন ধারা সৃষ্টি করার যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তিকে যার যার পটেনশিয়ালিটি অনুসারে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে নিয়োজিত করা।

১২। বাহ্যত এই দুই ধরনের ব্যবস্থা বর্তমান কেন্দ্রীভূত সংগঠন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কিন্তু সম-মতাদর্শের এইসব স্বাধীন সংগঠন ও শক্তিসমূহ সমাজে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি করবে এবং পরোক্ষভাবে জামায়াতে ইসলামীকে সাপ্লিমেন্ট করবে।

ঙ. চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে করণীয়:

১৩। একাত্তর ইস্যু:

ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন কর্মনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছতার নীতি গ্রহণ করা।

খ) এর অংশ হিসেবে অন্তত নিজস্ব জনশক্তির কাছে তৎকালীন সাংগঠনিক কাঠামো, জনশক্তি ও তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

গ) তখনকার অবস্থা নিয়ে পক্ষপাতমুক্ত গবেষণা সম্পাদন ও গণমাধ্যমে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে আনা।

১৪। বিএনপি ও আওয়ামীলীগের সাথে সম্পর্ক:

কাছাকাছি মতাদর্শের রাজনৈতিক সংগঠন বিএনপির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান ইনকন্সিসট্যান্সিকে পরিহার করা। উল্লেখ্য, মতাদর্শিকভাবে চরম বিরোধী বামপন্থীদের পরিবর্তে মধ্য-বাম আওয়ামীলীগের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং নানা জাতীয় ইস্যুতে মধ্য-ডান বিএনপি থেকে নিজের অবস্থানকে আলাদাভাবে তুলে ধরতে না পারা বাংলাদেশে জামায়াত রাজনীতির প্রধান কৌশলগত ভুল।

উপরের সব পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে সংস্কারের নামে কিছু একটা করার চিন্তা থাকলে, আমার পরামর্শ হচ্ছে জামায়াতকে একটি নিতান্তই ধর্মীয় দল অথবা একান্তই রাজনৈতিক দল হিসেবে ময়দানে রাখা উচিত। সেক্ষেত্রে ছাত্রশিবিরকে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন হিসেবে একীভূত করা যেতে পারে। বর্তমান hide & seek নীতির চেয়ে এটি ভালো হবে।

যদিও আমি এ ধরনের সংগঠনবাদী নীতিকে সঠিক মনে করি না। কোন ধরনের প্রেক্ষাপটে কী করলে কী হতে পারে, তা পরিষ্কার করে বলাই উদ্দেশ্য।

সারকথা:

১. জামায়াতে ইসলামী যে সংকট মোকাবিলা করছে তা নিতান্ত পরিচালনাগত সমস্যা (procedural or operative problem) বলে আমি মনে করি না। বরং তা তত্ত্বগত ও সংগঠন পদ্ধতিগত সমস্যা।

২. বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে যেভাবে জামায়াতে ইসলামী গড়ে উঠেছে, তা তখনকার প্রেক্ষিতে সঠিক ও উপযোগী ছিলো।

৩. প্রায় একশ বছর পরে বর্তমান চাহিদার আলোকে নতুন করে work for Islam-এর আদল গড়ে তুলতে হবে।

৪. মেওয়াত অঞ্চলের লোকজনের জন্য মাওলানা ইলিয়াস যে সিলেবাস কায়েম করেছিলেন তাকে যেমন তাবলীগ জামায়াত স্থায়ী নিসাব বানিয়ে নিয়েছে, তেমনি করে ১৯৩০-এর দশকের পরিস্থিতির আলোকে মাওলানা মওদূদী যে জামায়াত কায়েম করেছেন তার মাধ্যমে-নেতৃত্বেই এ দেশে ইসলামের কাজ হতে হবে– এমনটা জামায়াতের নেতৃত্ব মনে করে।

অতএব, জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্য হিসাবেই কনটিনিউ করবে। অবাস্তব চিন্তাচেতনা ও কর্মপদ্ধতির কারণে ঘোষিত লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারবে না।

৫. সংস্কারের ব্যাপারে জামায়াত তেমন কিছু করতে পারবে না। এটি আমার পর্যবেক্ষণ। তৎসত্ত্বেও, হতে পারে ‘সংস্কারবাদীদের’ চাপে পড়ে, জামায়াত যদি সত্যি কিছু একটা করতে চায়, তাহলে জামায়াতের উচিত হবে পালাবদলের (transitory) অনিবার্য ও চলমান এই প্রক্রিয়াকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, যথাসম্ভব পরিবর্তনের এই ধারার সাথে মানিয়ে চলা এবং যথাসম্ভব একে সহযোগিতা করা। নতুন ধরনের আন্দোলন ও সংগঠনের ধারা গড়ে উঠার কাজে সম্ভাব্য নানা উপায়ে সহায়তা করা।

৩৭. নোট

কেন আমি কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতায় আর অংশগ্রহণ করবো না: কৈফিয়ত ও ভবিষ্যত চিন্তা

এতো বছর সব নির্বাচনে ভোট দিয়ে আসছি। ভাবছি, এখন থেকে প্রচলিত ধারার এসব নির্বাচনে আর অংশ নিবো না। এটি রাজনীতির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'ব্যাক টু দ্য প্যাভেলিয়ন' টাইপের কিছু নয়। বরং রাজনীতিকে মূল্যবোধনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমার কয়েক দশকের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে ব্যক্তিগত উপলব্ধি, মূল্যায়ন ও ব্যর্থতাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

আগামী ১ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। রেজাল্ট গ্রেডের চতুর্থ ধাপ তথা বি প্লাস ওয়ালাদের পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নিয়োগদানের বদৌলতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এই নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে বিজয়লাভ করবে। টাইয়ের নট লাগাতে লাগাতে উনারা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ছুটে যাবেন। সৌজন্য সাক্ষাতে। সারা বছর রাজনৈতিক বিবৃতি ও মানববন্ধন ইত্যাদি করে কাটাবেন, ধারণা করি। যেমনটা করেছেন বিদায়ী সমিতি।

শিক্ষক সমিতি লাউঞ্জকে রিনোভেট করা ছাড়া বিদায়ী কার্যকরী সংসদের কোনো ব্যতিক্রমী তৎপরতা চোখে পড়েনি। অতীত-সংগ্রামী একদা-বিপ্লবীরা বিরোধী দলে বসে ভবিষ্যতে দেখিয়ে দেয়ার স্বপ্নে-আক্রোশে উড়ছেন-ফুসছেন, ক্ষমতা পেলে উনারা গঠনমূলক ভিন্ন ধরনের বা ব্যতিক্রমী কোনো আমলনামা গড়ে না তুলে বরাবরের মতো করে যার যার 'ক্র্যাডেনশিয়াল বাড়ানোর' কাজে মনোযোগী হবেন, তাও নিশ্চিত করে বলতে পারি।

এতএব, এসব বাগাড়ম্বর কেন? শিক্ষক সমিতি কি কখনোই সত্যিকারের বার্গেইনিং এজেন্টের ভূমিকা পালন করেছে? সাম্প্রতিক থেকে অতীতের সব উদাহরণ বরং এই যে, শিক্ষক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করতে পারা মানে লটারী জিতার মতো অলমোস্ট বিনাশ্রমে প্রশাসনের কোনো না কোনো বড় 'ক্ষমতার ভাগ' পেয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হওয়া।

রাজনীতির দরকার আছে বটে। কিন্তু দেশের এসব তথাকথিত সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির নামে যে নীতিহীনতার মহোৎসব চলছে, তাতে অংশগ্রহণ করে বৈধতা দেয়ার জন্য মন কোনো মতেই সায় দিচ্ছে না। 'বিজয় নিশ্চিত প্যানেলের' প্রার্থী এক বড় ভাই ভোট চাইতে ফোন করার সুবাদে আমি উনাকে ওয়াদা করিয়েছি যে, চবির ভর্তি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে মতামত গঠনে উনি ভূমিকা রাখবেন। ভেবেছিলাম, অন্তত তাকে ভোট দেয়ার জন্য ইলেকশানে পার্টিসিপেট করবো। পরে ভাবলাম, তাতে যে দলকে আমি নিকট অতীতে নেতৃত্ব দিয়েছি, তার সদস্যরা এটিকে ফ্লোর ক্রসিং মনে করবেন।

আমি মূলত পুরো ব্যবস্থাটির ওপরই ত্যক্তবিরক্ত। মনে হচ্ছে, রাজনীতি আমার জন্য নয়। অথবা, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এখন আমি স্বাধীনভাবে কাজ করছি। ২০০১ সাল হতে Centre for Social & Cultural Studies (CSCS) এর ব্যানারে সেমিনার হতে শুরু করে ফিল্ম শো পর্যন্ত বহু কিছু করেছি। গত দুবছর হতে CSCS-কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করছি। স্ত্রীর বেতনে সংসার চলে। আমার বেতনের বলা যায় প্রায় পুরোটাই এখন 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' পরিচালনায় ব্যয় করছি। কোনো কিছু করতে হলে ফান্ড জোগাড়ের চিন্তাকে যারা ফার্স্ট এন্ড ফোরমোস্ট আর্জেন্ট হিসাবে বিবেচনা করেন, সেই শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের কাছে এটি অচিন্তনীয় বটে!

সিএসসিএসকে একটা থিংক-ট্যাংক হিসাবে ব্যাকে রেখে বছর কয়েকের মধ্যে একটি মধ্যপন্থী ও সমন্বয়ধর্মী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নামবো, ইনশাআল্লাহ। বিকেন্দ্রীকৃত তথা গুচ্ছ পদ্ধতির সংগঠন কাঠামোর এই সোশ্যাল মুভমেন্টই এখন আমার স্বপ্ন, একমাত্র চিন্তা। ভোট না দিলে, দল না করলে, চাকুরি তো থাকবে আশা করি। না থাকলেও বা কী করা? এভাবে তো চলতে পারে না! মুক্তির জন্য চাই সমাজ বিপ্লব। রাজনীতি সেখানে গৌণ। মতাদর্শিক চর্চাই মুখ্য।

জানার যে অদম্য আগ্রহে বিজ্ঞানের ভালো ছাত্র হয়েও পরিবারের মতামতের বিপরীতে গিয়ে ফিলোসফিতে ভর্তি হয়েছিলাম, আদর্শের যে প্রেরণায় 'ইসলামী আন্দোলনে' শরীক হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে ডেডিকেট করেছিলাম, সেই একই প্রেরণায় এখন নতুন করে কিছু করতে চাই। অগ্রণী ও আস্থাযোগ্য কোনো উদ্যোগ বা কাউকে না পেয়ে জীবনের এই পড়ন্তবেলায় দায়শোধের জন্যই এই অনেস্ট কনফেশান, আর্নেস্ট ডিটারমিনেশান। চাই, অন্তত আগামী প্রজন্মের জন্য হলেও একটি সুস্থধারা গড়ে উঠুক।

সমস্যা হলো, বাম-ডান নির্বিশেষে অধিকাংশ সহকর্মীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি হলো একটা পেশামাত্র। নৈতিকতা ইত্যাদি তাঁদের কাছে কথার কথা বা রেটরিক মাত্র। যেন collective raltionality'র নামে সুবিধাবাদিতারই জয়-জয়কার, সবাই মিলে 'খাইলে' যেন তা জায়েয বটে!

Personal morality তথা পরিণতিমুক্ত নীতিবোধের কারণে উনারা আমাকে বেকুব মনে করেন। আবেগী মনে করেন। এটি আমাকে ততটা কষ্ট দেয় না। কিন্তু এ ধরনের সুবিধাবাদী মনমানসিকতার লোকেরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, নানা মতাদর্শের নামাবলি গায়ে দিয়ে দেশ ও জাতির চালিকা কেন্দ্রগুলোকে ভাগাভাগি করে নেয়, তখন সত্যিই খুব কষ্ট লাগে। পরাজিত বোধ করি।

তাই ভাবছি যারা কোনো ধারার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে সসম্মানে এড়িয়ে গিয়ে তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ ও গোবেচারা কিন্তু সচেতন, সমাজের মূলধারায় থাকা এমন লোকদেরকে, বিশেষ করে তরুণদেরকে নিয়ে নানা মাত্রায় কাজ করবো।

নিশ্চিত জানি, একদিন কাদম্বিনী মরিয়াই প্রমাণ করিবে, সে আগে মরে নাই!

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Mohammed Shah Alam: ‘পেশা’ কি নৈতিকতা মুক্ত? ‘পেশা’ কি ‘ব্যক্তির’ রুটি-রুজির সংস্থান মাত্র?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অধিকাংশ সহকর্মীর কাছে শিক্ষকতা একটি পেশামাত্র, উনাদের ভাষায় ‘দুই টাকা বেশি পাওয়ার’ ব্যাপার। পরিণতিমুক্ত নৈতিকতার (deontological ethics) কথা তাদের কাছে নিছকই কথার কথা। বাহিরের সবাই বলে, তাই তারাও বলেন। বিশেষ করে এই বলাবলিটা যখন ‘কাজে লাগে’!

Asif Mahmud: প্রতারণাপূর্ণ রাজনৈতিক বেড়াজালে নৈতিকতার মূমূর্ষ পরিণতি কোনো স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। পরিপূর্ণ সামাজিক আচরণমূলক আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতি অবশ্যাম্ভাবী। স্যার, আপনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হোক, এই কামনা।

Abu Sulaiman: We are looking for a group of people who will serve the nation keeping themselves aloof from all division... And all the times. They will not have any leisure, any rest. Welcome to this path. May Allah stw help you all.

Aziz Monir: I am very happy and feeling inspired to see such an ‘earnest determination’. May Allah bless you.

www.facebook.com/notes/904642376263575

২৮ মার্চ, ২০১৫

জামায়াতে ইসলামীর সংস্কার নিয়ে কিছু মন্তব্য

[**কেন এই লেখা:** ছোটবেলায় বেলুন নিয়ে উপরের দিকে টোকাটোকি করে খেলেছি। বেলুন যখন পড়ে যাবার উপক্রম হয় তখন সেটির নিচে হাতের বাড়ি মারলে আবার উঠে যেতো। এখনও মফস্বল এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ রকম খেলা খেলে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ফেইসবুকেও দেখছি তেমন বেলুন খেলা চলছে। মাঝে মাঝে দেখি পুরনো কোনো লেখা কেউ একজন লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার দিয়ে টোকা দেয়। আর এতে সেই লেখা নতুন করে অনেকের টাইমলাইনে চলে যায়। তারাও আবার লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করতে থাকে। এ যেন এক মজার খেলা।

সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র'র পক্ষ থেকে 'কামারুজ্জামানের চিঠি ও জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ' শিরোনামে একটা বই ছাপানোর আগে এটির সফট কপি অনলাইনে আপলোড করা হয়। এই নিউজটা দিয়ে গত ৬ এপ্রিল একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। গতকাল দেখলাম কেউ একজন এটিতে মন্তব্য করেছে। আমিও উত্তর দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বেশ ক'জন নতুন করে লাইক-মন্তব্য ইত্যাদি দিয়েছেন।

এক স্নেহাস্পদ অনুজের কাছে ওয়াদা করেছিলাম, ফেইসবুকে জামায়াত নিয়ে কিছু লিখবো না। অনেকদিন এই ওয়াদা রক্ষাও করেছি। কিন্তু গতকাল গ্লোবের ঠিক উল্টাদিকে বসবাসকারী এক প্রবাসীর মন্তব্য সূত্রে কী মনে করে যেন ঠাস ঠাস করে কিছু কনক্লুসিভ মন্তব্য করে বসলাম! পরে মনে হলো জামায়াতের সংস্কার নিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি ও জামায়াতের সাথে আমার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এই মন্তব্যগুলো বেশ রিলেভেন্ট। এই কারণে ওইসব চুম্বক মন্তব্য নিয়ে (কিছুটা ভাষাগত সংশোধন সহকারে) এই নোটের অবতারণা। এই লিংকে গিয়ে মন্তব্য-প্রতিমন্তব্যগুলো পাবেন:

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1094395983910869]

জামায়াত সংস্কার নিয়ে আমার কনসিসটেন্ট এন্ড কনক্লুডিং রিমার্ক

জামায়াতে কখনো মৌলিক সংস্কার তথা transformative reform হবে না। যা হচ্ছে এবং হবে তা হলো চাপে পড়ে সংস্কার তথা adaptational reform। আমার এই উপলব্ধি আপনার সাথে মিলবে কিনা জানি না।

'transformative reform' এবং 'adaptational reform' – এগুলো ড. তারিক রমাদানের পরিভাষা। আগ্রহীরা উনার Radical Reform বইটা পড়তে পারেন। cscsbd.com এর ই-বুক সেকশানে পাবেন। অথবা এ বিষয়ে ইউটিউব থেকে উনার দেয়া লেকচার শুনতে পারেন।

জামায়াতের অব্যাহত জনপ্রিয়তার মাজেজা

লসে পড়া সব শেয়ার লটে বিক্রি করে দিয়ে যেমন নিজেকে দৃশ্যত টাকাওয়ালা দেখানো যায়, জামায়াতের গ্রোথও তেমন ধরনের সর্ট অব মিসরিপ্রেজেন্টেশান বা ম্যনিপুলেশান। আশি ও নব্বই দশকের প্রতিশ্রুতিশীল উঠতি সংগঠন ছাত্রশিবিরকে আগামীর জন্য তৈরি না করে রাজনৈতিক মাঠ দখলের কাজে লাগানো, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট টোটাল ম্যানপাওয়ারকে পলিটিক্যাল এক্টিভিস্ট হিসাবে পরিচিত করানো হলো জামায়াতের এই গ্রোথ ক্যারিশমার রহস্য।

চিটাগাং ইউনিভার্সিটির এক 'স্পষ্টভাষী' শিক্ষক অনেক আগে আমাকে একদিন বলেছিলেন, দেখো, তোমাদের জামায়াত হচ্ছে এমন এক চোংগা যেটার উভয় প্রান্তের ফুটার মাপ একই। অর্থাৎ তোমাদের মিছিলে যত লোক, ভোটও ঠিক ততটা। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মিছিলে অল্পকিছু লোক হাঁটলেও ভোট পায় তারা অনেক বেশি। অতএব, কারা আসলে শো-অফ করে?

এদেশে জামায়াত আর বামপন্থানুসারীদের একই পজিশান ও পরিণতি

জামায়াতের সবাই মিলে যেটা করে, অর্থাৎ রাজনীতি, সেটাও কিন্তু তারা ভালোভাবে করে না। অরাজনৈতিক ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট পুঁজি করে তারা রাজনীতি করে। ইনকনসিসটেন্সি হলো জামায়াত রাজনীতির মূল সুর। ভবিষ্যতেও তারা রাজনীতিতে শাইন করতে পারবে না।

এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো পাবলিক তাদেরকে প্রধানত ধর্মীয় কারণে কিছুটা সমীহ করে বটে, ব্যক্তি হিসাবেও ভালো মানুষ মনে করে, ভেতরে ভেতরে কমবেশি শ্রদ্ধাও করে; কিন্তু দেশ চালানোর জন্য আদৌ যোগ্য মনে করে না। মজার ব্যাপার হলো জামায়াতও নিজেকে কখনো রাজনীতির 'এ-টিম' ভাবে না। তারা মাঝে মাঝে বা ভিতরে ভিতরে নিজেদেরকে প্রধান বিরোধী দল ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তারা চিরজীবন 'ব্যালেন্সিং পাওয়ার' তথা 'বি-টিম' হয়ে থাকতে চায়। এতে তারা সার্থকতা অনুভব করে!

আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার কারণে এ দেশে বামপন্থীদের যে পরিণতি হয়েছে, বিএনপির লেজুড়বৃত্তি করে এ দেশে জামায়াতেরও সেইম পরিণতি অলরেডি হয়েছে।

আমার জামায়াত সংশ্লিষ্টতা

আমি জামায়াত করেছি কর্মজীবনের দুই দশক। এবং অনেকের মতো করে আমিও জামায়াতে ইসলামীকে একটা সত্যিকারের ও পূর্ণাঙ্গ 'ইসলামী আন্দোলন' মনে করেছিলাম। কখনো ভাবিনি (কোনো) 'পার্টি' করবো। আমার স্বভাব অনুযায়ী, যখন যা করি, তা সিরিয়াসলি করি। সমর্থন বা বিরোধিতা যা করি, বুঝে শুনে করার চেষ্টা করি। আন্তরিকভাবে করি। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন জামায়াতে ইসলামী নিছক একটা

রাজনৈতিক দল। একটা ইসলাম-পছন্দ রাজনৈতিক দল। দিনশেষে এটি আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো পার্টি বিশেষ!

আমার বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যত

জীবনের এ পর্যায়ে এসে আমি মনে করি, রাজনীতির বাইরে আমার অনেক কিছু করার আছে। অনেক কিছু দেয়ার আছে। এটি গর্ব, অহংকার বা প্রদর্শনেচ্ছা নয়। আল্লাহই এর সাক্ষী। এটি হলো দায়িত্বানুভূতি। এ কারণে আমি আমার মতো করে চলছি। বুদ্ধিবৃত্তিনির্ভর একটা সমন্বয়ধর্মী ধারা তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

জামায়াতে ইসলামী, ইসলাম ও বাংলাদেশ

এ দেশের ময়দান জামায়াতের জন্য যতটা সংকুচিত হয়েছে, ইসলামের জন্য ততটা হয় নাই। বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী মতাদর্শকে ধারণ করে, ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে ভীষণ আগ্রহী। এই আশংকাই ছিলো যে, প্রগতি ও প্রযুক্তির এ যুগে ইসলাম বা সনাতনী নীতি আদর্শ মাত্রই ভেসে যাবে। তলিয়ে যাবে। কিন্তু না। দেখলাম, ইসলাম এখনো যুগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিকল্প। যুগোপযোগী সামগ্রিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে একে দেশ ও জাতির মূলধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই ভাবছি বাদবাকি জীবন এই লক্ষ্যে কাটিয়ে দিবো, ইনশাআল্লাহ।

সংস্কারের ইউটোপিয়া ও নাজাতের অছিলা তালাশ

বর্তমান জামায়াত ট্রান্সফরম্যাটিভ রিফর্মকে এডপ্ট করবে, বা তাদের তা করা উচিত– এমন ধরনের চিন্তা বা কথাবার্তা হলো অতি সরল আশাবাদ, বাস্তববিমুখ, পলায়নপরতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অনেকটা দার্শনিক রাজার আশায় বসে থাকার মতো কষ্ট কল্পনা বা ইউটোপিয়া।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, জামায়াত কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকবে। বরং আরও বাড়বে। যেভাবে এ দেশে অপরাপর সংশ্লিষ্ট সব ধারাই টিকে থাকবে এবং বাড়তে থাকবে। লোকের তো অভাব নাই। কিন্তু তারা বা তাদের সমগোত্রীয় কেউ বা কোনো গোষ্ঠী কখনো সমাজের লিডিং ট্রেন্ড বা মেইনস্ট্রিম হতে পারবে না।

রেটরিক যাই হোক না কেন, জামায়াত নেতৃত্বের কাছে ইসলাম থাকবে এক ধরনের enterprise হিসাবে। আর সরলপ্রাণ কর্মী-সমর্থক ও অধস্তন নেতৃবৃন্দের কাছে এক ধরনের সান্ত্বনা, তাদের ভাষায় 'নাজাতের অছিলা' হিসাবে। টপ-টু-বটম, জামায়াতের লোকজনের কাছে পরকালীন মুক্তি বা নাজাতই লক্ষ্য। যে কাজের মাধ্যমে এই নাজাত প্রাপ্তির প্রত্যাশা, দুনিয়া চালানোর সেই যোগ্যতা অর্জনের ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাদের ততটাই গাফলতি।

জামায়াত নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত গাণিতিক বাস্তবতা

জামায়াতের নেতৃত্বের constituency হচ্ছে তাদের ক্যাডার-ভোটাররা, যারা রুকন হিসাবে পরিচিত। তারা ফুট-ইঞ্চি দিয়ে মান (quality) মাপে। রাবার টেনে মাপ মিলানোর মতো সব রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে! যদিও মান 'অর্জিত' হওয়ার পর অনেকেই ভিতরে ভিতরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। অথবা, এক ধরনের ব্যক্তিগত-সাংগঠনিক দ্বৈততায় ভুগে।

সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা, নিজেদের কর্মী-সমর্থকদেরও কোনো মূল্যায়ন তাদের কাছে নাই। দরকার কী? অবুঝ (সরলপ্রাণ অর্থে) মহিলা রুকনদের ভোট তো তাদের আছেই! তারা কেন জনগণের সেন্টিমেন্টকে সম্মান করবে? আমার দৃষ্টিতে জামায়াতের মূল সমস্যা তার সিস্টেমের মধ্যে। এই স্থবির সিস্টেম নিয়ে তারা গর্বও করে! তাই আমি ব্যক্তি নিজামী বা মুজাহিদকে দোষ দেই না। দে আর দ্য প্রডাক্ট অব দি সিস্টেম।

জামায়াত রাষ্ট্রের বিপ্লব চায়, নিজেদের বা সংগঠন পদ্ধতির নয়

মৌলিক বা যুগোপযোগী সংস্কার মানে প্রকারান্তরে বিপ্লব। গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাজ করা বা করতে চাওয়া দোষের কিছু নয়। বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত সেটিই হতে পারে মন্দের ভালো। তাই বলে 'গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব'! এটি স্ববিরোধী ব্যাপার নয় কি? যা হোক, তাদের কাজীর কেতাবের কথামালা অনুসারে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ নিয়ে বিপ্লব ঘটাতে চান। অথচ নিজেদের জন্য, অভ্যন্তরীণ পরিবেশে তারা যে কোনো গতিশীলতার প্রস্তাবনাকে গলাটিপে হত্যা করেন। সাংগঠনিকভাবে গতানুগতিকতাকেই তারা প্রেফার করেন! যুগের যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেটি তার বুঝতে নারাজ।

সুপার কানেকটিভিটির এই যুগে এখন একশ বছর নয়, প্রতি দশ বৎসরে যে আমূল পরিবর্তন ঘটছে, তা অকল্পনীয়। গতানুগতিক পন্থায় যারা সব কিছুকে সাদা-কালোর বাইনারিতে দেখে, তাদের পক্ষে আগামী তো দূরের কথা, অপসৃয়মান বর্তমানকেও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব প্রায়। মোট কথা হলো, মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ইসলামী আদর্শের ঐতিহ্য হিসাবেই টিকে থাকবে, যদি না সেটি দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাথাকে সোজা করে রাখে। আমার দৃষ্টিতে তারা এটি করতে সক্ষম হবে না।

করণীয় কী?

করণীয় হলো যে যার মতো করে কাজ করা। নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্বাধীন বৃত্ত তৈরি করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণ করা। নিরলসভাবে কর্মতৎপর হওয়া। সবার জন্য বসে না থেকে যার যার যোগ্যতা ও ক্ষেত্র অনুসারে এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহ চাইলে এক সময়ে পারদের সব বিন্দু একীভূত হবে, যদি তা একই সমতলে থাকে...।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Farid A Reza: Excellent. I do like to emphasise on the last point. We are in 21 century and this century, unlike previous centuries, is very fast moving. If you fail to understand the reality you will be no where.

Mohammad Mozammel Hoque: ... nowhere in the mainstream but as a politico-religious sect. but Islam has come to dominate and prevail the society in all time to come.

Mahmudur Rahman: বিশ্বের আজকের যে অবস্থান, তার সব উপাদান অনৈসলামিক নয়। এটা একেবারেই প্রসিদ্ধ যে, আজকের বিশ্ব, জ্ঞানের যে ধারাবাহিকতার ফল তার মধ্যে একটা বিশাল অংশে মুসলিম তথা বিশ্বাসীদের জ্ঞান চর্চা এবং পূর্বের জ্ঞানের (গ্রীকদের) নতুন করে পুনরুজ্জীবন জড়িত আছে। এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, যদি ইসলাম এ ধরায় না আসত তবে বর্তমান বিশ্বের চেহারা অন্যরকম হতো।

কিন্তু আপনি যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে গভীরভাবে তাকান, তবে এর অনেক ত্রুটি দেখতে পাবেন। সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে প্রোপার মোটিভেশন। আধুনিক সভ্যতার মূলে বসে আছে আমেরিকা। অথচ, এই আমেরিকার প্রতি ৩ জনে ১ জন অবেসিটিতে ভুগছে। এই আমেরিকা ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেশটিকে হাজার বছর পিছনে ঠেলে দিয়েছে। এ রকম আরও হাজারটা স্ট্যাটিসটিক্স দেখানো যেতে পারে। এই ওয়ার্ল্ডের নিজেদের ম্যাকানিজমে এইসব থেকে বের হয়ে আসার জ্ঞান নাই। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ব ডিক্লাইন করতে থাকবে ট্রু গাইডেন্সের অভাবে। এর থেকে সার্থকভাবে উত্তরণের ম্যাকানিজম ইসলাম উদ্ভাসিত জ্ঞানে বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই চর্চাটা জোরেসোরে হচ্ছে না।

ইসলামী আন্দোলন ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়কে পুনরুজ্জীবন দান করেছে, দাওয়াতকে বেগবান করেছে (যেমন আমি-আপনি এসব নিয়ে ভাবছি)। কিন্তু বর্তমান ওয়ার্ল্ড কাঠামোর সাথে খুব বেশি ব্যবধান তৈরি করে ফেলেছে পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই। কাজেই পূর্ণ এবং সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বের কোথাও ইমার্জ হলে এই বিশ্ব মানবে না। মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিতে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করবে যেমনটা মিশরে আমরা দেখছি।

এই বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীও অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করেছে (যেমন তারা এখন আর বলে না যে, আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই)। কাজেই এখানে দুইটি চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। (এক) বর্তমান বিশ্বের সাথে এডাপ্ট করা, (দুই) ইসলামের মূল তৌহিদবাদিতাকে আঁকড়ে ধরা। প্রথমটার কারণে এ আন্দোলন থেমে আছে, আর দ্বিতীয়টার কারণে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সংগঠন তার মূল শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

ড. তারিক রমাদান এক সাক্ষাতকারে বলছিলেন, ইসলামী সভ্যতার পতনের পর সুন্নী মুসলিমরা জ্ঞান চর্চাকে একেবারে গুটিয়ে কেবল ফিকাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে, শিয়ারা অনেক ক্ষেত্রে সেই চর্চা জারি রেখেছে। ইউএসএতে বড় বড় মুসলিম স্কলারদের তালিকা করলে অধিকাংশই পাওয়া যাবে ইরানি স্কলার। এমনকি সাদ্দাম প্রশাসনের যে ৫৫ জনকে ইউএসএ মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকা করেছিল, সেখানে ৩৬ জন ছিলো শিয়া (এই তথ্য পেয়েছি একজন ইরাকি সুন্নীর কাছ থেকে)। আজকের 'ইরান নিউক্লিয়ার ডিল'ও তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করে। যদিও এটা প্যাথেটিক যে, ইরানের পররাষ্ট্র নীতি কেবল শিয়াইজমকে প্রোমোট করে বলেই প্রতীয়মান হয়।

যাই হোক, মূল কথা হলো এই বিশ্ব এক সময় ইসলাম উদ্ভাসিত জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় কনভার্জ হবে। সেই সময়ের আগ পর্যন্ত পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিন হবে। ইসলামী আন্দোলন এখন যেটা করতে পারে তাহলো সেই সময়ের উপযোগী স্বার্থক লোক তৈরি করা।

সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাইমারি লেভেলকে ইমফ্যাসিস করতে হবে বেশি), সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং সাংগঠনিক লোক তৈরিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকে। কাজেই রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তনের চেষ্টাও জারি রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান ওয়ার্ল্ড কাঠামোর (এর সব উপাদান অনৈসিলামিক নয় অবশ্যই, এর সাথে ইসলামের অনেক কমন ব্যাপার রয়ে গেছে সেখান থেকে শুরু করতে হবে) সাথে সাংঘর্ষিক নয় এ রকম একটি রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা করা উচিত।

সবশেষ, আমি এমন একটা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষপাতি যে আন্দোলন ইসলামের সকল দিক ও বিভাগকে পুনরুজ্জীবন দান করবে, একটা সার্থক বিশ্ব এবং আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে একদল যোগ্য মানুষ তৈরি করবে, যারা এই জগতের প্রতিটি প্রাণী এবং উপাদানের সঠিক হক আদায় করতে পারবে। এ লক্ষ্যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংস্কার প্রস্তাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে জামায়াত ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে (কামারুজ্জামান সাহেবের চিঠি গুরুত্বপূর্ণ স্টার্টিং পয়েন্ট)।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত যা করবে বা করার পারমিশন দিবে, তা শেষাবধি জামায়াত ঘরানারই কিছু একটা হবে। ফলপ্রসূ কিছু হতে পারে যদি তা জামায়াত নির্ভরতামুক্ত, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উদ্যোগ হয়। এবং তা হতে পারে জামায়াত ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের উদ্যোগে বা নেতৃত্বে যদি তারা সুবিধাবাদী 'কমফোর্ট জোন' হতে বের হয়ে রাস্তায় নামতে পারে। আমার ধারণায়, তারা তা পারবে না।

Mohiuddin Himel: আপনার স্ট্যাটাসের শেষ প্যারাটা ভালো লাগছে। আমি নিজেও, এমনকি যতদূর জানি, সংগঠনও এই নীতিতে বিশ্বাসী। ব্যক্তি তৈরির প্রাথমিক কাজ শেষে যে যার মতো ফিল্ড বাছাই করে নিবে এবং কন্ট্রিবিউশন রাখবে। তবে একে অন্যের

সমালোচনা নিজেদের ভিতর পারদের বিন্দু সমতলে রাখার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। আর দলের মধ্যে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কথা হলো, বিভিন্ন Change Management theory-ও র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তনকে স্বাভাবিক মনে করে না।

Mahmudur Rahman: যদি unity লক্ষ্য হয় তাহলে তা কেবল সময় নষ্ট হবে। কিন্তু একই লক্ষ্যে (same goal) যারা পৌঁছতে চায় তারা যদি পরস্পরের কাজ বুঝা, শেয়ার করা– এগুলো করতে পারে তাহলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাটা ত্বরান্বিত হবে। এর জন্য সবার কাজের ধরন এক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

Mohammad Mozammel Hoque: আপনার এই কমেন্টটা খুবই চমৎকার হয়েছে।

Sayed Mahbub Tamim: Have any success to achieve same goal without makes unity? This unity is to do welfare from everyone's position, to save world Muslims.

Mohammad Mozammel Hoque: "ওয়া'তাসামু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া..."-র অর্থ তথা ঐক্য মানে একজনের সাথে অন্যজনের ঐক্য নয়। বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঐক্য। একজনের সাথে অন্যজনের হাত ধরাধরির কথা এই আয়াতে বলা হয় নাই। একটা রশিকে অনেকে যার যার জায়গা হতে ধরে রাখার কথা এখানে বলা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে এই ঐক্যসূত্র।

www.facebook.com/notes/1148016138548853

১৫ জুলাই, ২০১৫

৩৯. নোট

স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি ও দলীয় সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জামায়াতের ডিলেমা

(১) দলীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্বধর্মী। বুদ্ধিবৃত্তি মাত্রই বাই ডিফল্ট স্বাধীন। শুধুমাত্র তা যুক্তি ও মৌলিক সূত্রের অধীন।

(২) দল ও আদর্শ– দুটোরই দরকার আছে। একই ব্যক্তির মধ্যে আপাত বিরোধী এ দুই ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। বরং থাকা উচিত। যেমন নামাজ, সফর, জিহাদ ইত্যাদিতে একজন মুসলমানকে অনুগামী হওয়াটা যতটা বাঞ্ছনীয় অন্যান্য কাজে তেমনটা নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে এর বিপরীত।

(৩) কাজের কথা হলো, বুদ্ধিবৃত্তি দলীয় সংশ্লিষ্টতার সাথে একাত্ম বা এর অধীনস্ত থেকে বিকশিত হতে পারে কিনা, তা নির্ণয় করা। আমার মতে, সুসংগঠিতভাবে কাজ করা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিরই দাবি। বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিয়ে দলীয় চেতনা কিংবা সামষ্টিক দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে লক্ষ্যহীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা – এর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) দলীয় মজবুতির নামে চারিদিকে চলছে মতান্ধতা ও দলান্ধতার মহোৎসব। বিশেষ করে 'ইসলামী আন্দোলনপন্থী' ইসলামিস্টদের মধ্যে। আনফরচুনেটলি, তারা নিরংকুশ দলীয়বৃত্তির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে গণহারে কোরআন-হাদীসের অপপ্রয়োগ করছেন। অন্যদের যে কারণে তারা অভিযুক্ত করেন, দুঃখজনকভাবে তারা নিজেরাই প্রেক্ষিত বিবেচনা ছাড়াই রেফারেন্স ব্যবহারের এই ভুল কাজটি করেন। এবং প্রবলভাবে এর পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকেন।

(৫) আর একটা কথা হলো, স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার জন্য দলীয় সংশ্লিষ্টতা বাদ দিতে হবে, এটি আবশ্যিক নয়। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে এর সুরটি ভেসে উঠে। 'জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী' নামক বইয়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অথচ, উনার অনুসারীরাই যে কোনো স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাকে সওয়াবের নিয়তে গিলোটিন (হত্যা) করার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত!

(৬) সমালোচকদের ভাষ্য মোতাবেক, জামায়াতের এই লেনিনবাদী কঠোর সাংগঠনিকতাবাদকে ফর্ম এন্ড এনফোর্স করেছেন মাওলানা মওদূদী স্বয়ং। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, কট্টর বামপন্থী, যেমন– কমিউনিস্ট পার্টি এবং কট্টর ডানপন্থী, যেমন– জামায়াতে ইসলামী– উভয় পক্ষই নিজ নিজ দলীয় ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন পদ্ধতিকে 'বৈজ্ঞানিক' হিসাবে দাবি করে থাকে।

(৭) ১৯৩০-৪০ এর দশকে কল্পিত ও নির্মিত মুক্তির দিশারী ‘পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন’ হিসাবে এই দলটি আর কনিটিনিউ করছে না। ইতোমধ্যেই এর অনুসারী নেতাকর্মীরা নানাদিকে সেট হয়ে গেছে, যাচ্ছে ও যাবে। নো ডাউট। অন্যদিকে, নিষিদ্ধ হোক বা সিদ্ধ থাকুক, দৃশ্যত শক্তিশালী ধারা হিসাবে জামায়াতে ইসলামী টিকে যাবে, থাকবে, আপনার আমার আশেপাশেই। কারণ,

(৮) যে কেউ এ দেশে কিছু একটা নিয়ে দাঁড়ালে, কোনো না কোনো মাত্রায়, আজ হোক কাল হোক, তিনি বা তারা কমবেশি সফল হবেনই। এই দৃষ্টিতে বলা যায়, বাংলাদেশের কোনো ‘ইসলাম প্রকল্প’ এ পর্যন্ত ফেইল করে নাই, কর্মীশূন্য থাকে নাই। খালি একনাগাড়ে ময়দানে হাজির থাকতে পারলেই হলো। কেননা, পলি মাটির এ জমিন যথেষ্ট ‘উর্বর’।

(৯) বাহ্যত কনসলিডেটেড মনে হলেও শেষ পর্যন্ত জামায়াতের লোকেরা ধীরে ধীরে ধর্মীয় দিক থেকে সালাফী, রাজনৈতিক দিক থেকে বিএনপি, সামাজিক দিক থেকে আপসকামী বাঙালী, সাংস্কৃতিক দিক থেকে জগাখিচুড়ি (হেজিমোনিক অর্থে), অর্থনৈতিক দিক থেকে ‘হালাল পুঁজিবাদী’, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে আস্তিকতা, বামপন্থা ও প্রগতিশীলতার মিশ্রধারানুসারী, পারিবারিক দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদিতাকে ঢাকার জন্য অবচেতনে ও কার্যত উত্তরাধুনিকতাবাদী হিসাবে লোকেইটেড হবে। সচেতনভাবে সম্মত হয়ে এ রকম হওয়ার পরিবর্তে তাদের এই ক্রমবিবর্তন বা পরিণতি situationally-fixed, কিংবা বলা যায়, অনিবার্য। অদূর ভবিষ্যতে তাদের মধ্যকার এই কন্ট্রাডিকটরি ট্রেন্ডগুলো আরো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে।

(১০) আমি দলীয় ব্যবস্থাপনা মানা ও স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা– এ দুটোরই পক্ষে। প্রয়োজনে ও ক্ষেত্রবিশেষে ‘সাংগঠনিক’ বলতে যা বুঝায়, তা লংঘিতও হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিয়ে দলচর্চা কাম্য হতে পারে না। ইসলামে সবকিছুর জন্য ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। নচেৎ সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় (নাউজুবিল্লাহ)।

(১১) সাধারণত অধিকতর প্রায়োগিক ও সাময়িক বিষয়াদিতে কালেক্টিভ অপিনিয়ন তথা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বেশি। অপরদিকে নীতিগত, তাত্ত্বিক ও সার্বজনীন বিষয়াদিতে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার গুরুত্ব বেশি।

(১২) সাংগঠনিক যে কোনো কাঠামো হলো hierarchical তথা ক্রমসোপানমূলক। আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য যেখানে মৌলিক ও অপরিহার্য শর্ত। এর বিপরীতে মতাদর্শিক যে কোনো কিছুই horizontal তথা সমতল-অবস্থানের। ইসলামের দিক থেকে ‘হক্বের’ মোকাবিলায় যে কোনো কোয়ান্টিটি বা অথরিটি, সিম্পলি নন-এক্সিজটেন্ট বা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

(১৩) জামায়াত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দেশ গঠন করতে চায়। কিন্তু তার আগে সমাজ গঠনের জন্য যা কিছু করা দরকার তা করার উদ্যোগ গ্রহণ বা তা করার ব্যাপারে

উৎসাহ দানের বিষয়ে কার্যত নির্লিপ্ত, ক্ষেত্রবিশেষে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এ দেশের সুফীবাদী ইসলামের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ইসলামের একটা মডেল তৈরি করেছে। ইসলামকে একটা স্বয়ং ব্র্যান্ড হিসাবে স্টাবলিশড করার ব্যাপারে জামায়াতের ভূমিকা ও কার্যক্রম স্ববিরোধপূর্ণ।

(১৪) জামায়াত আদর্শিক শুদ্ধতার চেয়ে স্বীয় সাংগঠনিক ঐতিহ্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। আমরা জানি, যে কোনো কাল্ট সিস্টেম পিউরিটানিক চরিত্রের হতে বাধ্য। অপরদিকে, কম্যুনিটির ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য হলো ইন্টারেক্টিভ। ইসলাম কম্যুনিটি গড়ার কথা বলে। অথচ ইসলাম অনুসারী দলসমূহ ক্রমান্বয়ে এক একটি cult হিসাবে গড়ে উঠে। শুধু জামায়াতে ইসলামী নয়, এ দেশের প্রত্যেকটি 'ইসলামী প্রতিষ্ঠান, ধারা ও দল' কম্যুনিটি হিসাবে গড়ে না উঠে এক একটি কাল্ট হিসাবে গড়ে উঠেছে; যেখানে 'অনুসরণই' প্রশংসিত হওয়ার একমাত্র উপাদান।

(১৫) জামায়াতকে যারা ধ্বংসের চেষ্টা করছে তারা সফল হবে না। অভ্যন্তরীণভাবে জামায়াত আদর্শ ও সংগঠনের মধ্যে একটা ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছে বটে। এতদসত্ত্বেও জামায়াতের সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যতটা সম্ভব, জামায়াতের আদর্শ তথা 'জামায়াত মাইন্ডকে' ধুয়েমুছে ফেলা ততটাই অসম্ভব।

অন্যভাবে বললে, জামায়াতকে প্রতিষ্ঠার যে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, তা শেষ পর্যন্ত একটা ফ্যান্টাসী হিসাবেই থেকে যাবে, কখনো সফল হবে না। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের বাংলাদেশ রূপায়ণে যারা ভূমিকা রাখবে, তাদের গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে অবদান রাখার জন্য, প্রভাব ফেলার জন্য জামায়াতে ইসলামীর নাম ইতিহাসে থেকে পাবে। যদিও ইসলাম অনুপ্রাণিত ভবিষ্যত শক্তিসমূহ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পথে না হাঁটার জন্য জামায়াতের উপর অনেকেই ক্ষুব্ধ থাকবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

একজন তরুণ ইসলামিস্ট নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে তাঁর লেখায় ট্যাগ করেন। যার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সিনোপটিক মন্তব্য-নোট।

> "একজন দল-ঊর্ধ্ব স্বাধীন দ্বীনী জ্ঞান-গবেষক ও মুজতাহিদ যখন তাঁর মত প্রকাশ করেন, তখন কে তা গ্রহণ করবে ও কে করবে না এবং কে তার নিন্দা বা সমালোচনা করবে তাতে কিছুই আসে যায় না। তাই তিনি নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি তিনি তাঁর নিজের অতীত মতকে ভুল বলে স্বীকার করেও নতুন মত পেশ করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোনো দলের নেতা বা সদস্য হলে তাঁর মতের সমালোচনা ও নিন্দা দলের ওপর আপতিত হবে এবং এর ফলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
>
> এ কারণে দেখা যায় যে, দলের মধ্যে উপযুক্ত দ্বীনী জ্ঞান-গবেষক থাকলেও তিনি কেবল দলের মতামতকেই নতুন আঙ্গিকে পেশ করার চেষ্টা করেন। দলের ভুল মতগুলোকেও সঠিক প্রমাণের জন্য ভ্রমাত্মক যুক্তি ও দলীল উপস্থাপন করেন। তিনি

নতুন কোনো সত্যে উপনীত হলেও দলের স্বার্থে তা চেপে যান। ফলে দলের মধ্যে দ্বীনী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কেবল স্থবিরতাই সৃষ্টি হয় না, বরং গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব দৃঢ়মূল হয়ে বসে।

এর বিপরীতে কেউ দলের মতের সাথে সাংঘর্ষিক মত ব্যক্ত করলে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার ও গোমরাহ বলে অভিহিত করাও হতে পারে, তা তিনি যতো বড় ইসলামী চিন্তাবিদ, দ্বীনী জ্ঞান-গবেষক বা মুজতাহিদ হোন না কেন।"

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Sakib Rezwan: সুন্দর। চিন্তার খোরাক। জামায়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী আছেন তাদের নিকট মেসেজ পাঠালে ভাল হবে। তবে আপনার কোনো সুপারিশ পাওয়া গেল না।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত নিয়ে আমি ২০১০ সাল থেকে লিখি। সব তো এক লেখায় এক সাথে পাওয়া সম্ভব না। আবার ওয়াদা করার কারণে কোনো কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় নাই। তবে নিশ্চিত থাকুন, উপযুক্ত সুপারিশ উপযুক্ত 'কর্তৃপক্ষের' কাছে অনেক আগেই পৌঁছিয়েছি। কোনো লাভ হয় নাই। বলার দায়িত্বটাই শুধু পালিত হয়েছে। আমার ফেইসবুক ওয়ালে থাকা এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা পড়লে আপনার ধারণা পরিষ্কার হবে। ধন্যবাদ।

www.facebook.com/notes/1177551795595287

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৪০. নোট

ছাত্রশিবির নিয়ে জামায়াত ও যুবশিবিরের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কিছু খোলামেলা মন্তব্য ও আত্মপক্ষ সমর্থন

(১) সাংগঠনিক দিক থেকে জামায়াতের অবস্থান সঠিক ছিলো

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন হিসাবে ইসলামী ছাত্রশিবির গঠন করা হয়। শিবিরকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। জিয়াউর রহমানের সময়কালে এক গণভোটে শিবির জামায়াতের বিপক্ষে ভূমিকা পালন করে। জামায়াতের আদর্শ ও তত্ত্ব নিয়েও জামায়াতের সাংগঠনিক প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে শিবির ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে জামায়াত নেতৃত্ব ছাত্রশিবিরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জামায়াতের প্রভাবমুক্ত হয়ে ছাত্রশিবিরকে পরিচালনার পক্ষে যারা ছিলেন এক পর্যায়ে তারা আউট হয়ে যান। জামায়াতের সাংগঠনিক স্বার্থের নিরিখে তাদের এই অবস্থান সঠিক ছিলো। এ যেন বছর শেষে প্রাপ্ত লভ্যাংশে তুষ্ট না হয়ে বা পুজিঁ মার যাওয়ার আশংকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিজের শেয়ারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নিজ হাতে নিয়ে নেয়া।

(২) আদর্শিক দিক থেকে জামায়াতের অবস্থান ভুল ছিলো

১৯৭১ সালে বিতর্কিত ভূমিকার জন্য কোনঠাসা জামায়াতের পরিবর্তে শিবিরের মতো একটা আনকোরা এপ্রোচের ইসলামী মতাদর্শ বা রাজনীতিকে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেশের আপামর জনগণের মধ্যে এই নতুন ধারা, অর্থাৎ ইসলামী ছাত্রশিবির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শিবির জামায়াতের অংগ সংগঠন হিসাবে ট্যাগড না হলে, আমার ধারণায়, অন্ততপক্ষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির একাধিপত্য লাভ করতো। ইসলামী মতাদর্শের এই উদীয়মান সম্ভাবনাকে গিলোটিন করাটা আদর্শিক দিক থেকে জামায়াতের মোটেও ঠিক হয় নাই।

(৩) যুবশিবিরের যা কিছু ভুল

তৎকালীন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ও শক্তভাবে কিছু না করে জামায়াতের আমীরকে সালিশ মানা, সালিশের রায়কে মেনে নেয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে একতরফাভাবে যুবশিবির গঠন করা, তারও পরে যুবশিবিরের অধীনে (পাল্টা) ছাত্রশিবির গঠন করা, জামায়াত বিরোধিতাকে কাজের মূল এপ্রোচ হিসাবে কার্যত গ্রহণ করা ও সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া, ইরানপন্থী নীতি গ্রহণ করা– আমার দৃষ্টিতে যুবশিবিরের এসব কার্যক্রম ছিলো ভুল।

(৪) যুবশিবিরপন্থীদের যা করা উচিত ছিলো

যুবশিবিরপন্থীদের উচিত ছিলো যে কোনো সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এবং ‘এখনই ডমিনেট করার’ (শিবিরসুলভ) মানসিকতাকে পরিহার করে ইসলামী মতাদর্শের ইতিবাচক সমন্বয়মূলক বক্তব্য নিয়ে ময়দানে টিকে থাকা। এবং বিপুল সংখ্যক মেধাবী ছাত্রকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত করা। তাতে করে এতদিনে বাংলাদেশে গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বুদ্ধিবৃত্তি ও দ্বীনি মহলে ডমিন্যান্ট বাম-সেকুলার ধারার একটা শক্ত বিকল্প গড়ে উঠতো। তারা যদি ইরান-সৌদি দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকতেন, তাহলে অনেকটাই আন্তর্জাতিক চাপমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারতেন।

(৫) জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের ঐতিহাসিক দুর্দশা

জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে, জামায়াতও এটি ভালো করে জানে, তারা সবাই মিলে is a big zero…! কথাটা খুব রূঢ় শোনালেও এটি বাস্তব। ইনাদের জামায়াত বিরোধিতার বেসিক ক্যারেকটার হলো বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছোট বোনের রাগ-গোস্বা বা অভিমানের মতো। দিনশেষে তারা সবাই জামায়াত। সংস্কারপন্থী শ্রদ্ধেয়দের সব যুক্তি-দাবি কোরআন-হাদীস-সীরাতের বিভিন্ন রেফারেন্স, আদর্শবাদিতা ও ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে ‘… করা উচিত’ বলা পর্যন্তই শেষ! জামায়াতকে দিয়েই তারা ইসলামের সব কাজ করাতে চান। পরোক্ষভাবে এটিও জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম– একদেশদর্শী জামায়াত মাইন্ড সেটআপের বহিঃপ্রকাশ। ইন্টারেস্টিংলি সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে অলস বুদ্ধিজীবীদের প্রতি টিপিক্যাল জামায়াত রেসপন্স হলো, “পারলে আপনারাও একটা কিছু করে দেখান।”

এ যেন হুলো বিড়ালের বিরুদ্ধে সব ইঁদুরের দরবার!

(৬) কেন আমি জামায়াতের সমালোচনামূলক লেখা লিখি?

আমি কী করতে চাই? এটি একটা কমন প্রশ্ন। সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র'র সাইটে (cscsbd.com) প্রশ্নের উত্তর পাবেন, বিস্তারিতভাবে। সংক্ষেপে বললে:

বাংলাদেশ, ইসলাম ও বিশ্ব– এই তিনের মধ্যে নিজেকে সবসময়ে কল্পনা করি। এগুলোকে বাস্তবে অবিচ্ছেদ্য মনে করি। এই দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ইসলাম আমার তাত্ত্বিক আগ্রহ ও বাস্তব কর্মের বিষয়। জামায়াতে ইসলামী এর অন্যতম অনস্বীকার্য অনুষঙ্গ। স্বভাবতই জামায়াত নিয়ে from an outsider's or academic point of view থেকে লেখালেখি করি। সেসব লেখা নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ।

এসব লেখা দিয়ে জামায়াতকে সংস্কারে বাধ্য করা বা কোনো ডিগ্রি অর্জন বা নাম কুড়ানো আমার লক্ষ্য নয়। তৃতীয় ব্যক্তিবর্গ জামায়াতকে কীভাবে দেখে, আমি সেটি খেয়াল করি।

আমিই প্রথম ব্যক্তি যিনি জামায়াতের টেকসই অর্থে reform from within-কে অসম্ভব হিসাবে বহু আগেই বলেছি।

(৭) জামায়াত ছাড়া অন্যান্য ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে আমি লিখি না কেন?

এর কারণ নানাবিধ:

(ক) আমি নিজে জামায়াত ব্যাকগ্রাউন্ড হতে উঠে আসা ইসলামিক ওয়ার্কার।

(খ) অন্যান্যরা এতটাই পিছিয়ে যে, তারা সমালোচনার পাত্র হওয়ার মতো, আমার দৃষ্টিতে, ততটা যোগ্য এখনো হয়ে উঠে নাই।

(গ) জামায়াত এমন এক জিনিসের পাইওনিয়ার-ডিস্ট্রিবিউটার যেটিকে বর্তমান পাশ্চাত্য শক্তি প্রধান ভায়াবল চ্যালেঞ্জ মনে করে। একাডেমিক ভাষায় এর নাম 'রাজনৈতিক ইসলাম'। ইনসাইডারস ভিউ পয়েন্ট থেকে এটিকে 'ইসলামী আন্দোলন' বলা হয়। ইসলামের able presentation যারা এ পর্যন্ত করেছে, ইখওয়ান-জামায়াত হলো তার মূল স্টেকহোল্ডারস।

(ঘ) যাদের সমালোচনা এখনো তেমন করা হয় নাই, এর মানে এই নয় যে, তাদের সমালোচনা নাই বা করা হবে না। যেমন, গণতন্ত্র বিরোধীদেরকে নিয়ে আমার বেশ কিছু লেখা আছে। তাবলীগের মৌলিক ধারণাগত ভুলগুলো সম্পর্কেও আমার লেখা আছে। ওরা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেভাবে একটিভ না বলে সেসব বিতর্ক ও লেখা সেভাবে প্রচারিত হয় নাই, বা সাধারণত হয় না।

(৮) বিকল্প সামাজিক আন্দোলনের 'ফোকাস পিপল' কারা?

আমার ধারণায় কওমী, তাবলীগী, সুন্নী, জামায়াতে ইসলামী, আহলে হাদীস, সালাফীপন্থী, হিযবুত তাওহীদ, একিউ– সব ধারার ইসলামই এ দেশে কন্টিনিউ করবে। বরং ফ্লারিশ করবে। কারণ, লোকের ও লোকদের হুজুগের তো অভাব নাই। প্রত্যেককে প্রত্যেকের জায়গায় রেখে বা থাকতে দিয়ে দেশের আপাত নিরপেক্ষ ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকা গড়পরতা ১৫ ভাগ লোক হলো আমার target people।

এই ১৫% এর মধ্যে ২০ থেকে অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েরাই আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট উদ্দীষ্ট লোকসমষ্টি। যারা যেখানে যেভাবে যুক্ত, তারা সেখানেই যুক্ত ও সক্রিয় থাকুন। এটি আমার প্রাথমিক বক্তব্য।

কোনো ধারায় সম্পৃক্ত কাউকে কনভিন্স করার ইনিশিয়েটিভ নেয়ার চেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও মৌলিক বক্তব্য নিয়ে কাজ করাকেই আমি বেশি ফলদায়ক মনে করি। মেইনস্ট্রিমের এই তরুণ জনগোষ্ঠীর কোনো কোয়ারির উত্তরে যে কোনো বিদ্যমান ধারার বা কারো বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও পর্যালোচনা করার বিষয়ে তাই আমি দ্বিধাহীন। কোনো ধারায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা নেতৃত্ব দেয়ার চেয়ে মূলধারা তৈরির কাজে সহযোগিতা

করাকে আমার দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছি। বলতে পারেন, এটি আত্ম-উপলব্ধিমূলক অবস্থান।

(৯) Wide Garden Model

সবাইকে এক ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করার দৃশ্যমান নির্দোষ মানসিকতা ও চেষ্টাকে আমি বড় ধরনের বোকামি মনে করি। শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ও ব্যক্তি উদ্যোগনির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন ব্যবস্থাকে মতাদর্শগত দিক থেকে অধিকতর উপযোগী মনে করি। এক একটি বটবৃক্ষের পরিবর্তে আমি ছোট বড় বাগান তৈরিকে অধিকতর বাস্তবসম্মত মনে করি। যার কারণে জামায়াতকে হিরো বা জিরো মনে করার প্রান্তিকতা হতে নিজেকে সবসময় মুক্ত রাখার চেষ্টা করি।

আমি যা চাচ্ছি, তার সারকথা হলো, ইসলামকে একটা বেইজ বা ফাউন্ডেশান হিসাবে, একটা thought-paradigm হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই unity within diversity-কে আমি আন্তরিকভাবেই mean করি। প্রশাসনিক দিক থেকে সংগঠন ব্যবস্থা ও মতাদর্শগত দিক থেকে সংগঠন ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মেজাজের মনে করি। যার যার ক্ষেত্রে দুটোরই দরকার আছে। মতাদর্শগত সাংগঠনিক কাঠামোকে যে কোনো ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো হতে অনেক বেশি মুক্ত, নমনীয় ও এডাপটিভ ন্যাচারের হতে হবে।

(১০) বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটই মূল সমস্যা

আকীদাগত দিক থেকে ইসলামকে অনেকেই সঠিকভাবে জানে। কিন্তু ইসলামকে কীভাবে বর্তমান সমাজে incorporate করা হবে বা যাবে, তা নিয়ে স্মার্ট ইসলামিস্টদেরও তেমন কোনো চিন্তাভাবনা নাই। ভাবখানা এমন, যেন সব সমস্যা মূলত বাস্তবায়নের সমস্যা, implementation problem। ‘বর্তমানে’ বসবাস করে, এর সকল সুবিধা গ্রহণ করেও অনেকে চিন্তাচেতনায় খুবই স্থূল, অপরিপক্ক ও পশ্চাৎপদ। Blame game এবং conspiracy theory-ই এ ধরনের ‘কমিটেড’ লোকদের শেষ ভরসা, universal argument!

সত্যি বলতে কি, ‘ইসলামী আন্দোলন’ ধারণাকে যারা লালন করেন, নিজেদের মতো করে পালন করেন, অন্যদেরকেও তাদের মতাবলম্বী বানাতে চান; তাদের মূল অংশটি এখনো এ সংক্রান্ত pros & cons নিয়ে নিজেদের চিন্তাগত শৈশবাবস্থা (adolescent period) অতিক্রম করতে পারে নাই। বুদ্ধিবৃত্তি তো একটা উন্মুক্ত ও অব্যাহত চর্চার বিষয়। জ্ঞান অর্জনের বিষয়, গ্রহণ হলো অগত্যা।

আমার ধারণায়, বর্তমানের সমস্যা বাস্তবায়নের সমস্যা মাত্র নয়, শুধুমাত্র নেতৃত্ব বা সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা নয়। দেশ ও জাতি গঠনে, বিশ্ব সভ্যতায় নেতৃত্ব দেয়ার মতো যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম অনুসারীদের সীমাবদ্ধতা তথা বর্তমান সমস্যার

শিকড় তাদের সর্বব্যাপী চিন্তাগত দীনতা ও প্রবল যুক্তিবিমুখ ধর্মবাদিতায় প্রোথিত। তাই আমি চিন্তাগত সংকট ও বৈপরিত্য মিটানোর কাজকে, প্রচলিত অর্থে aim in life হিসাবে যা বলা হয় সেরকমভাবে, গ্রহণ করেছি। আমার মতো করে। আমার আওতার মধ্যে। আমার অনতিক্রম্য সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক হিসাবে এই প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে এ ছাড়া আমার কী ই বা করার আছে?!

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

কাজী শাহরিয়ার: উভয় পক্ষীয় যুক্তি আমার কাছে ধোঁয়াটে ঠেকেছে। সমাধান কী? আমি তো কোনো নতুন ধারা সৃষ্টিকরণকে যৌক্তিক দেখছি না। যেহেতু চমৎকার একটি কাঠামো হোল্ড করে এগিয়ে চলেছে জামায়াত-শিবির। চলমান স্টিম রোলারে তাদের জনপ্রিয়তা সাঁই সাঁই করে বেড়ে যাওয়া এর প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয় কি!?

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত-শিবির ‘কোনো নতুন ধারা’ কেন তৈরি করবে, তা আমারও বুঝে আসে না। আপনার এই মনে করার সাথে আমি একমত। জামায়াতের সাংগঠনিক দিক থেকে এটিই সঠিক অবস্থান। ইসলামের দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী আর জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিকোণ হতে ইসলাম– এই দুই প্রিজমের কোনটিকে আপনি প্রেফার করছেন, সমস্যা বা প্রশ্ন হলো সেটি। আপনার হাতে সম্ভবত দ্বিতীয় প্রিজমটি, আমিসহ অনেকের হাতে প্রথমটি।

Farid A Reza: Thanks. In my view, you have identified the problem correctly, but we need to break down all the problems so that we can recognise them correctly. You mentioned about your age! It sounds funny to me, young professor, 50 is not an age at all. You are doing a fantastic job and please continue it. I like the word ‘চিন্তাগত শৈশবাবস্থা’, an excellent phrase you coined. Unfortunately we do not know us when and how we can promote ourselves from the learning age of infancy to the age of experience. May God bless us.

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াতের গঠন পর্ব হতে শুরু করে এ পর্যন্ত সময়ে সময়ে সব শক্তিশালী ব্যক্তিরা সময় মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বশেষ ২০১০ সালে যা ঘটেছে তা হুবহু ১৯৮২ সালের কপি। পার্থক্য হলো উনারা মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাপ সদস্যরা নানা ধরনের জামায়াতলব্ধ সুবিধা নিয়ে চুপ মেরে গেছেন, যা ৮২’র দায়িত্বশীলেরা করেন নাই।

Farid A Reza: এখানে আরেকটা সমস্যা আছে, যা অনেকের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। আমরা স্কলারদের ভয় করি, অনুগত কর্মী চাই। অনুগত কর্মীরা প্রয়োজনে জান দিতে পারে কিন্তু সংগঠনে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এতো সীমাবদ্ধতা নিয়ে

দেশজ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবেলা করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

Mohammad Mozammel Hoque: আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য বলে যে কথা বলা হয় তা ভিত্তিহীন। আদেশ ও আনুগত্যের সম্পর্ক Q এবং U-র মতো। একটি থাকলে অপরটিও থাকবে। ভারসাম্য হলো পাল্লার মতো, একপাশে যা আছে তার সম-ওজনের কিছু অপরদিকেও রাখার চেষ্টা করা। অতএব, একদিকে আদেশ ও আনুগত্য থাকলে এর অপর পাশে থাকতে হবে পরামর্শ ও সমালোচনার পরিবেশ ও পদ্ধতি। তাহলেই ভারসাম্য কায়েম হতে পারে।

Farid A Reza: বহুল পঠিত একটা বইয়ে এ শব্দগুচ্ছ, মানে আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য, যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা অনেকটা একপেশে। আমাদের প্র্যাকটিস কোনো কোনো সময় আরো জটিল এবং বিব্রতকর। বাস্তব দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা পরিস্কার হতো। কিন্ত কিছু দলান্ধ আঁতেলরূপী মূর্খদের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকলাম।

এখানে আরো সমস্যা আছে। উলিল আমরের সংজ্ঞা, পরিধি ও ক্ষমতা নিয়ে সমস্যা আছে। কাকে বিয়ে করবো, কাকে তালাক দেবো ইত্যাদি প্রসঙ্গে যার কাছে ওহি আসতো তিনিও নাক গলাননি। কিন্তু আমরা চাই চিন্তা ও কর্মে নিরঙ্কুশ আনুগত্য। নবীর পরামর্শ গ্রহণ না করেও সাহাবারা মুসলমান থেকেছেন। আমরা পারি না।

Mohammad Mozammel Hoque: উলিল আমর হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ইসলামী কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীও এর সমমান পেতে পারেন। যেমন শহীদ হলো যুদ্ধে নিহত মুমিনরা। কিন্তু দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্যে ব্যাধি বা সন্তান জন্মদান জনিত জটিলতায় মৃতরাও শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। জামায়াতের উলিল আমর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আর তাবলীগের জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও ব্যবহার সেন্টিমেন্টের দিক থেকে একই রকমের মিস-ইন্টারপ্রিটেশান।

Mohammed Shah Alam: বস্তু যেমন একমাত্রিক নয়, কোনো ঘটনাও একমাত্রিক নয়। ঘটনার সবগুলো তল একযোগে একজনের পক্ষে দেখা সম্ভবও নয় সে কারণে। যিনি যে পাশে দাঁড়িয়ে যে তলটি দেখেছেন তিনি সে তলটির বর্ণনা সঠিকভাবে দিতে পারেন। কিন্তু সে বর্ণনা পুরো ঘটনার স্বরূপ হতে পারে না। সবগুলো বর্ণনা দেখে সেখান থেকে প্রত্যেক পক্ষের মুগ্ধতা বা বৈরিতা ছেঁকে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে পারলে ঘটনার প্রতি সুবিচার হয়। কিন্তু পরিহাস ইতিহাসকার নিজেও কী মোহমুক্ত হতে পারেন? তিনি তো ঘটনার তলগুলো বাছাই করবেন নিজের মুগ্ধতাকে সমুন্নত রাখার জন্যই।

Mohammad Mozammel Hoque: বহুমাত্রিক তথা সঠিক চিত্র পেতে হলে কথাবার্তার সহনশীল ও উন্মুক্ত পরিবেশ দরকার, যা বাংলাদেশের কোনো ইসলামী বা অনৈসলামী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনেই নাই। দুঃখজনক।

Mohammad Asraful Islam: আসল সমস্যা হল আমাদের প্রান্তিক মানসিকতা। ম্যানেজমেন্ট থিওরিতে Organizational Change নামক একটি চ্যাপ্টার পড়ানো হয়। কেন Organizational Change-কে প্রতিরোধ করা হয় তারমধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল ক্ষমতা হারানো। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল কায়েমী মানসিকতা।

বর্তমান সমস্যার অন্যতম কারণ হল কায়েমী মানসিকতা। আর অন্যায় তো গত জোট সরকারের আমলে আওয়ামীলীগের উপরও হয়েছে, তাহলে কি তারাও সত্যের উপর আছে? আসলে বিষয়টা হল ক্ষমতাকেন্দ্রিক। বর্তমান বিশ দলীয় জোটের অন্যতম শরীক জামায়াত, এবং রাজপথেও তারাই। সুতরাং সরকার তো তাদেরকেই টার্গেট করবে। এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে ইসলাম ফোবিয়া তো আছেই, যার অন্যতম বাহন হল Political Islam-এর জুজুর ভয়।

Ahmad Bashar: অবাক হচ্ছি! জামায়াত শিবিরের যে পরিমাণ সমালোচনা বা দোষত্রুটি ধরা হয় তাতে যেভাবে তারা সহ্য করে, জামায়াত শিবিরের ফটকা পোলাপাইন কিছু একটা কইলেও সমালোচকরা সহ্য করতে পারে না।

জামায়াত নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। জামায়াতের সমালোচকদের নিয়েও গবেষণা হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস কয়েকটা লেখা পড়লেই এদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ধরা পড়বে। তবে আন্তরিকভাবেই বলছি, লেখাগুলো আরও সহজবোধ্য হওয়া দরকার তাতে উভয় পক্ষের জন্যই সুবিধা হবে।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াতের সমালোচনা জামায়াতকে কেন্দ্র করেই তো হবে, নাকি? জামায়াত নিয়ে গবেষণা হয়, হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। এতে তো জামায়াতের পুলকিত হওয়ার কথা। অথবা এসব কিছুকে সিম্পলি এভয়েড করার কথা। ফেইসবুক বা অনুরূপ কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় জামায়াতের সমালোচনা বা সমালোচনার সমালোচনাতে লিপ্ত হওয়ার এই আমলগুলো যদ্দুর জানি জামায়াত কর্মীদের 'সাংগঠনিক সময়' হিসাবে কাউন্ট হয় না। অতএব সমালোচনা যদি ঠিক না হয়, তাহলে সমালোচনার সমালোচনাও ঠিক না। কথাটা উল্টাভাবেও সমপরিমাণে সত্য। অর্থাৎ সমালোচনার সমালোচনা যদি ঠিক হয়, তাহলে সমালোচনাটা ঠিক হতে সমস্যা কী? আর, 'দোষ' থাকলে ধরতে অসুবিধা কী? নাকি, এটি একটা 'দোষমুক্ত' ব্যবস্থা? জামায়াত কর্মীদেরকে তো যে কোনো ইস্যুতে বাদবাকি সবার দোষ ধরার কাজে খুব একটিভ দেখা যায়!

Bashar Ibn Hadis: সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা এভাবে পাবলিক স্পেসে না করে যেখানে বা যেভাবে করলে সংশোধন হতে পারে সেভাবে করলে ভালো হতো কিনা।

Mohammad Mozammel Hoque: ঠিক। ভালো হয়, হতো বা হতে পারে। নিশ্চিত থাকুন, আমি ওই পথ ও পদ্ধতি ইতোমধ্যেই properly exhaust করেই লিখছি। এখন আমি BIJ'র সংস্কারের জন্য লিখছি না। যারা অনুরূপ কিছু করতে চায়, পূর্বসুরীরা কী ভুল করেছে তা তাদের বুঝার সুবিধার জন্য লিখছি বা লিখি।

Samir Ahmed: পাবলিক প্লেসে জামায়াতের সমালোচনা করা যাবে না– এই অজুহাতে জামায়াত নেতাদের সকল ভুলকে জাস্টিফাই করা হয়েছে। ছাত্রশিবিরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিজেদের সকল অপকর্ম ঢেকে ফেলা হয়েছে। দূর থেকে মনে হয়, জামায়াত-শিবির একটা পবিত্র সংগঠন। কিন্তু গোড়ায় গেলে দেখা যায়, এখানে ক্ষমতা পাওয়া ও ধরে রাখার জন্য কী লড়াই চলছে। বর্তমানে জামায়াত-শিবির হলো পীর-মুরিদের সংগঠন। দায়িত্বশীলরা নিজের কর্তৃত্ব ও অপকর্ম ঢাকতে নিজের মতো করে কিছু মুরিদ তৈরি করে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে দিয়ে সংগঠন চালায়।

www.facebook.com/notes/1187307297953070

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৪১. নোট

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-১)

এই কৈফিয়তের কারণ

বিগত প্রায় তিন দশক হতে (অব্যবহিত বছর কয়েক আগ পর্যন্ত) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জামায়াত-শিবিরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি। একনিষ্ঠভাবে 'সাংগঠনিক কাজ' করার পাশাপাশি ছাত্রজীবন হতে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা বলতে যা বুঝায় তার সাথে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। তাই জামায়াতের সংস্কারপন্থা টাইপের কিছুতে আমার অগ্রগণ্য ভূমিকা থাকার কথা ছিলো। ২০০৯-১০ হতে সংস্কারবাদী হিসাবে পরিচিত দেশ-বিদেশে অবস্থানরত, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত, জামায়াত নেতাকর্মীদের সাথে আমার এক ধরনের যোগাযোগ গড়ে উঠে।

চলমান সরকারী দমনপীড়নের মুখে জামায়াত বা যে কোনো সংগঠনের কমবেশি কোনঠাসা হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। অথচ, বহু স্তরের নেতৃত্ব ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকার গালগল্পকে মিথ্যা প্রমাণ করে চলমান দমন অভিযানের শুরুতেই জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাছাড়া দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরও 'যোগ্য' জনশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক মান ও গণভিত্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়াও হতাশাজনক ব্যাপার। কেন এমন হলো? কী করা যায়? ইত্যাদি নানা বিষয়ের ক্ষেত্র ও মাত্রা বিবেচনায় আমার স্বভাবতই জামায়াতের সংস্কারবাদী হওয়ার কথা ছিলো।

আমার স্বতন্ত্র ধারায় কাজ শুরু করা

বিগত কয়েক বছর হতে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে ২০১৩ সাল হতে, আমার 'জামায়াত পরিচয়কে' পাশ কাটিয়ে (disown) ইসলামী আদর্শের আওতায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের রূপরেখা নির্মাণের কাজ শুরু করি। যারা আমার জীবনের এই নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানেন না, বা জানলেও স্বতন্ত্র অবস্থান হতে কাজ করাটাকে আমার স্বভাবসুলভ সরলতা বা আবেগপ্রবণতার কারণে অসম্ভব মনে করেন, কিংবা একে কৌশলমাত্র মনে করেন; তারা আমাকে জামায়াত ছাড়া ভাবতে পারেন না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বড়জোর তারা আমাকে জামায়াতের সংস্কারবাদীদের মধ্যে গণ্য করেন। এই ধারণাটি ভুল। না, আমি জামায়াতের সংগঠনবাদী বা সংস্কারবাদী– কোনো ধারার সাথে একমত নই।

এ দেশের মানুষ সাধারণত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বিশেষ সম্পর্কে হুইমজিক্যালি কিছু গড়পরতা ধারণা পোষণ করে। এটি তাদের নন-একাডেমিক ও ওভার-পলিটিসাইজড মনমানসিকতার কারণে হয়ে থাকে। আমার সম্পাদিত 'কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ' শীর্ষক একটা বই গত বছর সিএসসিএস পাবলিকেশন হতে

প্রকাশিত হয়। এতে অনেকে ধরে নিয়েছেন, আমি আসলে জামায়াতের সংস্কারবাদীদেরই একজন। অথচ এই সংকলনে সংস্কার নিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ, তার একটি পক্ষপাতহীন ও ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। শুধুমাত্র আগ্রহী ও গবেষকদের সুবিধার্থে এটি সংকলন করা হয়েছে। ব্যাপারটি এর বেশি কিছু নয়।

জামায়াত সংস্কার নিয়ে আমার ফোর পয়েন্টস

২০১০ সাল হতে আমি ব্লগ লিখে আসছি। তখন থেকেই প্রসঙ্গক্রমে জামায়াতের বিষয়ে লেখালেখি করছি। জামায়াতের সংস্কার প্রসংগ আসলেই আমি 'ফোর পয়েন্টস' হিসাবে এই কথাগুলো সব সময়েই বলেছি:

(১) জামায়াত কখনো কোনো মৌলিক সংস্কারকে গ্রহণ করবে না। অথচ,

(২) জামায়াতের বিকল্প কিছু করাটাও নানা কারণে সম্ভব নয়।

(৩) ইসলামকে 'ইসলামী আন্দোলন' হিসাবে যারা বুঝেছে, তাদের পক্ষে কিছু না করে বসে থাকাও অসম্ভব। অতএব,

(৪) প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ ক্ষেত্র ও পরিসরে সাধ্য মোতাবেক কিছু না কিছু কাজ শুরু করা। বিশেষ করে কনসেপ্ট বিল্ডআপের কাজ করে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত জামায়াত সংশোধন হবে, নাকি নতুন কোনো ধারা তৈরি হবে, নাকি উভয়টাই ঘটবে– তা কেবলমাত্র ভবিষ্যতই বলে দিবে।

আমার বর্তমান কাজের উদ্দীষ্ট জনশক্তি কারা?

অতএব, দেখা যাচ্ছে আমি কখনোই নিজেকে জামায়াতের সংস্কারবাদী হিসাবে মনে করি নাই। গোড়া থেকেই অর্থাৎ তাত্ত্বিক ভিত্তির পুনর্গঠন হতেই কাজ করতে হবে– এটি আমি বরাবরই বিশ্বাস করেছি। সে জন্য জামায়াত শুধু নয়, যারা কোনো না কোনোভাবে কোনো সংগঠন ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাদেরকে উদ্দীষ্ট জনশক্তি হিসাবে বিবেচনা না করে আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকা এ দেশের ১৫% লোককে আমি টার্গেট করে কাজ শুরু করেছি। বিশেষ করে এই শতকরা পনের ভাগের মধ্যকার তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্য যে কোনো জনগোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর সম্ভাবনাময় হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছি।

এই ইয়াং গ্রুপকে প্রায়োরিটি দিতে গিয়ে, কনভিন্স করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে অপরাপর ইসলামপন্থীদের সাথে এই নতুন ধরনের কাজের পার্থক্য নিয়ে কথা বলতে হয়। তারই অংশ হিসাবে 'কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই' শিরোনামের এই নোট।

জামায়াতের সংস্কারবাদীদের ব্যাপারে আমার আপত্তির বিষয়সমূহ

জামায়াতের সংস্কারবাদীদের যেসব কমন বৈশিষ্ট্যকে আমি কোনোক্রমেই সঠিক মনে করি না তার মধ্যে আছে:

(১) কর্মতৎপরতার দিক থেকে তারা সমালোচনায় যত পটু, বাস্তবে লেগে থেকে গঠনমূলক কিছু করার ব্যাপারে তারা ততটাই বিমুখ।

(২) দ্বীনি তথা ধর্মীয় দিক থেকে তারা কমবেশি শুদ্ধতাবাদী (puritanic), যা বাহ্যত আহলে হাদীস ও সালাফীপন্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(৩) বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'সহজিয়া-সাম্যবাদী' ফরহাদ মজহারের দ্বারা প্রভাবিত।

(৪) জামায়াতের সংস্কারবাদীরা মনে করে জামায়াতের যত সমস্যা তা মূলত পরিচালনাগত সমস্যা (operative or procedural problem)।

(৫) রাজনৈতিক সংস্কার তথা রাজনীতিই তাদের উক্ত বা অনুক্ত লক্ষ্য।

(৬) টাকা-পয়সার দিক থেকে তারা তারিক রমাদানের ভাষায় 'হালাল ক্যাপিটালিজমের' একনিষ্ঠ অনুরক্ত, ভক্ত ও অনুসারী।

এ সব পয়েন্টের ওপর আমি সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করবো।

(১) কর্মবিমুখ বাকপটুতা

জামায়াতের সংস্কারবাদীদেরকে যদি জামায়াতের কী কী ভুল ও সমস্যা রয়েছে তা সম্পর্কে বলতে দেয়া হয় তাহলে মাশাআল্লাহ তারা সুপার-ডুপার-হাইপার একটিভ হয়ে যাবেন। জামায়াতকে তুলাধুনা করতে করতে তাদের দিনরাত পার হয়ে যাবে। এ কাজে তাদের কোনো ক্লান্তি নাই। এমনকি, বলা যায়, তাদের কোনো লজ্জা-শরমও নাই। নিজ নিজ সাংগঠনিক জীবনের কতো সব কৃতিত্ব, তদীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে তাদের যত সব আপত্তি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে বলতে তাদের মুখে যেন খৈ ফোটে!

নেতা-কর্মীদের নিয়েই সংগঠন

জামায়াত তথা কোনো সংগঠন ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা আসমান হতে নাযিল হয় না। জমি ফুঁড়েও উঠে না। নেতাকর্মীদের নিয়েই সংগঠন। অতএব জামায়াতের যা ভালোমন্দ তার কৃতিত্ব ও দায়দায়িত্ব আনুপাতিক হারে এর নেতাকর্মীদের ওপরও বর্তায়। জামায়াতের যেসব ভুল তার দায় বহন করতে প্রস্তুত না থাকলেও সেসব ভুল হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যা করণীয় তার একটা আনুপাতিক অংশ তো সংস্কারবাদী-সংগঠনবাদী নির্বিশেষে প্রত্যেকের ওপরই বর্তায়। তাই না? সংস্কারবাদীদেরকে দেখেছি, তারা দোষারোপ চর্চায়

যতটা ত্বড়িৎকর্মা ও ক্লান্তিহীন, নিজ নিজ ন্যূনতম দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালনের ব্যাপারে ততটাই অনিচ্ছুক ও পলায়নপর।

সংস্কারবাদী ফাঁকিবাজদের অজুহাতের শেষ নাই

কিছু করার কথা বললে তারা কৌশল হিসাবে নিজেকে হেয় করতেও পিছপা হন না। এ ধরনের লোকেরা আমার সাথে এনগেজ হলে এক পর্যায়ে বলে বসেন, "আপনি পারেন। করছেন। আমি দুর্বল। আপনার মতো অতোটা বেপরোয়া নই। তাছাড়া আমার অনেক সমস্যা। এসব কাজ একা একা হয়ও না" ইত্যাদি।

Everybody's business is no body's business অথবা রাজার পুকুরে দুধ ঢালার গল্প

সংস্কারবাদীদের বদ্ধমূল ধারণা হলো অন্য সবাই এগিয়ে না আসলে একা একা কিছু করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি রাজার পুকুরে দুধ ঢালার মতো হয়ে দাড়ায়। গল্পটা হলো এ রকম– কোনো এক রাজা দুধের পুকুরে গোসল করতে চাইলেন। সে মোতাবেক একটা পুকুর খনন করা হলো। অতঃপর তিনি রাজ্যের সব গোয়ালাকে হুকুম দিলেন যাতে তারা রাতের মধ্যে প্রত্যেকে এক গামলা দুধ ওই পুকুরে ঢেলে আসে। রাজা মশাই যথারীতি পরদিন দুধের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে দেখেন পুকুরটা একেবারেই শুন্য, কোনো দুধ নাই। কী ব্যাপার? অবশেষে জানা গেলো, প্রত্যেক গোয়ালাই মনে করেছে, সবাই তো দুধ ঢালবে। আমার এক গামলা না ঢাললেও বা কী আসে যায়। এবার বুঝুন! কথায় বলে, ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থান হতে বিশেষ ভূমিকা রাখার যোগ্যতা রাখে

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমার কাজ আপনাকে দিয়ে হবে না, আবার আপনার কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। প্রত্যেক মানুষ তো বটেই, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুকেই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আর দায়দায়িত্বের দিক থেকে বললে তো সেই হাদীসটিই আমাদের পথনির্দেশক হতে পারে যাতে বলা হয়েছে, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অন্য কারো দায় কোনো ব্যক্তির ওপর বর্তাবে না। বলাবাহুল্য, চেষ্টাটাই মুখ্য, সাফল্য লাভের বিষয়টা নিতান্তই গৌণ, যদিও সাফল্য লাভের জন্য সর্বাধিক উপযোগী পন্থাতেই কর্মতৎপর হতে হবে।

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা নিরাপদে থেকেও কোরাইশদের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন

আল্লাহ তায়ালা কোরাইশদেরকে শীত ও গ্রীষ্ম তথা সারা বছর আরবের অনিরাপদ এলাকায় নিরাপত্তা লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের প্রমাণ হলো নিজ নিজ সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে কর্মতৎপর হওয়া। আমি অবাক হয়ে দেখি, সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ে কর্মরত সহস্রাধিক ভেটেরান জামায়াত পিপল চলমান দমনপীড়নের মধ্যেও যথেষ্ট নিরাপদ আছেন। উনারা সব কাজই করছেন। যারা রুকন, ভেতরে ভেতরে ঊর্ধ্বতনদের কাছে কিছু কাগুজে রিপোর্ট পাঠানো ব্যতিরেকে তারা এবং বাদবাকি বিরাট সংখ্যক জনশক্তি কার্যত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন।

জামায়াতের সংস্কারের কথা দিনরাত জপতে থাকলেও নিজেদেরকে এক একটি থিংক-ট্যাংক বা চিন্তা-বলয় হিসাবে গড়ে তোলার কাজে উনারা ধারেকাছেও নাই। চাপিয়ে দিয়ে চিন্তা ও সৃজনশীলতা গড়ে তোলা যায় না। মেধাবীরা নিজ গুণেই নতুন জ্ঞান তৈরি করেন, অন্তত করার কথা। কবে ঊর্ধ্বতন জামায়াত নেতৃত্ব উনাদেরকে কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে চিন্তা করতে বলবেন, সেজন্য যেন উনারা বসে আছেন। কী অবাক কাণ্ড! আশ্চর্য!

অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জোর করে পানি খাওয়ানো যায় না

আসলে এসব কিছু হলো ফাঁকি দেয়ার ফন্দি-ফিকির। কথায় বলে you can’t make drink an unwilling horse. নিজেদের সীমাহীন সুবিধাবাদিতা ও কর্মবিমুখতাকে ঢাকার জন্য জামায়াতের উচ্চশিক্ষিত লোকজনেরা সংস্কারের কথাবার্তা বলেন ও মৃদু দাবি তুলে থাকেন। আমি ওসবের মধ্যে নাই। I am always a theorist-activist.

(২) ইবাদতের বিষয়ে শুদ্ধবাদিতা

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা ইবাদতের বিষয়ে শুদ্ধবাদিতায় ভোগেন। বলতে পারেন, এত ছোট একটা বিষয়কে আমি এভাবে হাইলাইট করছি কেন? হ্যাঁ, বিষয় হিসাবে এটি আপাতদৃষ্টিতে একটা অনুল্লেখ্য ব্যাপার। কিন্তু একটু ভালো করে খতিয়ে দেখলে দেখবেন, ইবাদতের বিষয়গুলোতে এই শুদ্ধতাবাদিতা তথা পিউরিটানিজমের সাথে অনেক বড় ব্যাপার জড়িত।

আকীদাগত দিক থেকে সমস্যাগ্রস্তদেরকে সহযোগিতা করার পদ্ধতি

দেখুন, ইসলামপন্থীদের ঘোষিত লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা। তো এ দেশে হাজার বছর হতে যে ইসলাম আছে তা ট্রাডিশনাল সুন্নী ধারার হানাফী মাজহাবের। এই ‘লোক ইসলামের’ মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপের মারাত্মক

আকীদাগত সমস্যা আছে। এই সমস্যাকে কীভাবে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে সংশোধন করা যায় সে চেষ্টা করার পরিবর্তে চরমপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো একদা সক্রিয়, এখন তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় জামায়াত নেতাকর্মীদের অন্যতম কমন বৈশিষ্ট্য হলো 'বাতিল'দেরকে হেনস্থা করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা। এমনকি এ ধরনের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে উনারা খুব এনজয় করেন। অনেকটা ঈমানী কর্তব্য ও করণীয় মনে করেন। দেশের আকীদাগত দিক থেকে সমস্যাগ্রস্ত মুসলমানদেরকে সহায়তা করার যে ইতিবাচক মানসিকতা তা তাদের নাই।

এ জন্য জায়গায় জায়গায়, মসজিদে মসজিদে নিরেট দ্বীনি আমেজে মজলিশ কায়েম করা এবং প্রত্যেক এলাকায় কোরআন ও হাদীসের অবিতর্কিত (classical) শরাহ-কিতাবের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা জরুরি। এসব বিষয়কে তারা কখনো ফিল করেন না।

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা

তাবলীগ জামায়াতসহ দেশের মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যেসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেসবের সমালোচনা করা, তাদের কাজের নানা রকমের সীমাবদ্ধতা ও খুঁত বের করা এবং এসবকে 'খেদমতে দ্বীন' হিসাবে ট্যাগ লাগিয়ে খারিজ করে দেয়ার ব্যাপারে জামায়াতের সংগঠনবাদী ও সংস্কারবাদীরা মাশাআল্লাহ হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ, ভাই ভাই এক! নিজেরা ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে তাদের অন্তরে তেমন কোনো শ্রদ্ধাবোধ আছে, এমন মনে হয় না। মনে হয়, ইসলামকে যেন জামায়াতে ইসলামী এ দেশে কাঁধে করে নিয়ে এসে সবাইকে ধন্য করেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতি কেমন অশ্রদ্ধা!

মাজহাবী বিতর্ককে পরিহার করাই সঠিক কর্মপন্থা

আমাদের দেশের মানুষ মূলত হানাফী মাজহাবের অনুসারী। যারা ইসলামের জন্য দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা, অংকের সরল নিয়মে তাদের তো মাজহাবী বিতর্ককে সর্বোতোভাবে পরিহার করে চলার কথা। তা না করে তারা বরং নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাজহাবের বিরোধিতা করেন। হানাফী মাজহাবই একমাত্র সহীহ– এমন দাবি যেমন ভুল, তেমনি হানাফী মাজহাব অনুসারে কেউ ইবাদত ইত্যাদি করলে তাকে কার্যত ভুল সাব্যস্ত করতে হবে– এ ধরনের মনমানসিকতাও অগ্রহণযোগ্য।

রিলিজিয়াস সেক্টরে ভুল মেসেজ যাচ্ছে

হানাফী মাজহাব সমর্থিত কোনো আমলের পক্ষে যদি ন্যূনতম দলীল থাকে তাহলে সেসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই তো সামাজিক উদ্যোক্তা (social entrepreneur) হিসাবে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের কাছ হতে প্রত্যাশিত। তাই না? স্মরণ রাখতে হবে, এ দেশে ইসলাম কায়েমের জন্য সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক কার্যকরী স্তম্ভ বা সাপোর্ট বেইজ হলো রিলিজিয়াস সেক্টর। জামায়াত কিংবা এ ধরনের কোনো ফোর্সকে মানুষ যখন তাদের দ্বীনি অনুভূতির রক্ষক ও বাস্তব রূপায়ণ হিসাবে দেখবে, পাবে, কেবলমাত্র তখনই জামায়াত

কিংবা এ ধরনের কারো পক্ষে এ দেশে ইসলামের নামে কিছু একটা করা এবং টিকে থাকা সম্ভব হবে।

রিলিজিয়াস সেক্টরই ইসলাম কায়েমের মূল শক্তি

শুধুমাত্র এই একটি সেক্টরই ইসলামপন্থীদের একচ্ছত্র। রাজনীতি বলুন, সংস্কৃতি বলুন, সমাজসেবা বলুন, অর্থনৈতিক সামর্থ্য বলুন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সামর্থ্য বলুন, কোনো দিকেই ইসলামপন্থীরা কখনো একচ্ছত্র তো দূরের কথা, সেরাও হতে পারবে না। বড়জোর উল্লেখযোগ্য বিকল্প হতে পারবে।

ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ

অথচ নানাভাবে হানাফী মাজহাবের বিরোধিতার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর কাছে একটা ভুল মেসেজ যাচ্ছে। আমি এসবের সাথে নাই। আমি সবাইকে নিয়েই চলার পক্ষপাতী। ইবাদতের বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ ও তুচ্ছ শুদ্ধবাদিতার পরিণামে 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ' তথা মতবিরোধ সত্ত্বেও ঐক্যের যে ফর্মুলা, তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাওলানা মওদূদীকে বিশেষ করে কওমী ধারার সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কার্যকর উদ্যোগ না নেয়ার জন্য দোষারোপ করার ক্ষেত্রে জামায়াতের সংস্কারবাদীরা উচ্চকণ্ঠ। অথচ তারা নিজেরা তুচ্ছ ইবাদতি ইখতিলাফের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে এদেশের মূলধারার ইসলামপন্থীদের সাথে নিজেদের অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি করছেন! কোনো বিষয় নিয়ে সিরিয়াসলি ইনভলভলড হয়ে কোনো ওয়ে আউট বের করার জন্য যে স্থিরতা ও কমিটমেন্ট লাগে, যে উদার ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়, যে ধরনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিবাচক মানসিকতা লাগে, তা জামায়াতের সংস্কারবাদীদের মধ্যে আমি আদৌ দেখতে পাই না।

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

Ibrahim Hossain: ভাই, আপনি কিন্তু জামায়াত চর্চাই করছেন। আপনার কথিত নতুন ধারার কর্মসূচিগুলো কর্মপদ্ধতিসহ সহজভাবে পয়েন্ট আকারে লিখে দিলে আমাদের জন্য ভাবতে সহজ হবে।

জামায়াতের ভুলগুলি স্পষ্ট, কিন্তু আপনার সব চিন্তাই যে ঠিক– এ নিশ্চয়তা আপনাকে কে দিল?

আপনি স্বঘোষিত theorist-activist, তা আপনার ব্লগে লেখালেখি দেখে বুঝা যায়। জামায়াত সম্পর্কিত আপনার লেখনী অনেকটা 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি' টাইপ। জামায়াত নিয়ে আপনার চিন্তা 'সংগঠনবাদী' বা 'সংস্কারবাদী' যে কারও চাইতে একটু বেশিই মনে হয়।

আপনার উদ্দেশ্য ভালো হলেও পদ্ধতি ঠিক আছে কিনা ভাবা দরকার। 'আমি সঠিক'– এটা প্রমাণ করার জন্য আরেকজনকে ভুল প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে কি?

Ohidul Islam: একটি গঠনমূলক লেখাকে এভাবে খোঁচা মারার হেতু কী?

Ibrahim Hossain: Everything is yellow to a jaundiced eye. আমার মতামতকে আপনি খোঁচা বলছেন কেন? লেখক তার মতামত দিয়েছেন, আমি আমার। সব বিষয়ে একমত পোষণ করতে কি আমি বাধ্য?

Ohidul Islam: আপনারটি মতামত নয়, ব্যক্তি আক্রমণ। প্রথমে নিজের jaundiced eye-এর treatment করবেন মহাশয়। পরে না হয় অন্যদের বলবেন।

Salahuddin: ইব্রাহীম ভাই, আমাদের উচিত বিরুদ্ধমতকে শ্রদ্ধা করা। মতের বিরুদ্ধ হলেই আগ্রাসী আচরণ কন্ট্রোল করা।

Ibrahim Hossain: একদম ঠিক কথা।

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াত নিয়ে কিছু না বলে কাজ করে যাওয়াই উত্তম। একজন শ্রদ্ধেয় সুধী এমন মর্মের একটা ইনবক্স করেছেন। এইমাত্র উনাকে উত্তর দিয়েছি। বোধকরি এটি আপনাকেও বলা যায়,

> "আমি মনে করি সঠিক পন্থা হলো মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করা। এর মানে হলো প্রয়োজনে সমালোচনা করা এবং যা সত্যিই ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত তা অকপটে একনলেজ করা। অন্তত আমার মতো যারা এক্স-একটিভিস্ট অব জেআই তাদের জন্য এটি জরুরি। আদারওয়াইজ, কেন আমি নতুন কিছু করছি, কোন দিক থেকে এটি নতুন ও ভিন্নতর, তা ক্লিয়ার হবে না।"

Mohammed Lokman: গঠনমূলক লেখাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। তবে 'ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা' শীর্ষক পয়েন্টটি নিয়ে বলতে চাই।

আমার মনে হয়, জামায়াত ছাড়া অন্যরা যেখানে পরস্পর পরস্পরকে মুসলিম স্বীকার করতেও কার্পণ্য করেন সেখানে জামায়াত তাদের প্রতি তেমনটি না করে দ্বীনের খাদেম তো স্বীকার করছে।

এমনকি জামায়াতকে যারা মুসলিম মানতে কৃপণতা করেন, জামায়াত তাদেরকে দ্বীনের খাদেম স্বীকার করা কি তাদের জন্য বড় পাওনা নয়?

Mohammad Mozammel Hoque: একটা উদাহরণ দিয়ে সবকিছু বুঝানোর চেষ্টা করবো। আশা করি আপনার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পয়েন্টটা ধরতে পারবেন। ভাই-বোনেরা ঝগড়া করে। বাবা-মা সালিশ সমঝোতা করে। শেষ পর্যন্ত কাউকে ফেলতে পারে না। পারে কি? কে কতটুকু সঠিক, কে কতটুকু ভুল– এটি এমন কোনো ব্যাপার নয়। যদিও সবারই

সুনির্দিষ্ট ভুল-শুদ্ধতা রয়েছে। copula বা আংটার কাজ হলো জোড়া লাগিয়ে রাখা। ড্রাইভারের কাজ হলো স্লো-স্পিড-ব্রেক নানাভাবে গাড়িটাকে চালিয়ে নেয়া।

সুতরাং সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশানের জন্য যারা কাজ করবে তাদের ঠিক-বেঠিকের বাইরেও অর্থাৎ তাকওয়ার বাইরেও অতিরিক্ত ইহসানের পর্যায়ে কাজ করতে হবে। সুতরাং অন্যরা কী করে তার নিরিখে তাদের সাথে বিহেভিয়ার করা সংগত নয়। সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।

Mohammed Lokman: আপনার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। আমার পর্যবেক্ষণে জামায়াতকে ঐ দায়িত্ব পালনের কাছাকাছি পেয়েছি, যদিও আরো বেশি হওয়া উচিৎ। কর্মী সমর্থক পর্যায়ে কিছু এদিক-সেদিক কথা চালু থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো বিরূপ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আছে বলেও মনে হয় না। জামায়াতের সুদিনে কিছু কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন সময়। তাঁদের সাথে আলাপেও অন্যান্য দ্বীনি সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণকারী পেয়েছি। বিগত ২০০৬-০৭ থেকে আওয়ামী লীগ সুকৌশলে জামায়াত-শিবিরকে দাবিয়ে রেখে অন্য সংগঠন যেমন– কাওমী, আহলে হাদীস ইত্যাদি সংগঠনের মধ্যে নিজস্ব লোকদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, প্রোগাম করার সুযোগ দিয়ে, জামায়াত-শিবিরের বিপক্ষে প্রচারণা চালানোর সুযোগ করে দেয়। এভাবেই গোলমেলে কথাগুলো বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। ধন্যবাদ।

Abdullah AL Takdir: ১১-১২ মার্চ ঢাবির সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ‘দক্ষিণ এশিয়ার মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ’ শীর্ষক তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া ও শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। জামায়াতে ইসলামকে পলিটিকাল ইসলাম ও জঙ্গিবাদে মেনশন করে জামায়াতের কর্মপরিধির আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ এবং আগামীর বাংলাদেশে পলিটিকাল ইসলামের মোকাবেলায় সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জগুলোর পর্যালোচনা ছিলো তাদের অন্যতম একটি বিষয়। যদিও তাদের লেখা ও বলায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, মতপার্থক্য এবং পারস্পরিক বিরোধিতাও ছিলো।

এই ধরনের সম্মেলন, সভা ও সেমিনারের আয়োজন প্রায়ই হয়ে থাকে, যা সেক্যুলার তথা নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার শক্তিশালী স্টেইজ।

অন্যদিকে, ইসলামী আন্দোলন অথবা জামায়াতে ইসলাম অথবা পলিটিকাল ইসলামের চিন্তা লালন করেন– এমন জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাশীলদের সংখ্যা যে খুব কম তা কিন্তু নয়। সমস্যা হলো এই অঙ্গনে যারা চিন্তা করেন তাদের চিন্তার পারস্পরিক পর্যালোচনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য মডারেটর ও স্টেইজ স্থাপন সম্ভব হয়ে উঠেনি।

যদিও জামায়াতে ইসলামে দলীয় গুণাবলীর মধ্যে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনার বিষয়টি আছে, যা এহতেছাবের বয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় বিষয়টির মূল দাবি প্রতিষ্ঠিত

হয়নি। ছাত্রশিবির এই ধারায় কার্যক্রম শুরু করলেও এখন বাস্তবসম্মত কারণে তাদের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় আধুনিক ইসলামী চিন্তাশীলরা এলোপাতাড়ি সমালোচনা ও পর্যালোনার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ ফরহাদ মজহারসহ নানান পন্থায় নিজেদের চিন্তার যোগান দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এইজন্য আমি মনে করি ব্লগ, টুইটার, ফেইসবুকে স্ট্যাটাস অথবা বাকপটুতার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন সমালোচনার সংস্কারবাদী চিন্তা যারা করেছেন, তারা অবশ্যই আন্দোলনের একটি অংশ। এবং ময়দানে কাজ না করা বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারবাদী চিন্তকদেরকে মুনাফিক ও সুবিধাবাদী বলে যারা আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও আমি বুদ্ধিমানের চোখে দেখি না।

যারা সংগঠনকে ন্যূনতম সমর্থকের জায়গা থেকে দেখে তাদের সমর্থনকে তার চিন্তার আলোকে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দেয়া মূলধারার নেতৃবৃন্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করি।

আপনার কথাগুলোর সাথে দ্বিমত পোষণ না করেই ভিন্ন একটি মন্তব্য করার চেষ্টা করলাম।

Anwar Mohammad: এগুলো সমস্যার ‘কী’ নিয়ে আলোচনা। কিন্তু ‘কেন’র কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। আপনার আগের লেখাগুলোরই পুনরাবৃত্তি দেখলাম। দেখি পরের পর্বের কী বয়ান।

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাঁ, যারা আমার আগের লেখাজোখার সাথে পরিচিত, তাদের কাছে এটি বড়জোর একটা কম্পাইলেশান মনে হবে। করণীয় নিয়ে এই নোটের পরবর্তী পর্বগুলোতেও কিছু লিখি নাই।

www.facebook.com/notes/1288495647834234

১২ মার্চ, ২০১৬

৪২. নোট

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-২)

(৩) মজহারপন্থা

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে জামায়াতের সংস্কারবাদীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফরহাদ মজহার দ্বারা প্রভাবিত। এই কথাটা বুঝতে হলে এবং এর বিপদ সম্পর্কে আন্দাজ করতে হলে নিচে উল্লেখিত কিছু বিষয়কে ভালো করে বুঝতে হবে।

জামায়াতের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা গড়ে না উঠার কারণ

শুনতে খারাপ লাগলেও জামায়াতে ইসলামীতে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মাওলানা মওদূদীই শেষ কথা। এত বছর পরেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। মাওলানা মওদূদীর আশেপাশে উনার সমকক্ষ কোনো বুদ্ধিজীবী বা আলেম শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে টিকে নাই। এর দায়দায়িত্ব কার কতটুকু সেটি ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়।

মাওলানা মওদূদী নিজের লেখালেখি তথা বুদ্ধিজীবীতাকে জামায়াতের সংগঠন থেকে আলাদাভাবে বিবেচনার কথা বললেও ‘সংগঠনের বাইরে সাংগঠনিক বিষয়ে কথা বলা যাবে না’– এই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ধারা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীর মূল এন্টারপ্রাইজ হলো ইসলাম। তাই জামায়াতের আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই ‘সাংগঠনিক’ বিষয় শেষ পর্যন্ত ইসলামের কোনো না কোনো বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সাথে রিলেটেড হয়ে পড়ে। কান টানলে মাথা আসার মতো। তাই শিয়াদের ‘তাকিয়া’ তথা গোপনীয়তা ও চেপে যাওয়ার প্র্যাকটিক্যাল উসূলের কারণে জামায়াতের মধ্যে আজ পর্যন্ত স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে উঠে নাই। কড়ই গাছের মতো ক্রমাগত তা বেড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তাতে ফলজ গাছের মতো কোনো ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় নাই। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় তা না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জামায়াতে ইসলামীতে মেধাসম্পন্ন লোকের অভাব নাই

জামায়াতের এই বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতার মানে এই নয় যে, জামায়াতে তেমন মেধাবী লোকেরা জয়েন করেনি। বরং বাস্তবতা হলো এর উল্টো। এ দেশের শিক্ষিত ও মেধাবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছাত্রজীবনে শিবির করেছে। বর্তমানে উপায়ান্তর না পেয়ে জামায়াতের সাথে লেগে আছে। কেউ কেউ পরিণত বয়সে, হয়তোবা নাজাতের চিন্তায়, ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন হিসাবে জামায়াতের রুকনিয়তও নিয়েছেন। তো কথা হলো, মেধা বা বুদ্ধি থাকা মানেই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া নয়। বুদ্ধি থাকলেই, মেধাবী হলেই বুদ্ধিবৃত্তি ডেভেলপ করে না।

বুদ্ধিবৃত্তি একটা চর্চার ব্যাপার

চর্চা না থাকলে একজন মেধাবী ব্যক্তিও কোনো বিষয়ে পোলাপানের মতো (adolescent) কথাবার্তা বলতে পারে ও আচরণ করতে পারে। আশেপাশে আমরা এর প্রচুর নজির দেখি। শান না দিলে ইস্পাতের ছুরিও যেমন ভোঁতা হয়ে যায়; স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি নিরবচ্ছিন্ন চর্চার ব্যাপার। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতাকে ঢাকার জন্য যে কোনো ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য, হালকা মানসিকতার (subtle-minded) হতে বাধ্য। এমন ধরনের ব্যক্তিবর্গ নিজেরা নিজেরা এক একটা বলয়ের মধ্যে (comfort zone) নিজেদেরকে সদাসর্বদা গুটিয়ে রাখে। কমিউনিটি ক্যারেক্টারের পরিবর্তে cult system-ই তাদের কাছে অধিকতর স্বস্তিদায়ক। এই দৃষ্টিতে জামায়াতের মতো জামায়াতের সংস্কারবাদের ধারাও দিন শেষে একটা কাল্ট সিস্টেমই বটে।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে ইসলামপন্থীদের অবস্থান

দেশের ইসলামপন্থী ধারা, মত, পথ ও সংগঠনসমূহের বিশেষ করে জামায়াতের এই সাংগঠনিক রেজিমেন্টেড সিস্টেমের কারণে দেশের মূলধারার বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় ইসলামপন্থা একটা হীনমন্য ধারা। এপলোজেটিক এন্ড রিএকশনারি। এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির মূলধারা তথা জনপরিমণ্ডল (public intellectual sphere) বলতে যা বুঝায় তা একচ্ছত্রভাবে বামপন্থা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

কেন এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হলো

এ দেশের বামধারা ইসলামপন্থীদের মতোই বিপ্লব আমদানি করতে গিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামপন্থীদের সাথে একটা বিরোধে লিপ্ত হয়ে আছে। এর পরিণতিতে তারা এ দেশের ধর্মীয় অংগন হতে বিতাড়িত হয়ে নাস্তিকতার ‘গ্লানিময়’ পরিচয়কে আজো বহন করে বেড়াচ্ছে। সমাজের মূলধারা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা সমাজ ব্যবস্থার আশপাশ তথা পেরিফেরিগুলোতে অবস্থান মজবুত করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। যার ফল হলো সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম– এক কথায় দেশের পাবলিক স্ফিয়ারে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। যাদেরকে ঘর হতে বের করে দেয়া হয়েছে তারা আশেপাশের সব রাস্তা দখল করে নিয়েছে। এমন এক অভাবনীয় পরিস্থিতি!

ফরহাদ মজহার ও বামধারার সংস্কারবাদ

বাংলাদেশের বামধারায় ফরহাদ মজহার ব্যতিক্রম। এক দৃষ্টিতে তাকে বামধারার সংস্কারপন্থী বলা যায়। তার থিসিস হলো, বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে প্রভাবশালী ধর্ম, ধর্মীয় শক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আস্থায় নিয়ে, সাথে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এর গত্যন্তর নাই। সোজা কথায়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদকে বিজয়ী করতে হলে ইসলামকে কৌশলগত দিক থেকে

ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন লেখায় তিনি তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে মজহারের ইসলাম এজেন্ডা আর ইসলামপন্থীদের ইসলাম ভাবনা এক জিনিস নয়।

‘ইসলামী আন্দোলন’ হিসাবে ইসলাম বনাম মজহারের ‘সাম্যবাদী-সহজিয়া ইসলাম’

অন্যদিক থেকেও ফরহাদ মজহারের ইসলাম আর ইসলামপন্থীদের ইসলাম এক নয়। মজহার সাহেবের ইসলামপ্রিয়তায় ইসলাম ততটুকুই আছে যতটুকু বাংলাদেশে লোক ধর্ম হিসাবে প্রচলিত আছে। স্বভাবতই তার মধ্যে টেক্সটচুয়্যাল অথেনটিসিটি বা আকীদাগত শুদ্ধতার কোনো ব্যাপার নাই। অশুদ্ধতার কোনো প্রযোজ্যতা নিয়েও তাই তার কোনো টেনশান বা কনসার্ন নাই। যদ্দুর দেখেছি জামায়াতের সংস্কারবাদীদের প্রিয় ‘ফরহাদ ভাইয়ের’ ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা তার মূল ‘আকীদা’ হলো বাউলতত্ত্ব। নদিয়ার নবপ্রাণ আখড়া হলো উনার মক্কা-মদীনা। নদিয়ার ভাবান্দোলন তথা লালনের দর্শনই উনি ইসলামপন্থীদেরকে গিলাতে চান। উনি এক ‘সহজিয়া ইসলামের’ প্রচারণায় নিবেদিত প্রাণ।

ফরহাদ মজহারের লন্ডন বক্তৃতার পরবর্তী কাহিনী

এ ধরনের একজন ব্যক্তির নিকট হতে কীভাবে ইসলামী আন্দোলনের ধারণা পোষণকারীরা ইসলাম বিষয়ক বুঝজ্ঞান লাভ করতে আসে, তা আমার আক্কলে ধরে না। বছর দেড়েক আগে ফরহাদ মজহার লন্ডনে গিয়ে ইসলামিস্টদের বিভিন্ন সমাবেশে নানা রকমের ইসলাম-জ্ঞান বিতরণ করেছেন। এতে তার ‘সহজিয়া-সাম্যবাদী ইসলামের’ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা হাজির করেন। যার মধ্যে আছে–

১. ইসলামের ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি একটি মুক্ত দার্শনিক ব্যাখ্যাও থাকতে হবে।

২. ব্যক্তি নয়, সমাজই ইসলামে মূল বিষয়।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য।

৪. অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

এসব উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথাবার্তা শুনে উপস্থিত ইসলামপন্থীদের উদ্বেলিত করতালি দেখে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত! পরিচিত মহলে এসব বিষয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরে জামায়াতের কিছু মজহারপন্থী-সংস্কারবাদী উপর্যুপরি অনুরোধের মাধ্যমে আমার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন যাতে আমি উনার বক্তব্যের আপত্তিযোগ্য দিকগুলো নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমি অত্যন্ত মৌলিক, বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রবন্ধ লিখি–

(১) ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর (cscsbd.com/890)

(২) ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা বনাম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (cscsbd.com/918)

(৩) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য? (cscsbd.com/960) এবং

(৪) মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার (cscsbd.com/951)।

দুর্ভাগ্য হলো, ওসব মুহতারামের সাথে পরবর্তী কথাবার্তায় আমি বুঝতে পারলাম, তারা এগুলোর কোনোটাই পড়েন নাই। এটি 'নিজেদের' লোক সম্পর্কে উনাদের হীনমন্যতাসুলভ তুচ্ছজ্ঞান ও অগভীর মানসিকতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। আমার লেখার সাথে এনগেজ হলে, না জানি 'মজহার ভাইয়ের' প্রতি ভক্তি টুঁটে যায়!

কে কার টার্গেট

যথেষ্ট বিত্তশালী অথচ সাম্যবাদী(?) ফরহাদ মজহারের পিকনিক স্পটে যাতায়াতকারী জামায়াতের সংস্কারবাদী সোশ্যাল এলিটদের দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহার হলেন উনাদের 'দাওয়াতী টার্গেট'। আমি উনাদের মধ্যকার সিনিয়রদের কাউকে কাউকে বলেছি, কে ভিকটিম, কে প্রিডেটর, কে কার টার্গেট সেটি সময়ই বলে দিবে। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ধরন হিসাবে মজহারপন্থাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জামায়াতের মূলধারা ও সংস্কারবাদী ধারা মোটের ওপর দৃশ্যত একমত। উভয়ের মতে এটি একাধারে একটা সরকারবিরোধী কৌশলও বটে। যে কারো সাথে স্ট্র্যাটেজিক রিলেশন গড়ার ব্যাপারে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। এটি সত্য।

সমস্যা হলো অসতর্ক বা অতি সরল স্ট্র্যাটেজিক রিলেশন শেষ পর্যন্ত নিছক কৌশলগত সম্পর্ক হতে মতাদর্শগত সম্পর্কে গড়ায়। এটি আমরা বারে বারে দেখতে পাই। ফরহাদ মজহারের সাথে জামায়াতের সম্পর্কের ব্যাপারেও সেটি ঘটেছে। ফরহাদ মজহারের শক্তিশালী লেখনীর জোয়ারে দুর্বল জামায়াত বুদ্ধিবৃত্তি কবে যে তলিয়ে গেছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

ফরহাদ মজহারের মতাদর্শগত লেখাগুলোকে প্রমোট করার কারণ কী

কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলধারার সাথে ফরহাদ মজহারের বিশেষ মতাদর্শিক সম্পর্ক দৃশ্যমান। নদিয়াকেন্দ্রিক এই ভাবান্দোলন নিয়ে ২০০৭ সালে জামায়াতপন্থী দৈনিক নয়া দিগন্তের মাসিক ম্যাগাজিন অন্যদিগন্তে তিনি ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করেন। ২০০৮ সালে তাঁর 'ভাবান্দোলন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'ধর্মের পর্যালোচনা ও বাংলাদেশে ইসলাম' শিরোনামে তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তে দশ পর্বের একটা ধারাবাহিক লিখেছেন।

দেখা যাচ্ছে, ফরহাদ মজহারের সরকারবিরোধী কলাম ছাপাতে ছাপাতে জামায়াত তার একান্ত মতাদর্শগত লেখাগুলোও নিজেদের দলীয় বলয়ের গণমাধ্যমে ছাপিয়ে চলেছে।

দৈনিক আমার দেশ প্রত্যক্ষভাবে জামায়াতের পত্রিকা না হলেও এতে ফরহাদ মজহারের 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...' শিরোনামের দু'পর্বের লেখা ছাপানোর বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। জামায়াতের এমনকি শিক্ষিত-সংস্কারবাদীদেরকেও এসব লেখা গোগ্রাসে গিলতে দেখেছি। 'মজহার সাহিত্য' নিয়ে জামায়াতের সংগঠনবাদী ও সংস্কারবাদী উভয়পক্ষের কূপমণ্ডুকতা ও হীনমন্যতার গভীরতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। অথচ 'অন্যদিগন্তের' কোনো এক সংখ্যায় তিনি স্পষ্ট করেছেন বলেছেন, তিনি একদিন আল মাহমুদের মতো ইসলামপন্থী হয়ে উঠবেন বলে যারা ভাবছেন ভাবছেন, তা ভুল।

তবুও জামায়াত শিবিরের দিকভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ মজহারের পাঠচক্রে গিয়ে বসে থাকেন। বউপোলা ও ভাইবেরাদরদেরকেও তাশকিল করে নিয়ে যান। সেখানে যখন আলোচনা সূত্রে মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী রাষ্ট্র' চিন্তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করা হয় তখনও তারা নীরব থাকেন। এক শীর্ষ শিবির নেতা হতে এটি শোনা। আমার সাথের একজন উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি মাওলানাকে এভাবে খারিজ করে দিচ্ছিলেন তখন কি আপনার খারাপ লাগেনি? আপনি কিছু বলেছেন? উত্তরে সেই ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল নিশ্চুপ ছিলেন।

সাংগঠনিক পরিবেশে মুক্ত আলোচনার সুযোগ না থাকা একটা কারণ

সাংগঠনিক পরিবেশে কথা বলা যায় না, সেজন্য উনারা চিন্তা পাঠচক্রে যান। কেন সলিমুল্লাহ খানের 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'তে উনারা যান না? কারণ সেখানে ততটা পাত্তা পান না। এ ছাড়া আর কি? মজহার যে ইসলামপন্থীদেরকে খাতির করেন তা তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য। সত্য-মিথ্যার মাখামাখি অবস্থার চেয়ে নির্জলা ও প্রকাশ্য মিথ্যা মোকাবিলার দিক থেকে ভালো ও সুবিধাজনক– এ কথাটা জামায়াতের সংগঠনবাদীরা তো বটেই, 'এনলাইটেন্ড' সংস্কারবাদী 'বুদ্ধিজীবীরা'ও বুঝেন না। দুঃখ!

যোগাযোগে সমস্যা নাই, সমস্যা হলো দিলখোলা মেলামেশায়

হাদীসের মর্ম অনুযায়ী, এমনকি আমাদের কাণ্ডজ্ঞান দিয়েও আমরা বুঝি, মানুষ আপন মনে করে যার সাথে উঠাবসা করে একসময়ে সে তার মতোই হয়ে যায়। অন্তর হলো জীবন্ত হাড়ের মতো। সংস্পর্শে থাকলে তা জোড়া লাগবেই। ভুলভাবে হোক, শুদ্ধভাবে হোক। কমিউনিজম বুঝার জন্য, সামাজিক উদ্যোগকে জানার জন্য, অন্ততপক্ষে কী হয় তা দেখার জন্য কখনো যাওয়া যেতে পারে। এমনকি আধুনিক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নিয়মিত অংশগ্রহণও হতে পারে। আমিও নাস্তিক, আধা নাস্তিক বহু বুদ্ধিজীবীর কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে থাকি। আমার বাসার বৈঠকখানা ও সিএসসিএসের কক্ষ শুঁকলে এ রকম তাত্ত্বিকদের সিগারেটের ঘ্রাণ এখনো পাওয়া যাবে। আমি তাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারাও আমার মতাদর্শিক অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

সমস্যা হলো বামপন্থী লোকজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত 'ঈমানদার কম্যুনিস্ট' ফরহাদ মজহারের চারিদিকে এখন জামায়াত-শিবিরের লোকেরাই ভীড় করে আছে। উনার মতো

একজন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীর খামার ও অবকাশ যাপনকেন্দ্রে গিয়ে উনার সাথে ছবি তুলতে পারাকে জামায়াতের তাবৎ হীনমন্য লোকেরা বিরাট প্রাপ্তি মনে করে। দাওয়াতী টার্গেট শুধু ফরহাদ মজহারকে কেন? সলিমুল্লাহ খান, আনু মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আবু সায়িদ এবং এ ধরনের বাদবাকিরা কেন নয়? জামায়াতের সংস্কারবাদীরা ইনস্ট্রাকটর অর্থে শিক্ষক আর অভিভাবক (mentor অথবা guide) অর্থে শিক্ষকের পার্থক্যটাই বুঝে না।

মাল্টি-লেয়ার ডিফেন্স

ফরহাদ মজহারের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি তার বক্তব্যকে নানা স্তরে সাজিয়ে কথা বলেন। আসল কথাটা খুব পরিষ্কার করে ও দায়দায়িত্ব নিয়ে বলেন না। পাঠক যখন কোনো একটা পয়েন্টে দ্বিমত পোষণ করে তখন তিনি তার উক্ত লেখারই অন্য একটি অংশকে সামনে নিয়ে আসেন এবং তর্কে লিপ্ত হন। এ ধরনের multiple identity'র সাথে যদি ভাষার চমৎকারিত্বের সংযোগ ঘটে, তখন তাকে বুঝতে পারা ও মোকাবিলা করা কঠিন ব্যাপার। ফরহাদ মজহারের সাথে এনগেজ হওয়ার মানে হলো– খেলা চলাকালীন যে মাঠের গোলপোস্ট পরিবর্তন হয়ে যায় সে রকম কোনো মাঠে খেলার মতো বিড়ম্বনা, বোকামি ও পণ্ডশ্রম।

নেতিবাচক সমালোচনা সর্বস্বতা

ফরহাদ মজহার সবসময়ে একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থান হতে কথা বলেন। এটি কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকদের একট কমন বৈশিষ্ট্য। সমালোচনা ও খুঁত ধরাতে উনারা যতটা এক্সপার্ট, করণীয় সম্পর্কে বলা ও উক্ত করণীয়ের ভেলিডিটির পক্ষে যুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে উনারা ততটাই পিছলা, পলায়নপর ও অনিচ্ছুক। ইসলাম এ ধরনের তথাকথিত বিচক্ষণতা ও চাতুর্যকে নিরুৎসাহিত করে। দ্বীন ইসলাম হচ্ছে সরল ও স্পষ্ট প্রস্তাবনা (claim)।

তাই কোনো কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল হওয়া, দ্বিমত পোষণ করা ইত্যাদি পদ্ধতি ও সতর্কতা হিসাবে জরুরি হলেও শেষ পর্যন্ত ক্রিটিক্যাল ও সন্দেহবাদী থেকে যাওয়াটা ইসলামের দিকে থেকে খুবই খারাপ। অসুস্থতার লক্ষণ। এই অসুস্থতার আর একটি লক্ষণ হলো কোনো গবেষক-পণ্ডিতের দু'একটি বই পড়েই গ্রস বা কনক্লুডিং মন্তব্য করা। এই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উনার সোহবতপ্রাপ্ত সবার মধ্যেই কমবেশি লক্ষ করি।

এই পণ্ডিত প্রবর এতো এতো ডিগ্রি নিয়েছেন, এতো ওয়াইড রেঞ্জে পড়াশোনা করেছেন, নিজেকে (রেডিও তেহরানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে) ইসলামিস্ট হিসাবেও দাবি করেছেন; অথচ ইসলামের বেসিক টেক্সট তথা কোরআন ও হাদীস স্টাডি করেছেন, এমনটা মনে হয় না। প্রাক্তন শিবির নেতা বর্তমানে উনার খুব কাছিকাছি এমন লোকজনের কাছ হতে উনার এই গ্যাপ সম্পর্কে কনফার্ম হয়েছি। ইসলাম নিয়ে উনার হাস্যকর ও স্ববিরোধী কথাবার্তা শুনলেও এটি বুঝা যায়।

কেমন করে উনারা পারেন

দুজন বয়োবৃদ্ধের প্রতি আমি হিংসাবোধ করেছি। একজন চবির প্রাক্তন বরিষ্ঠ প্রফেসর। অন্যজন হলেন বাংলাদেশের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা ফরহাদ মজহার।

সুদর্শন বলতে যা বোঝায় ওই স্যার তেমনটা ছিলেন না। বয়স তখন ষাটের কোটায়। ক্যাম্পাস ক্লাবে উনার প্রগতিশীল সহকর্মীদের কিশোরী মেয়েদের একটা গ্রুপকে প্রতিদিন সকালের দিকে তিনি টেবিল টেনিস শিখাতেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য জয়েন করেছি। একদিন ফজরের পরে দক্ষিণ ক্যাম্পাসে লিজেন্ডারি জামায়াত নেতা ড. মোহাম্মদ লোকমান স্যার ও প্রফেসর হারুনুর রশীদ স্যারদের সাথে হাঁটতে বের হয়েছি। কথায় কথায় উনারা স্যারের এসব দৃষ্টিকটু কাজের খুব সমালোচনা করলেন।

তখন আমি মকারি করে বললাম, 'স্যার, আমার তো উনাকে হিংসা হচ্ছে। কই, আমি তো উঠতি বয়সীদের কাউকে আকৃষ্ট করতে পারছি না। যদিও আমি সুদর্শন ও তরুণ!' যা হোক, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশীদের কারো কাছ হতে শুনেছি, উনার এক প্রফেসর বন্ধুর বাসায় রাতে ডিনার করে বন্ধুর প্রফেসর স্ত্রীকে নিয়ে উনি উপরের তলায় রাত্রিযাপন করতেন। সকাল বেলায় সবাই মিলে আবার একসাথে নাস্তা করতেন! কি, অবাক হচ্ছেন? জগতের অনেক কিছুই আপনারা জানেন না। কার ডিমে কে তা দেয়!

তো ফরহাদ মজহারকে হিংসা করার কারণ হলো উনার কোনো দল নাই। অথচ জায়গায় জায়গায় উনার লোক। যারা উনার কাছ হতে ছুটে গিয়ে এখন উনার বিরোধিতা করছে তারাও এমনকি মজহারীয় স্টাইলেই কথাবার্তা বলে ও লেখালেখি করে। অবাক কাণ্ড! তাই না?

তিনি এক কথার যাদুকর। তিনি বা তার মেসেজ গ্রহণযোগ্য বা অনুকরণীয় কিনা, তা যার যার স্বতন্ত্র বিবেচনার ব্যাপার। তিনি আধুনিক বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা। অবশ্য অনেকের মতে এটি আদতে আহমদ ছফার ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রজেক্ট। তার সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে নিজের সহজিয়া-সাম্যবাদী অবস্থানকে প্রকাশ্য রেখেই তিনি ইসলামপন্থীদের সবচাইতে চৌকষ লোকজনের একটা বিরাট গ্রুপকে তাদের অজান্তেই নিজ প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

উনার বুদ্ধিবৃত্তির ধরনকে আত্মস্থ করে তারা জাতে উঠার চেষ্টায় নিয়োজিত। বারে বারে সব লেখায়, কথায় ও কাজে তিনি নিজেকে লালনপন্থী কম্যুনিস্ট দাবি করলেও ইসলামিস্টদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, বলতে পারেন ক্রিম পোরশান, উনাকে মাথায় তুলে নাচছেন। উনার কাছ হতে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার তরিকার সবক নিচ্ছেন। উনার স্টাইলে এনজিও করে সামাজিক বিপ্লব করার ট্রেনিং নিচ্ছেন। কম্যুনিজমের সাথে ইসলামের নির্বিরোধের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাঠ গ্রহণ করছেন। সেলুকাস! সেলুকাস! বাহ, বাহ, বেশ। ভালো তো, ভালো না? এমন লোককে হিংসা করা বোধকরি 'জায়েয'!

কাকের বাসায় কোকিলের ডিম

মজহারের ফর্মুলা হচ্ছে পার্টি করার দায়দায়িত্ব না নিয়ে কোনো কোনো পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মগজ ধোলাই করে মাঠে-ময়দানের কাজ তথা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। উনার দৃষ্টিতে এটি 'গণতান্ত্রিক রূপান্তর' প্রক্রিয়া। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো। কোকিল যেমন করে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে। নিজের মনে করে কাক তাতে তা দেয়। বাচ্চা ফুটলে কাক সেটিকে খাওয়ায়। বড় হওয়ার পর সেই সব কোকিল ছানা মা কোকিলের কাছেই ফিরে যায়।

নিজেদের বিপ্লব অন্যরা করে দেয় না

এই কৌশল ও নীতির বাস্তবায়ন তিনি করে চলেছেন। খুব সম্ভবত ইসলামিস্টরাও উনাকে নিয়ে এমনই কৌশলকে মাথায় রাখছেন। উভয় পক্ষই আমার দৃষ্টিতে ভুল করছেন। সমমনা কারো সাথে বা কৌশলগত সম্পর্কে সম্পর্কিত কারো সাথে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু কারো বোঝা অন্য কেউ বহন করে না। আমার বিপ্লব অন্য কেউ করে দিবে না।

ইরানের কম্যুনিস্ট তুদেহ পার্টি ইরান বিপ্লবের সময়ে মোল্লাদের সাথে আঁতাত করেছিলো। এমনকি একসাথে মাঠে-ময়দানেও ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো মোল্লারা আর কী করতে পারবে? এরপর তো ময়দান আমাদের জন্য ফাঁকা। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, তারা ভুল করেছিলো।

বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এ রকম খেলা খেলছিলো। পরবর্তী ইতিহাস আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে, নিজেদের বিপ্লব একান্ত নিজের লোক দিয়েই করতে হয়। পুতুল শাসকও মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যি চেপে বসতে পারে। হিংস্র পোষা প্রাণী যে কোনো মুহূর্তে ঘাড় মটকাতে পারে। দুঃখজনকভাবে এটি মানুষ কখনো কখনো ভুলে যায়।

প্রকৃতিগত অনুপপত্তি (fallacy)

কাকের বাসায় কোকিলের ডিম– এই ব্যাপারটিকে ইনফর্মাল লজিকে প্রকৃতিগত অনুপপত্তি (naturalistic fallacy) হিসাবে মনে করা হয়। ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি হলো প্রকৃতির বিরল ও বিরুদ্ধ ঘটনাকে কোনো আচরণের বৈধতার পক্ষে দাবি হিসাবে উপস্থাপন করা বা এর বৈধতার ভিত্তি হিসাবে দাবি করা। তাই প্রকৃতিতে থাকলেই হবে না; সংশ্লিষ্ট আচরণটি কমন, নাকি এক্সেপশনাল– তাও দেখতে হবে। তা না হলে প্রকৃতিকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করার পুরো প্রস্তাবনাটাই কলাপস করবে।

এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট, কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদীদের সাথে নাই।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Ohidul Islam: ফরহাদ মজহার সম্পর্কে আলোচনাটা যথার্থ হয়েছে। ফরহাদ মজহার দৃশ্যত সরকারবিরোধী কিছু কথা বলে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তখন তার আক্বীদা/বিশ্বাস কেউ যাচাই করেনি। তবে এখন সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাকে দাওয়াতী টার্গেটে রেখে হক পথে আনতে পারলে ভিন্ন কথা। জামায়াতের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা গড়ে না উঠার কারণ হিসেবে আপনি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। এর বাইরে বাহ্যিক চরম প্রতিকূল অবস্থাও জামায়াতকে ফেস করতে হয়েছে। সেক্যুলার ও বামদের মতো অনুকূল ব্যবস্থা জামায়াত পায়নি। মিডিয়া প্রোপাগান্ডাও বড় একটি কারণ।

Mohammad Mozammel Hoque: বাহ্যিক প্রতিকূলতার কারণটা টেনটেটিভ। সব সময় তো প্রতিকূলতা ছিলো না। তখনকার আউটপুট কী? আর বামপন্থীরা তাদের বর্তমান সেটআপ এমনিতেই ইনহেরিট করেছে, এমন নয়। তিলে তিলে তারা সেটি অর্জন করেছে। এ দেশে বামপন্থা গড়ে উঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এটি বুঝা যাবে। ধন্যবাদ।

Abu Abdullah Al Mahdi: ‘আদর্শিক অবস্থান’ নিয়ে আমাদের দিক থেকে সর্বদা এক ধরনের ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগাও এটির জন্যে কম দায়ী নয়।

Mohammad Mozammel Hoque: আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিই হীনমন্যতার কারণ। সেটি আমি, আপনি বা যে কারো জন্য সত্য। আমি ব্র্যান্ডিংয়ে বিশ্বাস করি। কালেমা-ই তাইয়েবা ঘোষণার এটি অন্তর্গত দাবি। প্রচলিত সংগঠন ব্যবস্থা সাবমিশানে বিশ্বাস করে। তারা স্বীয় কর্মীদের আত্মবিশ্বাসকে অহংকার বলে মনে করে। যার কারণে অংকুরেই তা বিনষ্ট করে।

Engr Md Atikur Rahman: ফরহাদ মজহারের ২/১টা অনুষ্ঠানে আমি নিজেও উপস্থিত থেকেছি। আপাতদৃষ্টিতে তার কথার বিরোধিতা করা খুব কম ইসলামপন্থীদের পক্ষেই সম্ভব। গভীরে চিন্তা করার মতো মানুষ তো এমনিতেই কম। মজহার বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণে আমি দ্বিমত পোষণ করি না। তবে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তাকে কতটুকু ব্যবহার করতে পেরেছে, নাকি তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে– সেটা বুঝার বিষয় অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, টার্গেট দুদিক থেকেই থাকতে পারে, তবে কে কতটুকু লাভবান হয়েছে তা বিশ্লেষন করা দরকার।

তবে তাকে নিয়ে কোনো ইসলামপন্থীর উৎফুল্ল হওয়াটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামপন্থীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা (অবশ্যই কোরআন-হাদীসের আলোকেই) যে শূন্যের কোটায়, তা আমিও বিশ্বাস করি। গতানুগতিক চিন্তা আর কাজের বাইরে কোনো কিছু ভাবতে বা গ্রহণ করতে তারা বেশ ভালোই অস্বস্তিবোধ করে। এসব নিয়ে অনেক কথা আছে, অনেক বিতর্কও আছে। তবে আমি মনে করি– সময়, দেশের পরিস্থিতি, বিশ্ব পরিস্থিতি, প্রতিবেশীর আচরণ সবকিছু বিবেচনা করেই সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

Abdullah Russel: এক্সিলেন্ট সব কথা বলেছেন। ফরহাদ মজহারীয় দর্শন নিয়ে আপনার সম্ভবত আরো অনেক কিছু বলার আছে। কারণ আমরা যে যাই বলি না কেন, উনি কিন্তু নতুন একটা দর্শনের পাঠ সবাইকে দিচ্ছেন। উনার চিন্তা ভাবনাগুলোর মতো করে আর কাউকে কখনো দেখিনি। তাই উনার কাছ থেকে এই জেনারেশন কতটুকু গ্রহণ করতে পারে, আর কতটুকু বর্জন– তা নিয়ে আপনাকে লেখার অনুরোধ রইলো।

Mohammad Mozammel Hoque: আজকে কোনো এক প্রসঙ্গে আপনার কথা বলছিলাম। যা হোক, মজহারীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে আমার ক্লোজ অবজার্ভেশন আছে। এ কথা সত্য। উনার প্রতিটি লেখা আমি পড়ি এবং সংরক্ষণ করি। নানা কারণে আমি ওসবে এনগেইজ হতে চাই না। এর একটা কারণ হলো, refutation-এর চেয়েও construction-কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া।

Abdullah Russel: আমার ‘সংগঠনবাদিতার’ কথা আপনি এখনো ভুলেন নাই মে বি। সেটা নিয়েই কি কথা বলছিলেন?

আর মজহার সাহেবের বিষয়ে আপনি এই নোটে অনেক কিছুই বলেছেন। এতদিন উনার দর্শনচিন্তা নিয়ে ওভাবে ভাবি নাই, তাই টনক নড়ে নাই। অনেকেই পাঠচক্রে যেত, যায়। অতো মাথা ঘামানোর কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আজকে নতুন করে চিন্তার খোরাক পেলাম আপনার নোটে। তাই বলছিলাম, নাম উল্লেখ না করেও ভবিষ্যতে একটি শুদ্ধ ইসলামী বিপ্লবের পথে যা যা আগাছা, সেইসব বিষয়ে আপনি প্রয়োজন মনে করলে লিখে যেতে পারেন। তাতে আমাদের লাভ হতো।

আর ইয়াংরা ফ্যান্টাসিতে থাকে। আমিও ইয়াং। আমিও থাকি। অনেকের সুন্দর বাচনভঙ্গির মোহে আমরা পড়ে যাই। তাই তার সব কথাকে আমরা গিলি। এই ব্যাপারগুলো আপনার লেখায় আরো বেশি করে আসবে, সেই আশায় থাকলাম।

ড. মোশারফ হোসেন মাসুদ: ফরহাদ মজহারের ইসলামিক থিওলজি সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কি? এ লেখা পড়ার আগে ইসলামপন্থীদের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টি অজানা ছিল। নিজে কখনো তার লেখা পড়ার গুরুত্ব খুব একটা অনুভব করিনি। পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এ দেশে একটি স্কুল অব ইসলামিক থট গড়ে তোলা দরকার। আপনার চেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

MD RS: আপনার লিখাটি চোর ও মালিক উভয়কে সতর্ক করার মতো স্ববিরোধী। তবে এটি যে নতুন করে চিন্তার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে, এটা মনে হয় বলা যায়।

Ibrahim Hossain: বরাবরের মতই গোছানো লিখা। আমি অবাক হই দীর্ঘ তিন দশক জামায়াতের front liner active activist থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই লেভেলের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করাও সম্ভব!

ফরহাদ মজহার কেন্দ্রিক আলোচনা ঠিকই আছে। তবে মূল জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেখানে শহীদ কামারুজ্জামান ও ব্যারিস্টার রাজ্জাকের মতো লোকের পরামর্শ ও প্রস্তাবনাকে আমলে নেয় না, সেখানে তারা মজহারের প্রেসক্রিপশনে সহজে বিভ্রান্ত হবে বলে আমার মনে হয় না।

Abdullah AL Takdir:

> "মজহার যে পর্যালোচনার মধ্যে ধর্ম ও ইসলামকে বুঝাতে চান তা সেকুলার। মজহার-সলিমুল্লাহ নগদ রাজনীতির মাঠে ইসলামের একটা সেকুলার ভার্সন হাজির করতে চায়। মজহারের ইসলাম বুঝার দার্শনিক ভিত্তি হইলো লালনপন্থা। এরা কেউ ইসলাম ও সেকুলারিটিকে এপিসটিক দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখেননি।"

মজহার সম্পর্কে এই লেখাগুলো দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনে রেজাউল করিম রনি ভাইয়ের 'বাঙালি সেকুলারের মন' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

চিন্তা-দর্শন-বুদ্ধি পরস্পর পরস্পরের কাছে এখন প্রায়ই ক্লিয়ার, বিদ্বেষমুক্ত হয়ে সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুক্তিই আমাদের মত সাধারণ জনতার একমাত্র প্রত্যাশা। আমরাই আমাদের পক্ষ-প্রতিপক্ষ, জয়-পরাজয় ঠিক করে নিবো।

Anwar Mohammad: ফরহাদ মজহারকে বেহুদাই নাড়ানাড়ি করলেন। একদম অনর্থক। কিছু মানুষ বনসাই গাছের মত বয়সে বাড়ে কিন্তু মানসিকভাবে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। জামায়াত-শিবিরের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকাংশ কর্মির তুলনা চলে বনসাই গাছের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আগায়, সামনে বাড়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায়... আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত।

আপনার গোস্বা জামায়াতের উপর, সেটা করুন। কিন্তু সেখানে ফরহাদ সাহেবকে জড়িয়ে কুযুক্তি দেয়ার দরকার ছিল না। ফরহাদ মজহার একটা 'নিজস্ব ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে' এই লাইনেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। আপনিই যেটা বলেছেন তিনি সব সময়ই লাউডলি এন্ড ক্লিয়ারলি বলেছেন তিনি মার্কসিষ্ট, সেটা তো তিনি গোপন রাখেননি। ইসলামপন্থীরা যদি রাজনীতির ডিগবাজিতে তার কাছে যায় তাহলে তার সমস্যা কি?

তার উপর, এটা তো ফরহাদ মজহারের ক্রেডিট যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার হয়েও ইসলামপন্থিদের কাছে পৌঁছুতে পেরেছেন। আপনি কি এরকম একটা উল্টো জার্নি করতে পারতেন? Can you reach out to your ideological opponent for greater interest? দর্শন তো অনেকেই পড়ে, আপনি তো পড়ানও; কিন্তু সবাই কি দার্শনিক হয়? ফরহাদ মজহারকে ডিফেন্ড করার কোনো খায়েশ আমার নাই কিন্তু কেউ নিজের অক্ষমতার জন্য অন্যকে অফেন্ড করলে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা নৈতিক দায়।

আপনার লেখা ভালো, এভাব এবারেজ, কিছু চিন্তাশীল কথাও আছে। কিন্তু যেই প্রিজম দিয়ে সমাজ দেখেন সেইটা তো সামগ্রিক না, ভাই। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় অর্থনীতি, কালচার,

সাহিত্য, ইতিহাস, কনফ্লিক্টিং আদর্শের কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ এবং সমাধান পেশ করতে না পারলে শুধু ধর্মতত্ত্বের সিংগেল প্রিজম দিয়ে সমসাময়িক মানব, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান হয় না।

ফরহাদ মজহারের অনন্ত এমন একটা কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ আছে। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, কৃষিবিদ, ভাববাদী এবং এক্টিভিস্ট। এরপরও তিনি এখন ইসলামপন্থিদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করছেন, বুঝার চেষ্টা করছেন এবং আমরা দেখেছি এর ফলে তার চিন্তায় ইসলামপন্থীদের ওসওয়াসাও পড়েছে। হয়ত তার জীবনে এই অংশের বুঝটাই মিসিং ছিল। কিন্তু আপনার কি এই চেষ্টা বা সুযোগ হয়েছে?

তার সব কিছুর সাথে, সব বক্তব্যের সাথে একমত হওয়ার দরকার নাই। তার দর্শনের, মতামতের যৌক্তিক সমালোচনা আপনি করতেই পারেন। সলিমুল্লাহ খান যেমন কিছুটা ‘চেষ্টা’ করে মাঝে মাঝে। সেটা না করে আপনি কিছু জামায়াতী ওনা-পানা করলেন যেটা খুব ভাল ঠেকেনি। কিশোরসুলভ হয়ে গেল মনে হয়েছে।

যাই হোক, আপনার যদি ফরহাদ সাহেবের কোন মতামতের বা দর্শনের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা, পর্যালোচনা থাকে তাহলে জানালে উপকৃত হতাম । ধন্যবাদ।

Mohammad Mozammel Hoque: এ সংক্রান্ত আমার প্রতিউত্তর: ‘চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসংগে কিছু প্রতিমন্তব্য’ (www.facebook.com/notes/1294223720594760)

www.facebook.com/notes/1289287754421690

১৩ মার্চ, ২০১৬

৪৩. নোট

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-৩)

(৪) জামায়াত সংস্কারের ক্ষেত্র ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে বিভ্রান্তি

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা মনে করে, জামায়াতের যত সমস্যা তা মূলত পরিচালনাগত সমস্যা (operative or procedural problem)। আমার দৃষ্টিতে জামায়াতের মূল সমস্যা পরিচালনাগত বা পদ্ধতিগত নয়, বরং তত্ত্বগত সমস্যাই জামায়াতের মূল সমস্যা। সংস্কারের চিন্তা করেন বা এ জন্য কথাবার্তা বলেন এ রকমের জামায়াত জনশক্তি এমনটা মনে করেন না। সংস্কারের ক্ষেত্র ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে তারা ভুল করছেন।

আমার মতো গুটি কতেকের মতে, জামায়াতসহ সব ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর জন্য একটা প্যারাডাইম শিফট অত্যন্ত জরুরি। 'সাংগঠনিক ফরজিয়াত' বলা যায়। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মত হচ্ছে– প্যারাডাইম শিফট নয়, বরং জামায়াতসহ সব ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর জন্য নতুন ধরনের চিন্তা, সংগঠন পদ্ধতি ও এপ্রোচ হাজির করা জরুরি। তাই একে paradigm shift না বলে paradigm buildup বলাটাই এপ্রোপ্রিয়েট।

নতুন ধরনের চিন্তার আবশ্যকীয়তা

সত্যিকারের যে সংস্কার জরুরি তা বিদ্যমান কোনো চিন্তাকাঠামো তথা প্যারাডাইমের মধ্যে পুরোপুরি নাই। সেজন্যই নতুন ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি বা meta-theory (cscsbd.com/796) গড়ে তোলা দরকার। কারণ পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রতি দশকে নয়, এমনকি প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যেই নতুন নতুন সামাজিক অবয়ব ও প্রেক্ষিত তৈরি হচ্ছে। এজন্য কালোত্তীর্ণ আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি পুনর্দৃষ্টি, সত্যি কথা হলো, ভালো করে নতুন করে একে বুঝতে পারা জরুরি।

ইসলামের নামে প্রচলিত কোনটি ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি, কোনটি আরব সংস্কৃতি এবং এসবের মাঝে শরীয়াহর মূল অংশ হিসাবে ইসলাম কতটুকু– এসব ভালো করে বুঝতে হবে।

এ বিষয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র (CSCS) প্রকাশিত 'ইসলামী চিন্তার সংস্কার: কোথায়, কেন এবং কিভাবে' (cscsbd.com/396) এবং 'ইসলামী চিন্তার সংস্কার: বিচ্যুতি, প্রগতি নাকি সময়ের দাবি' (cscsbd.com/1375) – শীর্ষক সিরিজ লেখায় বিস্তারিত আলোচনা আছে। পড়তে পারেন। উপকৃত হবেন। গ্যারান্টিড।

'আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র' ভাবনার গোড়াপত্তন কীভাবে হলো

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মাওলানা মওদূদী যখন তার চিন্তাভাবনাগুলোকে ফর্ম, মডিফাই ও পাবলিক করা শুরু করেন তখনকার ঔপনেবেশিক পরিবেশে 'ইসলামী রাষ্ট্র' ধারণাটি

(cscsbd.com/622) কোনো না কোনোভাবে ইসলামপ্রিয় জনগণকে এগিয়ে যাওয়ার, লড়াই করার প্রেরণা জুগিয়েছে। তখনকার তুলনায় বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় কলোনিয়ালিজম ততটা রাজনৈতিক নয় যতটা সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক।

তাই দ্বীন কায়েমের বিষয়টির কালোত্তীর্ণ প্রযোজ্যতা সত্ত্বেও দ্বীন কায়েমের ধরন ও এর বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা এখন স্বভাবতই ভিন্ন রকমের হবে। এই নবতর প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কীভাবে দ্বীন কায়েমের কাজ করতে হবে তা নিয়ে সমকালীন স্কলাররা ভাবছেন, কাজ করছেন। বাংলাদেশের জামায়াত এসব থেকে বিচ্ছিন্ন।

জামায়াতের সংস্কারবাদীদেরও সমকালীন চিন্তাবিদদের কাজকর্ম নিয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞানের বাইরে কোনো সামগ্রিক ও সুসমন্বিত জ্ঞান নাই। সমকালীন চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনা নিয়ে উনারা যখন এনগেজ হোন তখন, আমার দৃষ্টিতে, এক প্রকারের ফ্যাশন বা ফ্যান্টাসি হিসাবেই সেগুলোকে গ্রহণ করেন। খুব যে সিরিয়াসলি এনগেজ হোন, তা নয়।

‘ঢাকা, পুরোটাই ফাঁকা’!?

এমনিতে তারা কথার কথা হিসাবে বলেন, ‘আমাদেরকে অমুক তমুকের চিন্তাধারা বুঝতে হবে’, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর্যন্ত জামায়াত ঘরানার একজনকেও পেলাম না যিনি ইউসুফ কারজাভী বা তারিক রমাদানের কোনো একটি বইও ভালো করে পড়েছেন। বাজারে পাওয়া যায় এমন কিছু বই অবশ্য উনারা কিনে সাজিয়ে রাখেন।

গুটিকয়েক উদ্যমী ও ব্যতিক্রমী তরুণ বাদে, বিগত ছয় বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ইসলামপন্থার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার দিক থেকে, এক কথায়, ‘ঢাকা, পুরোটাই ফাঁকা’।

আগামী দিনের ইসলাম-এর উপযোগী ভরকেন্দ্র

মাওলানা মওদূদীর চিন্তা-গঠনে প্রচলিত মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। জামায়াতে এক ধরনের গুরুবাদিতার প্রবর্তন ও রক্ষণশীল নারীনীতি এর অন্যতম লক্ষণ। দিনশেষে তাকে একজন টিপিক্যাল আলেম হিসাবেই পাই, যদিও তিনি অনেক উঁচু মাপের গবেষক।

আগামী দিনের ইসলামের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভরকেন্দ্র হতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষিত দ্বীনী আলেম ও বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা পেশাজীবীদের সমন্বয়ের মাধ্যমে।

তারিক রমাদানের ভাষায়, নলেজ অব দ্য টেক্সট ও নলেজ অব দ্য কনটেক্সেটের সমন্বয়ের মাধ্যমে।

নিছকই পরিচালনাগত সমস্যা, নাকি তাত্ত্বিক-গঠনগত সমস্যাও

শুরুতেই বলেছি, জামায়াতের সংস্কারবাদীরা এতসব তাত্ত্বিক বিষয়ে এনগেজ হতে চান না। আমার অভিজ্ঞতায়, তারা এমন ধরনের সমস্যা থাকার কথা মনেও করেন না। মাঝে মধ্যে

বা প্রসঙ্গক্রমে তাত্ত্বিক কিছু রিফর্মের কথা বললেও একে তারা আদৌ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন না। তাদের দৃষ্টিতে জামায়াতের যত সমস্যা তা মূলত পরিচালনাগত ও পদ্ধতিগত সমস্যা। সাধারণ কথায়, কোনোকিছুকে হ্যান্ডেলিংয়ের সমস্যা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি।

তাদের কারো কারো মতে, জামায়াতের ক্যাডার পদ্ধতি একটা সমস্যা। কারো কারো মতে, কোনো বিশেষ লোকাল ইস্যুকে হ্যান্ডেলিং করতে না পারাই জামায়াতের সমস্যা। যেমন ১৯৭১ ইস্যু। কোনো একটি দেশের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সংকট– যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ– ইসলামের মতো একটা কালজয়ী মতাদর্শের নিজস্ব সংকট বা ইস্যু নয়। বরং তা এই মতাদর্শের পতাকাবাহীদের জন্য একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক সমস্যা। সংস্কারবাদীদের মতো জামায়াতের মূলধারাও এই ইস্যুটিকে প্রপারলি মোকাবিলা করতে পারে নাই। যার কারণে জামায়াতের এই পরিণতি।

জাতি, জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমানের মধ্যে পার্থক্যকে একাকার করে দেখা

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকার মতো আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই একটি লোকাল ইস্যুও জাতি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে জামায়াতের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের দিক হতে জাতীয়তাবাদ যদি খারাপ হয় তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টিও ইসলামের দিক থেকে ভুল ছিলো। এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার কারণে পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা হতে মাওলানা মওদূদী বিরত ছিলেন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে কায়েম করা তথাকথিত 'দারুল ইসলাম' হতে পাকিস্তানে হিজরত করতে বাধ্য হন। মুসলিম জাতীয়তা নির্ভর এই পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য নিজে সরকারী রেডিওতে বক্তৃতাও দিয়েছেন। আবার উনারই সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একই তত্ত্ব, যুক্তি ও জাতীয়তাভিত্তিক বাংলাদেশ আন্দোলনকে সম্ভাব্য সব উপায়ে বিরোধিতা করে এখন আবার এই জাতিরাষ্ট্রকে রক্ষার করার ঈমানী শপথও নিচ্ছে।

আমার দৃষ্টিতে জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বা জাত্যাভিমানের মধ্যকার পার্থক্যকে উনারা গুলিয়ে ফেলছেন। এটি শুধু জামায়াতের সমস্যা নয়, এটি সামগ্রিকভাবে ইসলামপন্থীদেরই এক ঐতিহাসিক মানস সংকট। এর নিরসন হওয়া জরুরি। এবং এসব লোকাল প্রবলেম, ইসলামের সামগ্রিক বুঝজ্ঞান না থাকারই সমস্যা। কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলতামুক্ত, স্বাধীন ও নির্মোহ আলাপ-আলোচনা-পর্যালোচনাই পারে এ ধরনের তাত্ত্বিক সংকট হতে মুক্তি দিতে।

আবেগ ও চিন্তার বুদ্বুদের মধ্যে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন

দুঃখের বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিজীবনে সচরাচর মেধাবী ইসলামপন্থীরা এ ধরনের সংকট বা সমস্যাগুলোকে আদৌ কোনো সমস্যা মনে করে না। কোরআন-হাদীসের খণ্ডিত ও

অসমন্বিত (inconsistent) কিছু উদ্ধৃতি কপচিয়ে উনারা মনে করেন, সব বুঝে ফেলেছি। এক একটি বিষয়ে প্রকল্পভিত্তিক গবেষণা, মুক্ত আলোচনা, অন্ততপক্ষে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করা– এসবের কোনো কিছু উনাদের সক্রিয় বিবেচনায় কখনো ছিলো না। বড়জোর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বখ্যাত কোনো স্কলারের একটা যেনতেন অনুবাদ প্রকাশ কিংবা এ ধরনের কোনো প্রকাশিত বই ক্রয় করে সেটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা পর্যন্ত উনাদের ইন্টেলেকচুয়্যাল এক্টিভিজম সীমাবদ্ধ।

চিন্তা ও আবেগের যে বুদ্বুদের মধ্যে উনারা দিনরাত নিজেদের আড়াল করে রাখেন, তার বাইরেও যে বিশাল জগত আছে, তা ভাবতে তারা অপারগ।

মাইন্ডসেট পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখছি না

জামায়াতের সংস্কারবাদীদের চিন্তা হলো একটা লিবারেল জামায়াত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কোনো ধরনের বিকল্প জামায়াত দিয়ে জামায়াতের বড় ধরনের গলদগুলো সারানো অসম্ভব। ক্যাডার সিস্টেম থাকা বা না থাকার উপর এটি নির্ভর করছে না। যার উপর এই যুগোপযোগী ও কাংখিত পরিবর্তন নির্ভরশীল তা হলো মাইন্ডসেটের পরিবর্তন। সংস্কার নিয়ে এখন যেসব তোড়জোড় চলছে তাতে সর্বাত্মকবাদী মাইন্ডসেট কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকছে। যা দেখছি।

মানুষের স্বভাবগত পরিবর্তনবিরোধী মনোভাব

এর চেয়ে গুরুতর যে কারণে আমি নিজেকে কখনো জামায়াতের সংস্কারপন্থী ভাবি না, বা যে কারণে জামায়াতের সংস্কার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত কিছু পলিশিং ও গ্যালভানাইজিংয়ের বেশি কিছু হবে না, তা হলো ব্যক্তি ও সংগঠন ব্যবস্থার অন্তর্গত (inherent) পরিবর্তনবিরোধী (change resistant) বৈশিষ্ট্য। অর্গানিক থিওরি অনুসারে সংগঠন ব্যবস্থাসমূহ ব্যক্তি বিশেষেরই মতো। ফলে তা পরিবর্তনবিরোধী। এটি বুঝার জন্য বিশেষ কোনো একাডেমিক গবেষণার দরকার নাই।

প্রত্যেক সংগঠনেরই নির্দিষ্ট কনস্টিটিউয়েনসি থাকে

নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক ভাবনা (paradigm of thought), নির্দিষ্ট জনপদ- যার রয়েছে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তি, নির্দিষ্ট একটা সংগঠন পদ্ধতির সমষ্টি– এইসব মিলে হচ্ছে এক একটা সংগঠনব্যবস্থা। এক কথায় যাকে আমরা constituency বলতে পারি। রাজনীতিতে যেমন জননেতারা স্বীয় নির্বাচনী এলাকার লোকজনদের সমন্বিত মতামতের বাইরে যেতে পারে না, তেমনই কোনো সংগঠনের নেতাকর্মীরা চাইলেই সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্নের ধ্যান-ধারণার (foundation-paradigm) বাইরে যেতে পারে না। কনস্টিটিউয়েনসির অদৃশ্য সুতা মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো করে সংগঠন ব্যবস্থাসমূহকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সহকারে টিকিয়ে রাখে।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাবলীগের লোকেরা এক সময় জামায়াতে যোগদান করবে– প্রফেসর গোলাম আযম সাহেবের এমন আশাবাদ কেন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উনার 'ইক্বামতে দ্বীন' বইয়ে এমন অবাস্তব বুদ্ধিবৃত্তিক আশাবাদের (anticipation) কথা বলা আছে। বাস্তবে কোনো অসংগতি বা ভুল দেখা দিলে মানুষ কদাচিৎই ভাবে, হতে পারে সমস্যাটা তাত্ত্বিক। তত্ত্বগত সমস্যাকে আমরা প্রায়ই ভুলবশত প্রয়োগগত সমস্যা মনে করি।

আমি তো মনে করি না, কাল বাদে পরশু বা কোনো একদিন তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা জামায়াতে জয়েন করবে বা জামায়াতের লোকেরা তাবলীগে যোগ দিবে। এমনকি মধ্যবাম হিসাবে আওয়ামী লীগ ও মধ্যডান হিসাবে বিএনপি পরস্পরের খুবই কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্র হতে মাত্র কয়েক ডিগ্রি এদিক-ওদিকের এ দুটি দলও শেষ পর্যন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে। টিকে থাকবে কিনা সেটি ভিন্ন প্রশ্ন।

ইসলামের সবটুকু জামায়াতে ইসলামী বা এ ধরনের একটিমাত্র সংগঠনের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে হবে কেন

অতএব, সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম নিয়ে যা যা করণীয় (cscsbd.com/565) তার সব জামায়াতে ইসলামীকে দিয়েই যারা বাস্তবায়ন করতে চান, তা তাদের অতি সরল ও অবাস্তব আশাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। জামায়াতে ইসলামী বা এ ধরনের কোনো সংগঠন যদি এমনটা মনে করে বা দাবি করে, তাহলে তা হবে নিজেদের ও সমকালীন জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত ও অমূলক আত্মবিশ্বাস। আমি সরাসরি 'মিথ্যা দাবি' কথাটা ব্যবহার করলাম না!

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই।

জায়ান্ট ট্রি মডেলের অকার্যকারিতা

এ বিষয়ে আর একটি কথা না বললে নয়। তা হলো, সংগঠন ব্যবস্থা (cscsbd.com/693)। না, আমি ক্যাডার সিস্টেমের কথা বলছি না। তারচেয়েও মৌলিক একটা দিকে আমি আলোকপাত করতে চাই। তা হলো জামায়াত কিংবা যে কোনো সংগঠন ব্যবস্থার জন্য এ পর্যন্ত চলে আসা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা (centralized system)। বর্তমান সংগঠন ব্যবস্থাকে আমি একটা বট বৃক্ষের সাথে তুলনা করতে পারি। যার শেকড়, প্রধান কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ফুল ও পাতা পরস্পর পরস্পরের অংশ। এই জায়ান্ট ট্রি মডেলেই সব সংগঠন চলছে।

সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থা আর প্রশাসনিক কাঠামো এক বিষয় নয়

আমার দৃষ্টিতে টপ-ডাউন তথা পিরামিড সিস্টেম মূলত প্রশাসনিক ব্যবস্থার নকশা বা মডেল। সামাজিক সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এই কাঠামোর সুবিধা হলো কেন্দ্র হতে নাজিল করা কোনো কিছু সরাসরি সবখানে পৌঁছে যায়। এই সুবিধাই যে কোনো সংগঠনের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমনটা বর্তমানে জামায়াতের হয়েছে। কেন্দ্র যখন

কোনো বিপদে পড়ে বা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, তখন পুরো কাঠামোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভেংগে পড়ে বা আক্রান্ত হয়। স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত থাকে। অথচ তারা পেরিফেরির সব বিষয় ভালো করে বুঝেন না। না বুঝাই স্বাভাবিক।

কারণ, সামাজিক ব্যাপারগুলো তুলনামূলকভাবে জটিল ও অধিকতরভাবে স্থানিকতা (locality) দ্বারা প্রভাবিত। সে তুলনায় প্রশাসনিক ব্যাপারগুলো বেশ মোটাদাগের ও সঠিক তথ্য পাওয়া সাপেক্ষে কেন্দ্র থেকে অনুমানযোগ্য। সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে ফেলা হলো ডিমের ঝুড়িকে আলুর বস্তা মনে করার মতো গ্রস মিসটেক।

ওয়াইড গার্ডেন মডেল

সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয় বাদে বর্তমান সময়ে সংগঠন ব্যবস্থা হবে একটি বিস্তীর্ণ বাগানের মতো। চাই তা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ হোক, সাংস্কৃতিক কাজ হোক, সমাজসেবার কাজ হোক, আধাত্মিকতার কোনো ব্যাপার হোক, প্রতিটা 'গাছ' একই মাটির নির্যাস নিয়ে একই আলো বাতাসে নিজ নিজ সম্ভাবনার নিরিখে বেড়ে উঠবে, নিজের মতো করে টিকে থাকার সংগ্রাম করবে, এমনকি পরস্পরের সাথে টিকে থাকা ও বেড়ে উঠার প্রতিযোগিতাও করবে।

নেতৃত্ব চাওয়া ও নারীদের অধিকার নিয়ে শরীয়াহর নামে প্রচলিত ট্যাবু

জামায়াতের লোকেরা কখনো নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতার (cscsbd.com/842) কথা ভাবতে পারে না। এ যেন এক বিলকুল হারাম জিনিস।

ইবাদতের বিষয়ে নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিলকুল গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ ভালো কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, আমরা জানি। আর নেতৃত্ব না চাওয়ার যে হাদীসটাকে তারা 'রক্ষাকবচ' মনে করে তার কনটেক্সট সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

আমরা জানি, আল্লাহর রাসূল (সা) নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন (cscsbd.com/511) এবং তাদেরকে এ কাজে বাধা না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এহেন সুস্পষ্ট হুকুমকে অকার্যকর করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞাসূচক দুয়েকটি হাদীসকে কনটেক্সট হতে বিচ্ছিন্ন করে পেশ করা হয়। একটা উদাহরণ হিসাবে বিষয়টির অবতারণা।

টেক্সটের নির্মোহ ও নিরপেক্ষ তথা অবজেক্টিভ পাঠ জরুরি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সাধারণত স্বীয় মানসিক ঝোঁক ও প্রবণতার দৃষ্টিতে কোনো টেক্সট হতে পাঠ গ্রহণ করে। এ জন্য যার যা রুচি, সে মোতাবেক তিনি এবারত (রেফারেন্স), উত্তর ও ফতোয়া খুঁজে পান।

কোরআন-হাদীসের ভুল প্রয়োগ

কোরআন-হাদীসের ভুল প্রয়োগের জন্য জামায়াত অন্যান্য ইসলামী দলের সমালোচনা করে। সেগুলো সঠিক কিংবা ভুল কিনা তা নিয়ে এই নোটে আমি মন্তব্য না করলেও তারাও যে একই কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে করে, সেটা জামায়াতের লোকেরা ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেন না। আসলে তারা বুঝতে চান না, তাই বুঝেন না। মানুষ তার মনের চোখে প্রথমে দেখে, মনের কানে প্রথমে শোনে।

গ্লোবাল ভিলেজ সিস্টেম

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা জামায়াতের মতোই একটা সেন্ট্রালাইজড সংগঠন কায়েম করতে চান। আর আমি চাই একই মতাদর্শের বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে ডি-সেন্ট্রেলাইজড সিস্টেমে সংগঠন-গুচ্ছ গড়ে উঠুক। আমি বিস্তীর্ণ বাগান (wide garden) পদ্ধতিতে বা মৌচাকের মতো করে সংগঠন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী। বিশেষ করে বর্তমান গ্লোবাল ভিলেজ সিস্টেমে সর্বাত্মকবাদী সংগঠন ব্যবস্থা অচল। এর থাকার সুবিধার চেয়ে না থাকার ফযিলত বেশি।

এলাকাভিত্তিক সাংগঠনিক ইউনিট পদ্ধতির অকার্যকারিতা

আর একটি সিগনিফিকেন্ট বিষয়ে আমার স্বতন্ত্র অবজার্ভেশান রয়েছে। তা হলো সাংগঠনিক ইউনিট বা শাখা কায়েমের পদ্ধতি। জামায়াতসহ সব সংগঠন ব্যবস্থায় ইউনিট কায়েম করা হয় এলাকাভিত্তিক। আমার মতে তা হতে হবে যার যার ঝোঁক প্রবণতা, যোগ্যতা, বয়স ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে। এই ক্ষুদ্র বিষয়টি কাজের দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যবহ।

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা কি কখনো এসব নিয়ে ভেবেছেন? অন্তত আমি জানি না।

<u>মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:</u>

Mohammad Abul Bashar: Very thought provocative writing. Very good writing. Could be basis of creating new generation. Will await to read next writing. Thank for sharing view.

Louis Pasteur: বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র নিয়ে তারা ধোঁয়াশা ফতোয়া এবং ধূসর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জাতীয়তাবাদী পাকিস্তান যদি জামায়াতের কাছে ভুল মনে না হয়, তবে কেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রকে হারাম ট্যাগ দেওয়া হয়? প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের কাছে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। ইটস টোটাল প্যারাডক্সিক্যাল ভিউ ফর জামায়াতে ইসলাম। জাযাকাল্লাহু তায়ালা।

Abu Abdullah Al Mahdi: ‘জাতি, জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমানের মধ্যে পার্থক্যকে একাকার করে দেখা’, এই পয়েন্টে আপনি জামায়াতের নেতৃত্বের দ্বারা তিনটি

ভিন্ন প্রেক্ষাপটে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে যা লিখেছেন, সে ব্যাপারে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না, কিংবা কনভিন্স হওয়ার মতো উপকরণ খুঁজে পেলাম না। যে কারণে হতে পারলাম না, সেগুলো নিয়ে আমি একটি নোট পাবলিশ করেছি।

Mohammad Mozammel Hoque: একেকটা বিষয়ে কেবলমাত্র একটামাত্র ব্যাখ্যা বা অবস্থানই থাকবে, এমন নয়। বিশেষ করে একান্ত প্রায়োগিক বা বাস্তব বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো এক ব্যাখ্যা সূত্রে কোনো বিশেষ অবস্থান সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। আমি আমার বুঝজ্ঞান মতো যা বলার বলেছি। আপনার কনসার্ন হওয়ার সেন্সকে এপ্রিশিয়েট করি।

www.facebook.com/notes/1290123007671498

১৪ মার্চ, ২০১৬

৪৪. নোট

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-৪)

(৫) সামগ্রিকতার ভুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং

রাজনৈতিক সংস্কার তথা রাজনীতিই জামায়াতের সংস্কারবাদীদের উক্ত বা অনুক্ত লক্ষ্য। যারা 'রাজনীতি করি না' বা 'করবো না' টাইপের কথা বলেন তারাও দেখেছি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত আলাপে বলেন, 'আরে, এসব কাজের ফলাফল তো শেষ পর্যন্ত আমাদের বাক্সেই আসবে'। কী আশ্চর্য! রাজনীতি নিয়ে মশগুল (obsessed) জামায়াতের লোকেরা দুইটা মৌলিক ভুল করেন।

<u>প্রথম মৌলিক ভ্রান্তি:</u> মানুষের জীবনে যা কিছুই অপরিহার্য সেসব কিছুকেই তারা সংগঠনের কনসার্নিং বিষয় বলে মনে করেন। ভাবেন, ওতেই বুঝি সামগ্রিকতা রক্ষা হবে।

জিহাদ নিয়ে ডিলেমা

যদি সামগ্রিকতাকে রক্ষা করাই অপরিহার্য মনে করা হয় তাহলে মানুষের জীবনে সামরিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তো অপরিহার্য ব্যাপার। জামায়াতের ঘোষিত কর্মসূচি বা কাজকর্মে এর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিফলন কই? এ বিষয়ে কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স তো প্রচুর। তাই না? অবশ্য বিরোধী দলের সাথে ট্রাডিশনাল মারামারির সময় জিহাদের রেফারেন্সগুলোকে ব্যবহার করা হয়। এটি স্ববিরোধিতা এবং কোরআন-হাদীসের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। পারস্পরিক বাদ-বিসম্বাদগুলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নয়, যদিও হকের ওপর থাকা নিহত ব্যক্তি যে কোনো ধরনের সংঘর্ষেই শহীদী মর্যাদা পাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে স্ববিরোধ

অর্থনৈতিক সামর্থ্যও মানবজীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জামায়াত সাংগঠনিকভাবে কোনো ব্যবসা করবে না, এটি মাওলানা মওদূদী অনেক আগেই বলে গেছেন। 'জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী' নামক বইয়ে এটি উল্লেখ করা আছে। এতদসত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে ইসলামের সামাজিকীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নামে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে যেগুলোর ভায়াবিলিটি, কোয়ালিটি ও লাভ-ক্ষতি প্রশ্নসাপেক্ষ। ব্যাপারটা স্ববিরোধীও বটে।

<u>দ্বিতীয় মৌলিক ভ্রান্তি:</u> এ ব্যাপারে জামায়াতের দ্বিতীয় যে চিন্তাবিভ্রাট তা হলো, মানুষের জীবনে কোনো কিছু অপরিহার্য হওয়া মানে এই নয় যে এটি অর্জিত হয়ে গেলে অপরিহার্য বাদবাকিগুলোও আপনাতেই বা খুব সহজেই কায়েম হয়ে যাবে।

মার্ক্সও এ ধরনের ভুল করেছেন

মানবজীবনের যে কোনো পর্যায়ে অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে অর্থনীতির একটা যোগসূত্র থাকায় কম্যুনিস্টরা মনে করে অর্থনীতিই সবকিছুর নির্ণায়ক। প্রমাণ হিসাবে তারা দেখায়, এমন কোনো ঘটনা নাই, হতে পারে না, যেখানে অর্থনীতির কোনো উপযোগিতা বা সংশ্লিষ্টতা নাই।

রাজনৈতিক ইসলামের ধারণা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অথবা দায়

সাম্যবাদীদের এই ভুল জেনারালাইজেশানের মতো জামায়াতের লোকেরাও মনে করে, মানুষের যে কোনো উত্থান-পতন ও বড় ধরনের ঘটনা প্রবাহের সাথে যেহেতু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাব, গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে; অতএব, রাজনীতিই হচ্ছে মূল জিনিস। যেন ইউনিভার্সাল মেজিক স্টোন! তাদের মতে, রাজনীতি ঠিক হয়ে গেলে সবকিছু আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। তাই তারা নিতান্ত সওয়াবের নিয়তেই রাজনীতি করেন। রাজনীতিকে ইনারা রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে না দেখে একে এক প্রকারের ধর্মীয় বিষয় মনে করেন! ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে ধর্ম আর রাজনীতির বিভাজনকেই গুলিয়ে ফেলেছেন।

স্বতন্ত্র্য (particular) মানে বাদ দেয়া (exclusion), কিংবা সামগ্রিকতার (holistic) দৃষ্টিতে দেখা মানে একাকার (identical) করে ফেলা বুঝায় না

কোনো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তার ফুসফুস সক্রিয় থাকা যেমন জরুরি তেমনি হৃৎপিণ্ড সচল থাকাও জরুরি। মস্তিষ্ক আবার এ দুটো থেকে আলাদা। এমনিভাবে সব অপরিহার্য অংগ একে অপরকে সাপ্লিমেন্ট করে। এ সবগুলোর অপরিহার্যতা সত্ত্বেও সবগুলো অঙ্গ নিয়েই মানুষটা। ইসলামও তেমনই। এর এক একটি শাখা-প্রশাখাকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে হবে। স্বাতন্ত্র্য মানে বিরোধিতা বা বিচ্ছিন্নতা নয়। আবার সামগ্রিকতা মানে সব কিছুকে এক করে ফেলাও (messed up) নয়। এটা বুঝতে হবে। জামায়াতের সংস্কারবাদীরা এসব অতি প্রয়োজনীয় কনসেপ্টচুয়্যাল বিষয়গুলো বুঝতে ও মানতে নারাজ। এমনকি তাদের ওসব নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহও লক্ষ করা যায় না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

আর একটা জিনিস তারা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন। তা হলো রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য (cscsbd.com/604)। জামায়াতের মূলধারা তথা সংগঠনবাদী ও এর আধুনিক সংস্কারবাদীরা ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তায় এতটাই আচ্ছন্ন যে তাদের দৃষ্টিতে সামাজিক বিষয়গুলো রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেলে সহসাই গড়ে উঠবে। এর উল্টা মানে হলো, রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার মুখে কোনো সামাজিক এপ্রোচ সফল হতে পারে না। এটি তাদের মজ্জাগত দোষারোপ চর্চার মানসিকতা (blame game) এবং আক্রান্ত দুর্বলের মতো ষড়যন্ত্র তত্ত্বে (conspiracy theory) আত্মসমর্পণের পরিচায়ক।

মূলকথা হলো রাষ্ট্র না থাকলেও সমাজ থাকবে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থেকেও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হওয়া যায়। অতীতের তুলনায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মানুষের জীবনের বৃহদাংশ জাতিরাষ্ট্র ও এর সরকার বিশেষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকে। অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষ ও নিরংকুশ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ একশ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর দুর্বল। সামাজিক বুনিয়াদের উপরই রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে ও কায়েম থাকে। বিপরীত দিকে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাও সামাজিক গড়ন ও পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বলাবাহুল্য, সমাজ হলো এমন একটা সত্তা যা প্রতি নিয়ত নানা রকমের ফ্যাক্টরের প্রভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে।

‘কাজ’ করার উপযোগী ধরন

‘কাজের’ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্বচ্ছ, যদিও তা বর্তমানে প্রচলিত কোনো সংগঠন ব্যবস্থার (cscsbd.com/693) সাথে মিলে না। আমার মতে প্রত্যেকে নিজ নিজ পটেনশিয়াল ফিল্ডকে বেছে নিবে এবং কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই সে পূর্ণ মনোনিবেশ করবে। অতএব, এ হিসাবে সংস্কৃতি কর্মীরা শুধু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথেই জড়িত থাকবে, অন্য কিছুর সাথে জড়াবে না। বুদ্ধিবৃত্তির কাজ যারা করবে, সূরা তাওবার ১২২নং আয়াতের মর্মানুযায়ী, তারা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কাজই করবে। যারা সমাজসেবামূলক কাজকে বেছে নিবে, এটি হবে তাদের মূল কর্মক্ষেত্র। যারা রাজনীতি করবে, তারা তাতেই পূর্ণ মনোনিবেশ করবে। একইসাথে রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি চলবে না (cscsbd.com/565)। নিজের কর্মক্ষেত্রের বাহিরে অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেকে অকেশনালি সহযোগিতা করবে।

ইসলামের সামগ্রিকতাটা থাকবে প্রত্যেকের চিন্তায়, চেতনায় ও নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে। আপদকালে– যেমন, জাতীয় দুর্যোগে– সবাই লড়াই করবে। ভোট ইত্যাদি সময়ে ভোট দিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে।

এ ধরনের discrete বা segment type of working method সম্পর্কে জামায়াতের সংস্কারবাদীদের কোনো চিন্তা বা আগ্রহ আমার নজরে পড়ে নাই।

সংগঠনবাদী কিংবা সংস্কারবাদীদের কেউ কি এসব কথা শুনবে?

এই লেখা পড়ে সংগঠনবাদী কিংবা সংস্কারবাদীদের কেউ যে সংশোধন হবে, এমনটা আমি আশা করি না। শুরুতেই যেমনটা বলেছি, এই লেখার উদ্দেশ্য হলো আমার নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করা। কেউ যদি এতে কিছুটাও উপকৃত হয়, সেটি আল্লাহর রহমত। যাদেরকে আমি সংগঠনবাদী হিসাবে সোনার বাংলাদেশ ব্লগে উল্লেখ করা শুরু করেছিলাম (এখন এটি একটা টার্ম হিসাবে চালু হয়ে গেছে) এতোদিন তো তারা আমার উপর ক্ষেপে ছিলো; এই লেখার পর, ধারণা করছি, জামায়াতের সংস্কারবাদীরাও আমার উপর ভীষণ ক্ষেপবেন। সেটি তাদের ব্যাপার। ভয়-ডর তো আল্লাহ তায়ালা আমাকে খুব কম পরিমাণেই দিয়েছেন, সেটি আমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চিনেন, তারা ভালো করেই জানেন। সে যাই হোক।

(৬) এস্টাবলিশমেন্ট প্রবলেম

যেসব কারণে জামায়াতের সংস্কাবাদীদের সাথে আমি নাই তার অন্যতম বড় একটা ব্যাপার হলো টাকা-পয়সা। না, জামায়াতের সংস্কারবাদীদের টাকা-পয়সা নাই বা থাকলেও আমাকে দিচ্ছে না– ওসব কিছু নয়। আমি 'ফকির-ফ্যাকরা' মানুষ। আল্লাহ সাক্ষী, স্ত্রীসহ সরকারী চাকুরি করা সত্ত্বেও আমার কোনো ফরমেটেই, কোনো পরিমাণেরই টাকা-পয়সা নাই। কোনো 'জমা-জাতি' নাই। কোনো জায়গা নাই। ফ্ল্যাট নাই। কোথাও কোনো শেয়ার নাই। আমর বউয়েরও আমার মতো একটা ক্ষেপাটে গোবেচারা স্বামী ও দুটি ততোধিক অবুঝ মেয়ে সন্তান ছাড়া আর কিছু নাই। হ্যাঁ, এই যে ল্যাপটপ, যেটাতে টাইপ করছি, সেটি আছে। এ রকম আরো কিছু প্রযুক্তি সামগ্রী আছে যা দিয়ে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' (CSCS) চলে।

প্রযুক্তি ও মূল্যবোধের সম্পর্ক

সচরাচর প্রযুক্তির সাথে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আমরা দেখি। পেশাগত জীবনের প্রথম থেকে তাই প্রযুক্তির সাথে মূল্যবোধের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি। এজন্য নিজেকে সবসময় সর্বশেষ (সামাজিক) প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। জীবনের সব উপার্জন এই প্রযুক্তির পেছনে ব্যয় করেছি। সে জন্য আমার বয়েসী অন্য অনেকের চেয়ে তরুণ প্রজন্মের পালসটাকে বোধহয় অধিকতর সঠিকভাবে বুঝতে পারি। সে জন্যই হয়তোবা 'সিএসসিএস' এখন বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় লোকদের অনেকের কাছে একটা পরিচিত নাম।

'ক্যারিয়ার সেক্রিফাইস' পলিসির কুফল

আমার মতো 'জাকাত ফরজ না হওয়া' লোকদের সাথে জামায়াতের সংস্কারবাদীদের কেমন করে মিলবে, যখন তারা সবাই হলেন এক একজন মাশাআল্লাহ যথেষ্ট সম্পদশালী! তৎকালীন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় পলিসি হিসাবে ক্যারিয়ার সেক্রিফাইসের যে সর্বনাশা ফর্মুলা অনুসরণ করা হয়েছে তার পরিণতিতে প্রাক্তন শিবির নেতারা বিসিএস বা এ ধরনের উপযুক্ত আয়-উপার্জনের সুযোগ থেকে গণহারে বঞ্চিত হয়েছেন। তাকে কী? সাংগঠনিক সুনাম ও দক্ষতা তো আছে। এসবকে পুঁজি করে এখন তারা এক একজন মাশাআল্লাহ যথেষ্ট বিত্তশালী।

কমিটমেন্ট ও এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্ক

বিত্তশালী হওয়া খারাপ নয়। সেগুলোর যে দুনিয়াবী উত্তাপ, তা হজম করতে না পারাটাই হলো সমস্যা। আমার মতো আপার লেভেলের পেশাজীবীদের পদ-পদবীর উত্তাপও বিপ্লবী হওয়ার পথে বড় বাধা। কোন জাদুমন্ত্রের বলে যেন ছাত্রজীবন শেষ করার সাথে সাথে নানা রকমের ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে এক একজন এলিট বনে গেছেন। এলিট বনে যাওয়া খারাপ কিছু নয়। সমস্যা হলো এলিটিজমের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা করতে না পারা।

এক সময় জামায়াত-শিবিরের লোকদের ক্যারিয়ার ছিলো না। তখনকার নীতি ছিলো 'ক্যারিয়ার সেক্রিফাইস' করা। এখন তাদের নিজ নিজ মতো ঈর্ষণীয় এস্টাবলিশমেন্ট এবং ক্যারিয়ার হয়েছে। কিন্তু নাই সেক্রিফাইস করার মনমানসিকতা। সুযোগ পেলেই যিনি 'এই করা দরকার', 'সেই করা দরকার' বলে মুখে ফেনা তুলেন তাকেই যখন কিছু করার জন্য বলা হয় তখন তার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা তাকে পেছন দিকে টেনে ধরে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তখন তিনি নিজেকে অক্ষুন্ন রাখাটাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন! বিপ্লব তথা সিগনিফিকেন্ট কিছু করার জন্য এস্টাবলিশমেন্টের সহযোগিতা দরকার হলেও এ কথা সত্য, এস্টাবলিশমেন্টে মশগুল কাউকে দিয়ে র‍্যাডিক্যাল কিছু করা সম্ভব হয় না।

বেনিফিশিয়ারিদের দিয়ে কাজের কাজ কিছু হওয়ার নয়

এর পাশাপাশি জামায়াতের সংস্কার নিয়ে যারা উচ্চকণ্ঠ তাদের একটা অংশ পরোক্ষভাবে জামায়াতের কাছ হতে আর্থিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা উভয় দিক হতে বেনিফিশিয়ারি। জামায়াতের যারা বেনিফিশিয়ারি, তা যেভাবেই হোক না কেন, তারা কীভাবে জামায়াতের উপর সংস্কারের জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন? আমার বুঝে আসে না। সেজন্যই কোনো এক লেখায় লিখেছিলাম, জামায়াতের সংস্কারবাদীদের অবস্থা হলো বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনের আবদার কিংবা রাগ-গোস্বা করার মতো। ভাই জানে একটু কিছু দিলেই বোনটি আমার সুর সুর করে কান্না ভুলে সেবা-যত্ন শুরু করে দিবে।

ভোগবাদী মানসিকতা অন্যতম প্রধান সমস্যা

পেশাজীবী হিসাবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা বা ব্যবসায়ী হিসাবে টাকাপয়সা বানানো বা জামায়াতের হালুয়া-রুটি খাওয়া– ব্যাপার যাই হোক না কেন, এগুলোর চেয়ে বড় সমস্যা হলো সংস্কারবাদীদের প্রায় সবাই ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভোগবাদী। এই কনজিউমারিস্ট মেন্টালিটি একটা মারাত্মক সমস্যা। তারিক রমাদানের ভাষায় এরা হলেন 'হালাল ক্যাপিটালিজমের' একনিষ্ঠ অনুরক্ত ও অনুসারী।

সারাজীবন সেক্রিফাইসের কথা বলতে বলতে ইনারা বোধহয় হয় খুব বিরক্তি ও হতাশাবোধ করে থাকবেন। তাই কর্মজীবনে তাদের চালচলনে আর দশজন স্টাবলিশড লোক থেকে কোনো বিশেষ পার্থক্য নাই। অধীনস্তদের সাথে আচরণে ইনাদের অনেকের সম্পর্কেই খুব খারাপ কথা শুনতে পাই। টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারেও ইনাদের ট্র্যাক রেকর্ড খুব খারাপ। আদর্শ হলো ত্যাগের ব্যাপার। এমন লোকদের পক্ষে কখনো সাময়িকভাবে কোনো চমক দেখানো সম্ভব হলেও সত্যিকারের টেকসই সামাজিক মূলধারা সৃষ্টির কাজে তাদেরকে পাওয়া অসম্ভব।

আখেরী মন্তব্য

শুধুমাত্র এমন বোতলেই পানি ঢালা যায় যাতে সত্যি সত্যিই কিছু জায়গা খালি আছে। এমন মাটিতেই চারা জন্মাতে পারে যা পানি শোষণ করে কিছুটা ধরেও রাখতে পারে। যার সাথে সূর্যালোকের সম্পর্ক আছে। জেগে থাকা লোকদেরকে তো জাগানো সম্ভব নয়। তাই যারা জামায়াতে আছেন তারা শেষ পর্যন্ত জামায়াতেই থাকবেন, যেই পন্থী হিসাবেই থাকুন না কেন। দিন শেষে তারা জামায়াত।

আর হ্যাঁ, যত দমনপীড়নই চলুক না কেন, কোনো নিষেধাজ্ঞাই জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। যে কারণে জামায়াতের ভিতরে সাবস্ট্যানশিয়াল পরিবর্তন সম্ভব নয়। সেই একই কারণে জামায়াতের এনিহিলেশানও সম্ভব নয়। উপরে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তা হলো জামায়াতের কনস্টিটিউয়েনসি। না, এটি পলিটিক্যাল কনস্টিটিউয়েনসি নয়। এটি এ দেশের মাটি ও মানুষের ধর্মচেতনায় জামায়াতের মতো কিছুটা রক্ষণশীল ও কিছুটা উদার ইসলামী চিন্তার প্রতি আস্থা ও সমর্থন।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Mohammad Asraful Islam: You are not true! A huge number of people is ready to change themselves but main problem is the present situation. If I left Jamat-e-Islami just now the common people will be fraustated that I have left Jamat only for myself.

Mohammad Mozammel Hoque: 'now or never'- এমনটা মনে করি না। আবার 'only after when situation is settled'- এটাকেও সঠিক মনে করি না।

Mohammad Asraful Islam: একটা পরিবর্তন যে দরকার এটা মানুষ বুঝতে পেরেছে, এটাই বাস্তবতা ও সত্য। এখন সেই পরিবর্তনটা কীভাবে, সেটা নির্ভর করবে যারা পরিবর্তনে আগ্রহী তাদের যোগ্যতার মাপকাঠির ভিত্তিতে। জামায়াতের এক রুকন ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা যদি এতই বুঝে থাক তাহলে একটা নতুন দল বা কিছু করতে পারছ না কেন? আমি জবাবে বলেছিলাম, যারা পরিবর্তন চায় তারা ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের সকল শাখায় সমান পারদর্শী নয় যেমনটি ছিলেন মাওলানা মওদূদী (রহ) এবং সর্বোপরি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভারসম্যপূর্ণ না হওয়া। তবে এতটুকু বলতে পারি, যখন কোনো সমাজের একটি অংশ বুঝতে পারে পরিবর্তন দরকার, তাহলে সেটা অবশ্যই হবে। ভালো হোক বা মন্দ! আর আমরা পরিবর্তনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে মানসিকভাবে তৈরি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

Mohammad Mozammel Hoque: মন্তব্যটা পড়ে খুব ভালো লাগলো। 'তোমরা যদি এতই বুঝে থাক তাহলে একটা নতুন দল বা কিছু করতে পারছ না কেন?'– এই কথার

মাধ্যমে টিপিক্যাল জামায়াত মাইন্ডের একটা পরিচয় পাওয়া গেলো। মূলধারার সংগঠনবাদীরা জানে, সংস্কারবাদীরা আলটিমেটলি কিছু করতে পারবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো বটবৃক্ষ ব্যক্তিত্ব, যেমন ছিলেন মাওলানা মওদূদী, বর্তমানে এমনটা নাই। এটি সত্য। বর্তমান বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা সম্বলিত বিশ্ব বাস্তবতায় একশ বছর আগের তুলনায় অনুরূপ টাওয়ারিং ফিগারের অনুপস্থিতিতেও যৌথ উদ্যোগ ও নেতৃত্বে বিকেন্দ্র ও গুচ্ছ পদ্ধতির সংগঠন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। বরং এটি অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং এক অর্থে, সময়েরই দাবী।

Khandoker Zakaria Ahmed: "এই লেখা পড়ে সংগঠনবাদী কিংবা সংস্কারবাদীদের কেউ যে সংশোধন হবে, এমনটা আমি আশা করি না"– কথাটি মানতে পারছি না। যারাই পড়বে তারাই লাভবান হবে। আর আপনি যাদের কথা বলেছেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা খুব ভালো করে পড়বে এবং অনেক কিছুই এখান থেকে নিবে। যাই হোক, ব্যস্ততার কারণে সবগুলো কিস্তি পড়তে পারিনি, তবে প্রথম এবং শেষ কিস্তি পড়েছি।

প্রকৃত অর্থে জামায়াত সংস্কারের জন্য কোনো গ্রুপ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না। যাদেরকে সংস্কারবাদী বলছেন তাঁরা মূলত বঞ্চিত গ্রুপ (তবে ব্যতিক্রমও আছেন যারা সত্যিকারে পরিবর্তনের জন্য ভাবেন এবং এ লক্ষ্যে কাজও করেন, তাঁদের সংখ্যা নগন্য), অথবা বর্তমান অবস্থায় কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ। কথিত সংস্কারবাদীদের চিন্তাভাবনা জামায়াতের সাথে তেমন কোনো পাথর্ক্য নেই। যে ছকে (Dice) গড়ে উঠেছে সেই ছকের মধ্যে থেকে নতুন কোনো রূপ দেয়া বা করা সত্যিই দুরূহ কাজ।

যেটি আপনি বলে থাকেন, যারা সংস্কারের চেষ্টা করছেন তাঁরা জামায়াতে তথা জামায়াত ছকের মধ্যে থেকেই চেষ্টা করছেন। ফলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না এবং সম্ভবও নয়। আর যদি কিছু হয় সেটি আরেকটি জামায়াতই হবে। জামায়াত, সংস্কার বা সংস্কারবাদীদের নিয়ে বেশি লেখালেখি তাই কতটুকু যৌক্তিক? নতুন আইডিয়া চাই। আমরা চাই শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন– যার চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ রূপ হলো ইসলাম। যে আন্দোলন সমাজের সকলকে এড্রেস করবে। হাঁ, সমাজ পরিবর্তনের এ আন্দোলনের জন্য নতুন কোনো ধারণা বা পদ্ধতির লক্ষ্যে অতীত বা চলমানকে টানার দরকার হতেই পারে।

Mohammad Mozammel Hoque: একটিভ ভয়েসকে পেসিভ বা পেসিভ ভয়েসকে একটিভ হিসাবে বলার মতো নতুন প্রস্তাবনাকে পুরনোর সমালোচনা বা পুরনোর সমালোচনাকে নতুন প্রস্তাবনা হিসাবে বলা যায়। মোটের উপরে যথাসম্ভব প্রস্তাবনা হিসাবে হাজির থাকাটা বেটার।

তবে কোনোক্রমেই পুরনোর কোনো সমালোচনা-পর্যালোচনা না করে অনুরূপ বিষয়ে ভিন্ন ধরনের নতুন কিছু করা সম্ভব– এমন চিন্তা যথেষ্ট শ্রুতিমধুর ও নির্দোষ হলেও কাজে নেমে দেখছি, এহেন চিন্তা নিতান্তই ইউটোপিয়ান তথা অবাস্তব।

আসল ব্যাপার হলো সমালোচনা, প্রস্তাবনা, কাজ ও ঐকান্তিকতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

Mohakobi Ferdous: আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্ন,

১) আপনি কেন শুধুই জামায়াতকে নিয়ে এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন?

২) বাংলাদেশে কি জামায়াতের চেয়ে অন্য কোনো সংঘবদ্ধ ইসলামী দল নেই?

৩) মাওলানা মওদূদী বলেছেন, "আপনি জামায়াতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন অথবা অন্য কোনো ইসলামী দলের সাথে একমত হোন অথবা নিজে কোনো দল গড়ে তুলুন, কিন্তু কোনো অসংঘবদ্ধ জীবনযাপন করবেন না।" প্রশ্ন হলো, আপনি এর মধ্যে কোনটি করছেন?

সর্বশেষ তিরমিযী শরীফের সেই হাদিসটি বলতে চাই, রাসূলকে (দ) যে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার একটি হলো, সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করা।

Mohammad Mozammel Hoque: আপনার

১নং প্রশ্নের উত্তর: জামায়াতের সাথে আমার সম্পর্ক কী– তা ক্লিয়ার করা।

২নং প্রশ্নের উত্তর: রাজনৈতিক দিক থেকে জামায়াত অপরাপর ইসলামী দলগুলো থেকে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ হলেও রাজনীতির বাইরে নিছক ইসলামী দল হিসাবে তাবলীগ জামায়াতই সবচেয়ে বেশি সংঘবদ্ধ ।

৩নং প্রশ্নের উত্তর: আমি যা করতে চাই তা প্রচলিত অর্থে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দল বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে ভিন্ন ধারার। এটি বুঝতে হলে cscsbd.com এই সাইটে গিয়ে বিভিন্ন লেখা পড়তে হবে। ধন্যবাদ।

Abadul Haque Abad: চমৎকার বিশ্লেষণ!! লেখাটা যদিও বা সংস্কারবাদীদেরই বিরুদ্ধে। কিন্তু লেখার আদ্যোপান্ত ভালভাবে পড়লে মনে হয় দিন শেষে আপনিও সংস্কারবাদী।

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাঁ, আমিও দিন শেষে একজন সংস্কারবাদী বটে। তবে এটি কোনোক্রমেই 'জামায়াতের সংস্কার' নয়। বরং একে ইসলামী চিন্তার সংস্কার অর্থে বুঝতে হবে। ইসলামী চিন্তার সংস্কারের অর্থে সংস্কারবাদ একটা নতুন বিষয়। সংস্কার প্রচেষ্টা নতুন নয়, বর্তমান সময়ের উপযাগী সংস্কারের রূপরেখা মাত্রই গড়ে উঠছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন 'ইসলামী চিন্তার সংস্কার: বিচ্যুতি, প্রগতি, নাকি সময়ের দাবি? (পর্ব ৫)' (cscsbd.com/1375)।

www.facebook.com/notes/1290934914256974

১৫ মার্চ, ২০১৬

৪৫. নোট

চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসংগে কিছু প্রতিমন্তব্য

প্যারাডাইম কথাটা বিজ্ঞানের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে বেশি ব্যবহৃত হয়। মানুষ যে আবহে চিন্তা করে অর্থাৎ চিন্তার যে সামগ্রিক ধরন বা কাঠামোর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তি কাজকারবার করে সেই আবহ, মেজাজ, ধরন বা কাঠামোকে প্যারাডাইম অব থট বলা যায়। একে চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির আকার বা ভিত্তিমূল হিসাবে বলা যায়। অন্য কথায়, একে বিশ্বদৃষ্টি বা জীবনদৃষ্টিও বলা যায়। প্রতিটা মানুষেরই এক একটি প্যারাডাইম আছে। থাকতে বাধ্য।

মানুষের চিন্তায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। বিবর্তন ঘটে। চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির এই স্বতঃপরিবর্তন ও বিবর্তনের একটা পরিণত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনদৃষ্টি বা বিশ্বদৃষ্টি গড়ে উঠে। চিন্তাগত উন্নয়ন বা অধোগতি মানেই কিন্তু প্যারাডাইম শিফট না। মানুষের জীবনে প্যারাডাইম শিফট তাই কদাচিৎ ঘটে। প্যারাডাইম সম্পর্কে এটুকু বলার পর এই বিষয়ে নোট লেখার প্রসংগকে খোলাসা করা যাক।

প্যারাডাইম অব থট এবং ডেভেলপমেন্ট অব থটের পার্থক্য

কয়দিন আগে আমি ‘কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ শিরোনামে চার পর্বের একটা নোট ফেইসবুকে প্রকাশ করি। সেখানে আমি সংস্কারবাদীদের ছয়টা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করি যেগুলোর প্রত্যেকটিকে আমি ভুল মনে করি। তার মধ্যে তৃতীয় পয়েন্টটা ছিলো ‘মজহারপন্থা’। উক্ত নোটে গতকাল একজন বিজ্ঞ পাঠক কিছু মন্তব্য করেছেন। আমার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বৃহত্তর পরিসরে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য কথাগুলোকে উদ্ধৃত করে আমি কিছু কথা বলতে চাই। পাঠক বলেছেন,

> “কিছু মানুষ বনসাই গাছের মত বয়সে বাড়ে কিন্তু মানসিকভাবে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। জামায়াত-শিবিরের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকাংশ কর্মির তুলনা চলে বনসাই গাছের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আগায়, সামনে বাড়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায়... আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত। আপনার গোস্বা জামায়াতের উপর, সেটা করুন। কিন্তু সেখানে ফরহাদ সাহেবকে জড়িয়ে কুযুক্তি দেয়ার দরকার ছিল না। ফরহাদ মজহার একটা ‘নিজস্ব ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে’ এই লাইনেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়।”

ফ্যালাসি অব একজাম্পল বা উদাহরণের অনুপপত্তি নামে একটা ফ্যালাসি হতে পারে। এটি হলো সমধর্মী উদাহরণ দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাব্যতা। যেমন এখানে বনসাই গাছের কথা বলা হয়েছে। যে গাছ বাড়ে না তাকে বনসাই বলে। ‘বাড়ে’

বলতে কতটুকু বাড়ার কথা বুঝানো হয়? নিশ্চয়ই ওই গাছটা নরমালি যতটুকু বাড়ার কথা ততটুকুকে বুঝানো হয়। 'বাড়ে' শব্দটাকে তাই আক্ষরিকভাবে বুঝার সুযোগ নাই। না হলে তো এক একটা গাছ আকাশকেও ছাড়িয়ে যেতো। ক্রমাগত বাড়তেই থাকতো!

গাছের বৃদ্ধির সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের তুলনা করা যায়। বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশন যদি নির্দিষ্ট একটা প্যারাডাইম অব থটকে বেছে নেয়া এবং সেটির মধ্যে থেকে ক্রমাগত নিজেকে এডাপ্ট অর্থাৎ ডেভেলপ করা বুঝায় তাহলে তা সমর্থনযোগ্য। সঠিক। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশন মানে যদি হয় 'আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত' তাহলে তো এটি ভারি বিপদের কথা। কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষই জীবনভর বারে বারে প্যারাডাইম চেঞ্জ করে না। এটি অবাস্তব।

মানুষ আজীবন নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করবে, যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ ও বাস্তবানুগ করার চেষ্টা করবে। এটি স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে নিজের চিন্তার ছক বা ধরন, যাকে আমি প্যারাডাইম বলছি, তা বদল করবে বা করে– এমন নয়। এহেন দাবি অবাস্তব। প্যারাডাইম অব থট এবং ডেভেলপমেন্ট অব থটের পার্থক্য না বুঝার কারণে কারো মধ্যে কোনো বিষয়ে এ ধরনের বিভ্রান্তি হতে পারে।

ফরহাদ মজহারের প্যারাডাইম অব থট কী?

আমার নোটের সম্মানিত পাঠকই তার মন্তব্যে ফরহাদ মজহারের প্যারাডাইম অব থট, সংক্ষেপে প্যারাডাইম, সম্পর্কে বলেছেন,

> "তিনি সব সময়ই লাউডলি এন্ড ক্লিয়ারলি বলেছেন তিনি মার্কসিস্ট, সেটা তো তিনি গোপন রাখেননি।"

আমিও তো তাই বলি। যা আমার সংশ্লিষ্ট নোটে উল্লেখ করেছি। অতএব, ফরহাদ মজহারের চিন্তাধারা ক্লিয়ার নয়– এমন উদ্ভট দাবি আমি কেন, কেউ করার কথা নয়। ফরহাদ মজহার যে মার্ক্সবাদের প্রিজম দিয়ে সবকিছুকে দেখেন অথবা নিজের মনের প্রিজম দিয়ে মার্ক্সবাদ ও সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে রঙিন করে চিত্রিত করেন, দেখে থাকেন, তা স্পষ্ট।

আমার আপত্তি ফরহাদ মজহারের কোনো কিছু নিয়ে নয়। বরং জামায়াতের সংগঠনবাদী ও সংস্কারবাদী উভয় ধারার লোকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'মজহার-তত্ত্ব' না বুঝা সত্ত্বেও উনাকে 'নিজেদের' লোক হিসাবে 'আপন' মনে করাই আমার আপত্তির জায়গা। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাদের এই অবুঝ মনোভাব আমার কাছে তাদের অবস্থানের দিক হতে স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে। আমি প্রমাণ দেখিয়েছি, ভেটেরান জামায়াত কিন্তু মজহারের সাথে যোগাযোগ রাখেন এমন লোকেরা নিছক কৌশলগত রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে গিয়ে তার ভাবাদর্শকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রমোট করেন। এমনকি কিছু কিছু সাপোর্টও করেন। জামায়াত করেন এমন লোকদের যারা উনাকে 'ফরহাদ ভাই' সম্বোধন করেন তাদের অনেকেরই বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতা ও হীনমন্যতাবোধ প্রকট। এমন নয় যে, উনারা কম মেধাবী। আসলে বুদ্ধিবৃত্তি তো স্বাধীন ও নিয়মিত চর্চার বিষয়। তাই না?

আর কেউ যদি বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ ও দলের প্যারাডাইমগত ভিন্নতার বিষয়টাকে অস্বীকার করেন কিংবা ইসলাম ও মার্কসিজমের প্যারাডাইমগত মৌলিক পার্থক্যের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন, তাহলে আমার আর কিছু বলার নাই। কেননা, কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, তোমরা যখন জাহেলদের মুখোমুখি হবে তখন 'সালাম' বলে এড়িয়ে যাবে।

কাউন্টার প্যারাডাইমের সাথে ইন্টারেকশান

উক্ত সম্মানিত পাঠক বলেছেন,

> "আপনি কি এ রকম একটা উল্টো জার্নি করতে পারতেন? Can you reach out to your ideological opponent for greater interest?"

এই মন্তব্যটা তিনি কী বুঝে করেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। মনে হয় তিনি বিকল্প প্যারাডাইমের অনুসারীদের সাথে ইন্টেলেকচুয়্যাল ইন্টারেকশানকে দিনে-রাতে প্যারাডাইম পরিবর্তনের অবাস্তবতার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথবা, আমার প্যারাডাইম সম্পর্কে উনার অস্পষ্টতা রয়েছে। বিষয়টা অতীব বিস্ময়কর! কারণ, আমার meta reality বলুন, absolute ideology বলুন, ontology বলুন বা epistemology বলুন, তা হলো ইসলাম। যদি তাই হয়, তাহলে আমার 'উল্টো জার্নি' থাকবে কেন? বুঝতে পারছি না।

সংশ্লিষ্ট সম্মানিত পাঠকের মতে,

> "ফরহাদ মজহারের অনন্ত (সম্ভবত এটি বানান ভুল। তারমানে 'অনন্ত' না হয়ে এটি 'অন্তত' হবে) এমন একটা কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ আছে। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, কৃষিবিদ, ভাববাদী এবং এক্টিভিস্ট।"

ফরহাদ মজহারের 'কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ' থাকায় অসুবিধা না থাকলে আমার বা যে কারো তার নিজের মতো করে 'কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ' থাকলে বা তা কেউ নিজের মতো করে তৈরি ও ব্যাখ্যা করলে সমস্যা কী?

হ্যাঁ, আমার 'কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ' হচ্ছে ইসলাম। যেমন করে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, '... যে আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে', আমি তেমনই একজন। ফরহাদ মজহারের সহজিয়া-সাম্যবাদী 'কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ'কে যে কেউ সমর্থন করতে পারে। আমি 'ইসলাম বহির্ভূত অপরাপর দ্বীন বা জীবনাদর্শের' মধ্যে একে গণ্য করি। অতএব বিরোধিতা করি।

ইসলাম থেকে ভিন্ন যে কোনো কিছুকে স্পষ্টতই বিরোধিতা করা আমার ইসলাম চেতনার দাবি। প্রায়োগিক সকল বিষয়ে ইসলাম কমবেশি সহনীয় মনোভাবের (inclusive) হলেও আকীদাগত (philosophical) দিক থেকে এটি হ্যাঁ/না ধরনের বাইনারিতে বিশ্বাসী।

ফরহাদ মজহারের সহজিয়া-সাম্যবাদ কোনো সাময়িক রাজনৈতিক কৌশলের বিষয় নয়। ইসলামের দিক থেকে এটি অন্যতম বাতিল জীবনদৃষ্টি বা মতবাদ। ইসলামপন্থী সরলমনা

লোকজনেরা এই দিকটা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। একজন ইসলামপন্থী হিসাবে এটি স্বভাবতই আমার কাছে উৎকণ্ঠার বিষয়। ইসলামপন্থার সাথে এ দেশে বামপন্থার অসম যুদ্ধকে তিনি বামপন্থার পক্ষে পুনর্বিন্যাস করতে চান। আমি এর প্রতিবাদ করি। ইসলামপন্থীদেরকে সতর্ক করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমার মজহার বিরোধিতাকে একজন 'মজহার ফোবিয়া' বলেছেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের উক্ত প্রাক্তন কেন্দ্রিয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য যেভাবে ফরহাদ মজহারের পেছনে হাঁটাহাঁটি করেন তাকে কেউ 'মজহার ম্যানিয়া'ও বলতে পারে। মজহার আমার কনসার্ন নন, আমার কনসার্ন হলো ইসলামপন্থীদের মধ্যকার অবুঝদের আত্মপ্রতারণা ও অন্তর্বিরোধকে দৃশ্যমান করা। যার মন্তব্যের সূত্রে এই দীর্ঘ প্রতিমন্তব্য সেই পাঠকের সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের এই অংশের সাথে আমি শতভাগ একমত:

> "ইসলামপন্থীরা যদি রাজনীতির ডিগবাজিতে তার কাছে যায় তাহলে তার সমস্যা কি? তার উপর, এটা তো ফরহাদ মজহারের ক্রেডিট যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার হয়েও ইসলামপন্থিদের কাছে পৌঁছুতে পেরেছেন।"

ফরহাদ মজহার তার চিন্তা ও কাজে মোর কনসিসটেন্ট। ফরহাদ মজহারের কোনো 'উল্টো জার্নি' নাই। কেউ কেউ মনে করছেন, যেমন আলোচ্য পাঠক মন্তব্যের এক পর্যায়ে বলছেন,

> "তিনি এখন ইসলামপন্থিদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেছেন, বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা দেখেছি এর ফলে তার চিন্তায় ইসলামপন্থীদের ওসওয়াসাও পড়েছে। হয়ত তার জীবনে এই অংশের বুঝটাই মিসিং ছিল।"

মজহারকে যারা সঠিকভাবে পাঠ করতে পারেন নাই, যারা চিন্তাধারা বা প্যারাডাইমকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, আমার দৃষ্টিতে, কেবলমাত্র তারাই এমন গ্রস মন্তব্য করতে পারে। তিনি 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...' শিরোনামের আর্টিকেল লেখার পরও, বারে বারে নিজেকে মার্কসিস্ট দাবি করার পরও, জামায়াত-শিবিরের অনেকেই কেন তার মধ্যে (ইসলামের দিক হতে ইতিবাচক) 'পরিবর্তন' দেখে, তা আমার বুঝে আসে না।

এ দেশীয় বামপন্থায় র‍্যাডিকেল রিফর্মিস্ট এবং এ কারণে নিজ পেরিফেরি হতে 'সমাজচ্যুত' ফরহাদ মজহার তার 'গণতান্ত্রিক রূপান্তরের' ফর্মুলা অনুসারে ইসলামপন্থীদেরকে ব্যবহার করতে চান। আকীদাগত যে ইসলাম, যাতে শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার টেক্সটচুয়্যাল ব্যাপারটাকে কোনো মতেই, বিন্দুমাত্রও, কম্প্রোমাইজ করা যায় না, সম্ভব নয়– সেই ইসলামে উনার কোনো আগ্রহ নাই। থাকার কারণও নাই। উনার লেখা পড়ে বা কথাবার্তা শুনে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে।

হ্যাঁ, স্বীকার করি, ফরহাদ মজহারের 'জার্নি' আছে। তবে সেটি স্বীয় মতের নির্মাণ নয়। বরং তা হলো বাস্তবায়নের, পদ্ধতি নির্ণয়ের ও সম্পর্ক-বলয় সৃষ্টির জার্নি। 'সহজিয়া-সাম্যবাদের' বড়ি কতো সফিসটিকেটেড উপায়ে গিলানো যায় সেই পদ্ধতি বের করার জার্নি ব্যতিরেকে মজহারের মধ্যে আর কোনো জার্নি তো দেখি না।

ফরহাদ মজহার কি দার্শনিক?

হ্যাঁ, ফরহাদ মজহার একজন দার্শনিক বটে। অন্তত কন্টিনেন্টাল ফিলোসফার দেরিদা'র সাহাবীতুল্য দার্শনিক তিনি। তাঁর 'দার্শনিক বিরাটত্ব' প্রমাণের জন্য তিনি দেরিদা'র সাথে কথা বলেছেন, তাঁর অনুসারীদেরকে গদগদ হয়ে এমন আবেগপ্রবণ কথা বলতে শুনেছি। যা হোক, আমার সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন আলোচনায় এসেছেন এমন সবাই এটি জানেন ও মানেন যে, আমার দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই এক একজন স্বভাবগত দার্শনিক।

Whenever a person takes any decision, he/she makes a choice. Whenever someone claims something, he or she must give at least one argument for it. Among alternatives, making a choice or to put any argument, no matter for or against, is nothing but to do philosophy.

এই দৃষ্টিতে দর্শনের কলাপসকে যারা ক্লেইম করেন তারা আদতে দর্শনই চর্চা করেন। সবাই যখন দার্শনিক, নিঃসন্দেহে সুলেখক, কবি, কৃষিবিদ, এনজিওবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লালনভক্ত ফরহাদ মজহারও একজন দার্শনিক। তুলনামূলকভাবে খানিকটা উঁচু মানের দার্শনিক।

তিনি তাঁর পাঠচক্রে দর্শন নিয়ে কাজ করেন। মহাদেশীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে তিনি প্রায়শই এনগেজ হোন। তা হলো phenomenology। ফেনোমেনোলজি হলো দার্শনিক উত্তরাধুনিকতাবাদের একটা প্রকরণ। দার্শনিক উত্তরাধুনিকতাবাদের মূলকথা হলো– চিরন্তন সত্য বলে কিছু নাই। সব সত্যই নির্মিত সত্য। সব বাস্তবতাই লোকাল। গ্লোবাল রিয়েলিটি বলে কিছু নাই। দার্শনিক উত্তরাধুনিকতার সাথে সাংস্কৃতিক উত্তরাধুনিকতাবাদের পার্থক্যকে স্মরণে রাখতে হবে। যা হোক, ফেনোমেনোলজি কন্টিনেন্টাল ফিলোসফিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যারা ফিলোসফি পড়েন নাই, তারা না জানলেও দর্শনের যে কোনো ছাত্রই জানে, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ কনটেমপরেরি টপিক অন্তত কয়েক ডজন আছে।

যারা ফিলোসফির কিছু বুঝে না, তারা এক লাফে কীভাবে ফেনোমেনোলজি বুঝা শুরু করে দ্যায়, তা আমার কাণ্ডজ্ঞানে ধরে না। তিনি কান্ট ও হেগেল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। এর কারণ স্পষ্ট। যে কেউ মার্ক্সবাদ পাঠ করতে গেলে কান টানলে মাথা আসার মতো মার্ক্সের সরাসরি শিক্ষক ফ্রেডারিক হেগেলের প্রসঙ্গ আসবেই। কারণ, মার্ক্সের একটা পরিচিতি হচ্ছে তিনি 'হেগেলিয় বাম' ধারার অনুসারী। বলা বাহুল্য, ইমানুয়েল কান্ট হলেন হেগেলের পূর্বসূরী। এক অর্থে, হেগেলের দর্শন হচ্ছে কান্টের পর্যালোচনা।

ফরহাদ মজহারের সাথে আমি সমকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে এনগেজ হতে চেয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে উনার বিশ্বাস ব্যবস্থা সংক্রান্ত নোটের প্রথম দিকে আমি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেছিলাম। তিনি এড়িয়ে গেছেন।

যা হোক, বিজ্ঞ মন্তব্যকারীর *“দর্শন তো অনেকেই পড়ে, আপনি তো পড়ানও; কিন্তু সবাই কি দার্শনিক হয়?”* – এ কথার তাৎপর্য কী হতে পারে তা ভেবে উপরের এই কথাগুলো বলা। বুঝতে পারছি না, ‘সবাই কি দার্শনিক হয়’ বলতে উনি আসলে কী বুঝাতে চেয়েছেন। হয়তো বলতে চেয়েছেন, আপনি দর্শন পড়ালেও দার্শনিক হতে পারেন নাই। কথাটা ঘুরিয়ে বললে, ফরহাদ মজহার দর্শনের শিক্ষক না হলেও দার্শনিক বটে।

এটি ঠিক যে, যাদের তত্ত্ব ও বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হয়, আমি তেমন কেউ নই। ফরহাদ মজহারও কি তেমন কেউ? অবশ্য যে দেশে আরজ আলী মাতুব্বরের ‘লোক বুদ্ধিবৃত্তি’ (folk intellectuality) নির্ভর পপুলার রাইটআপসকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হয়, সে দেশে এক সময় মজহার তত্ত্বও কোনো না কোনোখানে পড়ানো হবে, এমনটা ভাবতে অসুবিধা নাই।

কাকে ডিফেন্ড করা, কাকে অফেন্ড করা, কার কতোটুকু দায় কিংবা অক্ষমতা

আলোচ্য মন্তব্যকারী সুহৃদ এক পর্যায়ে বলছেন,

> “ফরহাদ মজহারকে ডিফেন্ড করার কোন খায়েশ আমার নাই, কিন্তু কেউ নিজের অক্ষমতার জন্য অন্যকে অফেন্ড করলে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা নৈতিক দায়।”

আমার মূল নোটের একটা পয়েন্ট ছিলো ফরহাদ মজহার তাঁর লেখা ও কথাবার্তায় এক ধরনের মাল্টি-লেয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করেন। প্রতিটা লেখায় তিনি নানা রকমের কথাবার্তার একটা ধোঁয়াশা তৈরি করেন। কয়েকটা দৃশ্যত নির্দোষ কথার ফাঁকে উনার ককটেল মতবাদ সহজিয়া-সাম্যবাদের দাওয়াই সেট করে দেন। এ ধরনের কাজ-কারবার বুদ্ধিবৃত্তিক অসততাও বটে। যারা সবসময় ‘তর্ক’ তুলে বাৎচিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাদের কাছে এ ধরনের নেতিবাচক পদ্ধতি মুখরোচক হতে পারে। আমার বুঝজ্ঞান মোতাবেক, ইসলাম অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি বিষয়গুলোকে তো বটেই, সব নৈমত্তিক কথাবার্তাকেও যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বলতে বলে।

তাই ফরহাদ মজহারকে অফেন্ড বা ডিফেন্ড করার কোনো ইচ্ছা আমার কখনো ছিলো না, এখনও নাই। ভবিষ্যতেও হবে না। উনার অবস্থানটা আমার কাছে ক্লিয়ার। আর আমার অবস্থানও উনার কাছে ক্লিয়ার না থাকার কথা নয়। উনার সাথে সরাসরি কথা না বললেও উনার ‘খলিফাদের’ শীর্ষস্থানীয়দের সাথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। সেসবের অডিও রেকর্ডও আমার কাছে আছে।

হ্যাঁ, উনাদের কাছ হতে আমি অনেক কিছু শিখেছি। যার অন্যতম হলো বেহাত বিপ্লব, ইতিহাসের শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বস্তুবাদী মনমানসিকতার গভীরতা, বিস্তৃতি ও বহিঃপ্রকাশ। যার কিছু অংশ আমার নোটে ‘কাকের বাসায় কোকিলের ডিম’ শিরোনামে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি।

কোনো অনুষ্ঠানে বা ওয়ান-টু-ওয়ান কথা বলার জন্য মজহারের কাছে আমার কখনো যাওয়া হয় নাই। তারমানে এই নয় যে, বাংলাদেশে মজহার একজনই আছেন। ফরহাদ মজহার একটা ধারা। অনুরূপ লেভেলের ও ব্র্যান্ডের লোক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। আমার ড্রয়িং রুম, স্টাডিজ সেন্টার ও লাইব্রেরিতে এখনও শুঁকলে উনাদের কারো কারো সিগারেটের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। আমি ইন্টারেকশানের বিরোধী নই। বরং নিয়মিত চর্চাকারী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন কিংবা আছেন এমন ফুল, সেমি ও কোয়ার্টার মজহারীদের সবার সাথেই আমার খায়-খাতির ছিলো এবং আছে। আমার এই ধরনের যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্য হলো, কী বিশ্বাস নিয়ে তারা তাড়িত, তা উপলব্ধি করা। তাদের যুক্তিগুলো শোনা।

বামপন্থীদের মধ্যে যারা মজহার বিরোধী, আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে যাদের কাউকে কাউকে আমি 'ঈমানদার কম্যুনিস্ট' হিসাবে কখনো কখনো ঠাট্টা করে সম্বোধন করি, তাদের সাথে আমার নিয়মিত কথাবার্তা হয়। যারা আমার সমবয়সী বা বয়োজেষ্ঠ তাদের সাথে এমন ইন্টারেকশান বেশি হয়। সলিমুল্লাহ খানের সাথে কখনো কখনো সেমিনার ইত্যাদিতে সারাদিন ছিলাম। সময় ও সুযোগ মতো তাদের সাথে মেলামেশা করার চেষ্টা করেছি। ফুল নাস্তিক, সেমি নাস্তিক বা ছুপা নাস্তিকদের পালস ও বুদ্ধিবৃত্তির দৌড় কতটুকু তা বুঝার চেষ্টা করেছি। সব সময় দেখেছি, তারা সমালোচনায় যতটা উস্তাদ, করণীয় বিষয়ে ও ইতিবাচক তত্ত্ব প্রস্তাবনায় ততটাই পলায়নপর, অনিচ্ছুক ও ইনকনসিসটেন্ট। কিছু যদি নিতান্তই বলতে হয়, তা ওই যে বললাম, মাল্টি-লেয়ারে ও পর্যাপ্ত ভ্যাগনেসসহ বলে। ওসবে আমার আর অতটা ইন্টারেস্ট নাই।

সারারাত রামায়ন পড়ে সকালে বলে, সীতা কার বাপ?

আমার 'মজহারপন্থার' সমালোচনা করে বিজ্ঞ পাঠক এমনও মন্তব্য করেছেন,

> "যেই প্রিজম দিয়ে সমাজ দেখেন সেইটা তো সামগ্রিক না, ভাই। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় অর্থনীতি, কালচার, সাহিত্য, ইতিহাস, কনফ্লিক্টিং আদর্শের কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ এবং সমাধান পেশ করতে না পারলে শুধু ধর্মতত্ত্বের সিংগেল প্রিজম দিয়ে সমসাময়িক মানব, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান হয় না।"

এ যেন সারারাত রামায়ন পড়ে সকাল বেলায় 'সীতা কার বাপ' প্রশ্ন করা! আশ্চর্য! আমি উক্ত পাঠকের অন্য একটা মন্তব্য পড়ে ভাবছিলাম, তিনি আমার লেখালেখির সাথে পরিচিত। দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।

আমি তো ইসলামের ধর্মবাদী ব্যাখ্যাকে ভুল মনে করি। আবার ইসলামকে জামায়াতের মতো রাজনীতির লক্ষ্যে পরিচালিত ধর্ম মনে করি না। ধর্ম ও রাজনীতির অভিন্নতা কিংবা পারস্পরিক বিরোধিতার দাবিকে সমভাবে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি বলে মনে করি। আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ইসলাম এমন একটা ব্রড বাউন্ডারি, যার মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের সব

দিক সম্পর্কে মৌলিক নীতিগত নির্দেশনা। ধর্মও তার একটি। যদিও ধর্মীয় বিষয়গুলোতে ইসলাম অধিকতর সুনির্দিষ্ট, কাঠামোগত ও প্রায়োগিক নির্দেশনা প্রদান করে।

তাই, সবকিছুকে আমি ধর্মতত্ত্বের প্রিজম দিয়ে দেখি– এটি সঠিক নয়। অন্য সবার মতোই আমার বিশেষ এক বিশ্বদৃষ্টি বা প্যারাডাইম আছে। তাকে যদি প্রিজম বলা হয় তাহলে বলতে হয়, হ্যাঁ, অবশ্যই সবকিছুকে আমি তাওহীদের প্রিজম দিয়ে দেখি। অতএব, বলুন, প্রিজম ছাড়া কে দেখে, কী দেখে? দেখাদেখির বিষয়টা তো চোখ দিয়েই ঘটে, অথবা মন দিয়ে। আচ্ছা, জ্ঞানগত দেখাদেখি না হয় জ্ঞানের আধার হিসাবে মন দিয়েই ঘটে। তো এই চোখ বা মন, যা দিয়ে আমরা দেখি, তা কার? কেন সেটি তেমনই দেখায়? যা দেখা যায়, তা কি সবসময় তা-ই? আমরা কার চোখ দিয়ে দেখি? কার মন দিয়ে ভাবি? প্রত্যেকেরটা তো প্রত্যেকেরই। নাকি? আমাদের চোখ বা মন কি এক একটা প্রিজম-সদৃশ নয়? তা যদি না হয়, তাহলে একই জগতের এতো ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও জ্ঞান কেন?

সমস্যা হলো, ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের। কিছু মাজারকেন্দ্রিক ভ্রান্ত মতানুসারী ছাড়া বৃহত্তর পরিসরে মুসলমানদের ইসলামী আকীদা সহী হলেও কীভাবে সমকালীন বাস্তবতায় ইসলামকে কায়েম করতে হবে, ইসলাম কায়েম বলতে আসলে কী বুঝায়, এর ধাপগুলো কী হবে এবং কীভাবে সেগুলো পার হওয়া যাবে– এসব নিয়ে এমনকি পরিচিত ইসলামী আন্দোলনপন্থীদের মধ্যেও মৌলিক তত্ত্বগত গলদ রয়েছে। এতো গেলো ভিতর দিক থেকে সমস্যা।

ইসলামের বাহির থেকে যারা ইসলামিস্টদের পর্যবেক্ষণ করেন ও নানা মতলবে তাদেরকে ব্যবহার করতে চান অথবা ইসলামপন্থীদেরকে যে কোনো প্রকারে ঠেকাতে চান, তারা এ নিয়ে দুই ধরনের সমস্যার মধ্যে আছে-

(১) হিস্টোরিক্যাল এনালাইসিস নির্ভরতার পরিবর্তে থিমেটিক এপ্রোচে অর্থাৎ ভিতর দিক থেকে জীবনাদর্শ হিসাবে বুঝার সমস্যা। এবং

(২) ইসলামপন্থীরা কী করতে চায় তা উপলব্ধি করার সমস্যা। অবশ্য, এই দ্বিতীয় সমস্যাটা, এক অর্থে, কমন প্রবলেম। বোথ ইসলামপন্থী, সুযোগসন্ধানী ও বিরোধী পক্ষের।

যে কারণে অর্থাৎ ইসলামকে মূলত ধর্ম মনে করার কারণে আমি ইসলামপন্থীদের সবসময় সমালোচনা করি, আমার উপরে সেটিই বিজ্ঞ মন্তব্যকারী আরোপ করেছেন। উনার বিশেষ প্রিজমের আলোকে উনি এমনটা দেখছেন। এ ছাড়া এ ধরনের উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা কেন তা বুঝতে পারছি না।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে জামায়াত হলো একটা ট্যাবু

বিজ্ঞ মন্তব্যকারীর ভাষাটা দেখুন। তিনি বলছেন,

> “আপনি কিছু জামায়াতী ওনা-পানা করলেন যেটা খুব ভাল ঠেকেনি। কিশোরসুলভ হয়ে গেল মনে হয়েছে।”

আমার এলাকায় আমি এক সময়ে শিবিরের নেতা ছিলাম। কর্মজীবনের বৃহদাংশে সেখানকার জামায়াত নেতা ছিলাম। এখন আমি জামায়াত-শিবিরকে ডিজওন করে নিজের মতো কাজ করছি। জামায়াতের সমালোচনা করে আমি ২০১০ সাল হতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা লিখেছি, তা সংকলন করলে কয়েকশত পৃষ্ঠার একটা গ্রন্থ হবে। এমন একটা গ্রন্থ প্রকাশের চিন্তাভাবনাও আমি করছি।

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় আগামী দিনের উপযোগী ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা, কর্মপদ্ধতি ও তাত্ত্বিক ভিত্তি কেমন হওয়া উচিত, সেসব নিয়ে আমার লেখাগুলোর সংকলন করা হলে তাও কয়েকশত পৃষ্ঠার আরেকটা গ্রন্থ হবে। দলনিরপেক্ষ সমমনাদের নিয়ে আমার এ কর্মপ্রয়াসকে যাতে জামায়াতের সংস্কার প্রচেষ্টা মনে করা না হয় তার জন্য আমি দীর্ঘ নোট লিখেছি। অথচ একে সম্মানিত মন্তব্যকারী ‘জামায়াতী ওনা-পানা’ হিসাবে বিবেচনা করলেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। কারণ,

জামায়াত হলো বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে (public intellectual sphere) একটা নিষিদ্ধ বিষয় বা ট্যাবু।

জামায়াত প্রসংগে লিখবেন? কিছু বলবেন? আপনাকে সর্বাংশে জামায়াতের বিরোধিতাই করতে হবে। একে সদাসর্বদা ভিলেন হিসাবে দেখাতে হবে। কোনোক্রমেই জামায়াতের পক্ষে যায় এমন কোনো কথা বলতে পারবেন না।

বললে, আপনি নিঃসন্দেহে জামায়াত, অন্ততপক্ষে ছুপা জামায়াত।

যদ্দুর জানি, তাবৎ জামায়তা বিরোধীরা আমাকে জামায়াত হিসাবেই বিবেচনা করে। কারণ আমি জামায়াতের ইতিবাচক দিকগুলোকেও আমার বিভিন্ন লেখায় স্ট্রংলি এক্সপোজ করেছি। ‘কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ শীর্ষক নোটের শেষের দিকে আমি এ দেশে জামায়াতের লেজিটেমিসির দিকটার ওপর এ সংক্রান্ত মন্তব্য করেছি।

শুধু আমি কেন, অপরাপর বামপন্থীদের দৃষ্টিতে স্বয়ং ফরহাদ মজহারও পতিত-বামপন্থী ও নব্য-জামায়াত। ওই যে, জামায়াত ট্যাবু! জামায়াতকে যে ধুয়েমুছে দেবে না, সে আদতে জামায়াতই!

এক দৃষ্টিতে অনেক ব্যর্থতার মাঝে এটি জামায়াতেরই গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বৈকি (?)। কেননা, যারাই ইসলামের সামাজিক ও বৃহত্তর প্রয়োগযোগ্যতার কথা বলেছে তারা সবাই ‘প্রগতিশীলদের’ দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো পর্যায়ের জামায়াত হিসাবে ট্যাগড হচ্ছেন।

নোট না পড়েই দীর্ঘ আক্রমণাত্মক বক্তব্য

আলোচ্য 'সহৃদয়' পাঠক শেষ পর্যন্ত নিজের মন্তব্যে নিজেই প্রমাণ করলেন, তিনি আমার নোটটা ভালো করে পড়েন নাই। পড়লে উনি *"আপনার যদি ফরহাদ সাহেবের কোন মতামতের বা দর্শনের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা, পর্যালোচনা থাকে তাহলে জানালে উপকৃত হতাম"*– এমন মন্তব্য করতেন না।

'কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই' শীর্ষক নোটের প্রথম পর্বে উক্ত পাঠক মন্তব্য করেছেন,

> "...এগুলো সমস্যার 'কি' নিয়ে আলোচনা, কিন্তু 'কেন'র কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আপনার আগের লেখাগুলোরই পুনরাবৃত্তি দেখলাম।"

তাতে মনে হয়েছিল, তিনি আমার লেখালেখির সাথে পরিচিত। অথচ আমি যে প্রথম থেকেই ফরহাদ মজহারের সাথে কোনো প্রকার বাহাসে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক তা কীভাবে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো?

মজহারপন্থা নিয়ে আমার উক্ত নোট লেখার কারণ হলো জামায়াতের লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক হীনমন্যতাবোধকে উন্মোচিত করা এবং উনার সাথে যারা আমাকে বসাতে চান তাদের কাছে ফরহাদ মজহার ও আমার বেসিক লাইন অব থট বা প্যারাডাইমগত ভিন্নতার বিষয়টা ক্লিয়ার করা। জামায়াতের এই মজহারভক্ত সংস্কারবাদীরা আমাকে বারম্বার অনুরোধ করে বাধ্য করেছেন উনার লন্ডন বক্তৃতার ওপর কিছু পর্যালোচনামূলক লেখা লিখতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি নিম্নোক্ত চারটি বড় প্রবন্ধ লিখেছি–

(১) 'ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর' (cscsbd.com/890),

(২) 'ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা বনাম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' (cscsbd.com/918),

(৩) 'সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?' (cscsbd.com/960) ও

(৪) 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার' (cscsbd.com/951)

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার ধারণায় উক্ত জামায়াত ঘরানার মজহার ভক্তবৃন্দ এগুলোর কোনোটাই ভালোমতো পড়েন নাই।

দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য মন্তব্যকারীও এই লিংকগুলোতে ভিজিট করেন নাই। অথবা, মজহার ভক্তকূলের মতো একটু নজর বুলিয়েই 'কারজাভীর ইসলাম এমন', 'মওদূদীর ইসলাম তেমন' ধরনের গ্রস মন্তব্য করছেন।

আগে পড়ুন। বিশেষ করে প্রথম তিনটি লেখা মৌলিক। ভালো করে পড়ুন। এরপর মন্তব্য করুন।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Farid A Reza: My dear respected brother, what do you want from your reader? You will seldom get a serious reader. We are happy with lip-service (written or verbal) and look for and happy with like-tick.

Anwar Mohammad: দর্শন নিয়ে লেখাগুলো পড়ব সময় করে। সংক্ষেপে যেটা বলার, আপনি জামায়াত করেন না বললেও, জামায়াতের সংস্কারবাদী নন ঘোষণা দিলেও দিনশেষে আপনি জামায়াত নিয়ে ব্যাপক টেনশনে আছেন। জামায়াতের লোকদের মজহারী দর্শনে 'দর্শিত' হওয়া থেকে তাঁদেরকে উদ্ধার করতে কলম চালাইছেন, আদতে এটা জামায়াতেরই খেদমত। কারণ দিনশেষে জামায়াতীরা বলবে, ওহ! জামায়াতের বয়ানই ঠিক বা মন্দের ভাল।

সংস্কারপন্থী নন বলে আবার যখন সংস্কারপন্থীদের ক্রিটিক করেন তখন এটা বলা লাগে না যে আপনি আদতে সংস্কার চান, তবে সেটা আপনার মত করে। আর সেটা হবে না বা হয়নি দেখে আপনি হতাশ। এটা ঠিক আছে। তাহলে দিন শেষে ফলাফল কী? "দিস ইজ দ্যা ফ্যালাসি অফ মওদুদী স্কুল অফ থট– আমি নাই আবার আমি আছি।"

আমি আজ পর্যন্ত মওদুদিয়াতী কাউকে পেলাম না হু কুড গো বিয়ন্ড হিম। হোয়াট এ ফ্যালাসি! এ মেন হু অলওয়েজ ক্রিটিসাইজড আদার্স টু ক্রিয়েট হিজ ওউন ডিসকোর্স, সেখানে তার তথাকথিত অনুসারীরা তাকে ক্রিটিক করতে পারে না বা চিন্তাও করে না।

মজহার বিষয়ক আলাপ শেষ করি। মজহারকে কেন তার সাবেক বর্তমান বামাতী সতীর্থরা 'জামায়াতি' বলে, এর উত্তর অন্তত আপনার খোঁজা দরকার ছিল। হোয়াই হি ডাজ নট বিলং টু এনি ওয়ান বা এনি গ্রুপ বাট হিম? এর উত্তরে 'জামায়াত ট্যাবু' ব্যাখ্যা অন্তত এইক্ষেত্রে স্থুল। তবে সোশ্যাল আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ইনফরমালি এটা চলে, যেমন চলে 'শাহবাগী' বলে কাউকে চিত্রায়িত করা।

তো, মজহারকে যদি একটি ধারা স্বীকার করেন তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনকে গ্রহণ করতে সমস্যা কোথায়? সে জামায়াতীদেরকে দিয়ে সহজিয়া-সাম্যবাদ কায়েম করতে চায় এমন 'দিলের' কথাটা তার উপর চাপানো ঐতিহাসিকভাবে অচল তত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইগনোর করা দরকারী বিষয়। দুনিয়াতে এমন ঘটনা কি কেউ পেরেছে? আবুল হাশিম সাহেব কি পেরেছেন তার 'হুকুমতে রাব্বানী' অন্যদের দিয়ে কায়েম করতে?

পরের আলাপ, আপনি যখন ইসলামের সামগ্রিকতার কথা বলেন তখন কি মওদুদী সাহেবের ডিসকোর্সের 'দ্বীন কমপ্লিট কোড' মিন করেন? আপনার সাথে ইসলাম নিয়ে

আলাপের বোঝাপড়া তো এখান থেকে শুরু করতে হবে। আপনি যখন তাওহীদকে অন্টলজির বেসিস ধরেন তার সাথে তো মুসলিম মাত্রেরই একমত হওয়ার কথা।

কিন্তু যেই ইপিস্টিমলজি আপনি বয়ান করতে চান বা যাকে আপনি বেইস ধরতে চান তার সাথে তো ঈমানদার হয়েও দ্বিমত-ত্রিমত করা সম্ভব, তাই না? সো, আম জনতার মত করে 'ইসলামই আমার শেষ খুঁটি' এমন ঢালাও মন্তব্য করা বেহক। অন্তত যে বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ নিয়ে আপনি আগাইতে চান তার বিষয়ে। কারণ যেটা দিয়ে আপনি শেষ করতে চান, সেটা দিয়েই হয়ত আমি শুরু করতে চাই।

আপনি যখন 'ইসলাম' আলাপ করতে চান, তখন মনে রাখা দরকার ইসলামের বয়স অন্তত ১৪০০ বছর। এমন কোন বিষয় নাই ইসলামের, যেটা নিয়া শত শত মুমিন-অমুমিন মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন বয়ান দেন নাই। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন আসতে পারে 'বিশ্বাস' কী? বিশ্বাসের দর্শন কী? বিশ্বাস ইজ নাথিং বাট বিশ্বাস, বিশ্বাসের ফিলসফি ইজ নাথিং বাট বিশ্বাস। ধন্যবাদ

Mohammad Mozammel Hoque: যে কোনো জ্ঞানতত্ত্বের বই বা প্রবন্ধ খুলে 'বিশ্বাস' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে জানার অনুরোধ করছি। আর লিংকের লেখাগুলো পড়ার অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

www.facebook.com/notes/1294223720594760

১৯ মার্চ, ২০১৬

৪৬. নোট

মতাদর্শগত দিক থেকে রাজনীতির ছক ও আজকের বাংলাদেশ

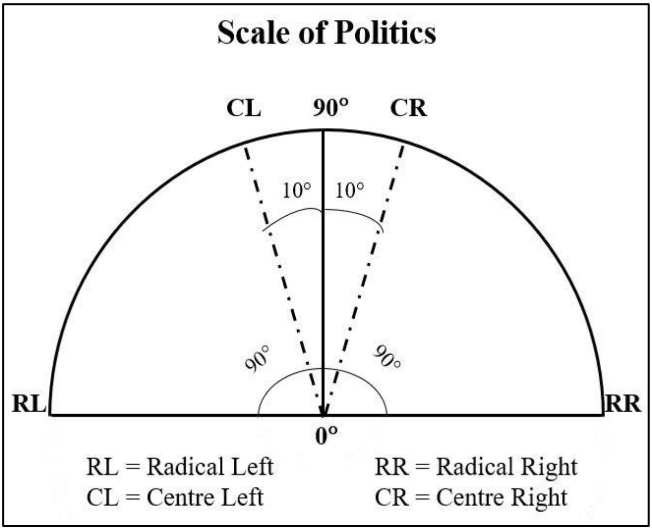

ধরা যাক, চিন্তা-চেতনার দিক থেকে 'ক'-এর ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে আছে 'খ'। এর মাঝামাঝি ০ ডিগ্রী হতে ১০ ডিগ্রী বায়ে 'গ' আর ১০ ডিগ্রী ডানে 'ঘ'। একে মতাদর্শগত দলীয় অবস্থান থেকে বিবেচনা করলে সমীকরণটাকে এভাবে বিন্যাস করতে পারেন: 'ক' = র‍্যাডিকেল লেফট গ্রুপ, 'খ' = র‍্যাডিকেল রাইট গ্রুপ, 'গ' = সেন্টার লেফট গ্রুপ এবং 'ঘ' = সেন্টার রাইট গ্রুপ। ০ (শূন্য) ডিগ্রি হলো ক্ষমতার কেন্দ্র।

গেইম থিওরি বলুন আর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলুন, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ও মোকাবিলার কৌশল হিসাবে চরম ডান আদর্শ অনুসারীদের উচিত হবে মধ্যডানদের হাতে নিয়ে, মধ্যবাম গ্রুপটাকে যথাসম্ভব নিউট্রাল রেখে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে থাকা চরম বাম গ্রুপকে মোকাবেলা করা।

একইভাবে চরম বাম গ্রুপের বেস্ট স্ট্র্যাটেজি হবে মধ্যবামকে গুড হিউমারে রেখে মধ্যডান শক্তিকে যথাসম্ভব নিউট্রলাইজ করে বিপরীত আদর্শের চরম ডান দলকে এলিমিনেইট করার চেষ্টা করা।

এর তাৎপর্য হলো, ব্যক্তিগতভাবে আমরা বিলং অর সাপোর্ট করি বা না করি, র‍্যাডিকেল বা ডগমেটিক প্যাটার্নে যারা আদর্শকে ধারণ করার চেষ্টা করেন এবং রাজনীতিতেও এর রিফ্লেকশান ঘটাতে চান, যাদের আমি এই অর্থে চরম ডান বা চরম বাম বলছি; তারা সরাসরি বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবেন। এটিই তাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক সফলতা।

র‍্যাডিকেল লেফট বা র‍্যাডিকেল রাইট ফোর্স যদি স্বপক্ষীয় মধ্যবর্তী শক্তিকে স্বীয় বিরোধী শক্তির সাথে লাগিয়ে দিতে পারে, তাহলে সেটি হলো তাদের অর্থাৎ র‍্যাডিকেল লেফট বা র‍্যাডিকেল রাইট ফোর্সটির আলটিমেট রাজনৈতিক সফলতা। দ্বিরুক্তি করে বললে, র‍্যাডিকেল লেফট ফোর্স যদি সেন্টার লেফটের কাছে ভিড়ে সেন্টার রাইটকে নিষ্ক্রিয় করে সেন্টার লেফটকে দিয়ে র‍্যাডিকেল রাইটিস্ট ফোর্সকে এটাক করাতে ও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নির্মূল করতে পারে, তাহলে সেটি হলো ওই চরম বাম রাজনীতির বিরাট সফলতা। একই কথা অপজিট রেডিকেল রাইট ফোর্সের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

এর মানে হলো, মতাদর্শগতভাবে চরম বিরোধী পক্ষদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হওয়াটা স্বাভাবিক রাজনৈতিক গতিপ্রবাহেরেই দাবি। এবং এটি করতে পারাটা মতাদর্শগত দিক থেকে তাদের রাজনৈতিক সফলতা বটে। এর পরিণতি বা মাশুল কী, কতটুকু এবং কে কীভাবে তা শোধ করবে, সেটি ভিন্ন প্রশ্ন। কেননা, মতাদর্শগত বৈপরীত্যের কারণে পরস্পরের সাথে প্রত্যক্ষ বিরোধে লিপ্ত হওয়াটা নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু সার্বিকভাবে বিষয়গুলো এই কোর্সে প্রবাহিত না হয়ে যদি মধ্যডান ও চরম বাম কিংবা মধ্যবাম ও চরম ডান পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তা খানিকটা অস্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট চরম ডান বা চরম বামপন্থার চরম রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

এর বিপরীতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো মূল বিরোধকে আড়াল করে বিপরীত পক্ষকে নন-আইডিওলজিক্যাল, বাট লোকাল ইস্যুতে মধ্যবর্তী ফোর্সকে সামনে রেখে এনগেজ করে ফেলার মতো প্র্যাগমেটিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ ও তা একজিকিউট করতে পারাটা নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট আইডিওলজিকেল ফোর্সটির সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পরিপক্কতার প্রমাণ। এটি তাদের দিক থেকে এক ধরনের মতাদর্শগত বিজয় ও সফলতা।

মধ্যবাম বা মধ্যডান ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলো পারতপক্ষে মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে সিরিয়াসলি এনগেজ হয় না। তারা প্রধানত বিভিন্ন লোকাল ইস্যু নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি করে। তাই মতাদর্শগত তথা গ্লোবাল আদর্শ অনুসারীদের পক্ষে তাদের সাথে কোনো স্থানীয় বিষয় নিয়ে জড়িয়ে পড়াটা এক ধরনের রাজনৈতিক পরাজয়। এতে করে তাদের ফোকাস চেঞ্জ হয়ে যায়। অর্থাৎ আদর্শটা ওভারশেডোড হয়ে যায়। এবং তদস্থলে বিশেষ কোনো জাতিগত বা সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ইস্যু লাইম লাইটে চলে আসে।

রাজনীতি হলো সার্বক্ষণিক মোকাবিলার বিষয়। এভাবে ওয়ান-টু-ওয়ান মোকাবিলা করতে করতে নিজেদের অজান্তেই আদর্শনির্ভর দলগুলো রাজনীতির ময়দানে পথ হারিয়ে ফেলে। ঝড়ের মুখে পথ হারিয়ে ফেলা কাপ্তানের মতো তাই তাদের কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করতে হয়। নচেৎ একটা জীবন্ত মতাদর্শগত আন্দোলন এক পর্যায়ে গতানুগতিক ধারায় নিছক পাওয়ার পলিটিক্স পার্টিতে পরিণত হতে পারে। তাই, সামগ্রিকভাবে অগ্রসর থাকতে হলে মাঝে মাঝে পিছিয়ে আসতে হয়, কিছু সহজ লক্ষ্যকে (soft target) এড়িয়ে যেতে হয়। প্রয়োজনভেদে জাহাজ বদল করতে হয়। লক্ষ্যই যেখানে মুখ্য সেখানে এগিয়ে যাওয়ার

জন্য বিকল্পের সন্ধানে অগৌরবের কিছু নাই। বরং সেটিই মহত্ত্বের পরিচয়। আন্তরিকতার প্রমাণ।

এখানে যা বলা হলো তা ওভারঅল স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট পক্ষের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার বিষয় এই সার্বিক সূত্রায়নে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না। আমার দৃষ্টিতে এটি হলো রাজনীতির অনিবার্য গতিধারা। খুঁটিনাটি বিষয় দিয়ে এই ওভারঅল ডিসকোর্স বা এজাম্পশানকে নাকচ করতে চাওয়াটা হবে অবাস্তব চিন্তা, বোকামি ও পলিটিক্যাল ফ্যান্টাসির পরিচায়ক।

উল্লেখ্য, মতাদর্শগত দিক থেকে অনুদার বা রক্ষণশীল কোনো দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যদি সত্যিকারের স্বনিয়ন্ত্রিত তথা স্বাধীন 'অংগ সংগঠন' বা পার্শ্ব-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব।

আদর্শবাদ ও ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত এই স্কেল অনুসারে, আইডিওলজিক্যালি রেডিক্যাল কোনো দল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, যেমন উদার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, এককভাবে কখনো ক্ষমতায় যেতে কিংবা ক্ষমতাসীন থাকতে পারবে না। তার মানে, সবসময় কোনো না কোনো মধ্যপন্থী দলই ক্ষমতায় থাকবে।

মতাদর্শগত এই কর্মকৌশলে মধ্যডান ও মধ্যবামদের প্রত্যেকের অবস্থান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ০ (শূন্য) ডিগ্রি হতে সামান্য ডানে-বামে হলেও নিজেদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাওয়া ও ক্ষমতার কেন্দ্রে টিকে থাকার জন্য তারা পরস্পরের সাথে চরম বিরোধিতায় লিপ্ত থাকবে। যদিও র‍্যাডিকেল লেফট ও র‍্যাডিকেল রাইটের মধ্যকার ১৮০ ডিগ্রি পার্থক্যের তুলনায় তাদের মধ্যকার আদর্শিক অবস্থানের মধ্যে ফারাক খুবই সামান্য, মাত্র ২০ ডিগ্রি।

আদর্শবাদের পক্ষে এক্টিভিজম ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক তৎপরতার দ্বন্দ্ব বা প্রতিসমতা (counter balance) কিংবা বৈপরিত্য সংক্রান্ত এই ফর্মুলা বা স্কেলের চলকগুলোর সাথে যদি আপনি আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ময়দানে হাজির পক্ষগুলোকে ইকোয়ালাইজ করে সমীকরণটা বুঝার চেষ্টা করেন, তাহলে সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতার জায়গাগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন। আজকের বাংলাদেশে কারা 'ক' অবস্থানে, কারা 'খ' অবস্থানে, কারা 'গ' অবস্থানে এবং কারা 'ঘ' অবস্থানে তা আপনিই ঠিক করুন। দেখবেন, অংক মিলে গেছে। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা 'রকেট-সায়েন্টিস্ট' হওয়া লাগবে না।

অনভিপ্রেত বিতর্ক এড়ানোর জন্য এ বিষয়টি এখানেই আপাতত শেষ করলাম। জ্ঞানীরা বলেছেন, আক্বল মান্দ কি লিয়ে ইশারা-ই কা-ফি (বুদ্ধিমানের জন্য ইংগিতই যথেষ্ট)!

www.facebook.com/notes/1467404856609978
৬ অক্টোবর, ২০১৬

৪৭.

মতাদর্শগত দিক থেকে রাজনীতির ছক ও আজকের বাংলাদেশ (২য় পর্ব)

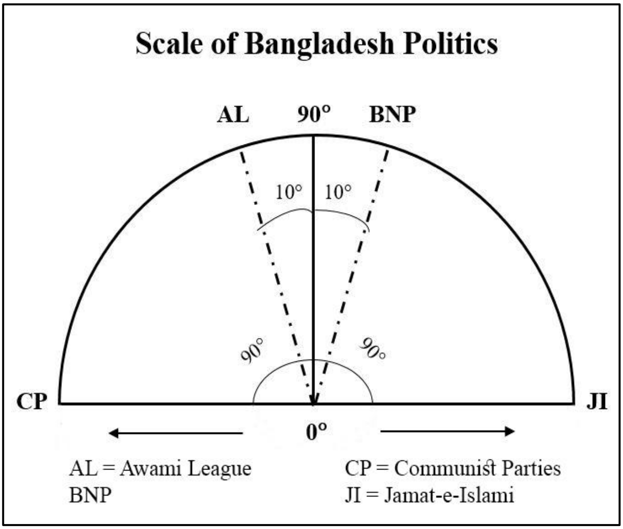

আগের নোটে উল্লেখিত রাজনীতির ছকে যদি আমরা সমকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে বিবেচনা করি তাহলে তা এই স্কেলে প্রদর্শিত প্যাটার্ন হিসাবে হাজির হবে। এখানে ইসলামী দলগুলোকে (নেতৃস্থানীয় হওয়ার কারণে জামায়াতে ইসলামীকে দিয়ে এদেরকে বুঝানো হয়েছে) আমি চরম ডান শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছি, যাকে ইংরেজীতে ফা-র অথবা র‍্যাডিকেল রাইটিস্ট ফোর্স হিসাবেও বলা যায়। উল্লেখ্য, আদর্শবাদ নিয়ে রাজনীতির ময়দানে হাজির থাকা অন্যান্য ‘খেলোয়াড়দের’ অবস্থানের সাপেক্ষে প্রত্যেকটা দল বা সমআদর্শের দলসমষ্টির অবস্থানকে আমি চিহ্নিত করেছি। অর্থাৎ চরম ডান বলতে চরম বামের বিপরীত অবস্থানকে বুঝাতে চাচ্ছি। উগ্রবাদী সন্ত্রাসী চরমপন্থীদের বুঝানোর জন্য যে অর্থে ‘চরম’ শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় এখানে ‘চরম’ কথাটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে ‘চরম’ কথাটা র‍্যাডিকেল বা অতি রক্ষণশীল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাত্ত্বিক বাম আদর্শবাদী অবস্থানকেও এই অর্থে ডগমেটিক, র‍্যাডিকেল বা আল্ট্রা কনজারভেটিভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে যথাক্রমে মধ্যবাম ও মধ্যডান শক্তি হিসাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অবস্থান একক ও সুস্পস্ট। সে তুলনায় চরম বাম ও চরম ডান ফোর্সের অবস্থান ততটা একক পর্যায়ের নয়। চরম বাম শক্তির নেতৃস্থানীয় বা প্রতিনিধি হিসাবে কম্যুনিস্ট পার্টিকে ধরা হবে, নাকি বাসদকে, নাকি জাসদকে, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু বাম আদর্শের ১৮০° বিপরীত অবস্থানে থাকা জামায়াতে ইসলামীকে নিঃসন্দেহে far right politics-এর নেতৃস্থানীয় হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

জামায়াতের আদর্শ ও রাজনীতি ভুল বা সঠিক মনে করা বা একে এস্টাবলিশ বা রিফিউট করাটা পাঠকের যার যার ব্যক্তিগত বিবেচনার ব্যাপার। এটি এই প্রায়োগিক পর্যালোচনার সাথে প্রাসংগিক নয়। বরং এখানে অতি সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করবো, বাংলাদেশে জামায়াত রাজনীতি মোটাদাগে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। তারা বামপন্থীদের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছে। এর বিপরীতে বামপন্থীরা স্বীয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে অত্যন্ত সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে। যদিও 'নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভংগের' মতো এ কাজ করতে গিয়ে তারা আইডিওলজিক্যালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, আদর্শবাদী দল যখন ক্ষমতাপন্থী দলের সাথে নিজের দূরত্বকে ঘুচিয়ে ফেলে, তখন তারা আদর্শিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি অনিবার্য। সেজন্য বিরোধীপক্ষকে দুর্বল করা মানেই নিজস্ব রাজনীতি বিকশিত হওয়া, এমনটা নয়। বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করার সাথে নিজস্ব আদর্শবাদ কিংবা রাজনীতির একটা যোগসূত্র থাকলেও এর একটি অপরটিকে অটোমেটিকেলি জেনারেইট করে না।

তাছাড়া, গণ্য করার মতো একটা বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি যে কারো নিজস্ব রাজনীতি, সেলফ ডেভেলপমেন্ট ও নিজের লোকজনকে ঠিক রাখার কাজে অত্যন্ত সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। একক হিসাবে ময়দানে থেকে সঠিক পথে আগানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কোনো সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থাই তাই শেষ পর্যন্ত ভেংগে পড়ে। বাহ্যিকভাবে যত উন্নয়নই করুক না কেন, মানবিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে এ ধরনের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থামাত্রই ভেংগে পড়তে বাধ্য। যাহোক, এটিও আমার আজকের আলোচ্য বিষয় নয়।

"ইসলাম > বাংলাদেশ > বাংলাদেশে ইসলাম > জামায়াতে ইসলাম" – এটি এক ধরনের বিবেচনা। আবার, "জামায়াতে ইসলাম > বাংলাদেশে ইসলাম > বাংলাদেশ রাষ্ট্র > ইসলামী আদর্শ" – এটি আরেক ধরনের বিবেচনা।

ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে জামায়াতে ইসলামী – পুরো বিষয়টাকে এভাবে দেখলে এটি স্পষ্ট, আওয়ামী লীগের সাথে 'জানি দুশমন' হিসাবে লেগে যাওয়াটা জামায়াত রাজনীতির চরম ব্যর্থতা। এবং 'মৌলবাদী আদর্শ' অনুসরণকারী জামায়াতের ওপর আওয়ামী লীগের মতো সেন্টার লেফট একটা দলকে দিয়ে নির্মূলকরণ চালিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা এ দেশের 'গণবিচ্ছিন্ন' বামপন্থীদের কার্যকর রাজনৈতিক কর্মকৌশলের স্বাক্ষর। যুদ্ধাপরাধের বিচারের মতো একটা অতি সংবেদনশীল ইস্যুর মাধ্যমে জামায়াতকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারাটা তাদের মৌলিক রাজনৈতিক সফলতা। এই 'ফাঁদে' পা দেওয়াটা, বিপরীতভাবে, জামায়াতের অদূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় ও বড় ধরনের ব্যর্থতা।

আওয়ামী লীগ বামপন্থী দল নয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে বরাবরই বাম ও ডান ধারা সক্রিয় থাকলেও তারা মূলত ক্ষমতার রাজনীতি করে। রাজনৈতিক বালখিল্যতার পরিচয় দিয়ে জামায়াত যখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সাথে গাঁটছড়া বাধলো,

তখন আওয়ামী লীগের তরফ হতে বামপন্থীদের 'যুদ্ধাপরাধের বিচার' ইস্যুটাকে গ্রহণ করার বিকল্প ছিলো না। আওয়ামী লীগের দিক থেকে দেখলে, এটি তাদের ফলপ্রসূ রাজনৈতিক কর্মকৌশল।

জামায়াতের দিক থেকে দেখলে, 'ইসলামী আদর্শের' দাবি ছিলো এ দেশের রাজনীতিতে সর্বোচ্চ এক-দশমাংশ পর্যায়ের উপস্থিতি বজায় রেখে পাওয়ার পলিটিক্স করা মধ্য অবস্থানের দলগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তা না করে তারা নিজেদেরকে দেশের রাজনৈতিক 'ত্রাণকর্তা' ভাবতে থাকে। ইসলামপন্থীদের নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার কার্যকর চেষ্টার মাধ্যমে স্বতন্ত্র তৃতীয় ও বিকল্প শক্তি হিসাবে গড়ে না উঠে দ্বিদলীয় রাজনীতিতে 'ভারসাম্য শক্তি' হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে। আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে নিজেই আগুনে পোড়ার মতো এক পর্যায়ে এসে ক্ষমতাপন্থীদের নিজস্ব রাজনৈতিক চালের বলিতে পরিণত হয়। তৃতীয় শক্তি হওয়া আর ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফালাফি করা এক কথা নয়। জামায়াতে ইসলামীর ভুল রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এ ধরনের অশোভন কিন্তু কার্যকর উদাহরণের বিকল্প দেখছি না।

ক্ষমতার জন্য যারা রাজনীতি করে তারা তো যে কোনোভাবেই হোক ক্ষমতায় যেতে ও থেকে যেতে চাইবে। এর মানে আমি এটি বলছি না, যারা ক্ষমতার রাজনীতি করে তাদের কোনো আদর্শবোধ ও নীতি নৈতিকতা নাই। তারা চরম বাম কিংবা ডানদের তুলনায় বিশেষ কোনো আদর্শকে অতটা সিরিয়াসলি নেয় না; বরং দেশের মানুষের রুচি ও মনমানসিকতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এদিক ওদিক ম্যানেজ করে কোনোভাবে ক্ষমতায় গিয়ে সুযোগ সুবিধা ভোগ করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘোড় সওয়ারী কর্তৃক ঘোড়াকে খাবার দেয়ার মতো করে নিজেদের লোকদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা বণ্টন করতে গিয়ে তারা প্রকারান্তরে দেশকেও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়।

শুরুতে যেভাবে বলেছি, জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, বিশ্ব ও ইসলামী আদর্শ – এভাবে দেখলে ভুল করা হবে। আদর্শবাদী দলগুলো আদর্শের কথা বলে পথচলা শুরু করলেও প্রায়শই তারা এক পর্যায়ে নিজেদের দলীয় অবস্থানের প্রিজমেই আদর্শকে ব্যাখ্যা করে ও অন্যান্যদের মূল্যায়ন করে। জামায়াতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

নিজেদের ভুল রাজনৈতিক অবস্থান ও গতিপথের পক্ষে তারা অনেক যুক্তি হাজির করতে পারবে। সামগ্রিকভাবে না দেখে ওয়ান-টু-ওয়ান তথা বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সেসব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের পেছনে হাজির করা যুক্তিকে গ্রহণযোগ্যও মনে হবে। ইটের দেয়াল গাঁথা বলুন কিংবা জাহাজের গতিপথ বলুন, গন্তব্যে পৌঁছতে হলে, সঠিক পথে চলতে হলে, অরিজিনাল ম্যাপ দেখে মেপে মেপে পথ চলতে হয়। তো এই মাপামাপির বিষয়টা ইমিডিয়েট ও আলটিমেট উভয় ধরনেই হতে হয়। পথের শুরু ও পথ চলার লক্ষ্য – উভয় বিন্দুকে স্বল্পতম দূরত্বে, যথাসম্ভব সরল রেখায় আঁকতে হবে। ট্রেডমিলের ওপর দৌড়িয়ে ব্যায়াম করা যায়, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ট্রেডমিলের ওপর দৌড়ানো কিংবা তৈলাক্ত বাঁশে আরোহণের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনীতি কিংবা যা-ই হোক না কেন, যে কোনো ধরনের সামষ্টিক সাংগঠনিক উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য এই ছবিটির মতো উপাদান, ভিত্তি ও লাইন ঠিক থাকতে হবে। মশল্লা নরম থাকতে থাকতেই গাঁথুনি শেষ করতে হবে। আবার একসাথে পুরো দেয়াল নির্মাণ করা যাবে না। ধাপে ধাপে ইট গাঁথতে হবে। ঠিক মতো শক্ত হওয়ার আগেই পুরোটা গেঁথে দিলে তা ভেংগে পড়বে।

যেমনটা হয়েছে নিচের এই ছবিটাতে। দেখা যাচ্ছে, ইটের একটা উচু গাঁথুনির পাশে বিচ্ছিন্ন ইটের একটা স্তূপ। যাদের এ রকম একটা গাঁথুনি তৈরির কথা ছিলো তারা ভেংগে পড়া একটা ইটের একটা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ভাবছে, আমরা তো মাটি হতে অনেক উপরেই আছি! এ ধরনের অবাস্তব আত্মতুষ্টি নিয়ে কেউ চাইলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। এ ধরনের লোকজন মিলে বাংলাদেশের মতো ওভার পপুলেটেড একটি দেশে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট তৈরি করে একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবেও নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে পারে। কিন্তু তাতে করে দেশ ও জাতি গঠন হবে না। ইসলাম বা কোনো আদর্শবাদও এই পদ্ধতিতে কায়েম হওয়ার নয়।

ইসলামের দিক থেকে বাংলাদেশের সমস্যা কী? বাংলাদেশ উন্নত দেশ নয়, এটি? বাংলাদেশের মানুষ ‘ভালো’ নয়, এটি? বাংলাদেশের মানুষ ‘জামায়াতে ইসলামীর মতো একটা ইসলামী দলকে ভোট দেয় না’, এটি? ‘অতএব তাদেরকে দিয়ে হবে না’ – এমন ধরনের কিছু?

না, বাংলাদেশের সমস্যা এর কোনোটাই নয়। আমার দৃষ্টিতে ইসলামের দিক থেকে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান সমস্যা হলো, তারা প্রধানত বর্ণপ্রথা হতে বাঁচার জন্য মুসলমান হলেও ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সাংস্কৃতিক চেতনা হিসাবে তথা সামগ্রিক জীবনাদর্শ হিসাবে কখনো বুঝে নাই। এক কথায় বললে, আকীদাগত সমস্যাই বাংলাদেশের মানুষের প্রধান সমস্যা। এ দেশের মানুষের যে আইডেন্টি ক্রাইসিস তার মূলে রয়েছে এই কনসেপ্টচুয়্যাল এম্বিগিউটি বা প্রবলেম।

নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তার দিক থেকে আমরা বাংগালি। রাজনৈতিক জাতীয়তার দিক থেকে আমরা বাংলাদেশী। এই নিরেট সত্য ব্যাপারটা নিয়ে এতো বিতর্ক কেন, তা যদি আমরা বুঝার চেষ্টা করি, তাহলে দেখবো, এই ফলস ডিবেটের মূলে রয়েছে আমাদের আইডেন্টি নিরূপণ বা আরোপের চেষ্টা। যারা বামপন্থাকে বাংলাদেশের মানুষের আইডেন্টিটি হিসাবে দেখতে চান তারা বাংগালিত্বকে হাইলাইট করেন। আবার যারা এ ধরনের আইডেন্টিটির পরিবর্তে এক ধরনের ইসলামী আইডেন্টিটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা এর বিরোধিতা করেন।

এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে মানুষকে কোরআন ও হাদীস অনুসারে ইসলাম বুঝানোর দায়িত্ব পালনের চেয়ে জামায়াতকে আমরা দেখি ‘পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের’ পক্ষে জান কুরবানী দিয়ে ‘বাংগালি/বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের’ বিপক্ষে খেয়ে না খেয়ে বিরোধিতা করতে। অথচ, তারা আদতে জাতীয়তাবাদ মাত্রকেই অনৈসলামী মনে করে। কী করুণ স্ববিরোধ!

১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ইসলামের কোনো ইস্যু নয়। এটি কোনো আদর্শিক ইস্যু নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটা ঐতিহাসিক আঞ্চলিক ইস্যু। বড়জোর বলা যায়, একটা অর্থনৈতিক ইস্যু। অথচ জামায়াত নিজেকে এটাতে ওতপ্রোতভাবে জড়ায়। তাদেরকে কি বন্দুকের মুখে তৎকালীন মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য করা হয়েছিলো? যুদ্ধাপরাধ বিচারের অসংগতি ও ফাঁক-ফোকর যা-ই থাক, নিজেদের মধ্যে ৭১ নিয়ে তাদের এত রাখঢাক কেন? কোথায় তাদের নৈতিক মনোবলের সমস্যা?

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন বিরোধী ভূমিকা রাখার পরেও পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের বিস্ময়কর উত্থান ঘটে। একে তারা নিজেদের সাংগঠনিক ও আদর্শগত সাফল্য হিসাবে দাবি করে। তাই যদি হতো তাহলে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে তাবলীগ জামায়াতের এত বড় সাংগঠনিক উত্থান ও আদর্শগত প্রসার কীভাবে সম্ভব হলো? এ বিষয়ে আমার অন্যান্য লেখায় বারে বারে বলেছি, এ দেশে ইসলাম হলো একটা পপুলার ব্র্যান্ড। এর পক্ষে বা বিপক্ষে যারাই অবস্থান নেয় তারাই ব্যাপক পপুলারিটি পায়। এ দেশে সব পীরপন্থীদের উত্থান, তাবলীগের উত্থান, জামায়াতে ইসলামীর উত্থান, এমনকি তাসলিমা নাসরিনের ব্যাপক পরিচিতিও একই সূত্রে গাঁথা।

এই পপুলার ইসলামকে ভায়বল এন্ড কমপিটেন্ট হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিলো জামায়াতে ইসলামীর। তারা তা করে নাই। কখনোই তারা 'দাওয়াতী মেজাজ' নিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে যায় নাই। ১৯৬৯ সালে মাওলানা মওদূদীর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফর বলুন, আর ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের দেশব্যাপী সফর বলুন, সবই ছিলো রাজনৈতিক ইস্যুকে সামনে রেখে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব সফর ছিলো সংঘাতমুখর।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য ছিলো, এ দেশের মানুষ ইসলাম চায়। নেতৃত্বই সমস্যা। তরুণ চবি শিক্ষক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসাবে সে সময়ে আল ফালাহ্ মিলনায়তনে আমি ব্যক্তিগতভাবে উনার উপস্থিতিতেই এ কথার প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার কথা ছিলো, এ দেশের মানুষ ইসলাম চায়, এটি ঠিক। তবে, তারা ইসলামকে ঠিক মতো বুঝে না। 'ইসলামী আন্দোলনের ধারণা' তাদের কাছে অপরিচিত। মানুষকে ইসলাম না বুঝিয়ে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হলো মাটি প্রস্তুত না করে দালান নির্মাণের চেষ্টা করার মতো পণ্ডশ্রম মাত্র।

বর্ণপ্রথা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাম্যবাদী ধর্ম হিসাবে ইসলামকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ গ্রহণ করেছিলো। এ কথা আগেই বলেছি। এর থেকে ধারণা হতে পারে, আকীদাগত পরিশুদ্ধিই এ দেশে ইসলামের জন্য কাজের প্রধান ক্ষেত্র। ধারণাটা আংশিক সত্য। আংশিক সত্য বললাম এ জন্য, এ ধরনের সমস্যা দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সত্য হলেও এ দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও শহুরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য ততটা রিলেভেন্ট নয়। তাদের সমস্যা নিছক ইসলাম না বুঝার সমস্যা নয়। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় একজেক্টলি বলা না গেলেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নাস্তিক্যবাদী চিন্তাচেতনার বিরাট নেতিবাচক প্রভাব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এটি ইসলাম না বুঝার সমস্যা নয়। বরং এটি ইসলাম না মানার সমস্যা। এই মানা, না মানার বিষয়কে রিচুয়েলিস্টিক দৃষ্টিতে দেখলে, আমার কথার সাথে কারো একমত না হওয়াই স্বাভাবিক।

এ দেশের মানুষ এত নামাজ পড়ে, এত বেশি সংখ্যক হজ্জ করে, এতো কোরবানি দেয়। যেন তারা তেমন ঈমানদার। আসলে তা নয়। ইসলামকে জীবনবোধ ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনাদর্শ হিসাবে দেখার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে দেখলে যে কেউ একমত হবেন, এ দেশে ইসলাম নিয়ে মানুষের স্ববিরোধ এবং ইসলাম না বুঝার সাথে সাথে ইসলামকে ইসলামের মতো করে না মানার সমস্যাটাও অতীতের তুলনায় অনেক প্রকট।

এই বিরাট ফাটল মেরামত করার দিকে নজর দেয়ার ফুরসত জামায়াতের নাই। তারা দিনরাত আওয়ামী লীগকে মোকাবিলায় ব্যস্ত। ভুল রাজনৈতিক কৌশলের পরিণতিতে অহেতুক লেগে গিয়ে এখন যুক্তি দিচ্ছে, আমরা নির্যাতিত! মক্কী যুগ পর্যায়ের এ দেশে অপরিণামদর্শী মোকাবিলায় লিপ্ত হয়ে উল্টো নবী-রাসূলদের মোকাবিলা তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা

দিয়ে সরলপ্রাণ ও নিরীহ জনশক্তিকে আনুগত্যের নেশায় তারা বুঁদ করে রাখছেন! শিক্ষিত জামায়াত কর্মীরাও ভুল রাজনৈতিক কৌশলের বিষয়ে বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' ও 'মোকাবিলা তত্ত্বে' আশ্রয় নেন।

জামায়াতের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের অন্যতম হলো ভুলভাবে উপস্থাপিত মোকাবিলা তত্ত্ব। তারা বলেন, 'হক ও বাতিলের লড়াই অনিবার্য ও চিরন্তন। এবং জামায়াত এই লড়াইয়েই আছে।' নিজেদের ভুল রাজনীতিকে লেজিটিমেইট করার জন্যই তারা এমন ধরনের অবাস্তব কথাবার্তা বলে থাকেন। আচ্ছা, বাংলাদেশে এখনো লক্ষ লক্ষ জামায়াত নেতা-কর্মী-সমর্থক সরকারী-বেসরকারী চাকুরি করেন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে স্থানীয় মসজিদের ইমামগণ রয়েছেন। তারা যদি আগামীকাল স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে গিয়ে জামায়াতের পক্ষে বর্তমানে অতি সংবেদনশীল অথচ সত্য – এমন কিছু কথা বলেন, তখন কী ঘটতে পারে? অবভিয়াসলি তারা নানা রকমের হয়রানি ও ক্ষতির শিকার হবেন। তাই না? তো, কনফ্লিক্ট থিওরিই যদি সত্য হয়, ইসলামিক্যালি তাদের তো তা-ই করা উচিত। কী বলেন?

হক-বাতিলের দ্বন্দ্বটা মূলত তাত্ত্বিক। বাস্তবে বা ব্যবহারিক জীবনে সবসময় এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন না ঘটানোই বরং সুন্নাহর দাবি। রাসুলুল্লাহর (সা), এমনকি, মাদানী জিন্দেগীতেও এর নিদর্শন দেখা যায়। যেমন নানা ধরনের সমঝোতা চুক্তি ইত্যাদি। মদীনা সনদও এ ধরনের একটা প্র্যাকটিক্যাল এপ্রোচ। ইসলামে হেকমত বা কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। কপটতা, ফেতনা বা হঠকারিতাকে নিষেধ করা হয়েছে।

সোজা কথায়, শেষ কথা হিসাবে বললে, আস্তিকতা-নাস্তিকতা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো এ দেশের তরুণ মানসের মৌলিক সংকট। মক্কীযুগের সূরাগুলোর আলোকে আল্লাহ আছে কি নাই, আল্লাহ থাকার মানে কী, তাওহীদ বিশ্বাসের ব্যবহারিক তাৎপর্য কী – এখনকার আকীদাগত আলোচনায় এসব বিষয়কে ফোকাস করতে হবে, অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইল্লা মাশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ধরনে হয়-হবে ধরনের রেটরিকের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নারীবাদের মোকাবিলায় নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি কী হবে তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়ে দেয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে আপনি কী করবেন, কীভাবে করবেন, সংস্কৃতির বিশেষ করে বিনোদন সংস্কৃতির ব্যবহারিক অবয়ব কী হবে, নাগরিক সমস্যাগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করবেন, এসব নিয়ে সিরিয়াসলি এনগেজ না হয়ে প্যানাসিয়া (সর্বরোগ বটিকা) হিসাবে খালি 'ইসলাম', 'ইসলাম' জপ করলে হবে না।

রাজনীতি দিয়ে সব হয় না। এটি বুঝতে হবে। জামায়াতে ইসলামী অনুসৃত সর্বব্যাপী রাজনৈতিকীকরণ পন্থা যে চরম ভুল, তারা ছাড়া বাদবাকী সবাই এটি বুঝতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর লোকজন বিশ্বাস না করলেও এটি সত্য, বামপন্থীদের মধ্যকার উগ্র ধর্মবিদ্বেষীরা ছাড়া দেশের সব রাজনৈতিক পক্ষই চায় জামায়াতের মতো একটা মডারেট ইসলামী ফোর্স ময়দানে হাজির থাকুক।

আরবে তৎকালীন ইয়াসরিবের এ ধরনের পলিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম বা হেজিমনিকে আল্লাহর রাসূল (সা) কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। মক্কায় জীবন বিসর্জনের জন্য বসে থাকেন নাই। সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের এই সুযোগকে জামায়াত কাজে লাগাতে আগ্রহী নয়। তারা সব কিছুকে স্বীয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের বাইনারিতে দেখে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করা, সুদূরপ্রসারী কর্মকৌশল গ্রহণ, এমনকি টাইম-টু-টাইম নিজেদের কাজকর্মের স্বচ্ছ পর্যালোচনা করার ব্যাপারেও তাদের একান্ত অনীহা। স্ববিরোধী কথার ফুলঝুরি দিয়ে ধর্মবাদিতার এক ধরনের আবেশের মোহে লক্ষ্যহীন মোকাবিলার অর্থহীন ঔদ্ধত্যই জামায়াত রাজনীতি সম্পর্কে শেষ কথা।

** এই পর্বটি কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়নি। এই সংকলনেই প্রথম সংযোজিত হলো।*

ব্লগারস ইনডেক্স

অ
অনুচিত: ১৪৬।
অনুরণন: ৯৬, ১৫৯।
অন্যরকম: ২১।
অভিযাত্রিক: ১২৯।
অশ্বারোহী: ৭৩।
আ
আবদুল কাদের হেলাল: ১৪৮।
আবু আফরা: ৫৩, ৭৬, ১৪৩।
আবু জারীর: ৬৬।
আবু নিশাত: ১১১।
আবু ফারিহা: ১৪১।
আবু সাইফ: ১৩৯, ১৪০।
আবু হানিফ: ২৭২।
আবুল মানছুর: ১৫৪, ১৬২।
আয়নাশাহ: ১৪৭।
আরিফ: ৫৯, ৮২।
আহমাদ আব্দুল্লাহ: ২০, ২১, ৮০।
আহমেদ চৌধুরী: ১৪১।
ই
ইউসুফ মামুন: ১৬৪।
ইঞ্জিনিয়ার হাবিব: ৭৩।
ইবনে বতুতা: ৩৬, ৫২, ৬৯, ৭৪।
ঈ
ঈগল: ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৮, ১২৮।
এ
এম এন হাসান: ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৪, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৫৮, ৭৪, ১১২, ১১৫, ১১৭।
ক
কাজী শাহরিয়ার: ৩১১।
কাপাসিয়া: ১২৮।
কামরুল আলম: ২১।
গ
গাজালা: ৪৫।
জ
জামায়াতনিয়েভাবনা: ১৫০, ১৫৪, ১৬১।
ড
ড. মোশারফ হোসেন মাসুদ: ৩৩৪।
ডার্ক জাস্টিস: ৫২।
ত
তারাচাঁদ: ৫৮, ৭৪, ৯৫, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৪৪।
তিঁতা-মিয়া: ১৫৫, ১৫৬।
ন
নিঃসঙ্গ শেরপা: ৮৮।
নির্ভীক পথচারী: ১৪৫।
নোমান সাইফুল্লাহ: ৮৪, ৯৩, ১০৯, ১১০, ১২৬।
প
পক্ষপাতদুষ্ট: ৩৫, ১২৫।
পরদেশী: ৫৩।
পলাশ: ১৫৬, ১৫৭।
পারাবত: ৬৪।
পার্টিশন “৪৭: ৬৯।
প্রকৌঃ মোঃ আতিকুর রহমান: ১৫৮।
প্রফেসর: ১৫৫।
প্রবাসী মজুমদার: ৩০, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ১৪২, ১৪৭।

ব
বিরুদ্ধবাদী: ৫৮।
বুলেন: ৫৪, ৮৫, ৮৭, ১০৩, ১০৪, ১১৩, ১১৬।
ভ
ভাবনার ল্যাম্পপোস্ট: ২২৩, ২৭৯।
ম
মহি উদদিন: ১৫৮, ১৬০।
মামু ভাগিনা: ৫৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬।
মিডিয়া ওয়াচ: ১৪০।
মির্জা: ৮৫, ১৫৬।
মুহাম্মদ ওমর ফারুক: ৮৫।
মোহাম্মদ মামুন রশীদ: ১০২।
য
যাররিনের বাবা: ২৩, ৬৩।
ল
লাল বৃত্ত: ৬৬, ৯৪, ১০১।
লোকমান বিন ইউসুপ,চিটাগাং: ১৪২, ১৪৩।
শ
শংখচিল: ৮৮।
শামিম: ৯৪, ১৪১।
শারিফ এর ব্লগ: ১৪৬।
স
সব জানা শমসের: ৫৩।
সাইক্লোন: ২০।
সালমান আরজু: ১২৪, ১৪৫।
সোহাগী: ১৪৯।
হ
হাসান তারিক: ১৬০।
A
A M Nuruddin Shohag: ১৯১।
Abadul Haque Abad: ৩৫২।
Abdul Mannan: ১৮৭, ২০৩।
Abdul Quadir Saleh: ২৬০, ২৬১।
Abdullah AL Takdir: ৩২৩, ৩৩৫।
Abdullah Russel: ২৩৮, ৩৩৪।
Abm Mohiuddin: ২২৬।
Abu Abdullah Al Mahdi: ৩৩৩, ৩৪৩।
Abu Sulaiman: ১৯২, ২৯৫।
Abu Zafar: ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ২১১, ২১৫।
Abubakar Siddique: ২৩০, ২৩২।
Adv Imrul Kayes Rana: ২৭০।
Ahmad Bashar: ৩১৩।
Ain GB: ২০৮।
Akbar Khan: ২৭৫।
Akm Nurullah: ২০৯।
Ala Uddin: ২২৬।
Anwar Mohammad: ৩২৪, ৩৩৫, ৩৬৩।
Ashik Rahman: ১৬৯, ২৩৮।
Ashraf Al Deen: ১৮৫।
Asif Mahmud: ২৭৮, ২৯৫।
Atiqur Rahman: ২২৭।
Ayon Muktadir: ১৮৫, ১৮৬।
Aziz Monir: ২৯৫।
B
Bashar Ibn Hadis: ৩১৩।
C
Cu Alaol: ২১৫, ২১৭।
D
Daud Bangla: ১৭৫।
DrBelayet Hossain Arik: ২০৬।
E
Enamul Hoque Shamim: ২০৯, ২১৬।
Engr Md Atikur Rahman: ৩৩৩।
F
Farid A Reza: ২২৪, ২৪১, ২৬৯, ৩০০, ৩১১, ৩১২, ৩৬৩।

Fatima Khanam: ২০৬।
H
H Al Banna: ১৮৭, ১৮৮, ২১০।
hasanalbanna: ৬৬।
I
Ibn Monir: ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৩।
Ibrahim Hossain: ১৭০, ৩২১, ৩২২, ৩৩৪।
Imam Hasan Reza: ২১২।
K
kabir: ৬৩।
Khaled Mohammad: ২৭০।
Khandoker Zakaria Ahmed: ১৮৪, ২০৬, ২১৭, ২২৮, ২৭১, ৩৫১।
Khomenee Ehsan: ২৩৯, ২৬২, ২৬৩, ২৮০, ২৮১।
L
Latifur Rahman: ২৬৩।
Lokman Bin Yousuf: ১৬৯, ১৭০, ১৮৮।
Louis Pasteur: ৩৪৩।
M
M Nurul Islam Faruk: ২৫৯, ২৭২।
M.M.Rahman: ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩।
Mahbubur Rahman: ২৭০।
Mahmudur Rahman: ৩০০, ৩০২।
Mainul Quadery Sagar: ২১৬, ২১৮।
Masuk Pathan: ২২৩।
Mazharul Islam: ২২৬।
Md Rifat Chowdhury: ২১৮।
MD RS: ৩৩৪।
Md. Ohidur Rahman: ২৫৯, ২৬০, ২৬১।
Mizan Rahman: ২১০।
Mobashwer Ahmed Noman: ২২৩।
Mohakobi Ferdous: ৩৫২।
Mohammad Abul Bashar: ৩৪৩।
Mohammad Ahsanul Haque Arif: ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ২০৪, ২১৫।
Mohammad Asraful Islam: ৩১৩, ৩৫০।
Mohammad Fakhrul Islam: ২২৫।
Mohammad Nasir Uddin: ২১৮।
Mohammad Syedul Azad: ২০৯।
Mohammed Lokman: ৩২২, ৩২৩।
Mohammed Shah Alam: ২৬২, ২৯৫, ৩১২।
Mohi Uddin: ২১৫।
Mohiuddin Himel: ৩০১।
Muhammad Nurullah Tarif: ২৭৬।
Muslehuddin Shahed: ২১৫।
Mustafiz Nadem: ২০৫।
mzaman: ১২৭।
N
Noman Khan: ২৭৬।
O
Ohidul Islam: ৩২২, ৩৩৩।
Orion: ১৫৪
R
Rakib Hossain: ২১৮, ২২৪।
Refayet Hossain: ২১৮।
Richard Hasan Aeron: ২০৫।
Rose leaf: ১২৬।
S
Saimum Ctg: ২৭০।
Sakib Rezwan: ৩০৬।
Salahuddin: ৩২২।
Salam Azadi: ২২৪।

Salam: ১০৪, ১০৬, ১০৮।
Salamat Ullah: ২১০।
Samir Ahmed: ৩১৪।
Sayed Mahbub Tamim: ৩০২।
Sayed Mahmud: ২২৫।
Sayedur R Chowdhury: ২১৫।
Shahed Kalam: ২১৬, ২২৫।
Shahidul Hoque: ১৮৬, ১৮৭।
Shahidullah Kazi: ২১৬, ২১৭, ২২৪।
Shakil Mamun: ২২৪, ২৭১।
Shamimuddin Khan: ২১০।
Shariful Hoque: ২৭০।
Shimanto Eagle Ami: ২৭১।
Sk Mahdi: ২৭০।
T
Tanvir M H Arif: ১৬৯, ২৩৮।
Tariq Faisal: ২৭২, ২৭৩।
U
Umme Kawsar: ২০৯, ২১০।
Z
Zainal Abedin Tito: ২০৯।
Zakir Howlader: ২৮১।

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র